GATHASAPTASATI

Parbati Charan Bhattacharya

Translation of an Anthology
of Poems in Māhārāstrī Prākrita by Sātavāhana
King Hāla (20-24 A.D.)

গাথাসপ্তশতী

[সাতবাহন-রাজ হাল-সঙ্কলিত]

ভূমিকা ● অনুবাদ ● টীকা

শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য
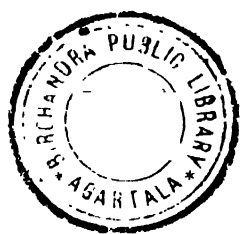
জয়দুর্গা লাইব্রেরী
৮এ, কলেজ রো :: কলিকাতা-৯

প্রকাশক

নরেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল

৮এ, কলেজ রো

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর

স্কুমার ভাণ্ডারী

রামকৃষ্ণ প্রেস

৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট

পূর্ণেন্দু পত্রী

মানচিত্র

শ্রীকৃষ্ণ পাল

নিবেদন

প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপনায় গাথা-সপ্তশতীর ভাষার বিশ্লেষণ এবং আলোচনা আমাকে বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যাপৃত রেখেছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের নীরস আলোচনার মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে এর কাব্যসৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভাষার অস্থি-বিন্যার অঙ্গুলি সঙ্কেতের মধ্যে যে রূপসী মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব অনুভব করিয়েছে, স্বীকার করি তাকে অবজ্ঞা করা আমার সম্ভব হয়নি। সে যেন প্রকাশের ভাষা চাইছিল। মনে হোল, মাতৃভাষার মধ্যদিয়ে তাকে বাঙ্‌ময় করলে, প্রায় দুহাজার বছর পূর্বে—কালিদাসের বহুপূর্বযুগের এক অভিনব সৃষ্টির রূপলাবণ্য ধরা দেবে। আমার পূর্বে আমারই শিক্ষাগুরু ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক আমার কাজ সহজসাধ্য করে দিয়েছেন তাঁর 'সাতবাহন নরপতি হালের গাথা-সপ্তশতী' নামক বাংলা গদ্যে অনূদিত গ্রন্থখানা দিয়ে। গুরুর অনুমতি চাইতে তিনি বল্‌লেন—'তোমাকে নতুন কিছু করতে হবে, নতুন কথা বলতে হবে'। উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'আপনি ভগীরথ, আপনার তাপ এবং তপস্যাদ্বারা বাঙ্‌লার মাটিতে গাথার গঙ্গাধারা নিয়ে এসে আমাদের প্রাণ জুড়িয়েছেন। অনুমতি করুন, আমি সেই গাথার ধারায় তরঙ্গ তুলি—একটু ছন্দের স্পন্দন, আর কিছু না।' উত্তরে তিনি বল্‌লেন, 'তুমি গানের জবাব গানেই দিও। তোমারও তপস্যা চাই, গাথার সর্বতোমুখী গুরুগম্ভীর আলোচনা তোমার কাছে প্রত্যাশা করি।'

কার্যে ব্রতী হয়ে দেখি, সম্মুখে এক বিষম সমস্যা। এ যুগের বিচারে সপ্তশতীর কোন কোন গাথায় রুচিবিরুদ্ধ বিষয়ের অনাবৃত প্রকাশ রয়েছে। শঙ্কিত হয়ে আচার্যদেবকে বল্‌লাম, 'আমি শ'দুই গাথা বাদ দিয়ে অনুবাদ করতে চাই এবং অনূদিত গ্রন্থের নাম দিতে চাই 'সপ্তশতীর পঞ্চশতী'। তিনি বল্‌লেন,—'অশ্রদ্ধেয়ম্‌। তুমি শ্লীল অশ্লীলকে অস্তিত্ববাদীর দৃষ্টি দিয়ে দেখো। সবই তুল্যমূল্য। প্রকাশেই অশ্লীলের অশ্লীলতা। তোমার প্রকাশের তিরস্করিণীতে তাকে ঢেকে দিও, বস্তুটাকে যুগোপযোগী করে ব'লো।' তাঁর কথায় আমার সন্দেহের কুয়াশা কেটে গেল। নতুন দৃষ্টি দেয়ে দেখলাম, নরপতি হাল আধুনিক কালের সূক্ষ্মবিচারেও একজন খাঁটি রিয়্যালিস্ট্‌।

ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক, তথা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিষয় নিয়ে

আমার অপর গুরু ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বহুবার আমার যেতে হয়েছে। তিনি বহুমুখী আলোচনায় আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। আমি আমার ক্ষীণ মুষ্টিতে তার কতটুকুই বা ধরে রাখতে পেরেছি? সান্ত্বনা এই, আমার আচার্যদ্বয়ের কাছে এই প্রৌঢ়বয়সে আবার ছাত্র হয়ে বসতে পেরেছি।

আমার পরমভক্তিভাজন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন। প্রচলিত গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য 'লীলাহি তুলিঅসেলো রকৃখউ বো…' গাথাটির সন্ধান তিনিই আমাকে দিয়ে আমার বিচারের পথ সুগম করে দিয়েছেন। ভূমিকার ১৯-২০ পৃষ্ঠায় এই গাথাটি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই পরম বৈষ্ণব, সুসাহিত্যিক, রস-মার্মিক, কবি-প্রাণ মনীষী আমাকে সর্বভাবে উজ্জীবিত করে রাখতে চান। আমি সত্যই তাঁর কৃপা-ধন্য।

আমার অভিন্নহৃদয় কবিবন্ধু অধ্যাপক সুধীর গুপ্ত এবং পণ্ডিতবন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, তর্কতীর্থ ধৈর্য ধরে আমার বহু অনুবাদ শুনেছেন, রসবিচার করেছেন এবং কোন কোন শব্দের পরিবর্তন, পরিমার্জনের উপদেশ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। একটি আলোচনায় উপদেশ পেয়েছি বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশের কাছ থেকে। প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক আমার স্নেহভাজন ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। কবিদের নাম সঙ্কলনে সাহায্য করেছেন আমার ছাত্রী শ্রীমতী গীতাঞ্জলি ক্ষেত্রী এম্. এ., এবং গাথা-সঙ্কেত রচনায় সাহায্য করেছেন আমার ছাত্র শ্রীমান্ কল্যাণশঙ্কর ঘটক এম্. এ.। শ্রীমান্ শ্যামানন্দ সান্যাল আমার এই গ্রন্থপ্রকাশে নানাভাবে সাহায্য ক'রে আমার অশেষ উপকার সাধন ক'রেছেন। তাঁর প্রতি আমার স্নেহ চিরকাল আছে এবং থাকবে। ইতি—

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

যিনি চিরকাল আমার কাছে সীমাহীন বিস্ময়,

যাঁর প্রতিষ্ঠা চতুরদধি-বেলা-বলয়িত—

আমার সেই বিদ্যাতীর্থ-মহাগুরু,

সর্বাগমসিদ্ধ-ভাষাচার্য

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

সাতবাহন সাম্রাজ্য
ও
সমসাময়িক ভারতবর্ষ
সাতবাহন সাম্রাজ্য
শক সাম্রাজ্য
কুষাণ সাম্রাজ্য
কাশগড়
ইয়ারখন্দ
খোটান
হিন্দুকুশ পর্ব্বত
গান্ধার
পুরুষপুর
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
তিব্বত
সিন্ধু
চম্বল নদী
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
মগধ
উজ্জয়িনী
অবন্তী
সৌরাষ্ট্র
ভোজ
তাপ্তী নং
সোপারা
প্রতিষ্ঠান
গোদাবরী নং
কল্যান
রাষ্ট্রিক
মহানদী
কলিঙ্গ
আরব সাগর
বঙ্গোপ সাগর
কৃষ্ণা নং
চোল
চের
কাবেরী নং
পাণ্ড্য
ভারত মহাসাগর
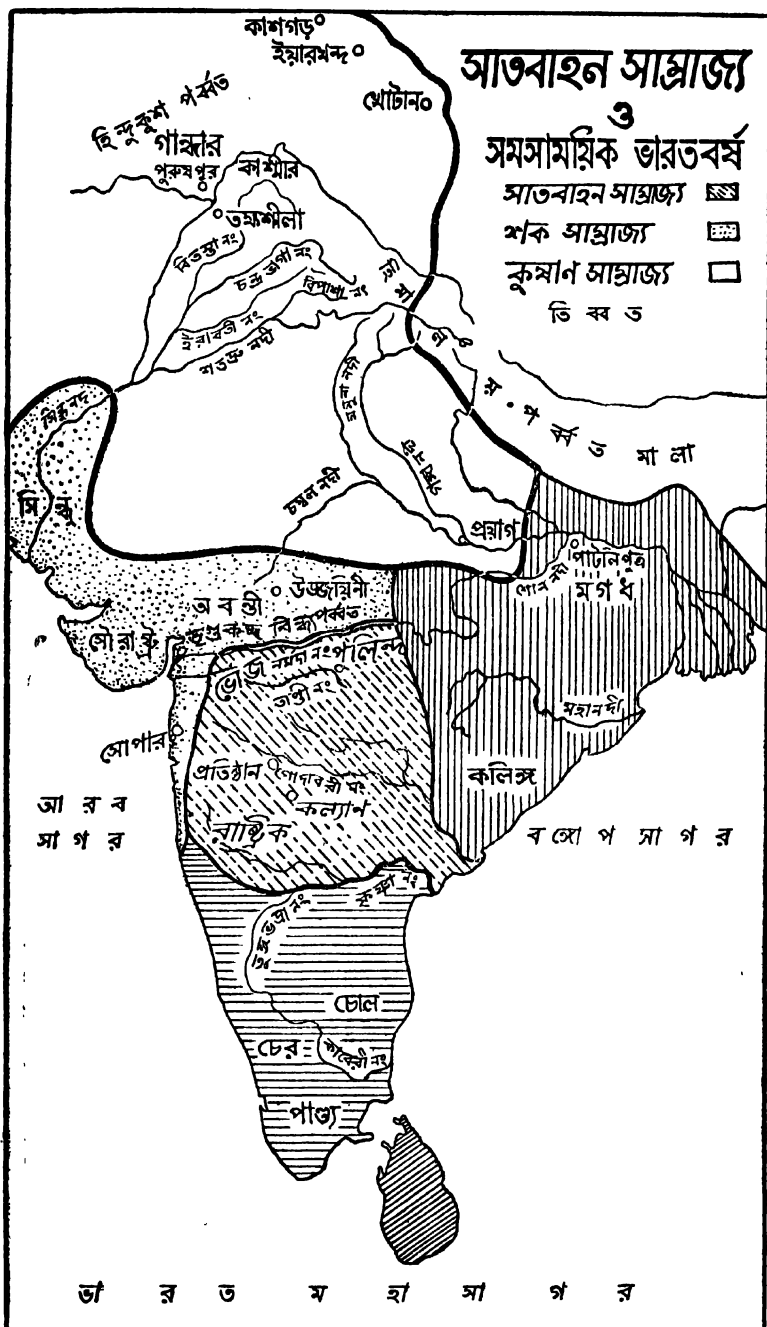
ভূমিকা

।। গ্রন্থ-পরিচয় ।।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নেই। ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু আধুনিক কালের মানদণ্ডে যা খাঁটি ইতিহাস—তেমন ইতিহাস সে সব ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে নি। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য ধূলায় হারায় নি। সেই ঐতিহ্য আমরা গড়ে তুলেছি সাহিত্যের নিদর্শন দিয়ে, কিংবদন্তী দিয়ে এবং পুরাণে উল্লিখিত বৃত্তান্ত দিয়ে। শিলালিপির ও তাম্রপট্টের প্রমাণ এবং নানা রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রাগুলি আমাদের সম্ভাব্য ইতিহাসের মূল দৃঢ় করেছে। শিল্প এবং স্থাপত্যের নিদর্শন তথা ভাষাতত্ত্বের বিচার আমাদের ঐতিহাসিক বিচারের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করে দিয়েছে। অন্যদিকে বৈদেশিক দূত এবং ভ্রমণ-কারীদের বিবৃতি ও মন্তব্য আমাদের বিচারকে আরও সুদৃঢ় করে দিয়েছে। গাথাসপ্তশতীর কাল এবং রচয়িতার পরিচয় নিতে হলে এদের সাহায্যই নিতে হবে, অন্য কোন পথ নেই।

গাথাসপ্তশতী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত একখানা সংগ্রহ-গ্রন্থ। খুব হুশিয়ার হোয়ে বলতে গেলে, এই প্রাকৃতকে বলতে হবে—মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত নামে অভিহিত, প্রাচীন ভারতের লোকভাষার আধারে গঠিত, একটি সাহিত্যিক ভাষা। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এমন সংগ্রহ বা সঙ্কলনকে সংস্কৃতে বলা হয় কোষকাব্য, ইংরেজিতে **Anthology**। এই জাতীয় লোকরঞ্জন কবিতা-সংগ্রহ অতি প্রাচীনকাল থেকেই সর্বত্র আদৃত হয়ে আসছিল। সংস্কৃতে যেটা কোষ, ফার্সীতে তাকে বলে কুল্লীয়ত্। কুল্লীয়ৎ-এ-হাফিজ—হাফিজের নানা ভাবের কবিতাসংগ্রহ, কুল্লীয়ৎ-এ সা'দী—সা'দীর কবিতাসংগ্রহ। ইংরেজী **Anthology** কথাটা গ্রীক-মূল। গ্রীক ανθος (*anthos*) অর্থ ফুল আর λεγειν (*legein*) অর্থ সংগ্রহ করা ; সুতরাং (**Anthology**) হোল প্রসূন-চয়ন। এই চয়নের রীতি কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে দাঁড়াল। কখনও একক কবির উৎকৃষ্ট কবিতা-চয়ন ; কখনও যুগবিভাগ করে কালানুসারে নানা কবির কবিতা-চয়ন ; আবার এমন চয়ন হোত যেখানে বিষয়ানুসারে বা ভাবানুসারে কবিতাগুলির গুচ্ছ রচিত হোত। সংকলনের মূল

রহস্য কিন্তু একপ্রকার যুগোচিত কাব্য-বিচার। এদের রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগের স্মৃতিচারণ অতি সহজেই হয়ে থাকে। নানা তথ্য এবং নানা কাব্যরূপ আমাদের কৌতূহলকে জাগ্রত করে রাখে। গ্রীসে খ্রীষ্টপূর্ব ৯০ সালে Garland of Meleagar নামে চয়নিকা খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০ থেকে তাঁর দিন পর্যন্ত উৎকৃষ্ট এপিগ্রাম-সংগ্রহ। সব চাইতে নামকরা চয়নিকা হয়েছিল *Anthologia Palatina*—গ্রীক সভ্যতার বিচিত্র পরিচায়িকা। রোমেও এই চয়ন-ধারার অনুবৃত্তি চলেছিল দীর্ঘদিন। সেখানে উল্লেখযোগ্য দুখানি চয়নিকা—(১) *Epigrammata et poëmata vetera*; (২) *Anthologia Latina*। এই জাতীয় প্রকীর্ণ শ্লোকের রচয়িতাদের নাম অনেক সময় জানা যেতো না বলে লাতিনে এগুলোকে বলা হোত *Fragmenta adespota*—fragments of unknown poets। গাথাসপ্তশতীতে মহারাষ্ট্রী প্রকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। গাথার সংগ্রাহকরূপে নরপতি হাল যে প্রাচীনতম বলে অভিনন্দিত হতেন তারও প্রমাণ রয়েছে। 'হালাভ্যুদয়িতো গাথাসমুদায়ো রস-বিশেষপূর ইব'। আমাদের আলোচ্য কোষগ্রন্থের প্রাকৃত নাম 'গাহাসত্তসঈ'। সঙ্কলয়িতা হাল সাতবাহন কুলের রাজা। কুলের নামে তাঁকে শুধু 'সাতবাহন'ও বলা হয়। সাতবাহন ধ্বনিবিবর্তনে সালবাহন, সালাহন, সালিবাহন প্রভৃতি হোতে পারে। নামের ভাষাতত্ত্বও আমরা পরে বিশ্লেষণ করে দেখাব। সপ্তশত-গাথার সঙ্কলন বলে বইখানার নাম 'গাথাসপ্তশতী'। সঙ্কলনই হোক অথবা একক কবির মৌলিক রচনাই হোক, শ্লোকের সংখ্যায় কাব্যকে পরিচিত করার রীতি ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে ছিল, মধ্যযুগে ছিল, আধুনিক যুগেও আছে। আট শ্লোকের সমষ্টি একদা কালিদাসের নামে প্রচলিত থেকে নাম নিয়েছিল 'শৃঙ্গারাষ্টক'। অমরু-কবির নিজরচনা অথবা সঙ্কলনগ্রন্থ 'অমরুশতক'। ময়ূর-কবির 'সূর্যশতক'। সার্বভৌম প্রতিভাধর কবি ভর্তৃহরির নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতক। কবি শিল্‌হণের শান্তিশতক, কাশ্মীরী কবি বিল্‌হণ রচিত পঞ্চাশ শ্লোকে রচিত 'চৌরপঞ্চাশিকা'। এমনই সংখ্যা-নামে পরিচিত আমাদের এই গ্রন্থ ও 'গাথাসপ্তশতী'।

কবি হালকে অনুসরণ করেছিলেন সহস্র বৎসরের কিছু বেশি পরে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি আচার্য গোবর্ধন। গাথাছন্দের সাতশ প্রাকৃত শ্লোক-সংগ্রহ গাথাসপ্তশতী; আর আর্যা ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় একক কবির সাতশো শ্লোকে রচনা গোবর্ধনের

'আর্যাসপ্তশতী'। হালের রচনায় কামস্য তত্ত্বতন্ত্রীর বিশ্লেষণ আর গোবর্ধনের রচনায় আছে শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়-বচন-বিন্যাস। উদ্দেশ্য এক, মূল সুর এবং দৃষ্টিভঙ্গি তথা প্রকাশরীতিও এক, শুধু গ্রন্থ দুইখানির ভাষা ভিন্ন। একটির প্রাকৃত—অন্যটির সংস্কৃত। গোবর্ধনের আরও পাঁচশো বছর পর জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সিংহের সভাকবি বিহারীলাল চৌবে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজভাষায় সাতশো দোহা রচনা করে নাম দিলেন 'সতসঈ'। এই পুস্তকখানাও একই ভঙ্গিমায় রচিত। অনেক দোহা রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সন্দেহ নেই; কিন্তু আরম্ভের দোহাতেই বোঝা যায় বিহারীলাল কোন পথে চলবেন:

'মেরী ভব-বাধা হরৌ, রাধা নাগরি সোই।
জা তনকী ঝাঁঈ পরেঁ শ্যামু হরিত-দ্যুতি হোই॥'

যাঁর স্তনের আভা পড়ায় শ্যাম হরিতদ্যুতি হয়ে গেলেন সেই রাধা নাগরী আমার সংসার বন্ধন দূর করুন। মনে হয় সেই জয়দেবী প্রতিশ্রুতি—'যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ বিলাসকলাসু কুতূহলম্'। আরও মনে হয় গোবর্ধনের—'শ্যামং শ্রীকুচকুঙ্কুমপিঞ্জরিতমুরো মুরদ্বিষো জয়তি। দিনমুখনভ ইব কৌস্তুভ-বিভাকরো যদ্ বিভূষয়তি'। অর্থ এবং পরমার্থ, ভুক্তি এবং মুক্তি এই কবিরা একই মাল্যবন্ধনে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এমন কাম-কামনার তত্ত্বতন্ত্রী বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে দেব-দেবীর নীরাজনায় পারদর্শী কবি হলেন জয়দেব গোবর্ধন বিহারীলালেরা। শ্রীমন্নরপতি হালও তাঁর দেবতা হরগৌরীকে অনুরূপভাবেই গ্রন্থারম্ভে বন্দনা করেছেন। কিন্তু জয়দেব-বিহারীলালে ভক্তি ভাবটা যেমন মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব অনুভব করায় গোবর্ধন ও হালে সে ভাবটা আসে না। মনে হয় এই দুই কবি যেন দেবতাকে নমস্কারটুকু জানিয়ে কামকামনার লীলায় নেমে এলেন। শ্রীকবি হাল আদৌ মধ্যে চ অন্তে চ দেবতাদের রেখেছেন। আদিতে এবং অন্তে মহেশ্বর মহেশ্বরীকে প্রণাম জানিয়েছেন। মন্ত্রের 'ওঁ' কীলকের মত গ্রন্থারম্ভে এবং গ্রন্থশেষে ইষ্টদেবতার লীলাকীর্তন করে তিনি গ্রন্থকে অবিনশ্বর করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভক্তিভাব তো কোথাও ফোটে নি। যাঁরা একথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না, তাঁদের ২।৫১ গাথাটি পড়তে বলি এবং কবি নিষ্কলঙ্কের নিষ্কলঙ্কা ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করতে বলি। আসলে গোবর্ধন এবং হাল; তাঁদের সপ্তশতীতে রক্তে মাংসে গড়া মানুষেরই গান গেয়েছেন—যে মানুষের জীবন-রথ চালিয়ে নিয়ে চলেছে একাদশ ইন্দ্রিয়—ধর্মও নয়, দেবতাও নয়। এই আদিম মানবতায়

ভরপুর দুটি সপ্তশতী—গাথা এবং আর্যা। মানবশাস্ত্র মানলেও ধর্মশাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হাল এবং গোবর্ধন—তাঁদের দেবতার স্তুতি সত্ত্বেও। ওঁদের দেওয়া প্রণাম শুষ্ক প্রণাম মাত্র, যার নাম 'কুড়ুলে প্রণাম'। অমরুশতকের কবিকে এ বিষয়ে অতিরিক্ত দুঃসাহসী মনে হয়। তিনি বলেন, 'সম্ভোগপরিশ্রান্তা তন্বীর ক্লান্ত নয়নই তোমাদের রক্ষা করুক—হরিহর ব্রহ্মাদি দেবতার নাম কাব্যারম্ভে রক্ষাকবচরূপে উচ্চারণ করে লাভ কি'?

'তন্ব্যা যৎ সুরতান্ততান্তনয়নং বক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে।
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ॥'

তথাপি এইসব দোহাকোষ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল—সে তাঁদের কাব্যগুণে। সপ্তদশ শতাব্দীর 'বিহারীসতসঈ'খানাও এত প্রসিদ্ধ এবং বিদগ্ধ-জনপ্রিয় হয়েছিল যে পরবর্তী যুগে পরমানন্দ সতসঈকে সংস্কৃত ভাষায় চারণ করলেন। তাঁর সংস্কৃত টীকার নাম 'শৃঙ্গারসপ্তশতী'।

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য মহাগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিল। দণ্ডী থেকে আরম্ভ করে আলঙ্কারিকগণ মহাসমারোহে তার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। এই মহাকাব্যেরই অঙ্গীভূত হোত একক শ্লোক—শ্লোকযুগল—শ্লোকত্রয়—শ্লোক-চতুষ্টয় এবং শ্লোকপঞ্চক; তাদের নাম যথাক্রমে মুক্তক, যুগ্মক, সন্দানিক, কলাপক এবং কুলক:

'ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যং তেনৈকেন চ মুক্তকম্।
দ্বাভ্যান্তু যুগ্মকং সন্দানিতকং ত্রিভিরিষ্যতে।
কলাপকং চতুর্ভিশ্চ পঞ্চভিঃ কুলকং মতম॥'

সাহিত্যদর্পণ: ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংস্কৃত কাব্যে দীর্ঘবিতানিত অংশ জুড়ে কবির কথার লহর ছুটে যায় না, যেমন গিয়েছে গ্রীক কাব্যে **verse paragraph** বা যান্মাত্রিকে লিখিত ছন্দোবদ্ধগুলি। গ্রীক মহাকাব্যের এই ধারা অনুসরণ করেছিলেন শ্রীমধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে। তাঁর এক একটা ভাবস্পন্দনে এক একটা **verse paragraph** গড়ে উঠেছে। এই পদ থেকে পদান্তরে যাত্রাকে ফরাসীতে বলে **Enjambement**, আঁজাম্বম্যাঁ। সংস্কৃত কাব্য ভাবকে শ্লোকে শ্লোকে গড়ে তোলে—কোন ধারাবাহিকতা নেই। যেখানে কুলোয় না সেখানে যুগ্মক, সন্দানিক, কুলক, কলাপক চলতে থাকে। বলা বাহুল্য সেই শ্লোকগুলি নিরপেক্ষ শ্লোক নয়—তারা মূলের অঙ্গীভূত এবং পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু

এক শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায় যা পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহে গ্রথিত। তার একটির সঙ্গে অন্যটির কোন সম্বন্ধ থাকে না; একটির অর্থ বুঝতে অন্যটির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তারা প্রকীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন বলে একেবারে খাঁটি অর্থে মুক্তক। এই প্রকার মুক্তক-সমষ্টিতে গ্রথিত কাব্যের নাম কোষকাব্য। আমাদের উল্লিখিত কাব্যগুলি কোষকাব্য—গাথাসপ্তশতী, আর্যাসপ্তশতী, সতসঈ এবং গ্রীক **epigram** সংগ্রহ ***Anthologia Palatina***। গ্রীক **'Epigram'** কথায় আছে—***epi*** এবং ***gramma***, গ্রীক ***epi*** অর্থ ***upon*** এবং **gramma** অর্থ **writing**। একটি বিষয়ে, একটু অবকাশের মধ্যে তীক্ষ্ণ নিপুণ রচনা ছিল গ্রীক **epigram**-গুলি।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত কোষকাব্য বিষয় অনুসারে অনেক সময় সাজানো থাকে। এই সজ্জাকে বলে ব্রজ্যা। ব্রজ্যানুসারে সাজানো থাকলে কোষকাব্যে অনেক সুবিধা হয়। দুঃখের বিষয় গাথাসপ্তশতীতে এই ব্রজ্যা-ভাগ নেই। তবু অনেক সময় দেখা যায় ব্রজ্যার আভাস যেন ঝিকিমিকি করে উঠছে। মৃদুমন্দ হাসিই সুন্দর, দশনবিকাশ নয়—ষষ্ঠ শতকের দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে। বসন্ত এবং বসন্ত উৎসব নিয়ে ৬।৪২-৬।৪৫, মহাশ্মশানে সতী এবং অসতী ৫।৭ ৫।৮, প্রেমের দেবতা কুসুমায়ুধ ৪।২৫-৪।২৭, বিন্ধ্যপাহাড় ২।১৫-২।১৭, ব্যাধপত্নী ২।১৯-২।২২। আমাদের এ উল্লেখ উপলক্ষণ মাত্র, এমন অন্যত্রও ব্রজ্যার অবভাস আছে—ব্রজ্যার পূর্ণ সজ্জা নেই; থাকলে ভালো হোত। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের কথায় বলি ঃ

> 'কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ।
> ব্রজ্যাক্রমেণ কথিতঃ স এবাতিমনোরমঃ॥'
>
> —সাহিত্যদর্পণ, ৬।৩০৮

ব্রজ্যাক্রমে সাজালে কোষকাব্য কেমন হয় তার নিদর্শনরূপে বিশ্বনাথ উল্লেখ করেছেন মুক্তাবলীকে। তিনি বলেছেন, 'সজাতীয়ানামেকত্র সন্নিবেশো ব্রজ্যা যথা মুক্তাবল্যাদিঃ'। এই মুক্তাবলীর সঙ্গে পরিচয় চতুর্দশভাষাবার-বিলাসিনী-ভুজঙ্গ শ্রীবিশ্বনাথের ভালভাবেই ছিল বলে বিশ্বাস করি। মুক্তাবলী স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, গাথাসপ্তশতীর একখানি টীকা—টীকাকার সাধারণদেব। সাধারণদেব তাঁর মুক্তাবলী নিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন। জার্মানীর পরম-ভট্টারক সুগৃহীতনামা পণ্ডিতপ্রবর বেবর লণ্ডনের **India Office** থেকে মুক্তাবলীসহ সাধারণদেবকে উদ্ধার করলেন। সমগ্র গাথাসপ্তশতীকে এই

গ্রন্থে ষষ্টিকলায় সাজানো আছে। এই সজ্জাকে বলা হোয়েছে ব্রজ্যা। নমস্কার-ব্রজ্যা, শরদ্‌ব্রজ্যা, হেমন্তব্রজ্যা, চাটুব্রজ্যা, বিদগ্ধব্রজ্যা, কুলবধূব্রজ্যা, বেশ্যাব্রজ্যা, কৃষ্ণচরিতব্রজ্যা, দেবরব্রজ্যা ইত্যাদি ক্রম। আপরুচি খানার মত এখানেও রুচিভেদ নামভেদ এবং সজ্জাভেদ হতে পারে। আমরা যদি সপ্তশতীকে সাজাই—গ্রামপতি, ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী, বিরহিণী, যৌবন, সতী ও অসতী, মদিরা, নদী ও পর্বত, পশু ও পাখী, সংযম ও সম্ভোগ—তা হলেও একপ্রকার ব্রজ্যাভাগ হয়। এই প্রসঙ্গে ব্রজ্যায় বিভক্ত একখানি সুন্দর প্রাকৃত গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে—'বজ্জা-লগ্‌গ' (ব্রজ্যা-লগ্ন)।* এই কোষকাব্যের সঙ্কলিয়তা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈন—নাম জয়বল্লভ। এ গ্রন্থও প্রচলিত গাথার সংগ্রহ এবং বিভিন্ন প্রস্তাবে সজ্জিত। জয়বল্লভ নিজেই বলেছেন:

'একত্থে পত্থাবে জত্থ পঢিজ্জন্তি পউরগাহাও।
তং খলু বজ্জালগ্‌গং বজ্জত্তিয পদ্ধঈ ভণিয়া॥'

তিনি ব্রজ্যা সাজিয়েছেন অকারাদিক্রমে—অনুরাগ, অপ্রগল্‌ভ, অসতী, আলিঙ্গন ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য গোবর্ধন কবি অকারাদিক্রমে তাঁর সমগ্র গ্রন্থখানা সাজিয়েছেন, বিষয় অনুসারে নয়। যত্নের সাজ সর্বদা সকলের ভালো লাগবে এমন কথা নাই। অযত্নের এলোমেলো সাজও মাঝে মাঝে অপরূপ হ'য়ে ওঠে। তাই বুঝি হাল ব্রজ্যায় বিষয়গুলি সাজালেন না। একে অনেকে বলবেন adopting a sweet disorder as an aesthetic principle. 'He loves it in poetry as much as in women's dress'—Robert Herrick প্রসঙ্গে বলেছেন Legouis ও Cazamian.

শিষ্টজন অথবা প্রাকৃতজন, সংস্কৃত প্রেমিক অথবা প্রাকৃত প্রেমিক কেউ সূক্তি বা সুভাষিতকে হারিয়ে ফেলতে চায় নি; তাই এদের চয়নিকা এককালে গড়ে উঠেছিল। পারস্য সাহিত্য, গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের কথা বলেছি, ভারতীয় সাহিত্যের কথা এখন বলছি—সুত্তপিটকের অন্তর্গত ভগবান বুদ্ধের বাণী 'ধম্মপদ'ও একপ্রকার সুভাষিত সংগ্রহ। সে সব ধর্মজগতের দীনদারী রচনা, দুনিয়াদারী নেই, ভাষা পালি। এর পর এল সংস্কৃত ভাষার

* Vajjālaggam; Bibliothica Indica Ed. by Dr. Julius Laber (জুলিয়স লাবর), Fasciculus I (প্রথম খণ্ড)

নবজাগরণ—সংস্কৃতের প্রকীর্ণ বচন এবং রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তবে সূক্তিগুলি সঙ্কলিত হতে আরম্ভ হোল দশম শতকের পর থেকে। এমন রচনা সূক্তিরত্নাবলী, কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত। শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে প্রায় আড়াই হাজার প্রকীর্ণ শ্লোক আছে। এখানেও ব্রজ্যা বিভাগ আছে—কিন্তু অন্য নামে; প্রবাহই এখানে ব্রজ্যা। দেব, শৃঙ্গার, চাটু, অপদেশ ও উচ্চাবচ—এই পাঁচটি প্রবাহ। প্রত্যেক প্রবাহ আবার বীচিভঙ্গে বিভক্ত হয়ে উঠেছে। এতে লক্ষ্মণসেনীয় যুগের অনেক কবি আছেন—তার মধ্যে একা জয়দেবের আছে ৩১টি শ্লোক, যার মাত্র ৬টি গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়। জয়দেবকে ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলনে সীমাবদ্ধ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর শক্তিকে লঘু করে দেখেছেন। জয়দেবের রচনায় গাঢ়বন্ধে কেমন তূর্যধ্বনি ওঠে তার প্রমাণরূপে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি এই সদুক্তিকর্ণামৃত থেকে:

> 'যস্যাবির্ভূতভীতি প্রতিভটপৃতনা-গর্ভিণীভ্রূণভার-
> ভ্রংশভ্রেশাভিভূত্যৈ প্লবনমিব ভজন্নম্ভসাম্ভোনিধীনাম্।
> সংভারং সংভ্রমস্য ত্রিভুবনমভিতো ভূভৃতাং বিভ্রদুচ্চৈঃ
> সংরম্ভো জৃম্ভণায় প্রতিরমণমভবদ্ ভূরি ভেরী-নিনাদঃ॥'

পদসংগ্রহরূপে আরো কয়েকটি গ্রন্থের নাম করা প্রয়োজন। (১) বল্লভদেব কৃত সুভাষিতাবলী; (২) এরই আদর্শে পরবর্তীকালের রচনা জহ্লণের সুভাষিত-মুক্তাবলী বা সূক্তিমুক্তাবলী। এর পর উল্লেখযোগ্য (৩) দামোদর পুত্র শার্ঙ্গ-ধরের শার্ঙ্গধর পদ্ধতি। বিশেষভাবে নাম করব (৪) শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী। পদ্যাবলীতে সমগ্র শ্লোকগুলি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক। এই গ্রন্থকে বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের উদাহরণরূপে গণ্য করা চলে। প্রায় ১২৫ জন কবির ৩৮৬টি শ্লোকসংগ্রহ এতে অছে। শ্রীরূপ শুধু বাঙ্গালী কবি এবং বৈষ্ণব কবিতেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নি—তিনি অমরু ভবভূতি হাল প্রমুখ কবিদের রচনা নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল রূপে গ্রহণ করেছেন। তালিকা দীর্ঘ ক'রে লাভ নেই। আমাদের আলোচিত কোষগ্রন্থগুলি শৃঙ্গার, ভক্তি, নীতি ও উপদেশের প্রদর্শনী-গৃহ। যে ভাবের পাঠকই আসবেন, কেউ খালি হাতে ফিরে যাবেন না—আনন্দের উপাদান হাতে হাতে মিলবে। বস্তুত বিচিত্র ভাবের স্ফুরণের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতনামা এবং অজ্ঞাতনামা কবিরা মানুষের জীবনের এক পরিপূর্ণ ছবি

গড়ে তুলেছেন। খণ্ডের মধ্যে এমন অখণ্ড বিচিত্র পরিপূর্ণতা মহাকাব্যের মহাবন্ধনে ফুটে ওঠার অবকাশ পায় নি—একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকের মনে হবে সংস্কৃত ক্রমশ প্রাকৃতকে কোণঠাসা করে চলেছে। সংস্কৃতকে লঘু করার চেষ্টা করছি না। সংস্কৃত দেবভাষা, দৈবী বাক্—তার তুলনা নেই। সে আমাদের অনেককিছু দিয়েছে কিন্তু সে অনেক কিছু আপন জঠরে জীর্ণ ক'রে নিয়েছে। এইভাবে অনেক কিছুর মৌল রূপ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ভারতের পণ্ডিতেরা হয়তো সংস্কৃত বলেছেন—কিন্তু জনসাধারণ? সেই লোক বা people লৌকিক ভাষা বলেছে, লৌকিক ভাষায় গল্প বানিয়েছে, লৌকিক ভাষায় গান গেয়েছে। এই লৌকিক গান-গাথা, কাহিনী-আখ্যান, সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। কালিদাসের মেঘদূতের একটি শ্লোকে বোঝা যায় কথাকোবিদ গ্রাম-বৃদ্ধদের কত না আদর ছিল—'প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদান্ গ্রামবৃদ্ধান্'—সেই সঙ্গে ধারণা করতে বাধবে না—'সবজনমিট্‌ঠা দেসিল বচনা'র গাথাগুলিও জনসাধারণের প্রিয় ছিল। গাথাসপ্তশতীর 'অমিঅং পাউঅকব্বং পঢিউং। সোউং অ জে ণ আণন্তি। কামস্স তত্ততন্তিং কুণন্তি তে কহং ণ লজ্জন্তি' প্রমাণ করে অমৃতময় প্রাকৃত কাব্য বহু ছিল এবং তার পঠন-পাঠনের রিবাজও দেশে ছিল। কিন্তু ক'খানা প্রাকৃত কাব্যই বা আমাদের কাল পর্যন্ত এসেছে? কালের গর্ভে সব হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন এমন হোল? মনে হয় ঝাড় লণ্ঠন আতসবাজির উৎসব-রাতে মাটির প্রদীপ কে দেখে? সংস্কৃতের কথা-আখ্যায়িকার চাপে প্রাকৃতের জল্পগল্প নিষ্প্রাণ হোল। সংস্কৃতের কাদম্বরী প্রাকৃতের বৃহৎকথার চিতাশয্যা রচনা করলো। ক্ষেমেন্দ্র আর সোমদেবের কৃপায় বৃহৎকথা কোনরকমে আবার বেঁচে উঠেছিল কিন্তু সে তো তার পুনর্জন্ম—দেহান্তর। প্রাকৃতের বড্ডকহা বৃহৎকথামঞ্জরীর দানাগুলোতে ঠিক চিনে উঠা দুষ্কর। কথাসরিৎসাগরের তরঙ্গভঙ্গেও বড্ডকহা প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে গিয়েছে। একেই বলে ভাষার জারকরসে জীর্ণ-করে আত্মসাৎ করা। এমনিভাবেই অব্যাহতভাবে বিনাশ ও বিলুপ্তির অধ্যায় চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। গাথাসপ্তশতী মরণ-চিতায় বেঁচে থাওয়া এক সত্তা। কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে; কিন্তু ওদের যে আর ওদেহে বাঁচার অধিকার নেই তা আচার্য গোবর্ধন আর্যাসপ্তশতীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন—তাঁর কথা শ্রোতব্য, স্মর্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য—'বাণী প্রাকৃতসমুচিতরসা,

বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যেব গগনতলম্'।
আর্যাসপ্তশতী (৫২)।

॥ মুক্তবন্ধ রচনা ॥

রীতিবাদী আলঙ্কারিক বামন খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর একজন কাব্যবিচারক। তিনি তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্র' নামক গ্রন্থে প্রথম অধিকরণ বা শারীর অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকরূপ কাব্যভেদের কিঞ্চিৎ বিচার করেছেন। এই জাতীয় রচনাকে তিনি বলেছেন 'অনিবদ্ধ কাব্য'; তাঁর ভাষায়—'তদনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ' (১।৩।২৭), অর্থ হোল কাব্যের দুই রূপ বা form: (১) অনিবদ্ধ কাব্য (২) নিবদ্ধ কাব্য। এই অনিবদ্ধ জাতীয় কবিকর্মের কবিত্ব অস্বীকার না করলেও তিনি তাকে খুব উচ্চ স্থান দেন নি। তাঁর ভাব এই, কবিযশঃপ্রার্থীরা প্রথমে মুক্তকে হাত পাকিয়ে ক্রমশ বড় কাব্যে বা নিবদ্ধ কাব্যে অগ্রসর হবেন। সাধনার একটা ক্রম থাকা ভাল। বামন বলেন—'ক্রমসিদ্ধিস্তয়োঃ স্রগুত্তংসবৎ' (১।৩।২৮) 'তয়োরিত্যনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ পরামৃশ্যেতে। ক্রমেণ সিদ্ধিঃ ক্রমসিদ্ধিঃ। অনিবদ্ধসিদ্ধৌ নিবদ্ধসিদ্ধিঃ যথা স্রজি মালায়াং সিদ্ধায়াম উত্তংসঃ শেখরঃ সিধ্যতীতি'—বামনের কথার তাৎপর্য হোল প্রথমে ফুল নিয়ে, একটি একটি গেঁথে মালা কর—তার পর বাপু! ফুলের মুকুট গড়তে যেয়ো। আগেই শেখর গড়ার নৈপুণ্য আসে না। আগে মুক্তকে সিদ্ধিলাভ করো—তারপর নিবদ্ধ কাব্যে হাত দিও। নিবদ্ধ বা প্রবন্ধ কাব্য হোল মহাকাব্য। বামন আরও বল্লেন—নিবদ্ধ কাব্য এবং অনিবদ্ধ কাব্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। মুক্তকের টুকরোগুলি যেন আগুনের ফুলকি—তেজঃপুঞ্জ নয়। অল্পে জ্বলা অল্পে নিভে যাওয়া আলোর কণিকা এরা। তাঁর কথায়—'নানিবদ্ধং চকাস্ত্যেকতেজঃপরমাণুবৎ' (১।৩।২৯)—তিনি একটি কারিকায় একে ব্যাখ্যা করলেন:

'অসঙ্কলিতরূপাণাং কাব্যানাং নাস্তি চারুতা।
ন প্রত্যেকং প্রকাশন্তে তৈজসাঃ পরমাণবঃ ॥' ২৯ ॥

একক তৈজস পরমাণুরা অর্থাৎ ওই স্ফুলিঙ্গরা তাদের সদ্য ভেদ আর সদ্য নির্বাণ নিয়ে ঠিক অগ্নিশিখার প্রকাশ দিতে পারে না। নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন শ্লোকগুলিও ঠিক উৎকৃষ্ট কাব্য হয়ে উঠতে পারে না।

দ্বাদশ শতাব্দীর আর এক কাব্যবিচারকও মুক্তকগুলিকে করুণার দৃষ্টি

দিয়েই দেখেছেন। ইনি কবিনাট্যকার এবং কাব্যমীমাংসক রাজশেখর। তিনি তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে রাজচর্যা এবং কবিচর্যা উভয়ই বিস্তৃতভাবে করেছেন। তিনি মহাকাব্যের গৌরব ঘোষণা করে খণ্ডকাব্যকে তার নীচের সিঁড়িতে বসালেন এবং সবার নীচের সিঁড়িতে বসালেন ওই অনিবদ্ধ বা মুক্তবন্ধ রচনাকে। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় বল্লেন ঃ

'মুক্তকে কবয়োঽনন্তাঃ সঙ্ঘাতে কবয়ঃ শতম্।
মহাপ্রবন্ধে তু কবিরেকো দ্বৌ যদি বা ত্রয়ঃ ॥'

মুক্তক রচনা করতে পারে অনেকে; অগুন্তি কবি আছে মুক্তকে। খণ্ড-কাব্য সঙ্ঘাতের কবি শতাবধি হবে; আর মহাপ্রবন্ধে মহৎ যে মহাকাব্য তার কবি একজন, দুজন বা বড়জোর তিনজন।

কিন্তু এইসব কাব্যবিচারকের সিদ্ধান্ত অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হয় নি। অগ্নিপুরাণের ৩৩৬-৩৪৬—এই এগারোটি অধ্যায়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের অনেক কথা আছে। এই অংশের রচয়িতা বা সংযোজক অরসিক ছিলেন না। তিনি বেশ রসিকজনোচিত ভাষায় কাব্যশাস্ত্রের অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁর ৩৩৬ অধ্যায়ে আছে—'মুক্তকঃ শ্লোক এবৈকশ্চৎকারক্ষমঃ সতাম্'। ছাড়া ছাড়া হোলেও নিরপেক্ষ মুক্তকেরাও চমৎকৃতি সৃষ্টি করতে পারে—অন্তত সজ্জনেরা সেটা স্বীকার করবেন, হৃদয়বানেরা নিশ্চিতই হৃদয়ঙ্গম করবেন। আমরাও এই প্রসঙ্গে সজ্জনদের কাছে একটা ছোট্ট কথা পেশ করে রাখতে পারি, সেটা হচ্ছে—'সাহিত্য' সংজ্ঞার খুনোখুনির সভায় 'চমৎ-কৃতিপ্রাণ বাক্য যে কাব্য' একথা দিয়ে অনেক কাব্যই প্রাণ বাঁচিয়েছে এবং আজও বাঁচাচ্ছে। মুক্তক যদি আলোর কণিকাই হয়, তা আগুন তো বটে উপাদান অংশের বহ্নিকে অস্বীকার করা যায় না। মুক্তক বৃহৎ বা মহৎ কিছু নয় কিন্তু সাহিত্যের দীপ্তিটুকু এক ঝলকে নিশ্চয়ই তারা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কাব্যের নাম দিয়েছেন কণিকা। সে কণাগুলোর দীপ্তি নিভে যায় নি—নিভে যায় না।

সুখের বিষয় আমাদের দেশের অন্তত একজন রসজ্ঞ আলঙ্কারিক মুক্তকের কাব্যসৌন্দর্য ভাল করে বুঝেছিলেন। তিনি ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন। বামনের সমকালেই—সেই নবম খ্রীষ্টাব্দেই তিনি অকুণ্ঠকণ্ঠে বলে গিয়েছেন ঃ

'মুক্তকেষু প্রবন্ধেষ্বিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। তথাহি অমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।'

প্রবন্ধকাব্য মহাকাব্যের কবিদের মত মুক্তকগুলিতেও সত্যকার রসাভিনিবেশী কবিদের পরিচয় পাওয়া যায়। অমরুকবির মুক্তকগুলি যেন রসের বিচারে প্রবন্ধকাব্য হয়েই উঠতে পেরেছে। আর একজন রসিক কবির মন্তব্যও উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি স্বয়ং মুক্তকের সঙ্কলয়িতা, নিজেও রসিক কবি। তিনি পূর্বে উল্লিখিত জৈন জয়বল্লভ। তাঁর বজ্জালগ্‌গ গ্রন্থে তিনি বলতে চান—অর্ধাক্ষরে ভণিত কথায় আধখানা চোখের হাসিভরা সবিলাস চাহনির মত মুক্তক অসম্পূর্ণ হোলেও অনেক কিছু বলে যায়—বুঝিয়ে যায় এবং তাতে রসে প্রাণ ভরে যায়। গাথা ছাড়া এ সম্ভব হয় না। তাঁর কথা :

'অদ্ধক্‌খরভণিয়াণং ণূণং সবিলাসমুদ্ধহসিয়াইং।
অদ্ধচ্ছিপেচ্ছিয়াইং গাহাহি বিণা ণ ণজ্জংতি।'

বিচার করলে দেখা যাবে মুক্তকের কবিকে অত্যন্ত সংযত হয়ে কথা বলতে হয়। ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য দীর্ঘ অবকাশ নেই। ওই একটু অবকাশের মধ্যেই ভাবকে পূর্ণাঙ্গ এবং নিটোল করে রূপ দিতে হয়। এই সংযম এবং শৃঙ্খল কবিকে নিয়ন্ত্রিত করে বলেই অসাধারণ কবি না হোলে মণির মত উজ্জ্বল এক একটি মুক্তক রচনা সম্ভব নয়। 'মণির মত' কথাটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বলছি। কারণটা 'কোষকাব্য' এই নামের মধ্যেই পাওয়া যাবে। মুক্তক সংগ্রহের নাম কোষ। 'কোষ' নামটি কেন হোল তার ব্যাখ্যায় একজন টীকাকার বলছেন—'রত্নতুল্য শ্লোকসমূহধারণাৎ কোষ ইতি সমাখ্যা'। একটি মুহূর্তের মন একটি পরিস্থিতিতে একটি ভাবকে উজ্জ্বল করে তুলে মূর্তিতে বেঁধে দেয়। গীতিকবিতা হয়েও বন্ধনের গাঢ়তায় সনেট যেমন শিল্পকৌশলে একটা বিশেষ সৃষ্টি, **'a moment's monument'**, এক্ষেত্রেও তাই। মুক্তকে অতি ক্ষুদ্র পরিসরের সংযমটাই আসল কথা। রত্নটা ছোট হ'লেও খুব উজ্জ্বল হতে পারে। আলো গ্রহণ করে জ্বলে ওঠার শক্তিতেই রত্নের মান এবং মূল্য।

সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃষ্ট বন্ধকে প্রবন্ধ বলা হয়। **Essay** নামক আধুনিক শিল্পকর্ম যে প্রবন্ধ—সে প্রবন্ধ নয়। ধ্রুপদী সঙ্গীত আঁটসাঁট বাঁধায় যেমন প্রবন্ধসঙ্গীত তেমনি বহুলক্ষণে আঁটসাঁট বন্ধনে মহাকাব্যও প্রবন্ধ। আর আমাদের আলোচ্য গাথাগুলি হচ্ছে মুক্তবন্ধ। এই অনিবদ্ধ বা মুক্তবন্ধেরা রসের দ্রুতিতে এবং প্রকাশের দীপ্তিতে এতই মধুর এবং বিস্ময়কর যে আনন্দবর্ধন বলতে বাধ্য হয়েছেন অমরুর মুক্তকগুলি শৃঙ্গাররস বর্ষণ করে একেবারে 'প্রবন্ধায়মানাঃ'—অপ্রবন্ধ হলেও প্রবন্ধের মতই শক্তি এবং চমৎকৃতি-

সম্পন্ন। এ সম্বন্ধে অমরুশতকের কবি স্বয়ংই অত্যন্ত সচেতন। তিনি নিজেই বলেছেন—'অমরুকবেরেকঃ শ্লোকঃ প্রবন্ধশতায়তে'। কাজেই, মুক্তক ক্ষুদ্র বলে অবহেলার বস্তু নয়। শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এও অসামান্য এক সৃষ্টি। এমন রচনা সংস্কৃতে ছিল—খুব বেশি করেই ছিল। সেদিনের পণ্ডিতেরাও অসংখ্য উদ্ভট শ্লোক রচনা করে গিয়েছেন। এই সব উদ্ভট শ্লোকগুলির সংগ্রহ করে গিয়েছেন পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। ফার্সী সাহিত্যে দেখতে পাই বহু টুকরো কবিতা আছে। ওগুলোকে বলা হয় শে'র। এমন বহু শে'রের বঙ্গানুবাদ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতক। উর্দূর প্রাচীন কবিরা এ ধরণের বহু কবিতা রচনা করেছেন, আধুনিক কবিরা অসংখ্য রচনা করে চলেছেন।

দুঃখের বিষয় আনন্দবর্ধনের বৈপশ্চিতী দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে জড়বুদ্ধি আমরা কোষকাব্যকে পদ্যকাব্যের অতি নগণ্য একটা উপবিভাগরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি বহুদিন থেকে সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। কারণ ওই বামন-রাজশেখর-বিশ্বনাথেরা। সংস্কৃত সাহিত্য যদি তার জীবনীশক্তি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে চলে এসে আধুনিক কালে পৌছুতে পারতো এবং আধুনিক সাহিত্যের রূপ বা form-গুলো স্বীকার ক'রে নিতে পারতো তবে দেখতাম এই কোষকাব্যের মুক্তকগুলির কোন কোন ব্রজ্যা উপন্যাস হয়ে উঠেছে ; এরা এমনি বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল। আমার তো মনে হয় সপ্তশতীর প্রতি টুকরোতে বীজাকারে এক একটি ছোটগল্প র'য়েছে। মানুষের অন্তর বাহির নিয়ে মানবীয় রসে যে আধুনিক ছোটগল্পগুলি গড়ে উঠেছে, এইসব মুক্তক গাথা বা আর্যাছন্দে সেই মানবিক রস আপন আধারে রক্ষা করে এসেছে। হাল-অমরু-গোবর্ধন-বিহারীলালেরা মানবীয় রসের কবি এবং মানবপ্রেমিক রূপকার। আধুনিক যুগের একজন বিদেশী পণ্ডিতের কথা মনে হচ্ছে—তিনি ডক্টর এফ. ডব্লু. টমাস। ভাষাতত্ত্বে এই পণ্ডিত ছিলেন কুশাগ্রধী, সাহিত্যরসেরও তিনি ছিলেন প্রকৃত মার্মিক। টমাস গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকীর্ণ শ্লোকগুলির সৌন্দর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বিশেষ করে ওই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্যরূপে তাদের ভাবগাম্ভীর্য, বাচংযমতা এবং ক্ষিপ্রদীপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন।*

* Proceedings of All India Oriental Conference, Trivendrum, 1937

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশাভঙ্গের সার্থকতার কথা সকলেরই জানা আছে— মহাপ্রবন্ধরূপে মহাকাব্য তাঁর হাতে এল না বলে কোন দুঃখ তাঁর ছিল না :

'আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন্ তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিনীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়॥'

॥ গাথাসপ্তশতীর জনপ্রিয়তা ॥

সপ্তশতীর জনপ্রিয়তার প্রমাণ খুঁজতে বেগ পেতে হবে না। ভারতবর্ষের সর্বত্র—ওড়িশা থেকে পশ্চিম ভারতের গুজরাট—কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ ভারত—সমগ্র অংশের আলঙ্কারিকরাই হালের সপ্তশতী থেকে গাথা উদ্ধৃত করে অলঙ্কারের জটিল অংশগুলি বুঝিয়েছেন। আমরা সেই সব আলঙ্কারিক এবং তাঁদের অলঙ্কারগ্রন্থগুলির নাম করছি :

আনন্দবর্ধন (ধ্বন্যালোক), ধনঞ্জয় (দশরূপক), ভোজদেব (সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ), মম্মট (কাব্যপ্রকাশ), হেমচন্দ্র (কাব্যানুশাসন), রুয্যক (অলঙ্কার-সর্বস্ব), মংখুক (সাহিত্যমীমাংসা), শোভাকর (অলঙ্কাররত্নাকর), নরেন্দ্র-প্রভসূরি (অলঙ্কারমহোদধি), বিশ্বনাথ (সাহিত্যদর্পণ), গোবিন্দ ঠক্কুর (কাব্যপ্রদীপ), বিশ্বেশ্বর (অলঙ্কার কৌস্তভ)। পরিশেষে নাম করতে পারি শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী এবং তাঁর অলঙ্কারগ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণি।

স্বনামধন্য বহু কবি এই গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। আমরা অতঃপর তাঁদের নাম এবং বক্তব্য উদ্ধৃত করব। প্রসঙ্গত এখানে শুধু তাঁদের নাম এবং গ্রন্থের উল্লেখ করছি। বাণভট্ট (হর্ষচরিত), গৌড় অভিনন্দ

(রামচরিত), রাজশেখর (কাব্যমীমাংসা), আচার্য গোবর্ধন (আর্যা-সপ্তশতী)।

প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত বেবর গাথাসপ্তশতীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেছিলেন। দীর্ঘ দীর্ঘ শতাব্দী ধরে এই ভারতবর্ষেই বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থের টীকা রচিত হয়েছে। টীকাকার ও ব্যাখ্যাতাদের যথাক্রমে পরিচিত করছি।

কুলনাথ—স্বনামধন্য প্রাচীনতম টীকাকার। তিনি শুধু গাথাসপ্তশতীর নয়, বহু গ্রন্থেরই টীকা রচনা করেছিলেন। প্রবরসেন রচিত সেতুবন্ধ মহাকাব্যের যে সটীক সংস্করণ ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক প্রকাশিত করেছেন সেই অজ্ঞাতনামা টীকাকার শতাবধি স্থানে কুলনাথের টীকা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেছেন। এই সশ্রদ্ধ স্মরণ কুলনাথকে একজন প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার রূপে প্রতীয়মান করায়। তাঁর ভাষায় ব্যুৎপত্তি এবং রসমার্মিকতা অবিসংবাদিত বলা চলে। সেতুবন্ধ বা দহমুহবহ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত কালিদাসের সমসাময়িক এক গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানা এতই প্রসিদ্ধ ছিল, যে আচার্য দণ্ডী এর প্রশস্তিতে বলেছেন—'সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্' (কাব্য-প্রকাশ, ১ম)।

তারপর গঙ্গাধর ও পীতাম্বর—এঁরা উভয়েই প্রাচীন টীকাকার। বিভিন্ন গাথাগুলির রচয়িতাদের নাম এঁরাই স্মরণ করে রেখেছিলেন বা পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এদের টীকায় গাথাগুলির নিহিতার্থের অনুসন্ধান আছে—শব্দার্থের সেই রমণীয় রহস্য যা দিয়ে সপ্তশতী সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরে আলঙ্কারিকদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রই অধিকাংশ শ্লোকে ব্যঞ্জনার এই ঝিকিমিকি আলো দেখতে পাবেন।

এরপর উল্লেখযোগ্য নাম—প্রেমরাজ, ভুবন পাল, সাধারণদেব (বেবর আবিষ্কৃত সাধারণদেবের মুক্তাবলীর পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে), কুলপতি, চৈতন্য, ভট্ট, ভট্টরাঘব, ভোজরাজ—এঁরা সকলেই প্রাচীন টীকাকার।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের টীকাকার কেদারনাথ। তৃতীয় দশকে বাসুদেব শর্মা। জয়পুর থেকে মথুরানাথ শাস্ত্রী তাঁর 'ব্যঙ্গ্যসর্বনিকষা' টীকা প্রকাশিত করেন ১৯৩৫ সালে। এই টীকা সুন্দর কিন্তু বড় উচ্ছল। প্রতি গাথায়, প্রতি কথায় ব্যঞ্জনা খোঁজা তাঁর এক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। এ কথা অনস্বীকার্য সপ্তশতীতে ঠারে ঠোরে কথার শেষ নেই; যেখানে তা আছে

সেটা সহজভাবেই বেরিয়ে আসে। প্রতি শ্লোকেই শৃঙ্গার-ব্যঞ্জনা থাকবে এমন কোন কথা নেই। সেই শৃঙ্গারকে সর্বদা জার-কুলটায় সীমাবদ্ধ করতে যাওয়াও একপ্রকার মানসিক ব্যাধি (obsession)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো সপ্তশতীতে অসংখ্য নিটোল উজ্জ্বল বিশুদ্ধ স্বভাবোক্তি আছে। বাণভট্টের মত বৈশ্লেষিক প্রতিভাধরও মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই স্বভাব-বর্ণনার সন্ধান পেয়ে। তাঁর কথা হচ্ছে—অগ্রাম্য, বিশুদ্ধ 'জাতি' অলঙ্কারে ঝলমলে এই কোষকাব্য সপ্তশতী। অথচ এই বাণভট্টের নিপুণ দৃষ্টি বাসবদত্তার মধ্যে প্রত্যক্ষরে শ্লেষ আবিষ্কার করেছিল। সুবন্ধু রচিত বাসবদত্তাকে প্রত্যক্ষর শ্লেষময় প্রবন্ধরূপে দেখতে তার ভুল হয় নি—'প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রবন্ধবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধির্নিবন্ধম্'। বাণভট্ট সপ্তশতীকে প্রত্যক্ষর-ব্যঙ্গময় বাগ্‌বন্ধরূপে দেখলে তাকে সেইভাবেই প্রশংসা করতেন—তার কোন ইঙ্গিত তিনি দেন নি।

গাথাসপ্তশতীর তেলুগু ভাষায় অনুবাদ আছে—'সপ্তশতী সারম্'—সেই সঙ্গে আছে সংস্কৃতের ছায়ানুবাদ। এই গ্রন্থের টীকাকার—পেদক কোমটি বর্মা। লাহোর থেকে প্রকাশিত (১৯৪২) জগদীশলাল শাস্ত্রীর 'গাথাসপ্তশতী প্রকাশিকা' নামে এক ব্যাখ্যা আছে। 'হাল সাতবাহনচী গাথাসপ্তশতী' গ্রন্থের সম্পাদক মহারাষ্ট্রীয় আত্মারাম জোগলেকর। বহু তথ্যসমৃদ্ধ এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মারাঠী ভাষায় লিখিত। সর্বশেষে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করছি আমার আচার্যের সংস্করণ 'সাতবাহন নরপতি হালের গাথাসপ্তশতী'—ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক। প্রথম প্রকাশ খ্রীষ্টাব্দ

॥ কবিপরিচয় ॥

গাথাসপ্তশতীতে অনেক কবির রচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু বহু শ্লোকে রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল—ওই কবিদের নামও টীকাকার পরম্পরায় প্রাপ্ত। তাঁরা পরম্পরায় যা শুনেছিলেন, পেয়েছিলেন, তাই টীকায় উল্লেখ করেছেন। এঁদের মোট সংখ্যা ২৬০। এই গ্রন্থে প্রতি শ্লোকে রচয়িতার নামোল্লেখ থাকলেও পঞ্চম শতকের ২২ শ্লোক থেকেই আর কবির নাম মিলছে না। শুধু ৭।৯৪, ৭।৯৬ ও ৭।৯৭ এ নাম আছে। প্রথম থেকে ৫।২১ পর্যন্ত কবিদের নাম আছে—সামান্য কয়েকটি গাথায় নেই। নামে অচিহ্নিত শ্লোকগুলির অনেক শ্লোকের রচয়িতা স্বয়ং হালও হোতে

পারেন। অন্তত চুয়াল্লিশটি পদে হালের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ২।২৭ গাথায় শালিবাহন রূপে হালই কবি, সুতরাং তাঁর নামসংখ্যা ৪৫ ধরলে সত্যভ্রংশ হবে না। এত অধিক সংখ্যক পদ আর কোন কবির নেই। সঙ্কলয়িতার নামেই গ্রন্থ চলে—কাজেই গ্রন্থখানা 'হালবিরচিত গাথাসপ্তশতী'।

কে এই হাল? তাঁর ইতিহাস তিমিরাচ্ছন্ন। শুধু জেনেছি যিনি গ্রন্থকর্তা—বহু কবির প্রমুখ সেই হাল স্বয়ং নরপতি এবং তিনি রসিকজনহৃদয়দয়িত এবং তাঁর উপনাম বা বংশনাম সাতবাহন। তিনি বহু কবির রচনার সঙ্গে নিজ রচনা মিলিয়ে দিয়ে সপ্তশতকে এই পুস্তক সম্পূর্ণ করলেন। সপ্তশতীর সমাপ্তিসূচক শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। শ্রীহর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের সভাকবি বাণভট্ট বিশেষ সম্মানের সঙ্গে 'সাতবাহন' উপনামে এই হালকে এবং তাঁর গ্রন্থখানাকে স্মরণ করেছেন—'অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ' (হর্ষচরিত, উপক্রমণিকা)। লক্ষ্য করতে হবে, 'সাতবাহন' এই বংশপদবী দিয়েই তিনি হালকে বুঝিয়ে দিলেন। কবির হয়তো বলবার কথা সাতবাহনকুল হালকে অলঙ্কৃত করেছিল—আর হাল, সাতবাহন কুলকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। কালিদাসের কথায় বল্‌লে—'অন্যোন্যশোভাজননাদ্ বভূব সাধারণো ভূষণ-ভূষ্যভাবঃ'—উভয় হোল উভয়ের অলঙ্কার। না, শুধু অলঙ্কার অলঙ্কার্য ভাবই নয়, তারও বেশি; সাতবাহনকুল আর হাল অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হাল বল্‌লে সাতবাহন এবং সাতবাহন বল্‌লে হাল বোঝাত। কোন এক অজ্ঞাতপরিচয় কবির গাথায় (সপ্তশতী ৫।৬৭) সাতবাহন হাল আপন্নের উদ্ধারকর্তা, এবং তিনি শিবের মত মঙ্গলময়। সেখানে হালকে বলা হয়েছে 'সালিবাহন নরেন্দ্র'। আমরা পূর্বে বলেছি সাতবাহন, সালাহন, সালিবাহন একই কথা। শ্লোকটি এই:

'আবণ্ণাইং কুলাইং দো ব্বিঅ আণন্তি উণ্ণইং ণেউং।
গোরীঅ হিঅঅদইও অহবা সালাহণ ণরিন্দো॥'

বিবিধ ভাষাভুজঙ্গ আভিধানিক জৈন হেমচন্দ্র বলেছেন—'হালঃ স্যাৎ সাতবাহনঃ'। তিনি দেশী নামমালায় তাঁকে আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন—'সালাহণম্মি হালো'—সালবাহনকুলে জন্মেছিলেন এই হাল। সপ্তশতীর একখানা পুঁথিতে হালকে 'কুন্তলজণবইণ' (ইন=প্রভু) বলা হয়েছে। কুন্তলজনপদ সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই কোন বিরোধ নেই। এই কুন্তলরাজ্য নন্দদের ছিল, তাঁদের পতনের পর বিজেতার উত্তরাধিকার

সূত্রেই মৌর্যরা এর অধিপতি হন। মৌর্যদের পতনের পরই সাতবাহনরা এই রাজ্যটি কেড়ে নেন মনে হয়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যে আছে—'কর্তর্যা কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ সাতবাহনো মহাদেবীং মলয়বতীং জঘান', সেই কৌন্তল সাতবাহন উপনামা রাজা হচ্ছেন শাতকর্ণি—হাল নন। 'সাতবাহনকুলে একাধিক শাতকর্ণি ছিলেন। তবে একথা ঠিক কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠলম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গে সাতবাহন এবং মলয়বতী সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। রাণী মলয়বতী এবং সাতবাহন জলকেলি করছিলেন, তখন রাণীর মুখে 'মোদকৈঃ পরিতাড়য় মাম্' একটা বিভ্রাট ঘটায়। মূলে 'অব্রবীন্মোদকৈর্দেব পরিতাড়য় মামিতি'। রাজা সংস্কৃত জানেন না—সন্ধির প্যাঁচটুকু না বুঝে রাণীর পরিতাড়নের জন্য আনালেন মোয়া। রাণীর মুখের বিদ্রূপের হাসিতে রাজা লজ্জিত হয়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সভাপণ্ডিত কাতন্ত্র ব্যাকরণ-প্রণেতা শর্ববর্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন। শর্ববর্মা ছমাসে রাজাকে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত করে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্য পণ্ডিত গুণাঢ্য বাদী হয়ে বল্লেন, 'অসম্ভব। ছ মাসে সংস্কৃত শেখাতে পারলে আমি নিজে আর সংস্কৃতে কথা কইব না, দেবভাষায় কিছু লিখবও না।' শর্ববর্মা কৃতকার্য হয়েছিলেন। গুণাঢ্যও রাজ্য ছেড়ে বিন্ধ্যবনে ঘুরে ঘুরে পশুপাখীকে তার পৈশাচী প্রাকৃতে রচনা 'বড্ডকহা' (সং—বৃহৎকথা) শুনিয়েছিলেন। এসব কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য, যেমন—কামসূত্রের 'মলয়বতীং জঘান' অংশ। নরপতি সাতবাহন প্রাকৃতরচনা এবং প্রাকৃত ভাষার রসিক ছিলেন। শাস্ত্রবিদ্যার বাইরে, শিষ্টসভার বাইরে তখন কথ্যভাষারই আদর ছিল। লোকে যেমন আপিসের আঁটসাট পোশাক ছেড়ে নিজ বাড়ীতে আটপৌরে ঢিলে পোশাকে আরাম করতে চায় তেমনি শিষ্টজনেরাও শাস্ত্রবিদ্যার বহিরঙ্গনে সবজনমিট্ঠা দেসিল ভাষায় আনন্দ পেয়েছেন। মুখে মুখে প্রচলিত লৌকিক গাথাপ্রেমিক নরপতি হালকে এইজন্য সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ অথবা সংস্কৃতবিমুখ বলা চলে না। মলয়বতী হত্যার অপরাধটাও কোন ঐতিহাসিক তাকে দেন নি—কোন পাথুরে প্রমাণও নেই। গাথাসপ্তশতী চয়ন তাঁর আনন্দের খেয়াল। তবে একথা প্রায় প্রমাণসিদ্ধ বলা চলে—রাজার একটি বিশেষ ভাষায় প্রীতি থাকলে জনগণও সেই বিশেষ ভাষায় আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কেন না, রাজপ্রসাদ সকলেরই বাঞ্ছিত বস্তু। আলবেরুণীর সমসাময়িক সুতরাং একাদশ শতাব্দীর ভোজরাজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণে বলেছেন ঃ

'কেঽভূবন্ নাঢ্যরাজস্য রাজ্যে প্রাকৃতভাষিণঃ ?
কালে শ্রীসাহসাঙ্কস্য কে ন সংস্কৃতবাদিনঃ ?' (২-১৫)

এই আঢ্যরাজ হলেন নরেন্দ্র শালিবাহন। কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর নরপতি হালের প্রাকৃতপ্রীতি সম্বন্ধে বলেছেন 'স্বভবনে হি ভাষানিয়মং যথা প্রভুর্বিদধাতি তথা ভবতি। শ্রূয়তে চ কুন্তলেষু সাতবাহনো নাম রাজা। তেন প্রাকৃত-ভাষাত্মকমন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্বেণ।'* এগুলির ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নেই। প্রথম আলঙ্কারিক ভোজদেব হালের অন্তত হাজার বছর পরে কথা বলেছেন; দ্বিতীয় আলঙ্কারিক কথা বলেছেন বারশো বছর পরে। তিনি যে খুব শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই তা বোঝা যায় তাঁর 'শ্রূয়তে চ' শুনে। ততদিন শালিবাহন নরেন্দ্র হাল জনশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতের কথার রীতিই ছিল অতিকথন। সেই রীতিতেই স্বয়ং কবি হাল প্রথম শতকের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন—

'সত্ত সআইং কই-বচ্ছলেণ কোডীঅ মজ্ঝআরম্মি।
হালেণ বিরইআইং সালংকারাণং গাহাণং ॥'

লোকের মুখে মুখে যা চলছিল এমন কোটি সালঙ্কার গাথার মধ্য থেকে কবিবৎসল হাল সাতশ' গাথা বেছে নিলেন। সুতরাং বোঝা যায় হাল সংগ্রহ-কর্তা এবং সংকলনকর্তা, সব গাথার রচয়িতা নন। সমাপ্তি শ্লোকগুলিতেও দেখি, 'রসিকজনহৃদয়দয়িতে কবিবৎসলপ্রমুখ-সুকবিনির্মিতে…'। সুতরাং ওই কবিবৃন্দের মধ্যে তিনিই মুখ্য এই মাত্র বলা চলে।

সাতবাহন নরেন্দ্র শ্রীকবি হাল স্বয়ং উচ্চদরের কবি; তার প্রমাণস্বরূপ রয়েছে ৪৪টি নিজনামাঙ্কিত শ্লোক। তিনি কবিবৎসল। একে ষষ্ঠী তৎপুরুষ করলে অর্থ দাঁড়ায় কবিদের প্রিয় এবং বহুব্রীহি করলে অর্থ দাঁড়ায় কবিকুলের উৎসাহদাতা। আমরা মনে করতে পারি তিনি উভয়ই ছিলেন। বাৎসল্য উভয়দিকেই তাঁর জীবনে সত্য হয়েছিল। অনেকে মনে করেন 'কবিবৎসল' তাঁর উপাধি। আমরা জানি উপাধি নিরুপাধি হয় না। যাক্, যে কবিদের প্রতি তিনি বৎসল ছিলেন, সেই সব কবির পরিচয়ও কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। সাতবাহন কবি হালের অনুগৃহীত এবং প্রসাদপুষ্ট প্রিয় কবিদের মধ্যে অন্তত একজন কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা দিতে পারব। তিনি এই

* কাব্যমীমাংসা—রাজচর্যা কবিচর্যা অংশ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে উল্লিখিত মোট ৯টি শ্লোকের রচয়িতা। তাঁর নাম 'পালিত'। এই 'পালিত' যে শ্রীহালেরই স্নেহসুধায় লালিত ছিলেন তার প্রমাণরূপে উল্লেখ করা চলে অষ্টম-নবম শতাব্দীর গোড়ীয় কবি অভিনন্দ-রচিত 'রামচরিত' মহাকাব্যের ২২ সর্গের সর্বশেষ শ্লোক। এই গৌড় অভিনন্দ শতানন্দের পুত্র। নরপতি হারবর্ষের ছিলেন তিনি সভাকবি। নৃপতি হারবর্ষের স্তুতিরূপে তাঁর সমগ্র শ্লোকটি হচ্ছে—

'হালেনোত্তমপূজয়া কবিবৃষঃ শ্রীপালিতো লালিতঃ।
খ্যাতিং কামপি কালিদাসকবয়ো নীতাঃ শকারাতিনা॥
শ্রীহর্ষো বিততার গদ্যকবয়ে বাণায় বাণীফলং।
সদ্যঃ সৎ-ক্রিয়য়াভিনন্দমপি চ শ্রীহারবর্ষোঽগ্রহীৎ॥' ২২।১০০

কে এই হারবর্ষ? কেউ বলেন পালবংশীয় বিক্রমশীল বা মহারাজ ধর্মপালই হারবর্ষ। কেউ কেউ বলেন হারবর্ষ দেবপাল অভিন্ন। মনে হয় এই হারবর্ষ স্বয়ংও কোন কোষকাব্যের সঙ্কলয়িতা ছিলেন।

'নমঃ শ্রীহারবর্ষায় যেন হালাদনন্তরম্।
স্বকোষঃ কবিকোষাণামাবির্ভাবায় সংভৃতঃ॥' ৬।৯৩

নিশ্চিতই মহাকবি নরেন্দ্র হালের প্রীতিস্নেহ এক পালিতেই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এই যে ৬ জন মহিলা কবিসহ ২৬০ জন কবির নাম পাচ্ছি তার মধ্যে স্বয়ং কবি হালের সমসাময়িক কোন্ ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতীরা? আমরা স্পষ্ট করে তা জানি না—জানবার উপায় নেই। ইতিবৃত্ত এখানে নিস্তব্ধ। বিশেষ বিশেষ শ্লোকের রচয়িতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধও যথেষ্ট আছে। এই গাথাসপ্তশতীতেও তার নিদর্শন মিলবে। ১।৯১ গাথার কবি কেউ বলেন মাধবী, কেউ বলেন গজদেব। ১।৮৯ কবিকে কেউ বলেন পোট্টিস কেউ বলেন পোট। ১।৬৮ কালদীপ কেউ বলেন কালাধিপ। ১।৯৬ স্বামিক, কিন্তু পীতাম্বর বলেন—স্থিরসাহস। উদাহরণ এমন বহু আছে। এ সম্বন্ধে এ. বি. কীথ বলেন, 'The vagueness and inaccuracy are only what must be expected, when it is remembered how difficult it must have been effectively to assign verses to their original authors and how easily tradition was corrupted in the handing down of the original authorities'। শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে আছে—যাঁর হস্ত অক্লেশে গিরিগোবর্ধন ধারণ

করেছিল সেই কৃষ্ণের হস্ত প্রথম সমাগমে শ্রীরাধার স্তনস্পর্শে কম্পিত হোল। সেই হস্ত তোমাদের রক্ষা করুন। মূলের ভাষায়,—

'লীলাহি তুলিঅসেলো রক্‌খউ বো রাহিআত্থণফংসো।
হরিণো পঢ়মসমাগমসদ্ধসবেবলিও হত্থো।'

(শৃঙ্গারপ্রকরণ—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ)

এই প্রাকৃত শ্লোকটিকে তিনি হালের বলে নির্দেশ করছেন কিন্তু প্রচলিত সপ্তশতীতে এই শ্লোক নেই। কাজেই হালসঙ্কলিত সাতশ শ্লোক নিয়েও ঐকমত্য ছিল না। মহারাষ্ট্রী পণ্ডিত সদাশিব আত্মারাম জোগলেকর সম্পাদিত গাথাসপ্তশতীর একটি আবার উত্তরার্ধ আছে—তাতে তিনশ পরিমাণ শ্লোক বেশি ধরা আছে। এমন ঘটলে সপ্তশতীর অবিসংবাদিত সপ্তশতীত্বই যে ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। ওই গ্রন্থে ষষ্ঠ শতকে ৬৯ নম্বরে যমুনার উল্লেখ দিয়ে যে গাথা. সেটা অন্যান্য সংস্করণে সপ্তম শতকের ৬৯ সংখ্যক গাথা। কাজেই ওই কথাটাই রইল—'**tradition was corrupted in the handing down of the original authorities**'। প্রকৃত প্রস্তাবে সাতশর মধ্যে ৪৩০টি গাথা সকল সংস্করণেই সমান। বাকীগুলো নিয়ে খুবই মতানৈক্য। সেই গোলমালে স্পষ্ট করে কিছু বলাও যায় না।

যিনি ছিলেন রসিকজনহৃদয়-দয়িত কবিবৎসল নরেন্দ্র হাল, যিনি স্বয়ং এই বিরাট গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা এবং বহু শ্লোকের রসস্রষ্টা কবি—তাঁর সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাব্য শেষ করে তাঁর সম্বন্ধে বলতে ইচ্ছে হয়, 'তুমি শুধু কবি'। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস সম্বন্ধে যেমন বলেছেন ঃ

'আজ তুমি কবি শুধু—নহ আর কেহ।
কোথা তব রাজসভা কোথা তব গেহ ?'

শ্রীকবি হালও আমাদের মনোলোকে এমনই এক ভাবমূর্তি রচনা করেই বিদায় গ্রহণ করেছেন ; তাঁর রাজ্য, বৈভব এবং শাসনের কোন পরিচয় দেন নি। প্রমাণ আছে হালের কথা অনেকেই শ্রবণ করেছিলেন—হালের গাথাসপ্তশতীকে অনেকেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণও করেছেন ; কিন্তু এইসব শ্রুতি এবং স্মৃতির বাইরে তাঁর কোন জীবনপঞ্জী নেই—এই আমাদের দুঃখ। ভারতবর্ষ ইতিহাস লেখে না। খণ্ডচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে একক গৌরবের চেতনায় অনেকেই হানাহানি করেছে কিন্তু সর্বভারতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে নি, ইতিহাস চেতনাও উল্লসিত হয়ে ওঠার অবকাশ পায় নি। [illegible] পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গীরই

একটা বড় দোষ ছিল। য়ুয়ান্ চোয়াঙের মত বা আলবেরুণীর মত নিপুণ পর্যবেক্ষক জ্ঞানগরিষ্ঠ কৌতূহলী পণ্ডিত ভারতবর্ষে ছিলেন না তা নয়। কিন্তু তাঁদের ধ্যান এবং ধারণাই ছিল অন্যরকম। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পারত্রিকতায় বিভোর ছিলেন। এই শ্রেণীর পরকালসর্বস্ব পণ্ডিতেরা ঐহিক বৃত্ত ইতিহাস রচনায় সর্বদা পরাঙ্মুখ ছিলেন। হাল তো হাল—কেবল বর্তমানের এক ব্যক্তি মাত্র; একটা প্রকাশ বা ক্ষণিকের অবভাসমাত্র, অনন্ত-কাল সমুদ্রের একটি বুদ্‌বুদ্। ব্যক্তি-জীবনের কতটুকুই বা মূল্য! তার যা কিছু মূল্য সে তো অনন্তের অংশরূপে; সুতরাং তাঁকে জানাই ভাল—'তস্মিন্ জ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি'। এমনি করে অনেক কিছু হারিয়ে গেল—হালও হারিয়ে গেলেন। ঐহিকবৃত্তের এমন নিপুণ দ্রষ্টা হাল কবি না হয়ে ঐতিহাসিক হোলে লাভ ছিল। তিনি যে নিষ্ঠার সঙ্গে ইহকালের সব কিছুকে গ্রহণ করেছিলেন—সেই সূক্ষ্ম দর্শনের নিষ্ঠা ঐতিহাসিক রচনায় আত্মপ্রকাশ করলে একজন ভারতীয় য়ুয়ান চোয়াঙ্ বা ভারতীয় আলবেরুণী আমরা পেয়ে যেতুম। অদ্ভুত দ্রষ্টা এবং শিল্পস্রষ্টা এই হাল। সেক্সপীয়র নাট্যকার-সুলভ নির্লিপ্ত মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সব কিছুকে স্বীকার করে নিয়ে নির্লিপ্ত মানসে কেবল রূপ সৃষ্টি করে গেলেন। তাই তাঁর নাটকে এমন বৈচিত্র্যের সমারোহ। মহাকবি হাল নির্লিপ্ত—উদাসীন, কিন্তু নিপুণ দ্রষ্টা, বাইরের এবং অন্তরের—পৃথিবীর এবং পার্থিব বস্তুর। তাই গাথা-সপ্তশতীতে অন্তর বাহির নিয়ে এক বিরাট চিত্রশালা গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বটুকু বুঝলেই গাথাসপ্তশতীপাঠ সার্থক হবে। হালের কথা যেন, 'ওগো রহস্যময়ী পৃথিবী! তোমার রহস্যের শেষ নেই—তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার।' আমরাও সেই রহস্য-চিত্রের একটু অংশ দেখে বলি—ওগো বিচিত্র! তোমার সবটুকু না পেলেও বুঝি তুমি চমৎকার।

কবি বাণভট্ট সাতবাহনরাজ হালকে স্মরণ করলেন একজন সহজ সরল স্বভাব কবিরূপে, যিনি আড়ম্বরপ্রিয় না হোয়ে, রচনার ঘনঘটা এবং কৃত্রিম কৌশল না দেখিয়ে, যথাযথ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাব্যরস বিতরণ করেন। তিনি রক্তমাংসের ধর্মের কথা—কাম-কামনার কথা বলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁর প্রকাশ-শক্তি! বাণভট্ট বলছেন—তাঁর রচনায় গ্রাম্যতা ফুটে ওঠে না। হাল সম্বন্ধে সহজ সরল গুণ দেখাতে গিয়ে আড়ম্বরপ্রিয় অলঙ্কারসর্বস্ব বাণ কিন্তু শ্লেষের মধ্য দিয়ে দ্বিমুখী রচনা করে বসলেন। তিনি বল্লেন:

'অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥'

বেশ সাচ্চা জাতের রত্ন দিয়ে অক্ষয় রত্নভাণ্ডার নাগরিকদের ভোগের জন্য যেমন বিচক্ষণ রাজারা গড়ে তুলে যান তেমনি সাতবাহন রচনা করে গিয়েছেন নাগর জনের ভোগের জন্য একখানা কোষকাব্য, যার বচনে স্বভাবোক্তি (জাতি) —যা গ্রাম্যতাদোষবর্জিত, সুভাষিতের আকর এবং সেইজন্যই সে কাব্য চিরস্থায়ী—অবিনাশী। বাণভট্ট গাথাসপ্তশতীর অসামান্যতা হৃদয়ঙ্গম করেছেন —সে নিসর্গসুন্দর। উজ্জ্বল শিশিরবিন্দুতে প্রতিফলিত প্রভাতের প্রাণময় সৌন্দর্যের মত মানব-মানবীর সবটুকু জীবনসৌন্দর্য তাতে ধরা পড়েছে।

এমন যে কবি হাল তাঁর পরিচয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নজির নেই। আচার্য গোবর্ধন দ্বাদশ শতাব্দীতে একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। তিনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিতদের অন্যতম। জয়দেব আত্মপ্রশংসা যথেষ্ট করেও গোবর্ধন সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর মতে শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়বচন-বিন্যাসে গোবর্ধনের প্রতিস্পর্ধী সে যুগে কেউ ছিল না। এমন আচার্যও গাথাসপ্তশতীকে আদর্শ করে তাঁর আর্যাসপ্তশতী রচনা করেছিলেন। তাঁর নিজের কথাতেই সে তথ্য পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি নিজে কবুল করেছেন, যে সব কথা তিনি আর্যাগুলিতে বলছেন তা 'প্রাকৃতসমুচিতরসা'—তার রস প্রাকৃতেই সাজতো ভাল কিন্তু তিনি জোর করে তাদের সংস্কৃত পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন—'বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা'। নিম্নতীরা কালিন্দীকে যেমন বলরাম জোর করে স্বর্গে তুলেছিলেন কবি গোবর্ধন আর্যাসপ্তশতীতে তেমনি একটা কাজ করলেন। সেনরাজবংশের সে কালটার কথা ভাবলে পরবর্তী যুগের বিদ্যাপতির ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়—'সক্কয়বাণী বুহঅন ভাবই, পাউঅ-রস কো মম্ম ন পাবই'— হায় হায়! সকল পণ্ডিতই সংস্কৃত বাণীর কথা ভাবে—প্রাকৃতের রস কেউ পেলে না। এইজন্য সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবন-যুগে আচার্য গোবর্ধন স্বায়াতা রসদায়িনীকে সংস্কৃতের রাজপথ দিয়ে ঘুরিয়ে আনলেন। একটা কথা আছে— 'কবিতা বনিতা চৈব স্বায়াতা রসদায়িনী। বলাদানীয়মানা চেদ্ সরসা বিরসায়তে॥' এক্ষেত্রে অবশ্য তেমনটা ঘটেনি; কারণ গোবর্ধন ছিলেন শক্তিমান কবি। যে বিরসা হতে পারতো সেই কাব্যবধূকে সরসা করে তিনি তুলতে পেরেছিলেন। গোবর্ধন কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন—তা তাঁর

নিজের কথাতেই বোঝা যাবে। তিনি মহাশক্তিধর লাঙ্গলী বলভদ্রের কার্যটি করতে পেরেছিলেন। তাঁর সমগ্র শ্লোকটি হচ্ছে :

'মসৃণপদরীতিগীতাঃ সজ্জনহৃদয়াভিসারিকাঃ সুরসাঃ।
মদনাদ্বয়োপনিষদো বিশদা গোবর্ধনস্যার্যাঃ॥
বাণী প্রাকৃতসমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।
নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যেব গগনতলম্॥' (আর্যাসপ্তশতী, ৫১-৫২)

সপ্তশত গাথার সঙ্কলয়িতা শালবাহন নরপতি কবি হাল সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসাবাণী চিরস্মরণীয় হয়ে আছে :

'হালাভ্যুদয়িতো গাথাসমুদায়ো রসবিশেষপূর ইব
অধ্যক্ষীকৃতমাত্রো নাধত্তে কস্য পরিতোষম্?
প্রাকৃতময়ং নিবন্ধং বিতন্বতা শালবাহননৃপেণ
কাব্যানামিতরেষাং তদ্বিকৃতিত্বং কথিতমর্থাৎ॥'

কিন্তু যা বলছিলাম—ব্যক্তি হালের পরিচয় হারিয়ে গেল। কিন্তু কবি হাল বেঁচে আছেন। কবি হালের পরিচয় তাঁর কাব্য—আর রাজা হালের পরিচয় তাঁর বংশ। আমরা সেই সাতবাহন বংশের একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করি।

॥ কবির বংশপরিচয় ॥

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় পুরাণগুলি কতকটা সাহায্য করে। বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণে সাতবাহন রাজাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে এই বংশকে বলা হোয়েছে অন্ধ্রকুল এবং অন্ধ্রভৃত্যকুল। পুরাণগুলিতে রাজাদের একটা তালিকাও দেওয়া আছে। সব পুরাণের তালিকা একপ্রকার নয়। পৌরাণিক ইতিহাসের সংকলনকর্তা পার্জিটার ত্রিশজন অন্ধ্ররাজার বৃত্তান্ত ঠিক করে নিয়েছেন। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করেছেন মোট ৪৫০ বছর অন্ধ্ররাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গিয়েছেন। একেবারে শেষের দিকে কর্ণ, কুন্ত এবং রুদ্রশাতকর্ণির কোন কথা পুরাণগুলিতে নেই। এঁরা দাক্ষিণাত্যের পূর্বদিকে এবং মধ্যপ্রদেশে রাজত্ব করে গিয়েছেন। মুদ্রাগুলির প্রমাণ অনুসারে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলেন, এঁদের রাজত্বের পূর্বেই পুরাণগুলির শেষ সংস্কার হয়ে গিয়ে থাকবে, তাই এঁদের নাম তালিকায় মিলছে না।

অন্ধ্রদের গোড়ার ইতিহাস বলছি। এটা স্বীকৃত সত্য জাতির নামেই

দেশের নাম হয়ে থাকে। অন্ধ্রজাতির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। (৭।১৮।২—সপ্তমপঞ্চিকার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ডিকা) বিশ্বামিত্রের ৫০ জন অভিশপ্ত পুত্রই আর্য-সীমান্তের অন্ধ্র, পুণ্ড্র প্রভৃতি দস্যুজাতির জন্মদাতা। অন্ধ্রজাতি পূর্ব-দাক্ষিণাত্যে এসে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। অন্ধ্রজাতির অধ্যুষিত দেশই অন্ধ্রদেশ। মেগাস্থিনিসের বিবরণে দেখা যায় এই রাজ্যটি শক্তিশালী ছিল। আমরা জানি অশোক দক্ষিণের শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন—যা পিতৃদেব অমিত্রঘাত বিন্দুসার পারেন নি, পিতামহ দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তও পারেন নি। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সহায়তায় তাঁর রাজ্যকে মগধ থেকে ঠেলে ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে নিয়ে যান। দুর্বল গ্রীক শাসনকর্তারা পরাজিত হন—পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে আফগানিস্থানের কাবুল, কান্দাহার, হিরাট এবং বেলুচিস্থানের মাকরান চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিমের সুরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড় পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমানা বিস্তীর্ণ হোল। কিন্তু দক্ষিণ ছিল অবিজিত। সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন সম্রাট্ অশোক। তাঁর কলিঙ্গ-বিজয় নানাদিকে ইতিহাসের একটা বিরাট ঘটনা হয়ে আছে। কৃষ্ণা এবং গোদাবরীর মোহনায় তেলিঙ্গান বা অন্ধ্ররাজ্যটি বিশাল কলিঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্ধ্ররাজ্যটি তখন থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হোল।* একদা-স্বাধীন পরাক্রান্ত অন্ধ্ররাজারা তদবধি মৌর্যদের সামন্ত—মৌর্যসম্রাটের ভৃত্য। এইজন্যই পুরাণে অন্ধ্রবংশকে অন্ধ্রভৃত্যবংশ বলা হয়েছে। অবশ্য কোন কোন পুরাণ তাদের কাণ্বভৃত্য বলেছে। পুরাণগুলি সকলে এক কথা বল্লে তাদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতো। তা কদাচ হয় নি। একটি পুরাণ আবার বলছে নতুন কথা :

'কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্মাণং প্রসহ্য তম্।
শিশুকোঽন্ধ্রজাতীয়ঃ প্রাপ্সতীমাং বসুন্ধরাম্॥

মৌর্যের গৌরবের দিনে যাঁরা বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করে মানসিক দীনতায় তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন, অশোকের পরই মৌর্যশাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, সামন্তত্বের কলঙ্ক তাঁরা মুছে ফেললেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। কোন কালে এঁরা সামন্ত ছিলেন এই বলেই উত্তর ভারতের

* দ্রষ্টব্য অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপি।

সঙ্কলিত পুরাণগুলি তাঁদের বলেছে 'অন্ধ্রভৃত্য' কুলের রাজা। তাহোলে বোঝা যায় প্রাক্-মৌর্যযুগের পূর্ব-দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররা স্বাধীনতা হারিয়েছিলেন—পর-মৌর্যযুগের অন্ধ্ররা স্বাধীনতা ঘোষণা করে পুনরুত্থিত হোলেন। এই পুনরুত্থিত অন্ধ্ররাজাদের রাজধানী হোল দক্ষিণ-পূর্বে নয়—দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠানে। এ বিষয়ে একটি সুন্দর শৈল প্রমাণ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ শ্রীখারবেল ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি হাথিগুম্ফার দ্বারদেশে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—সাতবাহন রাজ্যটি তাঁর রাজ্যের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। কাজেই বলছি পুনরুত্থিত অন্ধ্ররাজ্য উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে অবশ্য এই রাজ্য ধীরে ধীরে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে একদা একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এই সাম্রাজ্যবিস্তারে সাতবাহনদের দুটি শক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে মাঝে মাঝে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল—প্রথম শুঙ্গশক্তি, দ্বিতীয় শকশক্তি।

মৌর্যবংশের সর্বশেষ রাজা বৃহদ্রথ তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গদ্বারা নিহত হোলেন। পুষ্যমিত্র দ্রোণাচার্যের মত ব্রাহ্মণ হোয়েও ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এই মহাপরাক্রান্ত রাজা নিজভুজবলে উত্তর-পশ্চিমের গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর রাজধানী অর্থাৎ সেই পুরাতন মগধ-রাজধানী পাটলিপুত্র রক্ষিত হয়েছিল। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে এই পুরাতন কাহিনীর একটা সশ্রদ্ধ স্মরণ কাব্যরূপ লাভ করেছে। ওই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে আছে—রাজচক্রবর্তী পুষ্পমিত্রের একখানা চিঠি পড়ছেন তাঁর পুত্র বিদিশার অধিপতি অগ্নিমিত্র। পুষ্পমিত্রই ইতিহাসের পুষ্যমিত্র। তিনি শতরাজপুত্র-রক্ষিত যজ্ঞীয় অশ্ব নিজ পৌত্র বসুমিত্রের অধিনায়কত্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন ঃ

'যোঽসৌ রাজযজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য বৎসরায় নিবর্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরঙ্গমো বিসর্জিতঃ স সিন্ধোর্দক্ষিণে রোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনেন প্রার্থিতঃ। ততঃ উভয়োঃ সেনয়োর্মহানাসীৎ সংমর্দঃ।

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বসুমিত্রেণ ধন্বিনা।
প্রসহ্য হ্রিয়মাণো মে বাজিরাজো নির্বর্তিতঃ॥'

পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও অন্যভাবে গ্রীকদের উল্লেখ আছে—'অরুণৎ যবনঃ সাকেতম'। 'অরুণদ্ যবনো মধ্যমিকাম্'। দৃষ্টান্ত দুটি 'অনদ্যতনে লঙ্' (৩।২।১১১) এই সূত্রব্যাখ্যায় পতঞ্জলি দিয়েছেন। অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিদর্ভরাজের

নাটকে যে সংঘর্ষ তা মনে হয় মধ্যপ্রদেশে নতুন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি সাতবাহনরাজের সঙ্গে সংঘর্ষের সাহিত্যিক স্মৃতি। তখনও অন্ধ্রশাসন মধ্যপ্রদেশে দৃঢ়মূল হয় নি। রাজার প্রতি অমাত্যের কূট মন্ত্রণা তাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

'অচিরাধিষ্ঠিতরাজ্যঃ শত্রুঃ প্রকৃতিষ্বরূঢ়মূলত্বাৎ।
নবসংরোপণশিথিলস্তরুরিব সুকরঃ সমুদ্ধর্তুম্॥'

(মালবিকাগ্নিমিত্র প্রথম অঙ্ক)

বোঝা যায়, উত্তর ভারতের শুঙ্গদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রদের সংগ্রাম প্রায়শই ঘটতো।

অপর শক্তি—শক শক্তি। শকরা আদৌ বহির্ভারতীয় আর্য। আর্যদের একটা বেশ শক্তিমান্ শাখা এই শকরা। √শক্-শক্তৌ—শক্তি এবং সামর্থ্য দোতনা করে। এদের আদিবাস ইরানের পূর্বাংশে সীস্তান অর্থাৎ শকস্থান। এটাই মনে হয় পুরাণের সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার অন্যতম দ্বীপ—শাকদ্বীপ। এই দ্বীপবাসী পুরোহিতরাই পরবর্তীকালে ভারতসমাজে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বলে গৃহীত হয়েছে। এরা ছিলেন 'মিহির' উপাসক। বৈদিক মিত্র - সূর্য—পারসীক মিহির। প্রাচীন পারস্যে ছিল মিথ্র (Mithra) (উষ্ম উচ্চারণ), পরে হোল মিহ্র, তারপর স্বরভক্তিতে মিহির। এই শকরা কালক্রমে মধ্য এশিয়া থেকে ইউচি জাতি দ্বারা (যে জাতির একটা শাখা হোল কুষাণ) বিতাড়িত হ'য়ে উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম ভারতে কয়েকটি স্থান অধিকার করে। এই ঘটনা ঘটে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫ সালে। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলেন, প্রথম শকারি বিক্রমাদিত্য সম্ভবত অন্ধ্র বিক্রমাদিত্য—তিনিই প্রসিদ্ধ শালিবাহন। গাথাসপ্তশতীর একটি গাথায় আছে ঃ

'সংবাহণ-সুহ-রস তোসিএণ দেন্তেণ তুহ করে লক্খং।
চলণেণ বিক্কমাইচ্চ-চরিঅঁ অণুসিকখিঅঁ তিস্সা॥' ৫।৬৪

কিংবদন্তীর শক-সংগ্রাম মনে হয় অন্ধ্রদের সঙ্গে শকদের সুদীর্ঘ লড়াই। কাহিনী আছে জৈনসাধু 'কালক' উজ্জয়িনীরাজ গর্দভিল্ল কর্তৃক অপমানিত হন এবং তিনিই শকদের উজ্জয়িনী জয় করার প্ররোচনা দেন। কাহিনী বলছে—গর্দভিল্ল পরাজিত হোলেন; কিন্তু তাঁর পুত্র বিক্রমাদিত্য (ইনিই কি কিংবদন্তীর শালিবাহন? প্রতিষ্ঠান থেকে অগ্রসর হয়ে শকদের পরাজিত করলেন এবং ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিক্রমাব্দের প্রতিষ্ঠা করলেন। তবে একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে শকশক্তি নির্মূল হয়েছিল আর একটি বিক্রমাদিত্যের হাতে—

তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ঐতিহাসিকদের বিচারে তিনি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। কিন্তু সে অনেক পরে—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষে। সে-কথা থাক্। —যা বলেছি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই শকদের ভারতবর্ষে অভ্যুদয়। ভূমক ছিলেন প্রথম জিগীষু শকক্ষত্রপ। ভৃগুকচ্ছের (ব্রোচ্) দিগ্‌বিজয়ী শকক্ষত্রপ ছিলেন 'নহপান'। তিনি দক্ষিণে এগিয়ে এসে মহারাষ্ট্রের কিছুটা অংশও অধিকার করেছিলেন। অন্ধ্ররাজ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি এই দুর্ধর্ষ নহপানকে পরাজিত করেছিলেন। শুধু শকদের নয়, এই গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি যবন (গ্রীক্) পহ্লব (পার্থিয়ান) প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক শক্তিকে উৎখাত করে সাতবাহনকুলের গৌরবকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। নাসিকলিপিতে আছে ইনি 'শকযবনপহ্লবনিস্থদন'। কিন্তু তার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটলো উজ্জয়িনীর শকনৃপতি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের হাতে। মহাযোদ্ধা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি রুদ্রদামনের হাতে পরাজিত হোলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পুলুমায়ী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। পরাজিত হয়ে রুদ্রদামন আপন কন্যাকে পুলুমায়ীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করলেন। স্বর্গত গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির আত্মার তর্পণ হোল এইভাবে। গৌতমীপুত্র অন্ধ্ররাজ্য পূর্বদিকে একেবারে কৃষ্ণা-গোদাবরীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত করে গিয়েছিলেন, সেই প্রাক্-মৌর্যযুগের অন্ধ্ররাজ্যের সীমানা পর্যন্ত। তাঁর পুত্র পুলুমায়ী সেই রাজ্যকে ঠেলে নিয়ে গেলেন পশ্চিম সমুদ্রের তীর পর্যন্ত। শাতবাহন রাজ্য বিস্তৃত হোল দাক্ষিণাত্যের পূর্বসমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত—স্মিথের ভাষায় 'Right across the Deccan from sea to sea'.

'এক্ হাতে মোরা মগেরে রুখেছি মোগলেরে আর হাতে'—ঠিক তারই মত অন্ধ্ররাজারা একহাতে শকদের রুখেছেন—পরাজিত করেছেন এবং পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করেছেন। অন্য হাতে তারা লড়াই করেছেন উত্তর ভরেতের শুঙ্গদের সঙ্গে। সেখানেও পরিণামে সাতবাহনকুলেরই জয় হয়েছে। মৌর্যদের পতনের পর প্রথম অন্ধ্ররাজা সিমুক ২৩ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর ভ্রাতা কণ্‌হ অর্থাৎ কৃষ্ণ রাজত্ব করেন একটানা ১৮ বছর। ইনি রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন নাসিক পর্যন্ত। তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ সিমুকপুত্র প্রথম শাতকর্ণি মালবদেশ জয় করেন। মনে হয় শুঙ্গদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম এই সময় ঘটেছিল। মুদ্রা এবং শিলিলিপির প্রমাণ অনুসারে সাতবাহনশক্তি ক্রমশঃ গোদাবরী-তীরের প্রতিষ্ঠান থেকে উজ্জয়িনী তারপর বিদিশায় সুপ্রতিষ্ঠিত

হয়—অর্থাৎ পশ্চিম এবং পূর্ব মালব সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হয়। এরপরই সাতবাহন কুলের শক্তি সাময়িকভাবে দুর্বল হয় কিন্তু সে সাময়িক। দ্বিতীয় শাতকর্ণি ছিলেন এই বংশের সপ্তম রাজা। তিনি সম্পূর্ণ মধ্যপ্রদেশ জয় করে নেন। আপীলক অষ্টম রাজা। হাল ছিলেন এই বংশের সপ্তদশতম রাজা। কিন্তু তাঁর রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না, মাত্র পাঁচ বৎসর, খ্রীঃ ২০-২৪ খ্রীষ্টাব্দ। হালের সময় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল মনে হয়। একাদশ শতাব্দীর ভোজরাজের সময় সাতবাহন জনশ্রুতিতে 'আঢ্যরাজ'রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভোজের অলঙ্কারগ্রন্থ সরস্বতীকণ্ঠাভরণে আছে—'কেঽভূবন্নাঢ্যরাজস্য রাজ্যে প্রাকৃতভাষিণঃ ?' (২-১৫)। গোদাবরী, কৃষ্ণা, তাপ্তী, ওদিকে বিন্ধ্যপর্বত এবং নর্মদা নিয়ে তাঁর কাব্য সরস হয়ে উঠেছে। বিন্ধ্য পাহাড়ের কটকে কটকে মেঘের ঘটা বিরহিণীদের পর্যুৎসুক করে তুলেছে ; কখনও বা দাবানলে পোড়া বিন্ধ্যপর্বতের কালো গাছগুলি মেঘের ভ্রান্তি দিয়ে বিরহিণীদের কাছে একটা বৃথা আশ্বাসের ছবি তুলেছে। সে যে জলভরা মেঘ নয়, নিদাঘে দাবদগ্ধ অরণ্য একথা সখীকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছে (১।৭০)। ২।১৫-১৭ পর্যন্ত বিন্ধ্যপর্বত। এছাড়াও দক্ষিণোত্তর ভারতের সীমারেখা এই অতিবৃদ্ধ পাহাড়টি আরও বহুস্থানে আছে। কাল্পনিক মন্দর পর্বত—শম্ভুরহস্যের সেই মহেশ্বরের ক্রীড়াপর্বতের সামান্য উল্লেখমাত্র আছে। সে কি মহেশ্বরের দৌলতে ? তাপ্তী নদী অল্প স্থান জুড়ে আছে—সে হয়েছে তাবী (২।৩৯) কৃষ্ণাও সামান্য স্থান নিয়েছে। গিরি-নদীর উল্লেখ মাত্র একবার আছে (১।৩৭)। কিন্তু গোদাবরী সপ্তশতীর কথায় কথায়। গাথাসপ্তশতীকে গোদাবরীর গান বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই গোদাবরী—গোআঅরী, গোদা, গোলা, গোলাঈ, গোলাণঈ, গোলাবই—এ যেন স্নেহের অজস্র নামমালা। আর বিন্ধ্যনিঃসৃতা উপলবিষমা নর্মদা ? সেই তো রেবা। তাকে কালিদাস অনেক পরবর্তী যুগে দেখেছিলেন—অবজ্ঞাতা, বিশীর্ণা, দয়িতনিগৃহীতা কামিনীরূপে—'রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমাং বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্' (মেঘদূত)। রেবার জন্য কালিদাসের কত বেদনা ! কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি হালেরও বড় বেদনা। রেবা নর্মদা—সত্যই নর্মসহচরী। রেবাকে ভোলার নামই বেইমানি। সেখানকার বনবেতসের কুঞ্জ যে সর্বদা ছায়া-সুশীতল, সূর্যের তাপ কখনও তাতে পৌছয় না। অকৃতজ্ঞ না হোলে কেউ রেবার জল ভোলে না—কখনও না (৬।৯৯)। কখন বা রেবা মুকুলিকা বালিকা। বিন্ধ্যচর মাতঙ্গের দাপট সে কেমন করে সইবে ? সে যে কামশাস্ত্রের বিরূপ

সঙ্ঘটনা; তাইতো দুঃখের কারণ আছে। হাতীর দাপট—তাদের সেই করাস্ফালন—'পুণো বি জই নম্মআ সহই'? উত্তর-পশ্চিম ভারতের দেবনদী সরস্বতী-সিন্ধু, আর্যাবর্তের পূর্ববাহিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গা—কেউ এ কাব্যে কোন রেখাপাত করলো না; শুধু প্রেমপ্রবাহিণী যমুনা পথভুলেই যেন একবারমাত্র দেখা দিয়েছে (৭।৬৯)। সে যেন কামিনীর পীনোন্নত পয়োধরে উছলেপড়া মোতির মালা। মনে হয় সপ্তশতীর কবিরা ব্রজের চাতুরী উপেক্ষা করতে পারেন নি বলেই উত্তর ভারতের যমুনা গাথায় একটুখানি স্থান পেয়েছে।

তখন বৌদ্ধধর্মের সমারোহের যুগ ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে একদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞ, অপরদিকে পৌরাণিক দেবতার পূজা অবাধে জনগণকে অধিকার করে ফেলেছিল। সমগ্র গাথাসপ্তশতীতে একটিমাত্র শ্লোকে বৌদ্ধদের কথা আছে। চতুর্থ শতকে অষ্টম গাথার কথা হচ্ছে—'নববসন্তে ধরণী শোভিছে—কিংশুক যেন শুকের মুখ। অথবা বুদ্ধচরণে প্রণত ভিক্ষুসঙ্ঘ—বিগতদুখ'। মূলের ভাষায়, 'বুদ্ধসস চলন-বন্দণ-পডিএহিং ব ভিক্‌খুসংঘেহিং'। অথচ উমামহেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ রয়েছে বহু গাথায়। কৃষ্ণ দেবতা না গোপ জানি না, তবে উল্লেখ তার কয়েকটি গাথায় আছে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বলা চলে না অন্ধ্রদের বৌদ্ধবিদ্বেষ ছিল। বরঞ্চ দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারত থেকে নির্বাসিত হয়ে চৈতন্যযুগ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে নির্বিরোধে টিকে ছিল। উদ্ধৃত শ্লোকে বসন্তের বর্ণ-সমারোহে বৌদ্ধপরিচ্ছদের সাদৃশ্য এসে কবির অবচেতনায় একটা প্রীতিরসের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করে দিয়েছে। তখনকার যু! ধর্মের জগতে একটা সহাবস্থান এবং সহনশীলতার যুগ। বৈদেশিক শক যবনরাও তখন অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজের হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে আবার সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে নিম্নস্তরের ক্ষত্রিয়রূপে পরিগণিত হয়েছেন। ইতিহাসে আমরা ধর্মদেব, ঋষভদত্ত এবং অগ্নিবর্মার কথা জানি। ঋষভদত্ত ছিলেন শক। তিনি পুষ্করতীর্থ পরিক্রমা করে ব্রাহ্মণদের গোদান এবং গ্রামদান করে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর পরম বৈষ্ণব যবনদূত জাতযবন (Greek by birth) তক্ষশিলাবাসী হেলিওদোর (Gk—'ἑλιοδορος) কর্তৃক বেসনগরে (বিদিশা) প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হেলিওদোরস ছিলেন গ্রীকরাজ আণ্টিআল্‌ কিডাসের (Gk—ἀντιαλκιδας) দূত। দু'হাজার

বছর আগে এই সুসভ্য গ্রীক সন্তান নিজেকে 'ভাগবত হেলিওদোর' বলে প্রচার করে গৌরববোধ করেছেন। তাঁর কাছে দম, ত্যাগ এবং অপ্রমাদ (self discipline, renunciation, preservation of intellectual clarity) —এই তিনটি সমস্ত সদ্‌বৃত্তির মূলাধাররূপে প্রতীত হয়েছিল। এই তিনটিই ভারতীয় প্রাচীন মনীষার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—তিনটিকে তাঁরা বলেন 'অমৃতপদ'। বৈদেশিকদের ভারতীয় নামগ্রহণও কম কৌতূহলের সামগ্রী নয়। কুষাণ রাজাদের ইতিহাস দেখুন। কুজুল কদফিস, বিম কদফিস—নামগুলির বিচার করুন। তারপর কণিষ্ক—পরবর্তী বাসিষ্ক এবং হুবিষ্কও দেখুন—তারপরই বাসুদেব ; নামের কি আশ্চর্য ভারতীয়করণ!

নদীতে, পাহাড়ে, জনপদে, ধর্মে, ব্যবহারে, পরিচ্ছদে গাথাসপ্তশতী ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বৃত্তান্ত কিছু কিছু আমাদের দিতে পেরেছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি এবং তার পুত্র পুলুমায়ীর প্রসঙ্গ বলা হয়েছে। এই বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা যজ্ঞশ্রীশাতকর্ণি। ইনি সুদীর্ঘ তিরিশ বছর রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাতবাহন বংশের পতন ঘটল। এই পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের আর দুখানা পাতাও উল্টে গেল। উত্তর ভারতের শেষ পরাক্রান্ত কুষাণরাজ বাসুদেবের মৃত্যু হোল, আর একদিকে ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সাসানীয় বংশের অভ্যুদয় হোল। পরিণামে বিশাল সাতবাহন রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্য পল্লব কদম্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। যে শক্তি সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে শক এবং শুঙ্গদের পরাজিত করে রাজ্যসীমা বাড়িয়ে চলছিল সেই শক্তি ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির ফলেই শকদের হাতেই পরাজিত হয়ে গেল।

প্লিনি (Gaius Plinius Secundus, 22—79 A.D.) ছিলেন সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ রোমান রাজকর্মচারী। এই বহুদর্শী ঐতিহাসিকের মৃত্যু ঘটেছিল বিসুবিয়াসের বিস্ফোরণের সময়। তাঁর Natural History অদ্যাপি বর্তমান। এতে অনেক ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এ যুগে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যসম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। প্লিনি বলেন অন্ধ্ররাজ্যের পূর্ব উপকূলেই অন্তত ত্রিশটি সুসংরক্ষিত প্রাচীর-বেষ্টিত নগর ছিল। বহু সমৃদ্ধ জনপদ বা গ্রাম ছিল। অন্ধ্ররাজার অন্তত একলক্ষ পদাতিক সৈন্য সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতো। এদের সাহায্যের জন্য থাকতো

দু হাজার অশ্বারোহী এবং এক হাজার গজারোহী সৈনিক। এই বৃত্তান্ত সাতবাহনরাজ হালের সামান্য কিছু পরেকার বিবরণ। হালের রাজত্ব ২০-২৪ খ্রীষ্টাব্দ। এরপর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত টলেমির (Ptolemy, 90—168 A.D) ভূগোলেও অন্ধ্ররাজগণের ইতিবৃত্ত কিছু কিছু জানা যায়। টলেমি সর্বপ্রথম ঐতিহাসিকের শ্রদ্ধা নিয়ে মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন।

পুরাণ, শিলালিপি এবং মুদ্রার প্রমাণে স্থিরীকৃত হয়েছে সাতবাহন বংশ ৪৫০ বছর রাজত্ব করে। কোন রাজা দীর্ঘকাল, কোন রাজা অল্পকাল রাজত্ব করেছেন। দ্বিতীয় শাতকর্ণি ৫৬ বছর রাজত্ব করেন। যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির রাজত্ব ৩০ বছর। আমাদের কবি নরপতি হালের রাজত্ব মাত্র ৫ বছর। হালের পরে চারজন রাজা রাজত্ব করেন মিলিতভাবে ১২ বছরের কাছাকাছি। এই সময় শকদের অভ্যুত্থানের কথা আমরা পূর্বে বলেছি।

অন্ধ্রকুলের রাজাদের অনেকের নামেই অনার্য ভাবটা সুপ্রকট। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখব এই সত্যটা অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সাতবাহন, শাতকর্ণি, হাল—সব নামেই অনার্যস্পর্শ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ আমরা করেছি। বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত ৫০ জন পুত্রের অন্যতম পুত্র অন্ধ্র—পুরাণের এ নজিরও তোলা হয়েছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পালি সংস্কৃত কম্বোজীয় ভাষায় সুপণ্ডিত প্‌শিলুস্কি (Przyluski) দেখিয়েছেন সাতবাহন, শাতকর্ণি শব্দ মূলে অস্ট্রো-এশীয় মুণ্ডা ভাষা থেকে গৃহীত। দুটো শব্দের অর্থই অশ্বের পুত্র। সাঁওতালী 'সাদম্' Sadom অর্থ ঘোড়া। অম্‌টা একটা প্রত্যয়, সাদ+অম্। অম্ বা ওম্ প্রত্যয় আরও পাই সাঁওতালীতে মেড়োম্ = মেষ। কাট্‌কোম্ = কচ্ছপ; সারজোম্ = শালগাছ। সর্জ > সজ্জ > সাজ ফার্সী শব্দ। সাদ > সাত + হপন্ > সাত-পহন্ (বিপর্যয়সিদ্ধ > সাতবাহন। হপন্ অর্থ পুত্র। হপন্ > হোন এমনও হয়। সাত > সাদ > সাড় > সাল + হোন = সালহোন সালাহণ, 'সালাহণ ণরিন্দো'—দ্রষ্টব্য গাথাসপ্তশতী ৫।৬৭। আবার সাদ > সাড় > হাড় > হাল—হয়ে যায় ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মেই। অন্ধ্ররাজাদের মুদ্রার প্রমাণও সুন্দর। সেখানে শ্রীসাতকর্ণির নাম মুদ্রিত আছে হিরু (শ্রী) হাড় (সাত) গণি (কর্ণি)। গ্রীকদের লেখায় তিনি Saraganos (100 A.D.)। অন্ধ্র আর একটি রাজার মুদ্রায় ব্যক্তিগত নামে আছে বিলিবায়-কুর (Vilivaya-kura), অর্থ বড়বাপুত্র বা ঘোটকীপুত্র। আন্ধ্র

কোল্ল ভাষার সম্ভাবিত রূপটি *Sāda। অশ্বপুত্ররূপে গৌরবান্বিত অন্ধ্র নরপতিরাই সেই গৌরবের ছটা লাগিয়েছেন এইসব নামে। হাল, সাতবাহন, সালাহন, সালিবাহন, শাতকর্ণি সেই নামমালা। পালি সাহিত্যে গোদাবরী তীরবর্তী একটি জনপদ 'অস্‌সক'। 'অস্‌স কেনই'র যে রাণী (ক্লিওফিস্) আলেকজেণ্ডারের ঔরসে পুত্র জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর দেশ অস্‌স কেনই ভারতের উত্তরপশ্চিম মুলুকে। এই 'অস্‌সক' ভিন্ন এক দক্ষিণী রাজ্য। কথাসরিৎসাগরে আছে শালিবাহন রাজা যক্ষের ঔরসে মুনিকন্যার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। জিনপ্রভসূরির তীর্থকল্পে আছে পৈঠানবাসী ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে নাগের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন সালিবাহন। যেভাবেই হোক্ সাতবাহনকুল সম্বন্ধে অনার্য ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট।

আরও একটি মজার ব্যাপার বৈদিক যজ্ঞে শ্রদ্ধাশীল, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক অন্ধ্ররা সেই ধর্ম এবং শাস্ত্রের ভাষা দেবভাষায় কোনদিনই সরব হয়ে উঠলেন না। তাদের শিলালিপি প্রাকৃতে, হালের গ্রন্থ প্রাকৃতে, অন্ধ্রদের মুদ্রালিপি কোল্ল-প্রাকৃতের সমীকরণে। শ্রীকবি হাল যে কেবলমাত্র প্রাকৃত ভাষা শুনতেই ভালবাসতেন তার একটা ঐতিহ্যের স্মরণ রয়েছে রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসা গ্রন্থে। 'স্বভবনে হি ভাষানিয়মং যথা প্রভুর্বিদধাতি তথা ভবতি। শ্রূয়তে চ কুন্তলেষু সাতবাহনো নাম রাজা। তেন প্রাকৃতভাষাত্মকমন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্বেণ' (কাব্যমীমাংসা, ১০ অধ্যায়)।

আর্যরা ছিলেন পিতৃতন্ত্র। পিতৃপরিচয়ে তাঁরা পরিচিত হতেন। পাণ্ডব, কৌরব প্রভৃতি বংশনাম এবং কাশ্যপ, ভারদ্বাজ, বাৎস, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্র নামে তার প্রমাণ মিলছে। ছান্দগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত জাবাল সত্যকামের অন্য কথা; কারণ তার পিতৃপরিচয় ছিল না বলেই মাতৃ-পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতে হয়েছিল। সাতবাহনকুলের প্রসিদ্ধ রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি। এই প্রথা দক্ষিণী প্রথা এবং অনার্যসুলভ প্রথা। তথাপি সাতবাহনরা আর্যসংস্কার এবং আর্য আচরণে গৌরববোধ করেছেন। তাঁরা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন, তাঁদের দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। প্রথম শাতকর্ণির পূর্ব-মালব জয়ের পর অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পিতৃদেব সিমুক, রাণী নাগনিকা এবং তিন রাজকুমার সহ তৃতীয় রাজা এই শাতকর্ণি (১ম) নানাঘাটে ভাস্কর্যে গঠিত হয়েছিলেন। এই শাতকর্ণিকে তাঁর মারাঠী মহিষী 'নাগনিকা' একটি শিলালিপিতে অপ্রতিহতচক্র বলে অভিনন্দিত করেছেন। এইসব

শিলালিপির প্রমাণ অনুসারেই বলা চলে অন্ধ্ররাজারা বড় বড় যজ্ঞ করেছেন, ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের হাজার হাজার গো-দান করেছেন। যোগ্য পাত্র বুঝে ঘোড়া এবং হাতীও দান করেছেন; গ্রামদান করেছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা (কার্ষাপণ) দান করে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। এঁদের ঐশ্বর্যের অন্ত ছিল না—দানেরও সীমা ছিল না। দক্ষিণের স্বর্ণ-সঞ্চয় বহু শতাব্দী ধরে প্রবাদ বচনের মত হয়ে গিয়েছিল। রোম বাণিজ্য করেছে—স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছে। আরব সাগর আর ভারত মহাসাগর চষে ফেলে দিয়ে আরবের ক্ষিপ্রতরী দাও (Dhow) ছুটে এসে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। সৈকতময় মোহনা ছাড়িয়ে রোমান জাহাজ আসতে পারতো না। আরবরা কাপড়, হাতীর দাঁত, ময়ূব এবং নানারকমের মশলার বিনিময়ে দিয়ে যেতো মদ, ঘোড়া আর সোনা। কার্লি গুহা, নাসিক এবং নানাঘাটের শিলালিপি এবং নানা সময়ে আবিষ্কৃত বহু মুদ্রা, আমাদের পূর্বে উল্লিখিত পুরাণ এবং রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির মন্তব্য দিয়ে আমরা বুঝেছি উত্তর-পূর্বের মগধ থেকে পশ্চিমের সুরাষ্ট্র—উত্তরের মালব থেকে সুদূর দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অন্ধ্ররাজ্য এবং অন্ধ্রশক্তি সামান্য ছিল না। এই অসামান্য শক্তির উৎস ছিল যে রাজ্য সেই রাজ্যেরই এক রাজা স্বয়ং কবি এবং কবিদের উৎসাহদাতা কবিবৎসল শ্রীহাল। উত্তর ভারতের সপ্তম শতাব্দীর হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। তিনিও ছিলেন স্বয়ং কবি-নাট্যকার এবং কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা। এই সাতবাহন রাজারা তাঁদের রাজ্যবিস্তারে সাহায্য লাভ করেছিলেন মহারাষ্ট্রের রথিকদের এবং বিদর্ভের ভোজদের কাছ থেকে। এর স্বীকৃতি তাঁরা দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে এবং অশেষ সম্পদ্ দানের মধ্য দিয়ে। দুঃখের বিষয় এই রথিক এবং ভোজ সৈনিকরা গাথাসপ্তশতীতে কোন অংশগ্রহণ করে নি। হালের কবিকল্পনা নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করেছে হালিক আর প্রেমিকদের কাছে—রাজা বা অভিজাতদের কাছে নয়—সাধারণ মানুষের কাছে। শুধু একটি শ্লোকে শ্লিষ্ট প্রয়োগের মধ্যে ভোজিকের উল্লেখ পাই (৬।৫৬)—ভোইও<ভোজিক এবং ভোগিক দুই-ই হোতে পারে। 'তিত্তিল্ল পডিকৃথক ভোইও বি গামো ণ উব্বিগ্‌গো'।

> 'বটগাছ ওই বাঁধিয়া রেখেছে কৃষ্ণপক্ষ-আঁধাররাশি।
> তাইতো দূরের গ্রামে দেখা যায় কামুকজনের কেবল হাসি।

তারা ভোগীজন সুযোগ বুঝিয়া অতি অসাধ্য সাধন করে,
ভোজিক রক্ষী চোর ধরিবারে বৃথাই কেবল ঢুঁড়িয়া মরে।'

॥ সাতবাহন-শাসনব্যবস্থা এবং জনগণ ॥

আমরা পূর্বে বলেছি সাতবাহন রাজ্য ধীরে ধীরে এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের অধীনে বহু সামন্ত রাজা ছিলেন। সামন্তরা তাঁদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা বিধি ছিল। সাতবাহনরা ব্রাহ্মণ্য আচারে শ্রদ্ধাশীল, বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী এবং আর্যত্বের অভিমানে গৌরব অনুভব করেও মাতৃপরিচয়ে পরিচিত হতে চাইতেন একথাও বলেছি। বস্তুত, সাতবাহন রাজ্যে নারীর স্থান ছিল সমাজে উচ্চস্তরে। স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারত। শিলালিপিতে নারীজাতির দান-ধ্যানের যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। সম্পত্তির অধিকার ছাড়া এমন অজস্র দান সম্ভব নয়। ভাস্কর্যে গঠিত মূর্তিগুলিতে দেখা যায় মেয়েরা বৌদ্ধ প্রতীক পূজো করছে। অতিথি আপ্যায়নের অধিকার, শক্তি-সামর্থ্য এবং অর্থ তাদের ছিল। সপ্তশতীর গাথাগুলি নারীর মুখেই উচ্চারিত হয়েছে। সাতবাহন-শাসনে নানাদিকে সমাজে প্রাচুর্য এসেছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা রুচিবোধ, তা যেমনি হোক, জন্মেছিল। এই রুচিবোধের অবশ্যই যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটে। তবে বিচার করতে হয় প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে একটা সৌন্দর্যের চেতনা মনকে অধিকার করছে কি না। যদি করে তবে সেখানেই শিল্পবোধ এবং রুচিবোধ স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। সাতবাহন রাজ্যে গরীবের ঘরও বেশ সাজানো গোছানো থাকতো। কাষ্ঠাসন, বসার চৌকি, পানপাত্র, খাট সব কিছুর মধ্যেই একটা আকর্ষণীয় শিল্পের সাক্ষ্য রয়েছে। এই যে কর্মের দায়টুকু সব মিটিয়ে নিজেকে তার কল্পনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, কেবলই প্রকাশ করে চলা—সেখানেই শিল্পবোধ—সেখানেই শিল্পসৃষ্টি। ১।৩৫ গাথায় দেয়ালচিত্রে রামায়ণ কাহিনী অঙ্কিত রয়েছে দেখা যায়।

এই শিল্পানুরাগের অনুকূল অবস্থাও সে যুগে ছিল। বহির্বাণিজ্য সাতবাহন রাজ্যকে প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিল। কৃষ্ণা এবং গোদাবরীর মুখে বদ্বীপে Maisolia নামে একটি প্রসিদ্ধ বন্দরের নাম টলেমি স্বয়ং করে গিয়েছেন। পশ্চিম উপকূলে বরিগাজা (ব্রোচ্) এবং উত্তরের Sopara

(সুপ্‌পার) অত্যন্ত প্রাচীন বন্দর। কল্যাণ ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর। এই বন্দরগুলিতে বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই প্রভূত স্বর্ণ এবং মদ্য আমদানি হোত। ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, অন্ধ্ররাজ্যে ধনী পোতদার এবং সেঠীরা (শ্রেষ্ঠী) ছিল। অর্থ লেনদেনের সমবায় সমিতি বা নিগম সভা ছিল। টাকশালের যাচনদার বা রূপদর্শকরা ছিল। স্বর্ণবণিক এবং মণিকারদের কারখানা কর্মমুখর হয়ে থাকত রাতদিন। এখানকার একটা নির্মম সত্য সপ্তশতীর কবির চোখে পড়েছিল, যেটা বড় বাস্তব—'অণুদিঅহ বড্‌ঢমাণো রিণং ব পুত্তেসু সংকমই'। ঋণে মাথা দিলে উদ্ধার নেই—'সুদেতে আসলে কেবল বাড়ে গো পুত্রের কাছে পিতার ঋণ'। ব্যবসা বাণিজ্যে মুখর, শ্রী-বিশালা অন্ধ্র-নগরীগুলি তখন ঝলমল করছে। জলপথের সুবিধা যাই থাক মাটির রাস্তাঘাট-গুলি খুব ভাল ছিল মনে হয় না, সপ্তশতীর কয়েকটি শ্লোকে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে—ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করে গিয়েছেন। কখনো সে পথে দুইদিকে আছে কাদা, ক্রমাগত গাড়ী চলায় সে অংশ দুটি নীচু। সে কাদায় পথ চলা দুষ্কর। শুধু মাঝখানটি একটু উঁচু বলে সেই পথে মানুষ চলছে। দুদিকের কালো কাদার মাঝে সেই উঁচু পথের ফালি, যেন কালো কেশের মাঝে টানা সিঁথি (৭।৮২)। আবার কখনো বা—

'উপরের ভাগ বায়ুতে শুষ্ক ভিতরে সরস গ্রামের পথ।
উচ্ছ্বাসে বুঝি গলে আসে জল চলে যবে তাতে দেহের রথ।' (৭।২৩)

আবার দেহের রথ দূরে যাক্ ওসব রাস্তায় মনের রথও চলতে চায় না—

'উঁচু পথগুলি একাকার হয়ে সলিল সমাধি লভেছে এথা।
গমনাগমন রুদ্ধ এবার মনোরথও বুঝি চলে না সেথা।' (৭।৭৩)

সূক্ষ্ম বসন পরিধানে পুরুষের বড় গর্ব আর রঙীন শাড়ীতে মেয়েদের বড় আনন্দ। তাতে তাদের গৌরব আর ধরতো না।

'কুসুমের রংয়ে রাঙানো শাড়ীতে মাতোয়ারা এত কৃষকজায়া।
তন্বী তনুটি ধরে না পথেতে—আহ্লাদে এত বেড়েছে কায়া।' (৩।৪১)

অন্যত্র আছে—

'রঙীন শাড়ীতে সজ্জিত তনু পরিপাটী করি গৃহের সাজ।
উপহার বিলি করিতে করিতে গৃহ থেকে গৃহে ফিরিছে আজ।'

আর একটু উপরতলায় ঐশ্বর্য আর বিলাস হাতধরাধরি করে চলেছে—সোনা আর সুরা কোনটারই অভাব নেই। 'কাণেতে দুলিয়া কনকের

দুল গণ্ডের শোভা বাড়ায় নিতি' (৪।৯৮) 'এদিকে মানিনী প্রিয়ার ঝুমকার মাঝে ইন্দ্রনীলের কালোর আলো' (৪।২)। ওদিকে আবার শীতের প্রকোপে কোন সুন্দরী অধরে মোম লাগিয়ে বসে আছে। কোন সুন্দরীর দুয়ার-সুমুখে মাধবীকুঞ্জ গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পভার এনে সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। রতিগৃহে শুকসারীর পিঞ্জর গৃহের সৌন্দর্য বাড়ালেও নানাভাবে ওরা অসহনীয় (৬।৫২) কারণ, 'বীসন্ত-জম্পিআইং এসা লোকাণং পঅডেই'। ওদিকে মানিনীর মানভঙ্গ পালা।

'আদরে ধরেছে মদিরাপাত্র মনস্বিনীর মুখেতে যেবা।
সেই প্রিয়করে বলিত আননে চলেছে মানের ওষুধ সেবা।' (২।৯৭)

এগুলিকে স্পৃহনীয় লোভনীয় কল্পলোক মনে করা ভুল হবে। রোমান্স রচনা এই কবিদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের কবিধর্মটাই আলাদা। এ বিষয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা হবে। সেকালের রুচি এবং শিল্পবোধের অনুরোধেই পোশাক পরিচ্ছদকে স্বল্পতার মধ্যে আনার চেষ্টা চলছিল, দারিদ্র্যের জন্য নয়। কে কতদূর বিরলবেশে মনোহারী হয়ে উঠতে পারে—সেইজন্য পুরুষ নারীর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ-শাস্ত্রী। তাঁর কথা—'Men vied with women in the scantiness of their dress.'* এই প্রসঙ্গে ৭।২০ গাথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিরলবেশকে পুরুষ এবং নারী উভয়েই পুষিয়ে নিয়েছিল অলঙ্কারের বহুলতায়।

।। সপ্তশতীর কাব্যরূপ ।।

সাতবাহন রাজ্যে সামন্তরা ছিলেন তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর উপাধি ছিল রাজা; তাঁরা নিজেদের নামে মুদ্রা চালাতে পারতেন। দ্বিতীয় ছিলেন মহাভোজ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন মহারথী। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণী পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি বংশেই সীমাবদ্ধ ছিলো। সাতবাহন রাজ্য কতগুলো বিভাগে বিভক্ত ছিল। বিভাগগুলির নাম ছিল আহর (administrative divisions)। এক একজন অমাত্যের অধীন ছিল এই আহরগুলি। এই আহরগুলি আবার বিভক্ত ছিল গ্রামে। গ্রামিক—গ্রামপতি বা গ্রামীণরা ছিলেন গ্রামশাসক। ক্ষমতায় ঐশ্বর্যে এরাও ছিলেন ক্ষুদ্ররাজার মত। সাধারণ মানুষের দলে এরাই শুধু সপ্তশতীর অসাধারণ। তাদের বিষয়

* History of South India—Nilkantha Sastri

নিয়ে সপ্তশতীতে বহু গাথা রচিত হয়েছে। একজন আদর্শ গ্রামপতির কথা শুনুন—

' 'দস্যুর ভয়ে বিন্ধ্য পাহাড়ে লুকাইবে গিয়া পল্লীজন'—
এ কথা বলো না পল্লীপতিকে—আজো তার আছে সতেজ মন।
রোগশয্যায় শোনে যদি এই দারুণ বার্তা গ্রামের নেতা
মরণ হইতে বাঁচিয়া আবার মরিবে—বুঝিয়া চলিবে সেথা।'

গ্রামণীপুত্রদের যুদ্ধ করতে হোত—ব্রণাঙ্কিত হোত তাদের বুক। এমন রণশ্রান্ত স্বামীর ব্রণাঙ্কিত বুকে যখন সুষুপ্তির দীর্ঘশ্বাস নিশীথে তরঙ্গিত হোয়ে উঠতো তখন তার তরুণী বধূ সেই বুকে মাথা দিয়ে ভাবতো নিজের অদৃষ্ট ; গ্রামণীর পুত্রবধূর দীর্ঘনিশ্বাসেও সে রাত্রি থমথমে হয়ে উঠতো। কবি অঙ্গরাজ তার একটি ছবি দিয়েছেন ১।৩১ গাথায়। এদিকে বড়ার বহুড়ী আর বড়লোকের ঝি নিয়ে অনেক কথা উঠতো ; গ্রামের সভা কুণ্ডলিত হয়ে উঠতো সে সব কথায়।—'গ্রামণীর ঘরে একটি পাটলি সে কথা সবার জানা।' এ যে ভবভূতির সেই বহুশ্রুত কথার বহুপরীক্ষিত সত্য সে কথাও আমাদের জানা, 'যথা বাচাং তথা স্ত্রীণাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'।

শুধু গ্রামণী-গ্রামণী-বধূ গ্রামণীসুত-সুতারা নয়—গ্রামের সাধারণ মানুষরাই নির্বিশেষে সপ্তশতীর চরিত্র। মহারাজ্যের অধীশ্বর নরপতি হাল, যাঁকে ভোজদেব স্মরণ করেছেন আঢ্যরাজরূপে, তিনি আলগোছে কেমন করে একেবারে গ্রামীণ জীবনে নেমে এসেছেন এ একটা পরম বিস্ময়। মনে হয় অন্ধ্ররাজাদের প্রজাদের সঙ্গে নিবিড়তম সংযোগ ছিল। তাঁদের কৃতিত্ব পরীক্ষিত হয়েছে শাসনের রূঢ়তায় নয়, প্রজাবাৎসল্যের মাধুর্যে, শক্তির অন্ধতায় নয়, প্রীতির ঘনিষ্ঠতায়। ক্ষমতার অভ্রভেদী চূড়া থেকে রাজা অবহেলার দৃষ্টিতে জনসাধারণকে দেখেন নি, দেখেছেন ধূলি-ধূসরিত পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তিনি তাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন। দরিদ্রের অবস্থা উন্নয়নে যে তাঁদের চেষ্টার অবধি ছিল না তার প্রমাণ স্বয়ং নরপতি হাল (৫।৬৭)—

আপন্নকুল অপর্ণাকুল—উভয়ের যাহা সমুন্নতি,
সে শুধু সাধিবে নৃপেন্দ্র হাল আর ওই দেব উমার পতি।

বস্তুত দরিদ্রের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ ছিল বলেই হাল ছিলেন প্রজারঞ্জন রাজা। দরিদ্রের প্রতি সপ্তশতীর মূল কবি এবং সমস্ত কবি-সমাজের কোন উন্নাসিক মনোভাবের পরিচয় কোথাও নেই—ঔদাসীন্যও নেই ; কারণ

মনে হয়, এইসব কবি জীবনে জীবন সংযুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন। রাজহস্তী নামে এক কবি দেখেছেন (৪।১৫) 'ঝঞ্চার বেগে উড়িয়া গিয়াছে কুটিরের খড়গুলি' আর তাঁরই মধ্যে 'কাঁদে বসে বসে পথিকবনিতা—বিদ্যুৎ যারে রুদ্রমেঘের চোখের উপরে ধরে'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আধুনিকতা কালের বিচার মানে না, আধুনিকতা আসে মেজাজে। সপ্তশতীর এ কবি কি দুঃখবাদী কোন আধুনিক কবির মেজাজ নিয়ে বুঝেছিলেন—

'দিগন্তপারে তরঙ্গ আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ সুষমায় ?
বজ্রে যে জনা মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কেবা করে ?
ঝড়ে যায় কুঁড়ে উড়ে—
মলয়ভক্ত হয় যদি বলো কি বলিব সেই মূঢ়ে ?'

আবার কবি আহ্লকের কথা শুনুন—

'বিরলতন্তু বসন পরনে ঘুঁটের গন্ধভরা
হেমন্তশীত কাঁপুনি এনেছে সহজেই যায় ধরা।
ধূমে পিঙ্গল জীর্ণবসন সুখের শিশিরকালে,
দুর্গত জন দুঃসহ ব্যথা লিখিত তাহার ভালে।'

আমরা দেখতে পেয়েছি সাতবাহন রাজ্যে মহামাত্র, মহাসেনাপতি, অমাত্য প্রভৃতি মহাশক্তিধর ঐশ্বর্যের অধিপতিরা ছিলেন—কিন্তু শ্রীহালের কবিকল্পনা নম্রনমস্কারে সে পথ পরিহার করে এসেছে; সে কল্পনা কল্পলোকের শূন্যলোকেও পক্ষবিস্তার করতে চায় নি—সে ফিরেছে হাটে, মাঠে, ঘাটে। সে গিয়েছে চাষার ক্ষেতে, স্নানের ঘাটে, শূন্য মন্দিরে, যেখানে নীরব দুঃখ প্রকাশের ভাষা পায় না, অথবা যেখানে অসহ্য পুলক আপনি উছলে পড়ে—কোন কৃত্রিমতার ধার ধারে না। সুখ-দুঃখ যাই এসেছে তা এসেছে বাস্তবের শক্ত মাটি থেকে—কল্পনার শূন্যলোক থেকে নয়। গাথাসপ্তশতীতে ফ্রেমে-আঁটা, আঁটছাট ছবির মত গতানুগতিক কবিকল্পনার classic মাঝে মাঝে আছে স্বীকার করি। আবার বাগবৈদগ্ধ্যের শ্লিষ্টকলা কখনো কখনো বুদ্ধির মল্লভূমি হয়ে উঠেছে তাও স্বীকার করি, কিন্তু বাস্তব উৎসবের চন্দ্রাতপতলে তাদের অত্যন্ত বেমানান মনে হয়। তারা যেন সপ্তশতীর মহোৎসবে অবাঞ্ছিত অনধিকার প্রবেশ করেছে। আবার কতগুলো গাথা আছে

যারা ক্লাসিকধর্মী হ'লেও আমাদের মন তা স্বীকার করতে চায় না; তার কারণ তাতে এমন একটা সজীবতা এবং স্বাভাবিকতা আছে যে তাকে গতানুগতিকের পুনরাবর্তন বলে মনে হয় না, বড় জোর রোমান্টিক বলে মনে হয়। যা এককালে রোমান্টিক তাই অবশ্য আর এককালে আবর্তিত হ'তে হ'তে ক্লাসিক হয়ে উঠে। সেইজন্য Romance-কেও কেউ কেউ নির্মীয়মান ক্লাসিক (classic in the making) বলে থাকেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার অনুধ্যান একদা তাই ঘটিয়েছিল—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অনুসরণ তাই ঘটাতে চলেছিল। সপ্তশতীর সুন্দর কল্পনাগুলো রোমান্সে সজীব, গতানুগতিকতায় নিস্প্রাণ নয়। যা আজ উৎকেন্দ্রিক মানসিকতা ব'লে মনে হবে,কেন জানি না—সপ্তশতীর মূল আলেখ্যছায়ায় তাকে সুন্দর মানিয়ে যায়। ক্লাসিকের কবি যাতে একটা 'ভ্রান্তিমান্' চাপিয়ে দিয়ে আসর জমাতে চেষ্টা করতেন সেখানে সপ্তশতীর কবি যুক্তিতর্ক নিরীক্ষণে খাঁটিটাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এ যেন প্রায় আধুনিক সাহিত্যের Naturalism, যা Realism-এরও একধাপ উপরে। 'বিন্ধ্য পাহাড়ের গায়ে ওই কুচ্‌কুচে জিনিষগুলোকে দেখে, ওগো পথিকবধূ! আশ্বস্ত হ'য়ে উঠো না; ওগুলো দাবানলে পোড়া অঙ্গার-হয়ে-যাওয়া গাছ—কটকে কটকে ছড়িয়েপড়া মেঘ নয়। এ যে সবে গ্রীষ্ম! ওগো সুন্দরী! এখনও চোখ বুজে থাক। বর্ষা আসুক—মিলন হবে। নিপুণ নিরীক্ষণ ও যুক্তিপরম্পরাই একে সুন্দর করেছে। সাধু সাহিত্যের নিশ্চয় নামক অলঙ্কারের নামাবলী গায় দিয়ে এ কখনই আসে নি—তা মনে করলে sentiment ব্যাহত হবে। মানিনী বধূ মান ত্যাগ কর—মানের রাত অনেক পাবে; কিন্তু এমন চাঁদনী রাত জীবনে কটা আসে? সুতরাং 'পসিঅ··· এসা মঅচ্ছি! মঅলাঙ্কণুজ্জলা গলই ছণ রাঈ···'—মানের রজনী অনেক পাবে সুতনুকা সখী, মৃগলোচনে! চাঁদনী রাতের উৎসব যে বিফলে যায়। এতে স্বাভাবিকতার এমন একটা জোর আছে, যে এ গতানুগতিকের কক্ষে কিছুতেই যেতে চায় না। দেওয়ান্-এ-হাফিজে আছে—হাফিজের বন্ধু, ইরানের শাসনকর্তা আবু ইশাক্ হঠাৎ দেখলেন তাঁর রাজ্য শত্রু-পরিবেষ্টিত। তিনি কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন না—আক্রমণকারীকে একখানা চিঠি লিখে পাঠালেন—'বেয়া, তা ইয়েক ইমশব তমাশা কুনেম্। চু ফরদা শূদ—কারে ফরদা কুনেম্।' এখানে (শিগ্‌গির) এস; কারণ এই আজকের একটি রাতই রাতের মত রাত। এস আমরা

আনন্দ করি। যদি প্রভাত হয়, কাল নামক বস্তুটা আসে, তখন কালকের কাজ করা যাবে। দোহাই তোমাদের এমন চাঁদনী রাতটা মাটি করে দিও না। কোন যুক্তিতর্ক নেই—মনটা নোঙ্গরছেঁড়া নৌকোর মত সৌন্দর্যের সমুদ্রে ছুটে চলেছে। কাটছাঁট দেওয়া যত্নে রচিত ফুলের মালা তো একে মনে হয় না। সপ্তশতীতেও এমনি ধারা উছলেপড়া আনন্দের অংশ আছে যাকে সহজ সুন্দর বলেই মনে হয়।

তার চাইতে বড় কথা সপ্তশতীর সেই Realism—যে Realism সাধারণ মানব মানবীর সুখদুঃখ নিয়ে গড়ে উঠেছে। যাদের হাসি-অশ্রুতে সপ্তশতী গড়া হয়েছে তারা কেউ সমাজের অভ্রংলিহ চূড়ায় আসীন নয়। গ্রামপতিরা সম্পন্ন হলেও গ্রামেরই পতি—সাধারণে কিছু অসাধারণ এইমাত্র। সাতবাহন রাজ্যে হালের মালিক হালিক, মেষের মালিক গোলিক। হালিকদের জড়বুদ্ধি নিয়ে অনেক গাথা আছে; কিন্তু অনুভূতি তো তার কম নয়। মানুষরূপে মানুষের অনুভূতির তীব্র অথচ সংযত একটি রূপের পরিচয় দিই। বিপত্নীক হালিকের শূন্য গৃহ দেখুন—

> 'জায়া নাই ঘরে শূন্য বিছানা পুড়ে যায় তাই হালিকপ্রাণ।
> সকল বিত্ত চুরি হয়ে গেছে—শূন্য যেন রে নিধির স্থান।' (৪।৭৩)

মহিষ বাথানের মালিক সম্পন্ন গৃহস্থ। তার সব চাইতে প্রিয় মহিষটি কালো কুচ্‌কুচে বিরাট দেহ নিয়ে যখন চরে বেড়াতো তখন তারই হাতে যত্নে পরিয়ে দেওয়া ঘণ্টার মালা টুন্‌টুন করে আওয়াজ তুলে তাকে কি আনন্দই না দিয়েছে। সে মহিষ মরে গেল। তখন—

> 'মৃত মহিষের ঘণ্টার মালা অতি সযতনে গৃহেতে রাখে,
> মহিষ বাথানে এক পাল আছে সাধের ঘণ্টা পরাবে কাকে?
> গৃহপতি তাই ঘণ্টার মালা বহুকাল ধরে বহন করি
> চণ্ডীর ঘরে টানাইয়া রাখে সজল নয়নে তাহারে স্মরি।' (২।৭২)

এ দুঃখের ভাষা নাই—পড়ে চার্লস্ ফক্স-এর কাছে লিখিত ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থে-এর চিঠির ভাষা মনে হয়—'Men who do not wear fine clothes can feel deeply'—এ নীরব দুঃখ নিরেট 'trenchant but not tender—an iron pathos.' ভালবাসা নিরাধার হোলে তার গুরুভারে মানুষ নিষ্পেষিত হয়। আশার একমাত্র লক্ষ্যস্থল বিপথগামী ছেলেটিকে রাজধানীর প্রলোভনে হারিয়ে ফেলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চাষী

নায়ক Michael স্তব্ধ হয়ে তার কাজের ক্ষেতে কেবলি ভেবেছে—সে কর্মস্থলে গেছে কিন্তু......never lifted up a single stone—এই যে দুঃখ এ সেইপ্রকার এক দুঃখ—গুরুভার ; অনির্বচনীয় ব'লে গুরুতর।

শুধু মানুষের সমাজ নয়—পশুপাখীর সমাজের আনন্দ এবং বেদনা উপলব্ধির হৃদয় ছিল এই সব কবির। মনে হয় এমন বেদনার আরণ্যক স্বয়ং কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-ও গড়ে তুলতে পারেন নি। নদীতীরের গাছটা ভেঙ্গে পড়েছে—কাকের দুঃখ কি গভীরভাবে কবি অনুভব করেছেন!

'কাকের জননী শাবক আঁকড়ি প্রবাহের সাথে ভাসিয়া যায়।
জননীর এক জৈব প্রেরণা শক্তি জোগায় তাহার গায়।' (২।২)

আর করিণীবল্লভ শূন্যহৃদয় করীটি—তার দুঃখের কি শেষ আছে?

'ক্ষুধায় কাতর গজপতি ধরে শুণ্ডের মাঝে মৃণালগ্রাস।
আজ সাথে নেই চিরসহচরী ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার পাশ।
বিচ্ছেদ তার দহিছে হৃদয় ; সে যে ছিল প্রিয়—স্মরিছে তাই।
সরস মৃণাল শুণ্ডে শুকায়, মুখে তুলে দেয় সাধ্য নাই।' (৪।৮৩)

তাই বলছিলাম গাথাসপ্তশতীর রাজ্যটাই আলাদা। সপ্তশতীর কবিদের গাথায় একটা অশ্রুত রাগিণী যেন বলছে,—

'The moving accident is not my trade,
To freeze the blood—I have no ready arts.
'Tis my delight alone in summer shade,
To pipe a simple song for thinking hearts.'

সাতবাহন রাজ্যের প্রাকারবেষ্টিত সুবৃহৎ নগর এলো না এ কাব্যে। বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্যে সুসমৃদ্ধ রাজ্যের ঐশ্বর্যবিলাস এলো না এখানে। বিদ্যুত্‌বন্তং ললিতবনিতা সেন্দ্রচাপং সচিত্রা ব'লে বিশাল প্রাসাদ এবং প্রাসাদের রঙ্গিনীদের লোলাপাঙ্গ নিয়ে শততরঙ্গে পালা জমে ওঠার অবকাশ ছিল। কিন্তু হোল না তা'। এখানে এসেছে দিকচক্রবাল, তারায় ভরা আকাশ, আর তারই উত্তানপ্রতিবিম্ব সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে। এও conventional poetry নয়—ক্ষুণ্ণ পন্থায় আবর্তিত পরিক্রমা নয়। আকাশটাকে চিৎ করে সরোবরের জলে টেনে ফেলে দিলেও, কি আশ্চর্য পদ্ম মলিন হোল না, হাঁসেরাও সাঁতার দেওয়া ছেড়ে পালিয়ে গেল না;

ভাইঝির এ কথার মর্ম আর কেউ না বুঝুক তার স্নেহময়ী পিসিমা বুঝবে —সংকেতস্থান আজি নিরাপদ।

'গ্রামের তড়াগে কে যেন আকাশ উত্তান করে ফেলেছে টানি
পিসিমা আমার বচনমর্ম ধরিতে পারিবে জানি গো জানি।'

সপ্তশতী সর্বদা বচনে ব্যঞ্জনায় এই স্থূল জীবনের ছবি আঁকে—কোন অনির্বচনীয়ের কল্পলোকে আমাদের নিয়ে যায় না। প্রশস্ত রাজপথের ঘনান্ধকারে এখানকার অভিসারিণী চলে না। আকাশের বিদ্যুৎকে নিকষে কনকরেখার মত একটু আলো করে দেওয়ার অনুরোধও কোন কবি জানান না। যারা এখানকার অভিসারিকা তারা শালিধানের ক্ষেত পেকে উঠলেই সঙ্কেতস্থানের জন্য ভাবিত হয়ে পড়ে; সে যে শিগ্‌গির কাটা হোয়ে যাবে। তার চোখের জল মুছিয়ে সখী তখন সান্ত্বনা দেয়—'হরিআল-মণ্ডিঅ-মুহী ণডি ব্ব সণ বাডিআ জাআ'—

"অবনতমুখে কেঁদো না সখীটি—তোমারে নিভৃতে বলা তো যায়।
শনক্ষেতগুলি দুলিছে বাতাসে হরিতালমুখী নটীর প্রায়'।

সপ্তশতীর কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তুবাদী বস্তুমার্মিক Realist। দুনিয়াটাকে আপন ভাব-কল্পনায় বিধৃত করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন করে শিবসুন্দর মূর্তিতে গড়ে তোলার কোন আকৃতি তাঁদের নেই—যা পরবর্তী যুগের কবি কালিদাসের ছিল। তাঁর মত অসুন্দর পরিহার করে ঝকঝকে সুন্দরটিকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন চেষ্টাই সপ্তশতীতে নেই। রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন কবিদের ধর্মই আলাদা; তাঁরা রূপজগতের বিভিন্নতার অন্তরালে একটা সমগ্র পরিপূর্ণ সত্যকে খুঁজে বেড়ান। কেউ তাকে পান—পেয়ে Wordsworth-এর মত বলেন

'...............And I have felt
A presence that disturbs me with joy
Of elevated thoughts·· ·····
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things.'

কেউ বা না পেয়ে খেদ করেন—'চলে যায় বিদ্যুৎচঞ্চলা'। কেউ চারপাশের দেখা দুনিয়ায় ক্লান্ত হয়ে কল্পনায় অধরাকে ধরে প্রতিষ্ঠিত করতে

চান। কিন্তু সাহিত্যে যাঁরা বাস্তবের স্বাদে সন্তুষ্ট থাকেন তাঁদের ন্যক্কার, ধিক্কার, হুঙ্কার অথবা অনুরাগে অনুরঞ্জন বা প্রীতিতে বিগলন—কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। বিষয়ের প্রতি একটা নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব মাত্র প্রকাশ করাই তাঁদের কাজ। এইজন্য শান্তচিত্তে বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলিকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন। বিচ্ছিন্নতায় তাঁরা হাহাকার করেন না। অপূর্ণতায় ক্রন্দন করেন না। খণ্ড তথ্যগুলির মধ্যে যে সত্য তাঁরা দেখেন তারই অনুভূতি তাঁদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। রোমান্টিক কবিদের মত দুনিয়াটাকে ছেঁকে নিয়ে তাঁরা নিত্যবস্তুর সার সঙ্কলন করেন না। ওঁদের কাছে ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ নির্বিবাদে পাশাপাশি থেকে মেশামেশি হয়ে যায়—কোন বিরোধের সৃষ্টি করে না। ৫।৭ এবং ৫।৮ গাথায় শ্মশানে সতী এবং অসতীকে দেখুন। দুইই জগতের সত্য—কোনটাকে বাদ দিয়ে জগৎ সম্পূর্ণ নয়। গাথার কবিদের সতীর হৃদয়বল উপলব্ধির হৃদয় আছে—আবার অসতীর নিত্য নতুন ছলাকলা তাঁদের কৌতুক উদ্রিক্ত করছে। বহু গাথা এর সাক্ষী হয়ে আছে। প্রোষিতপতিকা বর্ষায় ভিজে ঘরের মেঝেতে ছেলেকে একটু শুকনো জায়গায় নিয়ে নিজের চোখের জল থেকে তাকে রক্ষা করায় বিব্রত হচ্ছে (৭।২১), আবার তেমনি এক নারী স্বামীশূন্য ঘরে পড়শীকে আসবার ইঙ্গিত দিচ্ছে (৪।৩৫)। দুইই ঘটে, দুই নিয়েই জগৎ চলমান—চলছে—চলবে। এদিকে এটাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—এই কবিরা সুন্দর বাদ দিয়ে বেছে বেছে শুধু কুৎসিতকে চোখের সামনে ধরেন নি। অতি আধুনিক যুগের এই অনুচিত বিদ্রোহ এঁদের ছিল না। সাধুপীড়নের এই ঐকান্তিকতার অভাবেই এরা অনতিআধুনিক। যে বাস্তবতার লক্ষণ নির্লিপ্ততা, সেই নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব নিয়েই এঁরা বস্তুবাদী কবি বা Realist.

॥ প্রাকৃত ভাষা ও তার মাধুর্য ॥

জীবন্ত ভাষার বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যার পরিবর্তন এবং বিকাশ ঘটে, তারই জীবন আছে, স্বীকার করতে হবে। একদা বৈদিক ভাষার তাই ঘটেছিল। বৈদিক ভাষা কথ্য ভাষারই এক সাহিত্যিক রূপ। এই কথ্য বৈদিক ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে, কিছু কিছু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে চলেছিল। বৈশিষ্ট্যই কালক্রমে বিভিন্ন প্রাকৃতের জন্মহেতু। সেইজন্য প্রাকৃতের মূলরূপে বৈদিক সংস্কৃত নির্দেশ করায় কোন দোষ নেই। স্বয়ং

হেমচন্দ্র পর্যন্ত বলে গিয়েছেন—'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত আগতং তত্র ভবং বা প্রাকৃতম্' হেমচন্দ্র ৮।১।১ প্রাকৃতচন্দ্রিকায় আছে—'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্'। এমন মতবাদ আরও আছে—'প্রাকৃতস্য তু সর্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ' (প্রাকৃতসঞ্জীবনী)। কিন্তু মনে রাখতে হবে পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণদের দ্বারা প্রাপ্তসংস্কার যে ভাষা, যার নাম লৌকিক সংস্কৃত—সে সংস্কৃত প্রাকৃতের মূল নয়। আমরা বোঝার সুবিধার জন্য প্রথমে সংস্কৃত লিখে তার থেকে যে প্রাকৃত নিষ্পন্ন করতে যাই—সে সংস্কৃত ঐ প্রাকৃতের 'ছায়া' মাত্র।

অপর আচার্যেরা প্রাকৃতকে স্বভাবসিদ্ধ ভাষা বলেছেন। 'প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমিতি প্রাকৃতম্' অথবা 'প্রাকৃতজনানাং ভাষা প্রাকৃতম্'। প্রাকৃত ভাষা যে সাধারণের, স্বল্পশিক্ষিতের বা লোকের ভাষা তার প্রমাণ মহাভাষ্য থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যদর্পণ পর্যন্ত মিলবে। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলেছেন দেবদত্ত সংস্কৃত যার পাশে দেবদিণ্ণ হচ্ছে লৌকিক বা অপভ্রংশ। বিশ্বনাথ বুঝিয়েছেন সংস্কৃত এক এবং অদ্বিতীয়—আর প্রাকৃত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার। সাহিত্যদর্পণে আছে—'পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্। শৌরসেনী প্রয়োক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্। আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ। অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্'। উচ্চ স্তরের পুরুষেরা বলবে সংস্কৃত। উঁচুস্তরের মেয়েরা বলবে শৌরসেনী কিন্তু তাঁরা গান গাইলে গাইবে মহারাষ্ট্রীতে; আর রাজান্তঃপুরচারীরা, অল্পশিক্ষিত অশিক্ষিতরা বলবে মাগধী। সুশিক্ষিত মেয়েরা নিশ্চয়ই সংস্কৃত বলবে—'সংস্কৃতং সম্প্রয়োক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ'। আর এমন যদি ভাগ্য হয় যিনি বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী—তাঁর কথা আমরা শুনছি, তখন তাঁর মুখে আমরা সব ভাষাই শুনতে পারব। কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে দেবী সরস্বতী দ্বিধাপ্রযুক্তবাঙ্‌ময়ে বরকনের স্তব গান করলেন—

'দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্‌ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন॥'

এখানে দুটো বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল। শিষ্টজনের জন্য যে ভাষা সে ভাষাটা সংস্কারপূত বা আপন্নসংস্কার, তারই নাম সংস্কৃত refined আর মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলা ভাষাটা সুখগ্রাহ্য নিবন্ধন। এটাই প্রাকৃত যা প্রসাদগুণোপেত, সুশ্রাব্য এবং সুমধুর।

প্রাকৃত ভাষার পেলব-মধুর, নমনীয়-কমনীয় রূপে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। সখীর চাইতে 'সহী' মধুর। 'চক্রবাকবধূ' না ব'লে চক্কবাঅবহূ বল্লে অনেক মাধুর্য বেশি আসে। এইজন্য বারো শ বছর আগেকার কবি বাক্‌পতিরাজ বলেন—প্রাকৃত ভাষা পড়তে গিয়ে কী যে এক আনন্দ হয় তা কি বলবো ? আনন্দে চোখ বুজে আসে—আবার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়; আনন্দ অন্তর ভ'রে দিয়ে বাইরে ফুটে বেরোয়—

'হরিসবিসেসো বিয়সাবও য় মউলাবও য় অচ্ছীণ।
ইহ বহি-হুত্তো অন্তো-মুহো য় হিয়য়স্‌স বিপ্‌ফুরই ॥'

আনন্দে দিশেহারা বাক্‌পতি আরও বললেন—

'সয়লাও ইমং বাআ বিসন্তি এত্তো অ ণেন্তি বাআও।
এন্তি সমুদ্দং চিঅ ণেন্তি সাঅরাওচ্চিঅ জলাইং ॥'

কবি রাজশেখর তাঁর কর্পূরমঞ্জরী সট্টকে বলেছেন—সংস্কৃতবন্ধ হচ্ছে পরুষ, প্রাকৃতবন্ধ হচ্ছে সুকুমার; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্য আছে সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে—

'পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরিসমহিলাণং জেত্তিঅমিহন্তরং তেত্তিঅমিমাণং ॥'

গাথাসপ্তশতীর এক অজ্ঞাত কবিও তাঁর গাথায় বলছেন—অমৃতময় প্রাকৃত কাব্য যে পড়তে পারে না, বা শুনে বোঝে না, সে কামের তত্ত্ববিচার করতে গিয়ে লজ্জিত হয় না কেন ?

'অমিঅং পাউঅকব্বং পঢ়িউং সোউং অ জে ণ আণন্তি।
কামস্‌স তত্ততন্তিং কুণন্তি তে কহং ণ লজ্জন্তি ?'

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। প্রাকৃত ভাষার মাধুর্য অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। এখানে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই। আমরা জোর করে অন্য কথা বলতে গেলে আমাদের ইন্দ্রিয় শ্রুতি এবং ইন্দ্রিয়াধীশ মন তা অস্বীকার করবে।

॥ গাথাসপ্তশতীর ভাষা ॥

গাথাসপ্তশতীর প্রথম শতকের তৃতীয় গাথাটির রচয়িতা স্বয়ং কবি হাল। তিনি স্বীকার করেছেন—অসংখ্য প্রচলিত গাথাগুলির মধ্য থেকে তিনি মাত্র সাতশ গাথার এক চয়নিকা সম্পাদন করেছেন।

'সত্তসআইং কইবচ্ছলেণ কোডীঅ মজ্ঝআরম্মি।
হালেণ বিরইআইং সালংকারাণ গাহাণং ॥ (১।৩)

বোঝা যায় সেকালের দক্ষিণ ভারতের লোক-ভাষাতেই গাথাগুলি প্রচলিত ছিল। বর্তমানের সংগ্রহগ্রন্থ ঠিক ঠিক সেই কালের প্রচলিত ভাষা রক্ষা করে নি। যুগে যুগে ভাষার পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়েছে। যে ভাষায় গাথাসপ্তশতী আমরা পাচ্ছি সেটা সেই প্রাচীন ভারতের লোকভাষার আধারে গঠিত একটি সাহিত্যিক ভাষা। গ্রন্থখানা যখন বর্তমান রূপ নিয়েছে তখন প্রাকৃতের ব্যাকরণ সুসংবদ্ধভাবে লিখিত হয়েছে। সেইজন্য এর ভাষা একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতের নাম নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রাকৃত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। আমাদের এই মতের পরিপোষকরূপে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে মহারাষ্ট্রের নানাঘাট, নাসিক প্রভৃতি অঞ্চলের শিলালিপির ভাষার সঙ্গে আমাদের গাথার ভাষা মিলছে না। শিলালিপির ভাষা পাথরের বুকে অক্ষয় হয়ে আছে, গাথার ভাষা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে শেষের দিকে ব্যাকরণসম্মত সাহিত্যিক ভাষার আদর্শে গঠিত হয়েছে।

গাথার ভাষাকে বলা হয়েছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। এই প্রাকৃতের শ্রুতিমাধুর্য সর্বজনস্বীকৃত। আচার্য দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলেছেন—'মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ'। এই প্রকর্ষের নানা কারণ, তার মধ্যে প্রধান কারণ স্বরমধ্যস্থিত অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ ; ফলে এই ভাষার স্বরপ্রাচুর্য। স্বরধ্বনি সঙ্গীতের সুষমা আনে, আর ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাচুর্য আনে ভাষার পৌরুষ। য়ুরোপীয় ভাষার মধ্যে ফরাসী ভাষা এবং জার্মান ভাষাকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলেই এর সত্য বোঝা যাবে। ফরাসী ব্যঞ্জনলোপে মধুর, জার্মান সব ব্যঞ্জন উচ্চারণে যতটা বলিষ্ঠ ততটা মধুর নয়।

প্রাচীন বৈয়াকরণরা প্রাকৃত শব্দসমূহের তিনটি শ্রেণী স্বীকার করে নিয়েছিলেন—তৎসম, তদ্ভব এবং দেশী। এখানে 'তৎ' শব্দ দ্বারা সংস্কৃত বুঝতে হবে। কতগুলি শব্দ আছে যে শব্দগুলি অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ—যেমন মালা ১।১৭, পুলিন্দ ২।১৬, হর ৭।১০০, হরি ৫।৬,১১, কমঠ ৫।৪—এমন আরও আছে অঙ্গ, অঞ্চল, ইন্দু, জল, তন্তু, কুঞ্জ, বন্ধন, ফল, জল, জম্বু, বানর, বানরী, কুসুম্ভ, তরুণ, তরুণী প্রভৃতি। যে সব শব্দ সংস্কৃতের বিকারজাত সেগুলিকে বলা হয়েছে তদ্ভব। এই তদ্ভব শব্দই গাথাসপ্তশতীতে বেশি—এত বেশি যে, উদাহরণ উল্লেখের কোন প্রয়োজনই হয় না। গ্রন্থপাঠ আরম্ভ করলেই

এদের সঙ্গে পরিচয় শুরু হবে। ওণঅ<অবনত। মুহ<মুখ। পেম্ম< প্রেম। সচ্চং<সত্যং। দট্ঠুং<দ্রষ্টুং। গঅং<গতং। হত্থেণ<হস্তেন। জোব্বণ<যৌবন। এ ছাড়া একজাতীয় শব্দ আছে যাদের বৈয়াকরণরা বলেছেন দেশী। দেশী সংজ্ঞায় অভিহিত শব্দসমূহ আর্যরা নিয়েছিলেন বা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্-আর্য জাতির মানুষদের কাছ থেকে। এই অনার্য জাতি তিন শ্রেণীর—(১) কোল বা অষ্ট্রীক (২) দ্রাবিড় এবং (৩) ভোটচীনা। তৃতীয়ের ভাষার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য দান প্রাকৃত ভাষায় মিলছে না—কিন্তু প্রথম দুই শ্রেণী—কোল এবং দ্রাবিড়, প্রচুর শব্দসমষ্টি প্রাকৃতের শব্দভাণ্ডারে দিয়েছে।

প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ দেশী শব্দের মূল নির্দেশ করতে পারেন নি; এইজন্য কোল বা দ্রাবিড় বা ভোট না বলে তাঁরা সামান্য নামে তাদের বলেছেন—দেশী। আধুনিক গবেষণায় এই দেশী শব্দগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিশিষ্ট শ্রেণীর সূচনা সহজেই দিচ্ছে বলে বিশিষ্ট নামকরণও সহজ হয়ে পড়েছে। শুধু প্রাকৃত কেন, সংস্কৃত নামক শিষ্ট ভাষাতেই অলাবু, উন্দুর, কদলী, কার্পাস, জম্বাল তাম্বুল মরিচ, লাঙ্গল, সর্ষপ প্রভৃতি কোল শব্দ রয়েছে। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর শব্দসমূহ সংস্কৃতে বহু—অগুরু, অনল, অঙ্কোল (Alangium hexapetalum) তামিল আরিঞ্চিল Ariñcil (শব্দটি সপ্তশতীতেও আছে) কাক, কুণ্ড, কঙ্ক, চতুর, গণ্ড, পালি, পুঙ্খ, মুরজ, বিল্ব, বিল, শকল, বল্লী প্রভৃতি। গাথাসপ্তশতীর দেশী শব্দগুলি আমরা গ্রন্থশেষে 'শব্দনিরুক্তি' অধ্যায়ে ধরে দিয়েছি—অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষেপে বিচারও করেছি। শাশুড়ী অর্থে অত্তা, বিলোকয় অর্থে উঅহ, নিমজ্জিত অর্থে খুপ্পই, সুন্দর অর্থে চঙ্গ, কার্পাস অর্থে ফলহী, √স্পৃশ অর্থে √ছিব, বন্দিনী অর্থে করমরি সত্যই চমকপ্রদ। সপ্তশতীর মধ্যে উল্লিখিত দ্রাবিড় শব্দের কিছু কিছু আলোচনা করেছেন থিরুমল রামচন্দ্র।*

বৈদিক প্রয়োগ বংক (বক্র) বহু (বধূ) মেহ (মেঘ) পুরাণ (পুরাতন) উচ্ছেক (উৎসেক)—প্রভৃতি প্রণিধানযোগ্য প্রাকৃত প্রয়োগ। লৌকিক সংস্কৃতে আবুত্ত (ভগিনীপতি) খুর (ক্ষুর) গোখুর (গোক্ষুর) গুগ্‌গুলু (গুল্‌গুলু) ছুরিকা (ক্ষুরিকা) অচ্ছ (ঋক্ষ) কচ্ছ (কক্ষ) পিয়াল (প্রিয়াল)

*Some Telugu words in Gāthāsaptasati: a Paper for XXVI International Congress of Orientalists, New Delhi, 1964.

গল্প (গণ্ড) ইন্দিরা (ইন্দ্রপত্নী) শিথিল (শ্লথ) শ্লীল (শ্রীর) স্মরণযোগ্য। আর বামনের 'হালা' শব্দটিকে তান্ত্রিকমতে সুরাভিষিক্ত করে পবিত্র করে নেওয়াও কম কৌতূহলের বিষয় নয়। শব্দটি কালিদাস মেঘদূতে প্রয়োগ করেছেন পূর্বমেঘের ৫০ সংখ্যক শ্লোকে।

খুব দুঃখের বিষয় প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ প্রাকৃত শব্দসমূহের মধ্যে যে আর একটি শ্রেণী সুগুপ্ত রয়ে গিয়েছে সেদিকে অবহিত হন নি। শব্দভাণ্ডারের সে শ্রেণীর নাম অর্ধতৎসম। উচ্চারণের যে বিকৃতিবশে এই জাতীয় শব্দ গড়ে উঠেছিল তা সত্যই বিচিত্র। পদ্ম>পদুম হয়েছে আর একদিকে হয়েছে পউবঁ বা পউম। রত্ন>রতণ, রদণ—এগুলিকে সুনীতিকুমার 'borrowed element from Sanskrit and not inherited from O. I. A. by M. I. A.' ব'লেছেন।* কৃষ্ণ>কণ্‌হ কিন্তু তারই পাশে রয়েছে কসণ ১।৮৩

সংস্কৃতের স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাকৃত ভাষায় যে পরিণাম ও পরিবর্তন হয়েছিল সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

প্রাকৃত ভাষায় ঋ ৠ ঌ ঐ এবং ঔ এই কয়টি স্বরের অস্তিত্ব নেই। ঌ ধ্বনি সংস্কৃতেই অত্যন্ত বিরল-প্রয়োগ—প্রাকৃতে তা নিশ্চিহ্ন হোল। সংস্কৃতে ঋ-কার দুরুচ্চার্য ছিল; এইজন্যই মনে হয় নানাভাবে সে প্রায় সব স্বরধ্বনিতেই পরিণত হয়ে গিয়েছে।

ঋ>অ—তৃণ>তণ; ঘৃণা>ঘণা; কৃষ্ণ>কণ্‌হ, কসন।

ঋ>ই—প্রাকৃত>পাইঅ; ঋষি>ইসি; দৃষ্টি>দিট্‌ঠি।

ঋ>উ—বৃদ্ধ>বুড্‌ঢ; মৃণাল>মুণাল; প্রাকৃত>পাউঅ; পৃথিবী>পুহবী।

ৠ>রি—ঋণ>রিণ; ঋদ্ধি>রিদ্ধি; কীদৃশ>কেরিস।

ঋ>এ—গৃহ>গেহ।

ঐ>এ; তৈল>তেল্ল; কৈলাস>কেলাস; কখনো কখনো ঐ>অই—দৈত্য>দইচ্চ; কৈতব>কইঅঅ।

ঔ>ও—যৌবন>জোব্বণ; আবার ঔ>অউ—পৌর>পউর।

কখনো বা হ্রস্বস্বর দীর্ঘ—কর্তব্য>কাদব্ব; উৎসব>উসব; দুঃসহ>দূসহ; স্পর্শ>ফাস (অবশ্য স্পর্শ>ফংস, ফরিসও হয়)।

দীর্ঘস্বর হ্রস্ব—অলীক>অলিঅ; বলীবর্দ>বলিবদ্দ।

* Indo-Aryan and Hindi—S. K. Chatterjee

স্বরের নাসিক্যীভবন—স্পর্শ>ফংস ; দর্শন>দংসন ; অশ্রু>অংসু ; মার্জার>মংজর ।

স্বরের রূপান্তর—পক>পিক্ক (পক্কও চলে) ; মধ্যম>মজ্ঝিম ; প্রলোকয়তি>পুলোএই । ইক্ষু>উচ্ছু ; অত্র>এত্থ ।

য>জ এবং ন>ণ । যথা>জহ ; নদী>ণঈ । কিন্তু দন্ত, মন্দ, রন্ধন প্রভৃতি প্রয়োগে দন্ত্য-সংযোগে দন্ত্য ন থাকে । তিনটি শিষ্‌ধ্বনি (sibilant) একমাত্র 'স'তে পরিণত হয়—শূন্য>সুণ্ণ ; মষী>মসী । দিশা>দিসা ।

স্বরমধ্যস্থিত ক গ চ জ ত দ প য় ব—এই কয়টি অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়—মুকুল>মউল ; বদন>বঅণ ইত্যাদি । খ ঘ থ ধ ভ এই মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনগুলির হ-টুকু অবশিষ্ট থাকে । মেঘ>মেহ ; গাথা>গাহা ; রেখয়তি>রেহই ইত্যাদি । এছাড়া নানাভাবে ধ্বনির সরলীকরণ বা উচ্চারণ-সৌকর্য সাধিত হয় ।

(ক) সমীভবন—মার্গ>মগ্‌গ ; পূর্ব>পুব্ব ; সর্ব>সব্ব ; দীর্ঘ>দিগ্‌ঘ ; দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব বজায় রাখতে হলে সমীভূত ব্যঞ্জনের একটিকে লুপ্ত করতে হয়, কারণ যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর সর্বদাই হ্রস্ব হয় । পার্শ্ব>পস্‌স কিন্তু পাস ; ঈশ্বর>ইস্‌সর, কিন্তু ঈসর । কখনো মূলের হ্রস্বস্বরটি দীর্ঘ হয়—জিহ্বা>জীহা

(খ) বিষমীভবন—মুকুল>মউল ; নূপুর>ণেউর ; গুরুকানি>গরুআইং ; পুরুষ>পুরিস ।

(গ) স্বরলোপ, কখনও অক্ষর লোপ—ইব>ব্ব ; অরণ্য>রন্ন ; অপি>পি (অনুস্বার পরে) অপি>বি (স্বরবর্ণের পরে) ইতি>তি (কিন্তু স্বরবর্ণের পরে ত্তি), খলু>খু ; দুহিতা>ধীআ একজাতীয় বিপর্যয়ও বটে ।

(ঘ) সংপ্রসারণ—তির্যক>তিরিচ্ছি ; ত্বরিত>তুরিদ ; অবতার>ওদার ; নবমালিকা>ণোমালিআ ; লবণ>লোণ ।

(ঙ) অপিনিহিতি এবং অভিশ্রুতি—আর্য>অরিঅ ; পর্যন্ত>পেরন্ত ; আশ্চর্য>অচ্ছের ; কার্য>কের ।

(চ) মহাপ্রাণীভবন—কুব্জ>খুজ্জ ; ক্রীড়>খেল ;
উষ্মধ্বনির মহাপ্রাণীভবন—শাব>ছাব ; ষট্>ছ ।

(ছ) তালব্যীভবন—তিষ্ঠতি>চিট্ঠই ।

(জ) মূর্ধন্যীভবন—অস্থি>অট্‌ঠি ; মৃত>মট ; কৃত>কট ।

এ ছাড়া স্মরণযোগ্য ব্যাপার (১) পদের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না,

স্খলতি>খলই ; আর (২) অন্ত্যে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে না ; সুতরাং প্রাকৃতে শব্দ সর্বদাই স্বরান্ত—বিদ্যুৎ>বিজ্জু ; মরুৎ>মরু ; আত্মন্>অত্ত অথবা অপ্প। রাজন্>রাঅ। (৩) অযোগবাহ 'ং' অনুস্বার আছে—অহম্>অহং, হং কিন্তু অযোগবাহ 'ঃ' বিসর্গ নেই—কখনও লুপ্ত, কখনও অন্ত পরিবর্তন—পুত্রঃ> পুত্তো ; অগ্নিঃ>অগ্‌গী।

॥ শিল্পসৌন্দর্য ও অশ্লীলতা-প্রসঙ্গ ॥

প্রকাশের এক চরম রূপের নাম শিল্প। প্রকাশ-সৌষ্ঠবেই তার সার্থকতা। শিল্পের মধ্য দিয়েই চিন্তা তার অনিবার্য ও অমোঘ রূপ গ্রহণ করে এবং এই শিল্পের ভিতর দিয়েই 'সুন্দর' প্রকাশিত হয়। যার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ সুস্পষ্ট তাই সুন্দর। এই জন্য প্রচলিত অর্থে যা 'সুন্দর' শিল্পের 'সুন্দর' তার চাইতে গভীর ও ব্যাপক। যাকে প্রচলিত সংজ্ঞায় সুন্দর বলা যায় না, তাও শিল্পে প্রকাশিত হোলে বলতে বাধ্য হই 'সুন্দর'! কেন ?—না প্রকাশটা হয়েছে যথাযথ এবং সুস্পষ্ট। জগতের ইয়াগোরা কুৎসিত, কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়রের আঁকা কথার ছবিটি কি সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে! সে আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত স্পষ্ট, সজীব এবং সত্য। সত্যের অমোঘ প্রকাশেই সে সুন্দর। আমাদের সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম তার সুস্পষ্টতা অনুভব করে। সত্য-সুন্দরের এই তত্ত্ব নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে সাহিত্য নামক শিল্পকর্ম। মনের কক্ষে সাহিত্যিক 'সুন্দর' নিয়ে চলে আনন্দের উৎসব—সুখও আনন্দ, দুঃখও আনন্দ। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—সব কিছু স্পষ্ট প্রকাশ নিয়েই সুন্দরের কক্ষায় বিচরণ করে। এই যে কার্য-কারণ ব্যত্যয় এটা সাহিত্যজগতেরই এক মায়া বা illusion। এই সৌন্দর্যসম্ভোগে এক প্রকার মানস আবিষ্কারের আনন্দ আছে। এতে প্রবল অনুভূতির আকস্মিক পরিতৃপ্তি ঘটে। এই পরিতৃপ্তি আসে নানা পথ দিয়ে— কখনো অভিজ্ঞাত ভাবানুষঙ্গে, কখনো বা স্মৃতির রোমন্থনে। কিন্তু সে আসে ; এবং সে এসে আমাদের সমগ্র মনোলোকের চিরলালিত আদর্শের প্রায় কাছাকাছি হ'য়ে যায়—তাই আমরা আনন্দ পাই এবং আনন্দ পেয়ে বলে উঠি 'সুন্দর'! এই 'সুন্দর' মানসরাজ্যের চিরসত্যও হয়ে ওঠে। একথাটা ভাল করে বুঝেই একদা কীট্‌স্‌ বলেছিলেন :

> **Beauty is truth, truth beauty—that is all**
> **Ye know on earth,—**

গাথাসপ্তশতীর সর্বত্র এই সত্যসুন্দরের ছবি আঁকা। সপ্তশতীর কবিরা যাই দিয়ে গিয়েছেন তাতে আমাদের কল্পনা মুহূর্তে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেই কল্পনার আলোকেই রূপদর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশদ হয়ে ওঠে। কল্পনায় পাওয়া বা হোয়ে ওঠাই তো সাহিত্যিক উপলব্ধি। এই গভীর উপলব্ধির নানা নাম নানা জনে দিয়েছেন—ক্রোচে বলেছেন 'Taste', ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র বলেছে 'চর্বনা'। উপলব্ধির এই পরম মুহূর্তকে Ezra Pound বলেছেন 'Intellectual and emotional complex in an instant of time'। James Joyce একে তুরীয় মার্গের রং দিয়ে বলেছেন 'Epiphany of experience'। ম্যাথু আর্নল্ডের দেখাটা বিশেষ দেখা—'Seeing steadily and as a whole' এবং এই দেখার ফলে যা জন্ম নেয় তা হচ্ছে তাঁরই ভাষায় 'Poetic truth of substance'। গাথাসপ্তশতী যেন বিন্ধ্যের প্রতিধ্বনিমুখর গোদাবরীর গান। কবিবৎসল হালের দিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত গোদাবরীতে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। সেদিনের ঘটনাপরম্পরা যুগযুগ-সঞ্চিত বালুর পাহাড়ে সমাধিস্থ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কালের কপাট-বক্ষে ও কার সুস্পষ্ট-চিহ্ন? বিন্ধ্য পাহাড়ের কটকে কটকে ও কার পদধ্বনি? গোদাবরীর অবিরল ধারায় ও'কার সঙ্গীত? পুরাতনের মধ্যে এ কোন নতুন জীবন-স্পন্দন? সে এই বিস্ময়ের রাজ্য সপ্তশতী, গোদাবরীর গান, বিন্ধ্যের প্রতিধ্বনি—সেই 'poetic truth of substance' —বস্তুমূল্যে বস্তুর কাব্যরূপ।

শব্দের শক্তিতে যে ছবি ফুটে ওঠে সে ছবি কোনদিনই পুরানো হয় না। প্রাচীন গ্রীসের একখানি পানপাত্রে রেখায় রেখায় আঁকা ছবিগুলি দেখে কীট্‌স্ একদা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন:

> She cannot fade, though thou hast not thy bliss
> For ever wilt thou love, and she be fair.

সে পাত্রের কোন ভঙ্গিমার কোন ছবিই মরতে জানে না,—তারা অমর। আমার মনে হয়, গাথাসপ্তশতীর ভাষায়-গড়া মূর্তিগুলিতেও এমনি একটা অমরত্বের অভিব্যঞ্জনা আছে। আবার সেই ইংরেজ কবির ভাষাতেই বলি:

> When old age shall this generation waste
> Thou shall remain—

এমনি করে সাহিত্যের মূর্তিগুলি অমর। পেনেলোপে চিরকালের জন্য

পতিগতপ্রাণা, দেসদেমোনা প্রেমবিমুগ্ধা। অশোক কাননে বন্দিনী সীতা আজও কাঁদে, প্রমীলার চোখের জল কোন দিনই ফুরায় না। কর্ডেলিয়া অশ্রুসিক্তা; গতপ্রাণা কর্ডেলিয়াকে কোলে করে লীয়রের ক্রন্দন চিরকাল আকাশ বিদীর্ণ করে চলবে। ওরা কালের বুকে 'গাঢ়ম্ অবলীঢ়'। চিরমুদ্রিত সে চিহ্নকে কে মুছে ফেলতে পারে? কথার সেই শিল্প—সেই মায়ালোক এমনই অবিনশ্বর। সপ্তশতীর সতীরা আর অসতীরা, গ্রামণী আর গ্রামবধূরা, বিলাসী আর বিলাসিনীরা, চটুলা আর মুগ্ধারা শিল্পের তুলিতে আঁকা তেমনই অবিনশ্বর ছবি। গোদাবরীতটের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র নানা অভিজ্ঞতার বিচিত্র স্পর্শ অনুভব করে চলেছে। তারই অদূরে ওই ঘন বনভূমি নানা রহস্যের গুপ্ত খনিকে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে, যার থেকে একটু দূরেই ওই পাহাড়িয়া গ্রাম। তার বেতসকুঞ্জ নানা স্বরে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে—কখনো আনন্দে, কখনো ঘৃণায়, কখনো সোহাগে, কখনো বিদ্রূপে। স্নেহ-প্রীতি, ঈর্ষা-অসূয়ার মিলনক্ষেত্র গাথাসপ্তশতীর এই দক্ষিণী উপদ্বীপ। এর মাথার উপরে জেগে আছে বিন্ধ্য পর্বত, যে দুর্দিনে বিপদের আশ্রয়, আর উৎসবের দিনে নিগূঢ় লীলার গোপন ক্ষেত্র।

সপ্তশতীর রাজ্যে ওই যে পরস্পর বিপরীত কথাগুলি বলেছি তার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বিপরীত বস্তুগুলিকে গাথার সঙ্কলয়িতা উদাসীনভাবে দেখতে পেরেছেন। গাথার কবিদের অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী তাদের এমন করে গড়েছে যেখানে শ্লীল অশ্লীলের কোন কথাই মনে আসে না। ঘটনাগুলি ঘটনা বলেই ঘটেছে। এতে জগতের যেমন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই স্বয়ং কবির মানসরাজ্যেও তেমনি কোন ক্রিয়া-বিক্রিয়া নেই। স্বপ্নরাজ্যের দুর্বল অন্ধকারেই যত হাসিকান্না, জাগরণের সবল মুহূর্তে হাসিকান্না নেই। গাথার সঙ্কলয়িতা যেন সৃষ্টির মূল রহস্য ধরে টান দিয়েছেন। অনন্তের আবর্তনে সুখদুঃখই বা কি—ভাল মন্দই বা কি? গত শতাব্দীর এক কবি মীরজা গালিব এমনই একটা মূল্যবান কথা বলেছেন—দুনিয়ার সঙ্গে যখন খেলায় মেতে উঠি তখন স্বপ্নের জগৎ; চোখ খুলে গেলে দেখি ওসব খেলায় আমার লাভও হয়নি, লোকসানও হয়নি:

থা খ াবমেঁ খিয়ালকো তুঝসে মু' আমলা।
জব আঁখ্ খুল গয়ী—ন জিয়ান্ থা, ন সূদ থা॥

জীবন-স্বপ্নে কাটে কাল মোর, লীলা যবে তোমা সনে।
আঁখি খুলে দেখি, কোন লাভ ক্ষতি নাহি মোর মূলধনে॥

আঁখি খুলে নির্দ্বন্দ্ব মনে যে নিরাসক্ত দর্শন সেই দর্শনের স্থিরবিন্দু থেকে গাথা-*সপ্তশতীর কবিতাগুলি উৎসারিত হয়েছে। সপ্তশতীর শ্লীলতা অশ্লীলতা বিচারে এই স্থির বিন্দুটির কথা ভুললে চলবে না।*

সর্বাদৌ শ্লীল কথার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করছি। শ্রী অর্থ সৌন্দর্য। যা শ্রীযুক্ত তাই শ্রীর (শ্রী+র)। বৈদিক যুগের উত্তরপশ্চিমীরা—উচ্চারণশুদ্ধির অতিশুদ্ধিবাদীরা বলতেন—শ্রীর। এই শ্রীরটাই পূরবিয়াদের ব্রাত্য উচ্চারণে দাঁড়িয়েছিল শ্লীল। তার বিপরীত ঘটলেই অশ্লীল। আশা করি অনেকেই স্বীকার করবেন—যে সৃষ্টিতে স্রষ্টার অশ্লীল মনন নেই সে সৃষ্টি অশ্লীল হতে পারে না। সৃষ্টির পিছনে থাকে মনের ক্রিয়া। এই মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াতেই শ্লীলতা অশ্লীলতার জন্ম হয়। আমরা পূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি গাথার ছবিগুলি নির্দ্বন্দ্ব মনের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ। বস্তুকে শুধু মাত্র বস্তুমূল্যে অবেক্ষণ চলেছে এই কাব্যে। এ শুধু প্রকৃতির যথাস্থিত যথাবৎ রূপবর্ণনা নয়, সত্যকার কবির সূক্ষ্মদর্শনের আলোক-শিখায় ধরা দিয়েছে এই রূপের জগৎ। রূপদর্শনের এই আলোকেই ফুটে ওঠে বস্তুর স্বতন্ত্র বিশিষ্ট লক্ষণগুলি যাতে সে আপন মহিমাতেই উজ্জ্বল থাকে, তার কোন ধারকরা জিনিসের প্রয়োজনই হয় না। এ জাতীয় কবিতার সম্ভোগও বিশিষ্ট সম্ভোগ। অলঙ্কারসর্বস্ব-প্রণেতা রুয্যক (রাজানকতিলকাত্মজ) এই সম্ভোগে যে হৃদয়সংবাদ আবিষ্কার করেছেন তার নাম তিনি দিয়েছেন—'বস্তু-সংবাদ'—ম্যাথু আর্নল্ডের সেই Poetic truth of substance। এই যে স্ব-ভাব বর্ণনা তার মধ্যে কবির যে পরমাশ্চর্য শক্তির প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে বিগত শতাব্দীর এক কবি সমালোচক (Leigh Hunt) বলেছেন :

Nay, the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of his genius consists in his leaving it to stand alone, illustrated by nothing but the light of its own tears and smiles, its own wonder, might or playfulness. —*What is Poetry?*

যে মহাকবি বাণভট্টের সর্বঙ্কর কল্পনা একদা রূপের সমগ্র জগৎ অধিকার করতে উদ্যত হয়েছিল বলে সাহিত্যের চিত্রমার্মিকেরা সোল্লাসে রায় দিয়েছিলেন —'বাণোচ্ছিষ্টমিদং জগৎ'—সেই বাণভট্ট গাথাসপ্তশতীকে প্রশংসা করেছিলেন অগ্রাম্য অর্থাৎ অনশ্লীল এবং জাতিভূষণে ভূষিত কাব্য বলে। জাতিই বস্তুর

স্ব-ভাবকেন্দ্রে বিলোকন। স্বভাবোক্তি শুনতে সহজ কিন্তু তার নির্মাণে প্রভূত শক্তির প্রয়োজন। বাইরের জগৎটাকে দেখবো অথচ মন্ময় মননে বস্তুগুলিকে আকারিত করবো না—এতে আছে সংযমের দুশ্চর তপস্যা। সেই তপস্যায় সিদ্ধ হালপ্রমুখ কবিবৃন্দ। কল্পনার জীবধর্ম আমাদের রোমাণ্টিকতার দিকে টেনে ধরে, রোমাণ্টিকতার পাশমুক্ত কবিরাই জিতকাম রিয়ালিস্ট্। তন্ত্রে আছে 'পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ' কিন্তু সদাশিব পাশমুক্ত। কাজেই শৈবসাধনায় পাশমুক্ত হতে হয়। জৈব ধর্মে শ্লীল অশ্লীল আছে, রিয়েলিস্টের শৈবধর্মে ওরা নেই। এই জন্য আর্টেরও যাঁরা সূক্ষ্ম বিচার করেছেন তাঁরাও শিল্পের ক্ষেত্রে নৈতিকতা অতিনৈতিকতাকে অবাস্তব বলে পরিহার করেছেন। গ্রীক ভাস্কর্য কারও মনে নগ্নতা-বোধের সঙ্কোচ আনে না। সেখানে অনাবৃত সৌন্দর্যের অসঙ্কোচ প্রকাশ। অনাবৃত এবং নগ্ন—এ দুটি কথা nudism এবং nakedness এর মত ভিন্নার্থ-দ্যোতক। নগ্নতায় অভাব বোধ আছে—সেটা অশ্রীর কিন্তু অনাবৃতে আছে শ্রী, আছে বিশ্ববিসারী সৌন্দর্যের পরিপ্লব। Paradise Lost এর চতুর্থ সর্গে ইডেনের নন্দন কাননে Adam ও Eve কে কবি মিল্টন কথার রেখাচিত্রে এঁকে গিয়েছেন। সেই দিব্যকান্তি দীর্ঘ-দর্শন আদি মিথুনের নগ্ন রূপ-বর্ণনায় কোনদিক থেকেই কোন সঙ্কোচ আসেনি; কোন যুগের কোন রসিক পাঠকই সেই বর্ণনাকে অশ্লীল বা অশালীন বলে মন্তব্য করেন নি :

> God-like erect, with native honour clad
> In naked majesty seemed lords of all.
>
> ... ...
>
> His fair large front and eye sublime declar'd
> Absolute rule ; ... ...
> She as a veil down to the slender waist
> Her unadorned golden tresses wore
> Dishevelled, but in wanton ringlets wav'd
> As the vine curls her tendrils, ...

বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যে যম-নিয়মের উপাসক, আদর্শবাদী সমালোচক, প্যারাডাইস্ লস্টের পঞ্চম সর্গে বর্ণিত সেই আদি দম্পতির ছবিটিকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁরই কথায় শুনুন। তার আগে সেই আদি মিথুনকে পঞ্চম সর্গে আর একবার দেখতে হবে।

> ... ... He on his side
> Leaning half-rais'd, with looks of cordial love
> Hung over her enamour'd, and beheld
> Beauty, which whether waking or asleep,
> Shot forth peculiar graces... ...

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"ইহাতে অপূর্ব আদিরস সংযোজিত হইয়াছে। সরলা নিষ্পাপা লোকমাতা নিদ্রা যাইতেছেন, আদিপুরুষ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অলকাবলীর উপরি প্রভাত সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকাবলী ঝলমল করিতেছে। আদম যতনে তাহা সরাইয়া দিতেছেন।" এই অনাবৃত সৌন্দর্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা ব্যথিত হোল না; তিনি সোল্লাসে বল্লেন—"এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য, অমূল্য।" শ্লীলতা অশ্লীলতা দেশ-কাল-জাতি-ব্যক্তি-নির্ভর একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে—দেশকালে আমরা যতই ভিন্ন হই না কেন, খাঁটি শিল্পের 'শিল্পত্ব' বলে যে ইতরব্যবচ্ছেদক ধর্ম তার ধারণার পরিবর্তন হয় নি। বিশেষের মধ্যে তাই নির্বিশেষ—সেটাই বিশ্বজনীন। সেই নির্বিশেষ সৌন্দর্য নিয়ে কথার রেখায় ঈভ শিল্পোত্তীর্ণা—আর পাথরের রেখায় Aphrodite of Melos কালবিজয়িনী।

শিল্প জীবন-নির্ভর, কিন্তু জীবনের কুশ্রীতাকে চোখের সামনে তুলে ধরার মধ্যে একটা ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টার অপরাধ থাকে। সেটা অপরাধী স্বীকার করতে চায় না—কিন্তু সে ব্যাধি অতি ভয়ানক। সে ব্যাধি ব্যক্তি থেকে সমাজে, সমাজ থেকে জাতিতে বিসর্পিত হোয়ে চলে। জীবনের দোহাই দিয়ে জীবনের তথ্যটাকে নিয়ে অসৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন শিল্প নয়। জীবন-তথ্যে কোথায় কালজয়ী প্রতিভার উদ্দেশ্যহীন স্পর্শ লাগে—তা বোঝা যায়, আর অসতের রুগ্ন অনুশীলনও ঠিক ঠিক ধরা পড়ে। কামাতুরতা আর সৌন্দর্যসম্ভোগ এক নয়। যেখানে উদ্দেশ্যে অসাধুতা থাকে না—সেখানে নিতান্ত নগ্ন জৈব ভাষাও যে কি পরিমাণে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় লাভ করতে পারি লালসাময়ী কুহকিনী ক্লিওপেট্রার শেষ কয়েকটি কথায়। যা কোন কুলবধূর মুখে উচ্চারিত হোলে খাপছাড়া হোত—তা সেই রূপসচেতনা স্বৈরিণীর মুখে কি চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। যে নারী স্বীকার করেছে—'I have

immortal longings in me'—সেই ব্যাপিকা নারীই তার মৃত্যুকে অমন কামকলার রহস্য দিয়ে বুঝাতে পারে :

> **The stroke of death is as a lover's pinch**
> **Which hurts, and is desir'd.**

এতে কি অশ্লীলতা আছে ? আর আমাদের বাংলার দীনবন্ধু ? তিনি তাঁর ক্রুদ্ধ তোরাপের মুখে যা দিয়েছেন তা তোরাপের মুখে না দিলে স্বভাবের অপমান করা হোত। লোহার মা সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র।

বাস্তব যেখানে রেখায় রেখায় শিল্প হয়ে ওঠে সেখানে কোন গুণে শিল্পী সিদ্ধি লাভ করেন তা আমরা এতক্ষণ বুঝাতে চেষ্টা করেছি। গাথাসপ্তশতীর রূপে, রঙে, রেখায়, চিত্রে জীবননির্ভর তথ্যগুলি অত্যন্ত সহজভাবে এসেছে। জীবনের তথ্যগুলি নিয়ে অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনার উপায় অনুসন্ধান কবিরা করেন নি বলেই গাথা সম্বন্ধে এত কথা বললাম। কোন্ কথাটা কি ভাবে বলতে হবে, তা যারা জানে না সেই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিতদের লঘু করে বলা হয় 'গ্রাম্য'। গ্রাম্যতা সহিত্যের এটা মস্ত বড় দোষ—এতে শ্রী থাকে না। এই বিগতশ্রী হোল বিশ্রী। ইংরেজিতে **vulgar** বল্লে তাই বোঝায়। গাথাসপ্তশতীতে বাণভট্ট এই **vulgarity**র অভাব দেখেই বলেছিলেন—এ রচনা অগ্রাম্য রচনা। গাথার কবিরা আগ্রাম্য রচনায় জীবনের উপরই নির্ভর করে চলেছেন। দেবতা ও স্বর্গের জন্য তাদের কোন শিরঃপীড়া নেই। ধরণীর ধূলি আর মানুষের জীবন—এর চাইতে কোন্ বস্তু ইষ্টতর ? Wordsworth এক জায়গায় বলেছেন—**'Thanks to the human heart by which we live'**—এর চাইতে সুন্দর কি ? এর চাইতে বিচিত্র কি ? সপ্তশতীর গাথাগুলির তর্জনীনির্দেশ এই ধরিত্রীর দিকে এবং এই জীবনের দিকে। এই ধরণীর বুকেই স্বর্গের মধু। স্বর্গ তো মানুষের কল্পনায় গড়া অলীক বস্তু—পৃথিবীটাই বাস্তব। আনন্দের পরম মুহূর্তগুলি চিরস্থায়ী করবার জন্যই মানুষ স্বর্গ রচনা করেছে। সে মিথ্যা কল্পনার মিথ্যা সৃষ্টি। গাথার কবিরা বলছেন সেই অজানা কাল্পনিক দেশের জন্য তোমার ইহকালের আনন্দগুলো মাটি করে দিও না। মৃত্যুর অজানা অন্ধকারের পরপারে আলোর আশা করে জীবনের এই প্রত্যক্ষ রংটায় অন্ধ হ'য়ে থেকো না। জীবনের এই প্রত্যক্ষ রঙের ছবি দিয়েই গাথাসপ্তশতী অবিনাশী অগ্রাম্য রচনা হয়ে উঠতে পেরেছে।

প্রথম শতক

১

পসুবইণো রোসারুণ-পডিমা-সংকন্ত-গোরি-মুহঅন্দং।
গহিঅগ্ঘ-পঙ্কঅং বিঅ সংঝা-সলিলঞ্জলিং ণমহ ॥ হালস্স।

পশুপতেঃ রোষারুণ-প্রতিমা-সংক্রান্ত-গৌরী-মুখ-চন্দ্রম্।
গৃহীতার্ঘ-পঙ্কজং ইব সন্ধ্যা-সলিলাঞ্জলিং নমত ॥ (হালস্য)

২

অমিঅং পাউঅ-কব্বং পঢিউং সোউং অ জে ণ আণন্তি।
কামস্স তত্ত-তন্তিং কুণন্তি তে কহঁ ণ লজ্জন্তি?

অমৃতং প্রাকৃত-কাব্যং পঠিতুং শ্রোতুং চ যে ন জানন্তি।
কামস্য তত্ত্ব-তন্ত্রীং কুর্বন্তি তে কথং ন লজ্জন্তে?

৩

সত্ত সআইং কই-বচ্ছলেণ কোডীঅ মজ্ঝআরম্মি।
হালেণ বিরইআইং সালংকারাণঁ গাহাণং ॥·॥ হালস্স।

সপ্ত শতানি কবিবৎসলেন কোট্যাঃ মধ্যে।
হালেন বিরচিতানি সালঙ্কারাণাং গাথানাম্ ॥ (হালস্য)

৪

উঅ নিচ্চল-ণিপ্পন্দা ভিসিণী-পত্তম্মি রেহই বলাআ।
ণিম্মল-মরগঅ-ভাঅণ-পরিট্ঠিআ সংখ-সুত্তি ব্ব ॥ বোদিসস্স।

পশ্য নিশ্চল-নিষ্পন্দা বিসিনী-পত্রে রাজতে বলাকা।
নির্মল-মরকত-ভাজন-পরিস্থিতা শঙ্খ-শুক্তিঃ ইব ॥ (ব্যপদিশস্য ?)

৫

তাবচ্চিঅ রই-সমএ মহিলাণং বিব্ভমা বিরাঅন্তি।
জাব ণ কুবলঅ-দল-সচ্ছআইঁ মউলেন্তি ণঅণাইং ॥ কুল্লোহস্স।

তাবৎ এব রতি-সময়ে মহিলানাং বিভ্রমাঃ বিরাজন্তে।
যাবৎ ন কুবলয়-দল-সচ্ছায়ানি মুকুলীভবন্তি নয়নানি ॥ (কুল্লোহস্য)

৬

ণোহলিঅমপ্পণো কিং ণ মগ্গসে মগ্গসে কুরবঅস্স।
এঅং তুহ সুহগ হসই বলিআণণ-পঙ্কঅং জাআ ॥ মঅরন্দসেণস্স।

দোহদং আত্মনঃ কি ন মৃগয়সে মৃগয়সে কুরবকস্য।
এবং তব সুভগ হসতি বলিতানন-পঙ্কজং জায়া ॥ (মকরন্দসেনস্য)

১

করপুট ভরি অর্ঘ্য সলিল নিয়েছে আজিকে গৌরীপতি ;
তার পাশে দেবী চন্দ্র-আননা—উভয়ে আমার জানাই নতি।
অঞ্জলি জলে বিম্বিত হোল উমার রুষ্ট নয়ন ছায়া ;
অর্ঘ্যের জলে রক্ত নয়ন রচি গেল এক পদ্ম-মায়া।—হাল।

২

সুধার মতন মধুর বচন প্রাকৃতকাব্য তাহারি নাম,
প্রেমের জটিল কুটিলতন্ত্রী খুলিবে হেথায়, পূরিবে কাম।
এমন মধুর কাব্য-কাহিনী হোল না যাহার জীবনে দেখা,
মদনরাজ্য বিচরণে তার লজ্জা কেবল ভাগ্যে লেখা।

৩

কোটি কোটি গান মুখে মুখে চলে
অলঙ্কারের শিঞ্জা তায়।
তার মাঝ থেকে সাত শত গান
নরপতি হাল গাহিয়া যায়।—হাল।

৪

দেখ সখি ওই পদ্মপত্রে বুঝিবা বলাকা ঘুমের ঘোরে,
সে যেন পান্না থালার উপরে ধবল শঙ্খ—বলিনু তোরে।
স্তিমিত পাখীর নিশ্চল দেহ প্রমাণিছে আজ বলিয়া যাই—
সঙ্কেত্র বাটী আজি নিরাপদ, চারিদিকে এর মানুষ নাই।—[illegible]।

৫

মহিলাজনের বিভ্রমশোভা
সেই ক্ষণটুকু দেখিবে ভালো,
যাবৎ তাহার মোহনদশায়
মুকুলিত নহে নয়ন কালো।—কুল্লোহ।

৬

দোহদের কাল এসেছে এবার কুরুবক শাখা পুষ্পহীন ;
বসন্ত বায়ু দোলায় তাহারে, তথাপি তাহার দেহটি ক্ষীণ।
কহিছে, "ইহারে ভুজপাশে বাঁধ"—নিজের লাগিয়া সাধিতে লাজ।
হে সুভগ দেখ, তোমার প্রেয়সী মুখটি ঘুরায়ে হাসিছে আজ।—মকরন্দ সেন।

৭

তাবিজ্জন্তি অসোএহিঁ লডহ্-বণিআও দইঅ-বিরহম্মি।
কিং সহই কোবি কস্স বি পাঅ-পহারং পহুপ্পন্তো॥ পবারঅস্স।

তাপ্যন্তে অশোকৈঃ বিদগ্ধ-বনিতাঃ দয়িত-বিরহে।
কিং সহতে কঃ অপি কস্য অপি পাদপ্রহারং প্রভবন্॥ (প্রবারকস্য)

৮

অত্তা তহ রমণিজ্জং অম্হং গামস্স মণ্ডণীহূঅং।
লুঅ-তিল-বাডি-সরিচ্ছং সিসিরেণ কঅং ভিসিণি-সণ্ডং॥ কুমারিলস্স।

শ্বশ্রু তথা রমণীয়ং অস্মাকং গ্রামস্য মণ্ডনীভূতম্।
লূন-তিল-বাটী-সদৃশং শিশিরেণ কৃতং বিসিনী-ষণ্ডম্॥ (কুমারিলস্য)

৯

কিং রুঅসি ওণঅ-মুহী ধবলাঅন্তেসু সালি-ছেত্তেসু।
হরিআল-মণ্ডিঅ-মুহী ণডি ব্ব সণ-বাডিআ জাআ॥ মহিন্দস্স।

কিং রোদিষি অবনত-মুখী ধবলায়মানেষু শালিক্ষেত্রেষু।
হরিতাল-মণ্ডিত-মুখী নটী ইব শণ-বাটিকা জাতা॥ (মহেন্দ্রস্য)

১০

সহি ঈরিসিব্বিঅ গঈ মা রুব্বসু তংস-বলিঅ-মুহ-অন্দং।
এআণঁ বাল-বালুঙ্কি-তন্তু-কুডিলাণঁ পেম্মাণং॥ অলঅস্স।

সখি ঈদৃশী এব গতিঃ মা রোদীঃ তির্যগ্-বলিত-মুখ-চন্দ্রম্।
এতেষাং বাল-কর্কটী-তন্তু-কুটিলানাং প্রেম্ণাম্॥ (অলকস্য)

১১

পাঅ-পডিঅস্স পইণো পুট্‌ঠিং পুত্তে সমারুহন্তম্মি।
দঢ়-মণ্ণু-দূণ্ণিআএ বি হাসো ঘরেণীএঁ ণেক্কন্তো॥ দুগ্গসামিণো।

পাদ-পতিতস্য পত্যুঃ পৃষ্ঠং পুত্রে সমারুহতি।
দৃঢ়-মন্যু-দূনায়াঃ অপি হাসঃ গৃহিণ্যাঃ নিষ্ক্রান্তঃ॥ (দুর্গস্বামিনঃ)

১২

সচ্চং জাণই দট্‌ঠুং সরিসম্মি জণম্মি জুজ্জই রাও।
মরউ ণ তুমং ভণিস্সং মরণং বি সলাহণিজ্জং সে॥ দুগ্গসামিণো।

সত্যং জানাতি দ্রষ্টুং সদৃশে জনে যুজ্যতে রাগঃ।
ম্রিয়তাং ন ত্বাং ভণিষ্যামি মরণং অপি শ্লাঘনীয়ং তস্যাঃ॥ (দুর্গস্বামিনঃ).

প্রথম শতক

৭

ক্ষমতা সহেনা পরের পীড়ন এ কথা জগতে সবাই জানে ;
চরণ আঘাত সহিবে অশোক, বলো না তোমরা কোন বা প্রাণে ?
তাই সে রাঙিয়া রক্ত চরণে প্রোষিত-পতিকা পোড়ায় নিতি।
সে আগুনে পোড়ে সকল রমণী বৈরভাবের এই তো রীতি।—প্রবারক

৮

আমাদের গ্রামে পদ্মের বন কত না সুষমা দেহেতে ধরে,
শিশির শীতল হিম ঋতু তারে ফেলেছে টানিয়া মাটির পরে।
আমাদের সেই গ্রাম-মণ্ডন কমলবনের আজব দেশ,
ছিন্ন শীর্ণ তিলক্ষেতসম মাটিতে পড়িয়া হ'য়েছে শেষ।—কুমারিল।

৯

শালিখেতগুলি পাকিয়া উঠেছে—ধবলপ্রান্ত বলিছে তাই।
ধান কাটা হোলে শালি অরণ্যে গোপন থাকার উপায় নাই।
অবনত মুখে কেঁদো না সখীটি, তোমারে নিভৃতে বলা তো যায়,
শণ ক্ষেতগুলি দুলিছে বাতাসে হরিতালমুখী নটীর প্রায়।—মহেন্দ্র।

১০

চাঁদমুখখানি ঘুরায়ে অমন কেঁদো না কেঁদো না সই!
প্রেমের স্বভাব কেহ বুঝিবে না, তথাপি তোমারে কই।
আসল কথাটি, নব-বালুঙ্কি-তন্তু-কুটিল প্রেম,
মুগ্ধ কবিরা যাহারে কহিছে শুদ্ধ কষিত হেম।—অলক।

১১

প্রিয়তম দেখ মানিনী প্রিয়ার চরণে পতিত ভাঙ্গাতে মান ;
শিশু ছেলে তার পিঠে চড়িয়াছে পিতাকে করেছে চলার যান
চলে না বলিয়া চলার বুলিটি বলিয়া চলিছে অনর্গল,
হাসিতে হাসিতে বধূটি বাঁচে না, টুটে যায় তার মানের ছল।—দুর্গস্বামী

১২

সখী জানে সব, সমানে সমানে
পীরিতির রীতি কথাটা ঠিক ;
মরে সে মরুক, মরণেই সুখ—
ওগো বিনোদিয়া! তোমাকে ধিক্।—দুর্গস্বামী।

১৩

ঘরিণীএ মহাণস-কম্ম-লগ্‌গ-মসি-মলিইএণ হত্থেণ।
ছিত্তং মুহং হসিজ্জই চন্দাবত্থং গঅং পইণা ॥ হালস্‌স।
গৃহিণ্যাঃ মহানস-কর্ম্ম-লগ্ন-মসী-মলিনিতেন হস্তেন।
স্পৃষ্টং মুখং হস্যতে চন্দ্রাবস্থং গতং পত্যা ॥ (হালস্য)

১৪

রন্ধণ-কম্ম-ণিউণিএ মা জূরস্থ রত্ত-পাডল-সুঅন্ধং।
মুহ-মারুঅং পিঅন্তো ধূমাই সিহী ণ পজ্জলই ॥ ভীমসামিণো।
রন্ধন-কর্ম-নিপুণিকে মা খিদ্যস্ব রক্ত-পাটল-সুগন্ধম্‌।
মুখ-মারুতং পিবন্‌ ধূমায়তে শিখী ন প্রজ্বলতি ॥ (ভীমস্বামিনঃ)

১৫

কিং কিং দে পডিহাসই সহীহিঁ ইঅ পুচ্ছিআএ মুদ্ধাএ।
পঢমুগ্‌গঅ-দোহণীএ ণবরং দইঅং গআ দিট্‌ঠী ॥ গঅসীহস্‌স।
কিং কিং তে প্রতিভাসতে সখীভিঃ ইতি পৃষ্টায়াঃ মুগ্ধায়াঃ।
প্রথমোদ্গত-দোহদিন্যাঃ কেবলং দয়িতং গতা দৃষ্টিঃ ॥ (গজসিংহস্য)

১৬

অমঅমঅ গঅণ-সেহর রঅণী-মুহ-তিলঅ চন্দ দে ছিবস্থ।
ছিত্তো জেহিঁ পিঅঅমো মমং পি তেহিং বিঅ করেহিং ॥ হালস্‌স।
অমৃতময় গগন-শেখর রজনী-মুখ-তিলক চন্দ্র হে স্পৃশ।
স্পৃষ্টঃ যৈঃ প্রিয়তমঃ মাং অপি তৈঃ এব করৈঃ ॥ (হালস্য)

১৭

এহিই সো বি পউত্থো অহং অ কুপ্পেজ্জ সো বি অণুণেজ্জ।
ইঅ কস্‌স বি ফলই মণোরহাণঁ মালা পিঅঅমম্মি ॥ সিরিধম্মঅস্‌স।
এষ্যতি সঃ অপি প্রোষিতঃ অহং চ কুপিষ্যামি সঃ অপি অনুনেষ্যতি।
ইতি কস্য অপি ফলতি মনোরথানাং মালা প্রিয়তমে ॥ (শ্রীধর্ম্মকস্য)

১৮

দুগ্‌গঅ-কুটুম্বঅট্‌ঠী কহং ণু মএ ধোইএণ সোঢব্বা।
দসিওসরন্ত-সলিলেণ উঅহ রুণ্ণং ব পডএণ ॥ সিরিধম্মঅস্‌স।
দুর্গত-কুটুম্বাকৃষ্টিঃ কথং নু ময়া ধৌতেন সোঢ়ব্যা।
দশাপ্রসরৎ-সলিলেন পশ্যত রুদিতং ইব পটকেন ॥ (শ্রীধর্ম্মকস্য ?)

১৩

রন্ধনশালে শতকাজ মাঝে বধূটি রয়েছে ব্যস্ত,
ঘোমটা টানিতে মুখ ছুঁয়ে যায় কালিতে মলিন হস্ত ;
আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমেছে—পতিমুখে হাসি ভায় ;
কালির পরশ যেন গো হয়েছে কলঙ্ক তার গায়।—হাল।

১৪

রক্ত-পাটল অধরের ফাঁকে যে বায়ু দিতেছ তুমি,
স্বর্গ মানিছে হুতাশন আজ নিঃশেষে তায় চুমি।
কেবল ধোঁয়ার আঁধার ছড়ায় জ্বলে না অগ্নিশিখা
বৃথা খেদ তুমি পেয়ো না, পেয়ো না, রন্ধন নিপুণিকা।—ভীমস্বামী।

১৫

বল সখী সাধ—দোহদপূরণ
আমাদের কাছে পুণ্য কাজ।
স্বামীর মুখেতে স্থাপিয়া নয়ন
পূরিছে দোহদ মুগ্ধা আজ।—গজসিংহ।

১৬

গগনশেখর চন্দ্রমা যেন রমণী ললাটে টিপ্,
অমিয় ধারায় জনম যাহার—উজ্জ্বল যেন দীপ।
ওগো সুধাকর! যে করে পরশ আমার প্রিয়ের দেহ,
সেই কর দিয়ে আমারে ছুঁইও, জানিব তোমার স্নেহ।—হাল।

১৭

প্রিয়তম মোর প্রবাস ছাড়িয়া আসিবে আবার আমার কাছে,
আমি তার সাথে মান অভিমানে কথাটি কব না, মনেতে আছে।
সে'ও বহুবার সাধিবে, আমার তথাপি যাবে না কৃতক রোষ,
বাসনার মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া মরিছে মানুষ ওই তো দোষ।—শ্রীধর্মক

১৮

আছি এক কোণে মলিন বস্ত্র দেখেও দেখে না সকল লোক ;
তোমরা বলিবে ঝকঝকে হই—আমিও বলিব তাহাই হোক।
শুভ্র বস্ত্র দেখিলে সবার ভোগের বাসনা বাড়িয়া যায়।
মলিন বস্ত্র সলিল ঝরায়ে দশামুখে ওই কাঁদিছে হায়।—শ্রীধর্মক।

১৯

কোসম্ব-কিসলঅ-বণ্ণঅ তণ্ণঅ উণ্ণামিএহিঁ কণ্ণেহিং।
হিঅঅ-ট্ঠিঅং ঘরং বচ্চমাণ ধবলত্তণং পাব ॥ গজস্স।

কোশাম্র-কিসলয়-বর্ণক তর্ণক উন্নামিতাভ্যাং কর্ণাভ্যাম্।
হৃদয়-স্থিতং গৃহং ব্রজন্ ধবলত্বং প্রাপ্নুহি ॥ (গজস্য)

২০

অলিঅ-পসুত্তঅ-বিণিমীলিঅচ্ছ দে সুহঅ মজ্ঝ ওআসং।
গণ্ড-পরিউম্বণাপুলইঅঙ্গ ণ পুণো চিরাইস্সং ॥ চন্দসামিণো।

অলীক-প্রসুপ্তক-বিনির্মীলিতাক্ষ হে (দদস্ব) সুভগ মম অবকাশম্।
গণ্ড-পরিচুম্বনা-পুলকিতাঙ্গ ন পুনঃ চিরয়িষ্যামি ॥ (চন্দ্রস্বামিনঃ)

২১

অসমত্ত-মণ্ডণা বিঅ বচ্চ ঘরং সে সকোউহল্লস্স।
বোলাবিঅ-হলহলঅস্স পুত্তি চিত্তে ণ লগ্গিহিসি ॥ কালিরাঅস্স।

অসমাপ্ত-মণ্ডনা এব ব্রজ গৃহং তস্য সকৌতূহলস্য।
ব্যতিক্রান্তৌৎসুক্যস্য পুত্রি চিত্তে ন লগিষ্যসি ॥ (কলিরাজস্য)

২২

আঅর-পণামিওট্ঠং অঘড়িঅ-ণাসং অসংহঅ-ণিডালং।
বণ্ণ-ঘিঅ-তুপ্প-মুহিএ তীএ পরিউম্বণং ভরিমো ॥ বঙ্গবিআরস্স।

আদর-প্রণামিতৌষ্ঠং অঘটিত-নসং অসংহত-ললাটম্।
বর্ণ ঘৃত-লিপ্ত-মুখ্যাঃ তস্যাঃ পরিচুম্বনং স্মরামঃ ॥ (বঙ্গবিকারস্য)

২৩

অণ্ণা-সআই দেন্তী তহ সুরএ হরিস-বিঅসিঅ-কবোলা।
গোসে বি ওণঅ-মুহী অহ সেত্তি পিআণং সদ্দহিমো ॥ মঅরন্দঅস্স।

আজ্ঞা-শতানি দদতী তথা সুরতে হর্ষ-বিকসিত কপোলা।
প্রাতঃ অপি অবনত-মুখী ইয়ং সা ইতি প্রিয়াং ন শ্রদ্দধ্মঃ ॥ (মকরন্দকস্য)

২৪

পিঅ-বিরহো অপ্পিঅ-দংসণং অ গরুআইঁ দো বি তুক্খাইং।
জীএঁ তুমং কারিজ্জসি তীএঁ ণমো আহিজাঈএ ॥ বসুআরিণো।

প্রিয়-বিরহঃ অপ্রিয়-দর্শনং চ গুরুকে দ্বে অপি দুঃখে।
যয়া ত্বং কার্যসে তস্যৈ নমঃ আভিজাত্যৈ ॥ (বসুকারিণঃ)

১৯

আরে রে বাছুর কাণ খাড়া তোর
নবপল্লব বরণ দেহে ;
ষাঁড় হয়ে যাবি যখন ঢুকিবি অভিমত
তোর পীরিতি গেহে।—গঙ্গ।

২০

ছলনার ঘুমে ওগো অচেতন! আঁখি ছুটি বুজি আছ তো বেশ।
গণ্ডে তোমার চুম্বন দিয়ে পেয়েছি দেখিতে ঘুমের দেশ।
রোমাঞ্চ-ভরা সকল অঙ্গ আঁখি পাতা ছুটি নড়িয়া ওঠে ;
দাও অবকাশ শয্যার কোণে বিলম্ব আর হবে না মোটে।—চন্দ্রস্বামী।

২১

দেরী করিও না বাছাটি আমার রূপটান যত সাধিও পরে,
নয়ন তারায় ভালবাসা আসে মণ্ডন সেথা ঝুরিয়া মরে।
দেরী হোলে তোর সব ভেঙ্গে যাবে টুটিবে সকল নেশার ঘোর।
আর না লাগিবি মনেতে তাহার—বলিনু সত্য, মেয়েটি মোর।—কলিরাজ।

২২

ঘৃত আর সেই হলদি গুঁড়ায়
লিপ্ত তথাপি বাড়িয়ে মুখ ;
কপাল নাসিকা বাঁচায়ে আমাকে
চুমেছে আদরে—স্মরি সে সুখ।—বঙ্গবিকার।

২৩

কালি রজনীতে বিলাস শয়নে বিকচ কপোলে আমার প্রিয়া,
অনঙ্গ রসে নিমীল নয়নে শত প্রকারের আদেশ দিয়া।
আজি প্রভাতের শান্ত আলোকে নবরূপ নিয়ে দাঁড়াল আসি—
অবনত মুখে কল্যাণীরূপে,—রজনীর স্মৃতি গেল গো ভাসি।—মকরন্দক।

২৪

প্রিয়ের বিরহ অপ্রিয় লাভ—দুই হয় গুরু দুখ,
বিনা আহ্বানে দরশন দিলে মর্যাদা নীচু মুখ।
নমো নমো নমো বড়র পীরিতি মিলহীন পরিণাম,
তোমার কুলের মর্যাদা লভি পূরিয়াছে মোর কাম।—বসুকারী।

২৫

একো বি কহ্ব-সারো ণ দেই গন্তুং পআহিণ-বলন্তো।
কিং উণ বাহাউলিঅং লোঅণ-জুঅলং পিঅমাএ ॥২৫॥ কালসারস্‌স।

একঃ অপি কৃষ্ণসারঃ ন দদাতি গন্তুং প্রদক্ষিণং বলন্‌।
কিং পুনঃ বাষ্পাকুলিতং লোচন-যুগলং প্রিয়তমায়াঃ ॥ (কালসারস্য)

২৬

ণ কুণন্তো ব্বিঅ মাণং ণিসাসু সুহ-সুত্ত-দর-বিবুদ্ধাণং।
সুণ্ণইঅ-পাস-পরিমূসণ-বেঅণং জই সি জাণন্তো ॥ অদ্ধরাঅস্‌স।

ন অকরিষ্যঃএব মানং নিশাসু সুখ-সুপ্ত-দর-বিবুদ্ধানাম্।
শূন্যীকৃত-পার্শ্ব-পরিমোষণ-বেদনাং যদি অজ্ঞাস্যঃ ॥ (অর্ধরাজস্য)

২৭

পণঅ-কুবিআণঁ দোণ্‌থ বি অলিঅ-পসুত্তাণঁ মাণইল্লাণং।
ণিচ্চল-নিরুদ্ধ--ণীসাস-দিণ্ণ-কণ্ণাণঁ কো মল্লো ॥ কুমারস্‌স।

প্রণয়-কুপিতয়োঃ দ্বয়োঃ অপি অলীক-প্রসুপ্তয়োঃ মানবতোঃ।
নিশ্চল-নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাস-দত্ত-কর্ণয়োঃ কঃ মল্লঃ ॥ (কুমারস্য)

২৮

ণব-লঅ-পহরং অঙ্গে জেহিঁ জেহিঁ মহই দেবরো দাউং।
রোমঞ্চ-দণ্ড-রাঈ তহিং তহিং দীসই বহূএ ॥ পণামস্‌স।

নব-লতা-প্রহারং অঙ্গে যত্র যত্র কাঙ্ক্ষতি দেবরঃ দাতুম্।
রোমাঞ্চ-দণ্ড-রাজিঃ তত্র তত্র দৃশ্যতে বধ্বাঃ ॥ (প্রণামস্য)

২৯

অজ্জ মএ তেণ বিণা অণুহূঅ-সুহাইঁ সংভরন্তীএ।
অহিণব-মেহাণঁ রবো ণিসামিও বজ্ঝ-পডহো ব্ব ॥ কল্লাণস্‌স।

অদ্য ময়া তেন বিনা অনুভূত-সুখানি সংস্মরন্ত্যা।
অভিনব-মেঘানাং রবঃ নিশামিতঃ বধ্য-পটহঃ ইব ॥ (কল্যাণস্য)

৩০

নিক্কিব জাআ-ভীরুঅ দুদ্দংসণ নিম্ব-ঈড-সারিচ্ছ।
গামো গামণি-ণন্দণ তুজ্ঝ কএ তহ বি তণুআই ॥ হরিআলস্‌স।

নিষ্কৃপ জায়া-ভীরুক দুর্দর্শন নিম্ব-কীট-সদৃক্ষ।
গ্রামঃ গ্রামণী-নন্দন তব কৃতে তথা অপি তনুকায়তে ॥ (হরিতালস্য)

২৫

হাতের ডাহিনে চলিবে যখন কৃষ্ণশবল হরিণ—বাধা ;
পথিকের চলা বন্ধ তখন, উপায় থাকে না, বৃথাই কাঁদা।
একটি সে শুধু, তথাপি তাহার ক্ষমতা এমন রয়েছে যদি,
কি কথা কহিবে ? প্রিয়ার নয়নে ঝরিবে যখন অশ্রুনদী।—কালসার।

২৬

গভীর রজনী ঘুমে অচেতন আজিকে সবাই লভিছে সুখ,
পোড়া দুই চোখে নিদ্রা আসে না,—ইহার অধিক আছে কি দুখ ?
পাশের শয্যা কাঁদিছে নীরবে—আমার চোখেতে অশ্রুবাণ,
এ বেদনা যদি জানিতে হে প্রিয় ! শূন্যে মিলাতো তোমার মান।—অর্ধরাজ

২৭

প্রণয় কলহে কপট নিদ্রা দেখায়ে আজিকে দুইটি প্রাণী,
কি ফল লভিবে, বুঝিতে পারিনে—ক্ষমতার এক লড়াই মানি।
নিশ্বাস ওরা রুদ্ধ ক'রেছে, হুশিয়ারী আছে দুইটি কানে,
প্রতিযোগিতার মল্লভূমিতে কে বা হারে আজ প্রণয় মানে ?—কুমার।

২৮

নরম লতার প্রহার দেবর
যে অঙ্গে তার হানিছে আজ,
সে অঙ্গ দেখ, নববধূটির
ধারণ করিছে পুলক সাজ।—প্রণাম।

২৯

বিরহ শয়নে লুণ্ঠিত আমি সাথীহীন অমারাতি—
মিলন বাসরে যে সুখ লভেছি তাহারি মালিকা-গাঁথি।
অভিনব ওই মেঘ গরজনে ফেটে যায় মোর বুক।
বধ্যভূমির পটহনিনাদে করে যেন ধুক্ ধুক্।—কল্যাণ।

৩০

করুণাবিহীন গ্রামপতিসুত !—
বধূরে ডরাও, নিমের কীট !
ডুমুরের ফুল ! তরুণীরা কাঁদে,
আপন গ্রামেতে ফিরাও দিঠ।

৩১

পহর-বণ-মগ্‌গ-বিসমে জাআ কিচ্ছেণ লহই সে ণিদ্দং।
গামণি-উত্তস্‌স উরে পল্লী উণ সা সুহং সুবই ॥ অঙ্গরাঅস্‌স।

প্রহার-ব্রণ-মার্গ-বিষমে জায়া কৃচ্ছ্রেণ লভতে তস্য নিদ্রাম্।
গ্রামণী-পুত্রস্য উরসি পল্লী পুনঃ সা সুখং স্বপিতি॥ (অঙ্গরাজস্য)

৩২

অহ সংভাবিঅ-মগ্‌গো সুহঅ তুএ জেব্ব ণবরঁ ণিব্বূঢ়ো।
এণ্‌থিং হিঅএ অণ্ণং অণ্ণং বাআই লোঅস্‌স॥ ভোজঅস্‌স।

অয়ং সংভাবিত-মার্গঃ সুভগ ত্বয়া এব কেবলং নির্ব্যূঢ়ঃ।
ইদানীং হৃদয়ে অন্যং অন্যং বাচি লোকস্য॥ (ভোজকস্য)

৩৩

উণ্‌থাই ণীসসন্তো কিংতি মহ পরম্মুহীএ সঅণদ্ধে।
হিঅঅং পলীবিঅ বি অণুসএণ পুট্‌ঠিং পলীবেসি॥ অণঙ্গস্‌স।

উষ্ণানি নিঃশ্বসন্ কিমিতি মম পরাঙ্‌মুখ্যাঃ শয়নার্ধে।
হৃদয়ং প্রদীপ্য অপি অনুশয়েন পৃষ্ঠং প্রদীপয়সি॥ (অনঙ্গস্য)

৩৪

তুহ বিরহে চিরআরঅ তিস্‌সা নিবডন্ত-বাহ-মইলেণ।
রই-রহ-সিহর-ধএণ ব মুহেণ ছাহি ব্বিঅ ণ পত্তা॥ অণঙ্গস্‌স।

তব বিরহে চিরকারক তস্যাঃ নিপতদ্‌-বাষ্প-মলিনেন।
রবি-রথ-শিখর-ধ্বজেন ইব মুখেন ছায়া এব ন প্রাপ্তা॥ (অনঙ্গস্য)

৩৫

দিঅরস্‌স অসুদ্ধ-মণস্‌স কুল-বহূ ণিঅঅ-কুড্ড-লিহিআইং।
দিঅহং কহেই রামাণুলগ্গ-সোমিত্তি-চরিআইং॥ হালস্‌স।

দেবরস্য অশুদ্ধ-মনসঃ কুল-বধূঃ নিজক-কুড্য-লিখিতানি।
দিবসং কথয়তি রামানুলগ্ন-সৌমিত্রি-চরিতানি॥ (হালস্য)

৩৬

চত্তর-ঘরিণী পিঅ-দংসণা অ তরুণী পউথ-পইআ অ।
অসঈ-সঅজ্জিআ দুগ্‌গআ অ ণ হু খণ্ডিঅং সীলং॥ মহিলস্‌স।

চত্বর-গৃহিণী প্রিয়-দর্শনা চ তরুণী প্রোষিত-পতিকা চ।
অসতী-প্রতিবেশিনী দুর্গতা চ ন খলু খণ্ডিতং শীলম্॥ (মহিলস্য।)

৩১

গ্রামণীর ছেলে ঘুমে অচেতন নিষ্প্রাণ আজ সারাটি পুরী,
ঘুম নাই চোখে নববধূটীর—রূপে অনুপমা ফুলের কুঁড়ি।
ব্রণে অঙ্কিত স্বামীর বক্ষে মাথাটি রাখিয়া ভাবিছে হায়!
প্রহর বাজিছে—আজিকার নিশি বুঝিবা তাহার বিফলে যায়।—অঙ্গরাজ।

৩২

ভদ্রজনের আচরিত পথ
তুমিই রেখেছ নিতি ;
মনে এক কথা মুখেতে আরেক
হয়েছে কালের রীতি।—ভোজক।

৩৩

দুঃখ আমায় দিয়েছ প্রচুর এ কথা তোমার জানা ;
আধ শয্যায় শয়ন লভেছ তাহাতে করিনে মানা।
পাশ ফিরে আছি—লাগিছে তোমার উষ্ণ শ্বাসের তাপ,
মনটি পোড়ায়ে পিঠ পোড়াইছ—এত কী আমার পাপ!—অনঙ্গ।

৩৪

অশ্রু-মলিন দীর্ঘ বিরহে
বঞ্চিত সে যে সকল ভোগ ;
সূর্য রথের চূড়ার মতন
হারিয়ে ফেলেছ ছায়ার যোগ॥—অনঙ্গ।

৩৫

চঞ্চল মন দেবরের তরে
অগ্রজবধূ সারাটি দিন,
দেয়াল চিত্রে বর্ণনা করে
রামানুজ কথা বিরামহীন।—হাল।

৩৬

.নরালা পথের চত্বরে বাস—যেই নারী সুন্দরী,
যৌবন আসি যাহার অঙ্গে দিয়েছে সুষমা ভরি ;
অথবা যে নারী প্রবাসীর বধূ কিংবা যে দুর্বল,
কুলটা নারীর কাছে বাস করি খোয়াইবে সম্বল।—মহিল

৩৭

তালূর-ভমাউল-খুডিঅ-কেসরো গিরি-ণঈএঁ পূরেণ।
দর-বুড্ড-উবুড্ড-ণিবুড্ড-মহুঅরো হীরই কলম্বো॥ অবটঙ্কস্‌স।
জলাবর্ত-ভ্রমাকুল-খণ্ডিত-কেসরঃ গিরি-নদ্যাঃ পূরেণ।
দর-মগ্নোন্মগ্ন-নিমগ্ন-মধুকরঃ হ্রিয়তে কদম্বঃ॥ (অবটঙ্কস্য)

৩৮

অহিআঅ-মাণিণো দুগ্‌গঅস্‌স ছাহিং পইস্‌স রক্‌খন্তী।
ণিঅ-বন্ধবাণঁ জুরই ঘরিণী বিহবেণ এন্তাণং॥ চুল্লোগস্‌স।
আভিজাত্য-মানিনঃ দুর্গতস্য ছায়াং পত্যুঃ রক্ষন্তী।
নিজ-বান্ধবেভ্যঃ ক্রুধ্যতি গৃহিণী বিভবেন আগচ্ছদ্ভ্যঃ॥ (চুল্লোকস্য)

৩৯

সাহীণে বি পিঅঅমে পত্তে বি খণে ণ মণ্ডিও অপ্পা।
দুগ্‌গঅ-পউত্থ-বইঅং সঅজ্জিঅং সণ্ঠবন্তীএ॥ রবিরাঅস্‌স।
স্বাধীনে অপি প্রিয়তমে প্রাপ্তে অপি ক্ষণে ন মণ্ডিতঃ আত্মা।
দুর্গত-প্রোষিত-পতিকাং প্রতিবেশিনীং সংস্থাপয়ন্ত্যা॥ (রবিরাজস্য)

৪০

তুজ্ঝ বসই ত্তি হিঅঅং ইমেহিঁ দিট্‌ঠো তুমং তি অচ্ছীইং।
তুহ বিরহে কিসিআইং তি তীএঁ অঙ্গাইঁ বি পিআইং॥ মুদ্দস্‌স।
তব বসতিঃ ইতি হৃদয়ং আভ্যাং দৃষ্টঃ ত্বং ইতি অক্ষিণী।
তব বিরহে কৃশিতানি ইতি তস্যাঃ অঙ্গানি অপি প্রিয়াণি॥ (মুদ্রস্য)

৪১

সব্ভাব-ণেহ-ভরিএ রত্তে রজ্জিজ্জই ত্তি জুত্তমিণং।
অণহিঅএ উণ হিঅঅং জং দিজ্জই তং জণো হসই॥ হালস্‌স।
সদ্ভাব-স্নেহ-ভরিতে রক্তে রজ্যতে (রক্তীভূয়তে) ইতি যুক্তং ইদম্‌।
অহৃদয়ে পুনঃ হৃদয়ং যৎ দীয়তে তৎ জনঃ হসতি॥ (হালস্য)

৪২

আরম্ভন্তস্স ধুঅং লচ্ছী মরণং বি হোই পুরিসস্‌স।
তং মরণমণারম্ভে বি হোই লচ্ছী উণ ণ হোই॥ বল্লহস্‌স।
আরভমাণস্য ধ্রুবং লক্ষ্মীঃ মরণং অপি ভবতি পুরুষস্য।
তৎ মরণং অনারম্ভে অপি ভবতি লক্ষ্মীঃ পুনঃ ন ভবতি॥ (বল্লভস্য)

৩৭

গিরি নদী ধায় তীব্র ধারায় আবর্ত তার উঠিছে তুলি,
তার মাঝে ঘোরে কদম্ব ফুল ছিন্ন তাহার কেশরগুলি।
তথাপি তাহাতে মুগ্ধ ভ্রমর ডুবিছে উঠিছে ছাড়ে না তায়,
ইঙ্গিতে বোঝ হতাশ প্রেমিক! স্পষ্ট কথায় বুঝান দায়।—অবটঙ্ক।

৩৮

গেছে সুখ গেছে, যায় নাই খ্যাতি, আভিজাত্যের গর্ব আছে;
সেই গর্বেতে গর্বিতা নারী ছায়াটি স্বামীর ধরিয়া বাঁচে।
এমন নারীর কাছে যদি কভু উপহার আনে বন্ধুজন;
বিভব তাদের তুচ্ছ করিবে সতী নারী সেই বুঝিয়া মন।—চুল্লোক।

৩৯

প্রিয়তম তার আছে সদা বশে, মিলন আজিকে হয়েছে যদি।
মণ্ডন লভি শততরঙ্গে উদ্বেল হোক তনুর নদী!
তথাপি সে সতী ছেড়েছে আজিকে প্রসাধন কলা সকল সাজ।
চঞ্চলা কোন পথিক বধূরে ধৈর্যের ফল শিখাতে আজ।—রবিরাজ।

৪০

তুমি বাস করো হৃদয়ে তাহার—তাই সে হৃদয় স্বর্গ জানে;
দুটি চোখ দিয়ে দেখেছে তোমাকে, তাই নয়নের গরিমা মানে।
তোমারি বিরহ শততাপ দিয়ে অঙ্গ তাহার করেছে ক্ষয়
তথাপি সে তনু প্রিয় তার কাছে, কণ্ঠে উঠিছে তোমারি জয়। মুদ্র

৪১

সত্য প্রেমের টানেতে যদি বা হৃদয় তোমার যায়,
সুচরিতা সেই নারীর বিজয়ে করিব না হায় হায়!
সে যে মায়াবিনী তোমারে বাঁধিছে মিথ্যা লীলায় ছলি,
পঙ্কে পড়িয়া লোক হাসাইছ—একথা কাহারে বলি।—হাল।

৪২

কাজে হাত দিলে লক্ষ্মী আসিবে
মরণও আসিতে পারে।
হাত টান দিলে মরণ ঠেকে না,—
লক্ষ্মী বিমুখ তারে।—বল্লভ।

৪৩

বিরহাণলো সহিজ্জই আসা-বন্ধেণ বল্লহ-জণস্‌স।
এক-গ্‌গাম-পবাসো মাএ মরণং বিসেসেই॥ অমিঅস্‌স।
বিরহানলঃ সহ্যতে আশা-বন্ধেন বল্লভ-জনস্য।
এক-গ্রাম-প্রবাসঃ মাতঃ মরণং বিশেষয়তি॥ (অমৃতস্য)

৪৪

অক্‌খডই পিআ হিঅএ অণ্ণং মহিলা-অণং রমন্তস্‌স।
দিট্‌ঠে সরিসম্মি গুণে অসরিসম্মি গুণে অঈসন্তে॥ রইরাঅস্‌স।
আস্খলতি প্রিয়া হৃদয়ে অন্যং মহিলা-জনং রমমাণস্য।
দৃষ্টে সদৃশে গুণে অসদৃশে গুণে অদৃশ্যমানে॥ (রতিরাজস্য)

৪৫

ণই-উর-সচ্ছহে জোব্বণম্মি অই-পবসিএসু দিঅসেসু।
অণিঅত্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দড্‌ঢমাণেণ॥ পবণরাঅস্‌স।
নদী-পূর-সদৃশে যৌবনে অতি-প্রোষিতেষু দিবসেষু।
অনিবৃত্তাসু চ রাত্রিষু পুত্রি কিং দগ্ধ-মানেন॥ (পবনরাজস্য)

৪৬

কল্লং কির খর-হিঅও পবসিহিই পিও ত্তি সুণ্ণই জণম্মি।
তহ বড্‌ঢ ভঅবই ণিসে জহ সে কল্লং বিঅ ণ হোই॥ ণিপ্‌পটস্‌স।
কল্যং কিল খর-হৃদয়ঃ প্রবৎস্যতি প্রিয়ঃ ইতি শ্রূয়তে জনে।
তথা বর্ধস্ব ভগবতি নিশে যথা তস্য কল্যং এব ন ভবতি॥ (নিষ্পটস্য)

৪৭

হোন্ত-পহিঅস্‌স জাআ আউচ্ছণ-জীঅ-ধারণ-রহস্‌সং।
পুচ্ছন্তী ভমই ঘরং ঘরেণ পিঅ-বিরহ-সহিরীও॥ সীহস্‌স।
ভবিষ্যৎ-পথিকস্য জায়া আপৃচ্ছন-জীব-ধারণ-রহস্যং।
পৃচ্ছন্তী ভ্রমতি গৃহং গৃহেণ প্রিয়-বিরহ-সহনশীলাঃ॥ (সিংহস্য)

৪৮

অণ্ণ-মহিলা-পসঙ্গং দে দেব করেসু অম্‌হ দইঅস্‌স।
পুরিসা এক্কন্ত-রসা ণ হু দোস-গুণে বিআণন্তি॥ অণিরুদ্ধস্‌স।
অন্য-মহিলা-প্রসঙ্গং হে দেব কুরু অস্মাকং দয়িতস্য।
পুরুষাঃ একান্ত-রসাঃ ন খলু দোষ-গুণৌ বিজানন্তি॥ (অনিরুদ্ধস্য)

৪৩

প্রিয়তম মোর বড় কাছাকাছি বলিব দুঃখ কাহার কাছে ?
বাদল বাতাসে দুলিছে মালতী বৃন্ত তাহারে ধরিয়া আছে।
আমার পরাণ ঝরিয়া পড়িত, কেবল আছে গো আশার বাঁধ ;
এক গ্রামে থাকি—মরণ আমার, তথাপি তাহাতে বাঁচার সাধ।—অমৃত।

৪৪

পরকীয়া রসে মজেছে যে জন
তাহারো হৃদয়ে আপন বধূ,
সম গুণরসে উঠে গো জাগিয়া—
বিরোধেও আছে এমন মধু।—রতিরাজ।

৪৫

জোয়ারের জল রহে না তো বাছা ! ভাঁটার সোঁতের টানে ;
দিবসের আলো ভাসিয়া চলেছে অস্ত সাগর পানে।
রাতের আকাশে রূপের প্লাবন—সেও নহে সনাতন,
মুখে ছাই তোর মানের গরবে, অনিত্য যৌবন।—পবনরাজ।

৪৬

কাল চলে যাবে প্রবাসের লাগি শুনে সে পরাণ কাঁদে ;
কৈতব প্রেম বেঁধেছে আমারে মিথ্যা মায়ার ফাঁদে।
আনমুখে এই বার্তা শুনিব, আমারে কহিতে নাই !
নিশা দেবী তুমি প্রভাত হোয়ো না, মাগিব আজিকে তাই।—নিপট।

৪৭

বিচ্ছেদ-ভীতা পথিক-বনিতা গৃহে গৃহে ছুটে যায়,
ভাবী বেদনার ছায়াটি দেখিয়া অজ্ঞাত বেদনায়।
বিরহ বেদনা বেঁধেছে যে নারী ধৈর্যের বাঁধ দিয়া,
জীবন ধারণ প্রণালী শিখিবে তাহারি পথটি নিয়া।—সিংহ।

৪৮

হে আমার দেব ! তাহার লাগিয়া বিরচিয়া এক প্রেমের ফাঁদ ;
অন্য নারীর বাহুপাশে বেঁধে বুঝাও তাহারে বিষের স্বাদ।
নতুন প্রেমের নতুন রঙ্গে মুখটি পূরিবে লবণ জলে
একনিষ্ঠার রসের তত্ত্ব মূর্খ পুরুষে দাও গো বলে।—অনিরুদ্ধ।

৪৯

থোঅং পি ণ ণীসরঈ মজ্ঝণ্ণে উঅ সরীর-তল-লুক্কা।
আঅব-ভএণ ছাহী বি পহিঅ কিং ণ বীসমসি॥ সুরভিবচ্ছস্‌স।
স্তোকং অপি ন নিঃসরতি মধ্যাহ্নে পশ্য শরীর-তল-লুক্কায়িতা (লীনা)।
আতপ-ভয়েন ছায়া অপি পথিক তৎ কিং ন বিশ্রাম্যসি॥ (সুরভিবৎসস্য)

৫০

সুহ-উচ্ছঅং জণং দুল্লহং পি দূরাহি অম্হ আণন্ত।
উঅআরঅ জর জীঅং পি ণেন্ত ণ কআবরাহোসি॥ সগ্‌গবম্মস্‌স।
সুখ-পৃচ্ছকং জনং দুর্লভং অপি দূরাৎ অস্মাকং আনয়ন্।
উপকারক জর জীবং অপি নয়ন্ ন কৃতাপরাধঃ অসি॥ (স্বর্গবর্মণঃ)

৫১

আম-জরো মে মন্দো অহব ণ মন্দো জণস্‌স কা তত্তী।
সুহ-উচ্ছঅ সুহঅ সুঅন্ধ-অন্ধ মা অন্ধিঅং ছিবসু॥ কালস্‌স।
আম-জ্বরঃ মে মন্দঃ অথবা ন মন্দঃ জনস্য কা চিন্তা।
সুখ-পৃচ্ছক সুভগ সুগন্ধ-গন্ধ মা গন্ধিতাং স্পৃশ॥ (কালস্য)

৫২

সিহি-পিচ্ছ-লুলিঅ-কেসে বেবন্তোরু বিণিমীলিঅদ্ধচ্ছি।
দর-পুরিসাইরি বিসমরি জাণসু পুরিসাণঁ জং দুক্খং॥ কেসরস্‌স।
শিখি-পিচ্ছ-লুলিত-কেশে বেপমানোরু বিনিমীলিতার্ধাক্ষি।
দর-পুরুষায়িতে বিশ্রাম-শীলে জানীহি পুরুষাণাং যৎ দুঃখম্॥ (কেসরস্য)

৫৩

পেম্মস্‌স বিরোহিঅ-সংধিঅস্‌স পচ্চকৃখ-দিট্ঠ-বিলিঅস্‌স।
উঅঅস্‌স ব তাবিঅ-সীঅলস্‌স বিরসো রসো হোই॥ বম্মহস্‌স।
প্রেম্ণঃ বিরোধিত-সংধিতস্য প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট-ব্যলীকস্য।
উদকস্য ইব তাপিত-শীতলস্য বিরসঃ রসঃ ভবতি॥ (মন্মথস্য)

৫৪

বজ্জ-পডণাইরিক্কং পইণো সোউণ সিঞ্জিণী-ঘোসং।
পুসিআইং করিমরিএঁ সরিস-বন্দীণং পি ণঅণাইং॥ কণ্ণস্‌স।
বজ্রপতনাতিরিক্তং পত্যুঃ শ্রুত্বা শিঞ্জিনী-ঘোষম্।
প্রোঞ্ছিতানি বন্দ্যা সদৃশ-বন্দীনাং অপি নয়নানি॥ (কর্ণস্য)

৪৯

দুপুরের এই খর তাপে দেখ দেহের ছায়াটি পেয়েছে ভয়,
রৌদ্র দেখিয়া তনুটি জড়ায়ে এক হ'য়ে আজ লুকায়ে রয়।
নিরালা ঘরের নির্জন কোণে আছে গো আজিকে শীতল ছায়া,
মুগ্ধ পথিক ! বাহিরে আজিকে পুড়িবে তোমার সকল কায়া।—স্থরভিবৎস।

৫০

কুশল প্রশ্নে কৃতার্থ করে, আসে না আমার কাছে,
বার বার আমি ভেবেছি কত বা, কোন বা উপায় আছে ?
জ্বর ! তুমি আজ মিলায়েছ প্রিয়, তোমাতে নাহিক রোষ,
প্রাণটি নিলেও কোন কথা নাই, দেখিব না তব দোষ।—স্বর্গবর্মা।

৫১

আমাশয় জ্বর ভাল কি মন্দ
সে ভাবনা কেন অপর জনে ?
সুগন্ধে তব চিত্ত মজেছে
আম-গন্ধারে এনো না মনে।—কাল।

৫২

কলাপের মত চিকুর ফুরিছে
উরুযুগ কাঁপে, বুজেছে চোখ ;
শ্রান্ত সজনী ! বিশ্রাম লভ,
মনে মনে বোঝ পুরুষ-ভোগ।—যেসর।

৫৩

'মন ভেঙ্গে গেলে জোড়া দিয়ে তায় কৃত্রিম যত উপায় সাধি',
জীবিকা-চক্র যদি বা গো চলে, জীবন চলে না—বলিনু কাঁদি।
স্নিগ্ধ সলিলে তাপ দিয়ে শেষে জুড়াইয়া তারে শীতল বায়।
যত ঢাল তুমি, পাবে না কো সুখ ; বিরস রসের সাধনা তায়।—মন্মথ।

৫৪

ধনুর ছিলায় শিঞ্জিনী ওঠে আকাশের বাজ লজ্জা পায় ;
বীরজায়া বোঝে টঙ্কারধ্বনি তাহারি পতির হাতের ঘায়।
নিজে বন্দিনী—মোছায় আজিকে বন্দিনীদের চোখের জল।
'শোন তোরা সবে, কারা গৃহ আজ বুঝিবে আমার স্বামীর বল।'

৫৫

সহই সহই ত্তি তহ তেণ রামিআ স্থরঅ-দুব্বিঅদ্ধেণ।
পম্মাঅ-সিরীসাইং ব জহ সেঁ জাআই অঙ্গাইং ॥ কুস্থমাউহস্‌স।

সহতে সহতে ইতি তথা তেন রমিতা স্থরত-দুর্বিদগ্ধেন।
প্রম্লান-শিরীষাণি ইব যথা তস্যাঃ জাতানি অঙ্গানি ॥ (কুস্থমায়ুধস্য)

৫৬

অগণিঅসেস-জুআণা ৰালঅ বোলীণ-লোঅ-মজ্জাআ।
অহ সা ভমই দিসা-মুহ-পসারিঅচ্ছী তুহ কএণ ॥ গঅলজ্জিঅস্‌স।

অগণিতাশেষ-যুবকা বালক ব্যতিক্রান্ত-লোক-মর্যাদা।
অথ সা ভ্রমতি দিশা-মুখ-প্রসারিতাক্ষী তব কৃতেন ॥ (গতলজ্জিতস্য)

৫৭

করিমরি অআল-গজ্জির-জলআসণি-পডণ-পডিরবো এসো।
পইণো ধণু-রব-কঙ্খিরি রোমঞ্চং কিং মুহা বহসি ॥ মঅরন্দস্‌স।

বন্দি অকাল-গর্জনশীল-জলদাশনি-পতন-প্রতিরবঃ এষঃ।
পত্যুঃ ধনূ-রব-কাঙ্ক্ষণশীলে রোমাঞ্চং কিং মুধা বহসি ॥ (মকরন্দস্য)

৫৮

অজ্জ ৰেবঅ পউত্থো উজ্জাঅরও জণস্‌স অজ্জেঅ।
অজ্জেঅ হলিদ্দা-পিঞ্জরাই গোলা-ণই-তডাইং ॥ অসরিসস্‌।

অদ্য এব প্রোষিতঃ উজ্জাগরকঃ জনস্য অদ্য এব।
অদ্য এব হরিদ্রা-পিঞ্জরাণি গোদা-নদী-তটানি ॥ (অসদৃশস্য)

৫৯

অসরিস-চিত্তে দিঅরে স্থদ্ধ-মণা পিঅঅমে বিসম-সীলে।
ণ কহই কুডুম্ব-বিহডণ-ভএণ তণুআঅএ সোণ্‌হা ॥ মণ্ডহিবস্‌স।

অসদৃশ-চিত্তে দেবরে শুদ্ধ-মনাঃ প্রিয়তমে বিষম-শীলে।
ন কথয়তি কুটুম্ব-বিঘটন-ভয়েন তনুকায়তে স্নুষা ॥ (মণ্ডাধিপস্য)

৬০

চিন্তাণিঅ-দইঅ-সমাগমম্মি কঅ-মন্নুআই ভরিঊণ।
স্থণ্ণং কলহাঅন্তী সহীহিঁ রুণ্ণা ণ ওহসিআ ॥ মণ্ডহিবস্‌স।

চিন্তানীত-দয়িত-সমাগমে কৃত-মন্যুকানি স্মৃত্বা।
শূন্যং কলহায়মানা সখীভিঃ রুদিতা ন উপহসিতা ॥ (মণ্ডাধিপস্য)

৫৫

সুরতমল্ল চোয়াড়ের জ্বালা

কতবা সহিবে মেয়েটি মোর ;

দলিত-শিরীষ-অঙ্গ তাহার,

বেঁচে আছে সে যে,—কপাল জোর।—কুসুমায়ুধ ।

৫৬

কিশোর কুমার। তোমারি লাগিয়া

সে বালা নয়ন মেলিয়া আছে ;

লোক লাজ ভয় না গণিছে কিছু,

অন্য যুবারা বৃথাই যাচে।—গতলজ্জিত।

৫৭

ওগো বন্দিনী তোমার স্বামীর শিঞ্জিনী নয়—মেঘের রব ;

অকালের মেঘ বিজুলি হানিছে, আকাশ-পাতাল ভেবো না সব।

তোমার দেহের রোমাঞ্চ আজ ব্যর্থ আশার মিথ্যা ফল ;

কাল হরে নেয় জীবনের রস—এই কথা বুঝে লভ' গো বল।—মকরন্দ।

৫৮

তোমার ছেলেটি আজ চলে গেল সতীনের দল উঠিল বসে,

ওগো মা দেখ না ! হৃদয়হীনারা মাতিয়া উঠেছে লীলার রসে।

গোদাবরী তট রঙ্গিন হয়েছে, রূপটানে ঝরে হলুদ গুঁড়ি।

রত্ন ছাড়িয়া পিশাচীর দল, কুড়াইতে যায় পাথর নুড়ি॥—অসদৃ॰ ।

৫৯

অশোভন তার দেবর চরিত—

বেদনায় ক্ষীণ তনুতে বাঁচে ,

স্বামীর কাণেতে কথা নাহি তোলে,

আত্মীয়ছেদ হয় বা পাছে।—মণ্ডাধিপ।

৬০

শূন্যহৃদয়া বিরহিণী নারী ভাবের মিলন মনেতে আনি',

অতীতের যত অপরাধ স্মরি পতিসনে মাতে কলহে জানি'।

সখীরা তাহার হাসে না তো কেহ, উন্মাদদশা দেখিয়া আজ,

নয়নে তাদের অশ্রু গড়ায়, ভাসিয়া যায় গো সকল সাজ।—মণ্ডাধিপ।

৬১

হিঅঅগ্নএহিঁ সমঅং অসমত্তাইং পি জহ স্থহাবেন্তি।
কজ্জাই মণ্ণে ণ তহা ইঅরেহিঁ সমাবিআইং পি ॥ মণ্ডহিবস্স।

হৃদয়জ্ঞৈঃ সমং অসমাপ্তানি অপি যথা সুখয়ন্তি।
কার্যাণি মন্যে ন তথা ইতরৈঃ সমাপিতানি অপি ॥ (মণ্ডাধিপস্য)

৬২

দর-ফুডিঅ-সিপ্পি-সংপুড-ণিলুক্ক-হালাহলগ্গ-ছেপ্প-ণিহং।
পক্কম্বট্ঠি-বিণিগ্গঅ-কোমলমম্বঙ্কুরং উঅহ ॥ বম্হরাঅস্স।

দর-স্ফুটিত-শুক্তি-সংপুট-নিলীন-হালাহলাগ্র-পুচ্ছ-নিভম্।
পক্বাম্রাস্থি-বিনির্গত-কোমলং আম্রাঙ্কুরং পশ্যত ॥ (ব্রহ্মরাজস্য)

৬৩

উঅহ পডলন্তরোইণ্ণ-ণিঅঅ-তন্তুদ্ধ-পাঅ-পডিলগ্গং।
দুল্লক্খ-স্থত্ত-গুথেক্ক-বউল-কুস্থমং ব মক্কডঅং ॥ পালিতস্স।

পশ্যত পটলান্তরাবতীর্ণ-নিজক-তন্তূর্দ্ধ-পাদ-প্রতিলগ্নম্।
দুর্লক্ষ্য-সূত্র-গ্রথিতৈক-বকুল-কুসুমং ইব মর্কটকম্ ॥ (পালিতস্য)

৬৪

উঅরি দর-দিট্ঠ-থণ্ণুঅ-নিলুক্ক-পারাবআণঁ বিরুএহিং।
ণিত্থণই জাঅ-বেঅণঁ স্থলা-হিণ্ণং ব দেঅ-উলং ॥ পবরসেণস্স।

উপরি দর-দৃষ্ট-স্থাণুক-নিলীন-পারাবতানাং বিরুতৈঃ।
নিস্তনতি জাত-বেদনং শূলা-ভিন্নং ইব দেব-কুলম্ ॥ (প্রবরসেনস্য)

৬৫

জই হোসি ণ তসস্ পিআ অণুদিঅহং নীসহেহিঁ অঙ্গেহিং।
ণব-স্থঅ-পীঅ-পেউস-মত্ত-পাডি ব্ব কিং স্থবসি ॥ মুহরাঅস্স।

যদি ভবসি ন প্রিয়া অনুদিবসং নিঃসহৈঃ অঙ্গৈঃ।
নব-সূত-পীত-পীযূষ-মত্ত-মহিষীবৎসা ইব কিং স্বপিষি ॥ (মুখরাজস্য)

৬৬

হেমন্তিআস্থ অই-দীহরাস্থ রাঈস্থ তং সি অবিণিদ্দা।
চিরঅর-পউত্থ-বইএ ণ স্থন্দরং জং দিআ স্থবসি ॥॥ কন্তেসরস্স।

হৈমন্তিকাসু অতিদীর্ঘাসু রাত্রিষু ত্বং অসি অবিনিদ্রা।
চিরতর-প্রোষিত-পতিকে ন সুন্দরং যৎ দিবা স্বপিষি ॥ (কান্তেশ্বরস্য)

৬১

মনের মতন মানুষ মিলিলে থাকে না জীবনে কোনই ক্ষোভ,
রসিক জনের রসটুকু আশা—সওদাগরের অন্য লোভ।
বাস্তব কাজ হোল কিনা কিছু তারাই বুঝুক করিয়া দিশা,
হাতে হাতে পাওয়া লাভের অঙ্কে মেটে না প্রাণের সকল তৃষা ॥—মণ্ডাধিপ।

৬২

আমের আঁঠিতে নির্গত হোল
কোমলাঙ্কুর হে প্রিয়তম ;
আধখানা খোলা শুক্তির মুখে
ব্রহ্মসাপের পুচ্ছসম।—ব্রহ্মরাজ।

৬৩

প্রিয়তম দেখ উর্ণবাভের জালিকা রচনা—শিল্পসার,
ছাদ থেকে গাঁথা সেই জালিকায় নিশ্চল আছে দেহটি তার।
লূতাতন্তুতে মাকড় ঝুলিছে, দেখিলে বুঝিবে বকুল ফুল,
জাল আছে তবু নজরে পড়ে না, সব যেন এক মায়ার ভুল।—পালিত।

৬৪

দেব মন্দির মাঝখানে ওই উঠিয়াছে থাম উচ্চশির
তারে বেষ্টিয়া ভবনবলভী পারাবত কুল বেঁধেছে নীড়।
শূলেতে ভিন্ন মন্দির কাঁদে, তোমার বিধাতা নহে তো বাম।
নির্জন গৃহ—অভিসারে আজ পূরিবে তোমার সকল কাম।—[illegible]রসেন।

৬৫

ভালবাসাবাসি নাই তোমাদের—একথা বলিছ নিত্য তুমি,
অঙ্গ তোমার ঢলিয়া পড়িছে—ঝির ঝিরে ওই বাতাস চুমি।
মহিষের ছানা যেমন ঘুমায় তাহার মায়ের পীযুষ খেয়ে
ঘুমাইছ তুমি,—পীরিতি জান না, সখী তুমি বড় সেয়ানা মেয়ে ॥—মুখরাজ।

৬৬

হেমন্ত রাত দীর্ঘ হ'য়েছে,
প্রিয়তম তব বিদেশবাসী ;
রাত্রে ঘুমায়ে দিবসনিদ্রা !
ভাব ভাল নহে, সর্বনাশী !—কান্তেশ্বর।

৬৭

জই চিক্‌খল্ল-ভউপ্পঅ-পঅমিণমলসাই তুহ পএ দিণ্ণং।
তা সুহঅ কণ্টইজ্জন্তমঙ্গমেণ্‌হিং কিণো বহসি॥ উতুরাঅস্‌স।
যদি কর্দম-ভয়োৎপ্লুত-পদং ইদং অলসয়া তব পদে দত্তম্‌।
তৎ সুভগ কণ্টকিতং অঙ্গং ইদানীং কিমিতি বহসি॥ (ঋতুরাজস্য)

৬৮

পত্তো ছণো ণ সোহই অই-প্পহাঅম্মি পুণ্ণিমা-অন্দো।
অন্ত-বিরসো অ কামো অসংপআণো অ পরিওসো॥ কালঈবসস।
প্রাপ্তঃ ক্ষণঃ ন শোভতে অতি-প্রভাতে পূর্ণিমা-চন্দ্রঃ।
অন্ত-বিরসঃ চ কামঃ অসংপ্রদানঃ চ পরিতোষঃ॥ (কালদীপস্য)

৬৯

পাণি-গ্‌গহণে ব্বিঅ পব্বঈএ ণাঅং সহীহিঁ সোহগ্‌গং।
পসু-বইণা বাসুই-কঙ্কণম্মি ওসরিএ দূরং॥ অণুরাঅস্‌স।
পাণি-গ্রহণে এব পার্বত্যাঃ জ্ঞাতং সখীভিঃ সৌভাগ্যম্‌।
পশুপতিনা বাসুকি-কঙ্কণে অপসারিতে দূরম্‌॥ (অনুরাগস্য)

৭০

গিম্‌হে দবগ্‌গি-মসি-মইলিআই দীসন্তি বিঞ্ঝ-সিহরাইং।
আসসু পাউত্থ-বইএ ণ হোন্তি ণব-পাউসব্‌ভাইং॥ বদ্ধাবহীএ।
গ্রীষ্মে দবাগ্নি-মসী-মলিনিতানি দৃশ্যন্তে বিন্ধ্য-শিখরাণি।
আশ্বসিহি প্রোষিত-পতিকে ন ভবন্তি নব-প্রাবৃডভ্রাণি॥

৭১

জেণ্‌তিঅ-মত্তং তীরই নিব্বোঢুং দেসু তেত্তিঅং পণঅং।
ণ অণো বিণিঅত্ত-পসাঅ-দুক্‌খ-সহন-কৃখমো সব্বো॥ মুদ্ধসীলস্‌স।
যাবন্মাত্রং শক্যতে নির্বোঢুং দেহি তাবন্তং প্রণয়ম্‌।
ন জনঃ বিনিবৃত্ত-প্রসাদ-দুঃখ-সহন-ক্ষমঃ সর্বঃ॥ (মুগ্ধশীলস্য)

৭২

বহু-বল্লহস্‌স জা হোই বল্লহা কহ বি পঞ্চ দিঅহাইং
সা কিং ছট্‌ঠং মগ্‌গই কত্তো মিট্‌ঠং অ বহুঅং অ॥ অলঅস্‌স।
বহু-বল্লভস্য যা ভবতি বল্লভা কথং অপি পঞ্চ দিবসানি।
সা কিং ষষ্ঠং মৃগয়তে (মার্গয়তি) কুতঃ মিষ্টং চ বহুকং চ॥ (অলকস্য)

৬৭

ওই মেয়েটির সঙ্গে তোমার কোন ভাব নাই—সত্যকথা ,
কাদাভরা পথে ফেলে সে চরণ তোমার পায়ের ছাপটি যথা।
তোমার চরণ চিহ্নে পড়িতে রাঙা টুকটুকে চরণ তার
রোমাঞ্চ তব সকল অঙ্গে !—তত্ত্ব বুঝিবে সাধ্য কার ?—ঋতুরাজ ।

আশায় আশায় থাকা ভাল শুধু—আশাই জীবনে পরম ধন,
উৎসব ক্ষণ ফুরায়েছে যার, অবসাদ ভরা শূন্য মন ।
পূর্ণিমা চাঁদ উষার আকাশে ছড়ায় তাহার চিতার আলো,
সকল কামনা হাতের মুঠিতে অন্তবিরস, কেবল কালো ।—কালদীপ ।

৬৯

বাসুকি বলয় টানিয়া খুলিছে পরিণয়ক্ষণে মহেশ্বর,
পাছে ভয় পায় নতুন বধূটি—বরের মতন এই তো বর ।
দূর থেকে ওই দাঁড়ায়ে দেখিছে উমার সখীরা উজল মুখে,
সখী গৌরবে ভরিছে হৃদয়—অনুভবে সুখ সখীর সুখে ।—অনুরাগ ।

৭০

বিন্ধ্য পাহাড় দাবানলে পুড়ে শিখর ক'রেছে কালোয় কালো,
তাহারে গণিছ নব মেঘোদয় ! ভাবনা তোমার ভালো তো ভালো !
ওগো প্রিয় সখী পথিকবনিতা ! আশ্বাস লভ নিজের মনে,
নিদাঘের এই কাল কেটে গেলে, মিলন লভিবে পতির সনে ।- ক্ষাপতি ।

৭১

যতটুকু মোর শক্তি আছে গো ততটুকু দাও প্রণয়ভার,
মনের বীণায় বাজিবে না সুর যখন তাহার কাটিবে তার ।
সুখের জোয়ারে ভাসে হাসিমুখে যে জন জগতে আপন হারা,
ভাঁটার টানেতে বড় দুখ তার,—এই তো জগতে প্রেমের ধারা ।—মুগ্ধশীল ।

৭২

বহুবল্লভ-বল্লভা যেবা
ঠিক পাঁচ দিন কপাল তার ।
ষষ্ঠ দিবসে বিরূপ বিধাতা,—
মিষ্টি ফুরায়, রহে যে ক্ষার ।—অলক ।

৭৩

জং জং সো ণিজ্ঝঅই অঙ্গোআসং মহং অণিমিসচ্ছো।
পচ্ছাএমি অ তং তং ইচ্ছামি অ তেণ দীসন্তং॥ বসন্তঅসস্।

যং যং সঃ নিধ্যায়তি অঙ্গাবকাশং মম অনিমিষাক্ষঃ
প্রচ্ছাদয়ামি চ তং তং ইচ্ছামি চ তেন দৃশ্যমানম্। (বসন্তকস্য)

৭৪

দিঢ়-মণ্ণু-দূম্মিআএঁ বি গহিও দইঅম্মি পেচ্ছহ ইমাএ।
ওসরই ৰালুআ-মুট্‌ঠি ব্ব মাণো সুরসুরন্তো॥ (মোণ্ডাহলসস্)

দৃঢ়-মন্যু-দুর্মনস্কয়া অপি গৃহীতঃ দয়িতে প্রেক্ষধ্বং অনয়া।
অপসরতি ৰালুকা-মুষ্টিঃ ইব মানঃ সুরসুরায়মাণঃ॥ (মুক্তাফলস্য)

৭৫

উঅ পোম্মরাঅ-মরগঅ-সংবলিআ ণহ-অলাও ওঅরই।
ণহ-সিরি-কণ্ঠ-ব্‌ভট্‌ঠ ব্ব কণ্ঠিআ কীর-রিচ্ছোলী॥

পশ্য পদ্মরাগ-মরকত-সংবলিতা নভস্ তলাং অবতরতি।
নভঃ-শ্রী-কণ্ঠ-ভ্রষ্টা ইব কণ্ঠিকা কীর-পঙ্‌ক্তিঃ॥

৭৬

ণ বি তহ বিএস-বাসো দোগগ্‌চ্চং মই জনেই সংতাবং।
আসংসিঅত্থ-বিমনো জহ পণই-জনো নিঅত্তন্তো॥

ন অপি তথা বিদেশ-বাসঃ দৌর্গত্যং মম জনয়তি সংতাপম্।
আশংসিতার্থ-বিমনাঃ যথা প্রণয়ি-জনঃ নিবর্তমানঃ॥

৭৭

খন্ধগিগ্‌ণা বনেসুং তণেহিঁ গামম্মি রক্‌খিও পহিও।
ণঅর-বসিও ণডিজ্জই সাণুসএণ ব্ব সীএণ॥

স্কন্ধাগ্নিনা বনেষু তৃণৈঃ গ্রামে রক্ষিতঃ পথিকঃ।
নগরোষিতঃ খেদ্যতে সানুশয়েন ইব শীতেন॥

৭৮

ভরিমো সে গহিআহর-ধুঅ-সীস-পহোলিরালআউলিঅং।
বঅণং পরিমল-তরলিঅ-ভমরালি-পইণ্ণ-কমলং ব॥

স্মরামঃ তস্যাঃ গৃহীতাধর-ধৃত-শীর্ষ-প্রঘূর্ণনশীলালকাকুলিতম্।
বদনং পরিমল-তরলিত-ভ্রমরালি-প্রকীর্ণ-কমলং ইব॥

৭৩

অঙ্গে আমার নিমেষবিহীন পড়েছে তাহার চোখের আলো,
শরম-বিহীন নারীর মতন এই আচরণ বাসি কি ভালো ?
বুঝাতে পারি না, আমার মনের গহন কোণের গোপন কথা—
কভু ঢাকি সেই অঙ্গ আমার, কভু খুলে দেই—নয়ন যথা।—বসন্তক।

৭৪

বড় রাগারাগি বড় বাড়াবাড়ি—
প্রিয়তমে তার দারুণ মান।
বহু-আরম্ভে লঘু ক্রিয়া তার
মান ভেঙে হয় শতেক খান॥—মুক্তাফল।

৭৫

শূন্যে উড়িছে শুক পাখী ওই সবুজ তাদের অঙ্গবিভা
রাঙা টুকটুকে ঠোঁটগুলি তায় সুন্দর বড়, বলিব কিবা ?
উপর হইতে খসে' পড়ে বুঝি আকাশ-বধূর গলার হার
মরকত আর পদ্মরাগের মিলনে গঠিত দেহটি যার।

৭৬

বাঁধা আছি আমি দুর্গমস্থানে,
দুর্গতি মোর—নাহিক দুখ।
মনের মানুষ বিফলে ফিরিছে—
এই দুখে মোর ফাটিছে বুক।—ভীমবিক্রম

৭৭

বনবাসকালে পেয়েছি প্রচুর আগুনের তরে কাঠের গুঁড়ি,
গ্রামে বাস করি' পোহাই আগুন গোছা গোছা তৃণ অনলে পুড়ি';
নগরেতে বাস কাল হোল মোর, সহজলভ্য নাইকো হেথা,
শীতে কাবু হোল দেহটি আমার রহিল আমার মনের ব্যথা।

৭৮

ওষ্ঠ তাহার চুম্বিত হোল, আলুথালু তার সকল কেশ
মাথা ঘোরে বুঝি এ দশায় তার, খসে পড়ে যায় সকল বেশ।
রস-উল্লাসে বদন তাহার সুষমা এমন প্রকাশি যায়,
ভ্রমর কুলের বেষ্টনে ঘেরা কমলদলের শোভার প্রায়।

৭৯

হল্লফল-ণ্হাণ-পসাহিআণ ছণ-বাসরে সবত্তীণং।
অজ্জা এঁ মজ্জণাণাঅরেণ কহিঅং ব সোহগ্গং॥ কটিলস্স।

উৎসাহতরলত্ব-স্নান প্রসাধিতানাং ক্ষণ-বাসরে সপত্নীনাম্।
আর্যয়া মজ্জনানাদরেণ কথিতং ইব সৌভাগ্যম্॥ (কটিলস্য)

৮০

ণ্হাণ-হলিদ্দা-ভরিঅন্তরাইঁ জালাইঁ জাল-বলঅস্স।
সোহন্তি কিলিঞ্চিঅ কণ্টএণ কং কাহিসী কঅত্থং॥ মঅরন্দস্স।

স্নান-হরিদ্রা-ভরিতান্তরাণি জালানি জাল-বলয়স্য।
শোধয়ন্তী বংশ-কণ্টকেন কং করিষ্যসি কৃতার্থম্॥ (মকরন্দস্য)

৮১

অদ্দংসণেণ পেম্মং অবেই অই-দংসণেণ বি অবেই।
পিসুণ-জণ-জম্পিএণ বি অবেই এমেঅ বি অবেই॥ সামিঅস্স।

অদর্শনেন প্রেম অপৈতি অতিদর্শনেন অপি অপৈতি।
পিশুন-জন-জল্পিতেন অপি অপৈতি এবমেব অপৈতি॥ (স্বামিকস্য)

৮২

অদ্দংসণেণ মহিলা-অণস্স অই-দংসণেণ ণীঅস্স।
মুক্খস্স পিসুণ-অণ-জম্পিএণ এমেঅ হি খলস্স॥ সামিঅস্স।

অদর্শনেন মহিলা-জনস্য অতি-দর্শনেন নীচস্য।
মুর্খস্য পিশুন-জন জল্পিতেন এবমেব হি খলস্য॥ (স্বামিকস্য)

৮৩

পোট্ট-পডিএহিঁ দুক্খং অচ্ছিজ্জই উন্নএহিঁ হোঊণ।
ইঅ চিন্তআণ মণ্ণে থণাণঁ কসণং মুহং জাঅং॥ কঅণ্ণসীলস্স।

উদর-পতিতাভ্যাং দুঃখং আস্যতে উন্নতাভ্যাং ভূত্বা।
ইতি চিন্তয়তোঃ মন্যে স্তনয়োঃ কৃষ্ণং মুখং জাতম্॥ (কৃতজ্ঞশীলস্য)

৮৪

সো তুজ্ঝ কএ সুন্দরি তহ ছীণো সুমহিলো হলিঅ-উত্তো।
জহ সে মচ্ছরিণীএঁ বি দোচ্চং জাআএঁ পডিবণ্ণং॥ ঈসাণস্স।

সঃ তব কৃতে সুন্দরি তথা ক্ষীণঃ সুমহিলঃ হালিক-পুত্রঃ।
যথা তস্য মৎসরিণ্যা অপি দৌত্যং জায়য়া প্রতিপন্নম্॥ (ঈশানস্য)

৭৯

উৎসব দিনে স্নান অবসানে প্রসাধনে সাজে সতীনগণ,
গৃহলক্ষ্মীটি কাজে মাতোয়ারা, প্রসাধনে আজ নাহিক মন।
স্বামীর সোহাগে যে নারী মজেছে, মজ্জনে তার কোন্ বা ফল ?
সতীন হেরেছে—স্বামীর সোহাগ সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল।—কটিল

৮০

শুদ্ধ স্নানের শেষে চিরুনীর
ফাঁকগুলি খুঁটি খড়িকা দিয়া,
হরিদ্রা ফেলি হলুদ বরণী
দোলাবে আজিকে কাহার হিয়া ?—মকরন্দ।

৮১

দীর্ঘ বিরহে প্রেম চলে যায়
অতি দর্শনে তাহাই হয় ;
খলের কথায় প্রেম ছিঁড়ে যায়,
বিনা কারণেও প্রেমের ভয়।—স্বামিক।

৮২

অদর্শনেতে মহিলাজনের অতিদর্শনে নীচের প্রেম,
পিশুনজনের বচনে চূর্ণ মূর্খজনের প্রণয় হেম।
পৃথিবীর মাঝে খল আছে যারা তাদের কথায় চমক ঢের,
প্রণয়-ব্যাপার তাদের কাছেতে ছলনার এক রকম ফের।—স্বা...

৮৩

এখন আছি তো উন্নত মুখে
এর পর বুঝি উদরে পড়ি।
তরুণীর স্তন কালো মুখে আছে—
সেই বিপদের কথাটি স্মরি॥—কৃতজ্ঞশীল।

৮৪

সুন্দরী বধূ ঘরেতে তাহার তথাপি দেহটি হয়েছে ক্ষীণ,
হালিকের ছেলে তোমারে যে চাহে শুকিয়ে চলেছে দিনের দিন
বঁধুয়া যাইবে আনবাড়ী পথে—দুঃসহ ব্যথা বুকেতে তার,
তবু দেখ আজ সুন্দরী বধূ গ্রহণ ক'রেছে দূতীর ভার।—ঈশান।

৮৫

দাক্‌খিণ্ণেণ বি এন্তো সুহঅ সুহাবেসি অম্‌হ হিঅআইং।
নিক্কইঅবেণ জাণং গও সি কা নিব্বুঈ তাণং॥ আইবরাহসস্‌

দাক্ষিণ্যেন অপি আগচ্ছন্‌ সুভগ সুখয়সি অস্মাকং হৃদয়ানি।
নিষ্কৈতবেন যাসাং গতঃ অসি কা নির্বৃতিঃ তাসাম্‌॥ (আদিবরাহস্য)

৮৬

এক্কং পহরুব্বিণ্ণং হত্থং মুহ-মারুএণ বীঅন্তো।
সো বি হসন্তীএঁ মএ গহিও বীএণ কণ্ঠম্মি॥ পহঈএ।

একং প্রহারোদ্বিগ্নং হস্তং মুখ-মারুতেন বীজয়ন্‌।
সঃ অপি হসন্ত্যা ময়া গৃহীতঃ দ্বিতীয়েন কণ্ঠে॥ (পৃথিব্যাঃ)

৮৭

অবলম্বিঅ-মাণ-পরম্মুহীএঁ এন্তস্স মাণিণি পিঅস্স।
পুট্‌ঠ-পুলউগ্‌গমো তুহ কহেই সংমুহ-ঠিঅং হিঅঅং॥ রেবাএ।

অবলম্বিত-মান-পরাঙ্‌মুখ্যা আগচ্ছতঃ মানিনি প্রিয়স্য।
পৃষ্ঠ-পুলকোদ্গমঃ তব কথয়তি সংমুখ-স্থিতং হৃদয়ম্‌॥ (রেবায়াঃ)

৮৮

জাণাই জাণাবেউং অণুণঅ-বিদ্দাবিঅ-মাণ-পরিসেসং।
অইরিক্কম্মি বি বিণআবলম্বণং সচ্চিঅ কুণন্তী॥ গামউডস্স।

জানাতি জ্ঞাপয়িতুং অনুনয়-বিদ্রাবিত-মান-পরিশেষম্‌।
বিজনে অপি বিনয়াবলম্বনং সা এব কুর্বতী॥ (গ্রামকূটস্য।

৮৯

মুহ-মারুএণ তং কণ্‌হ গো-রঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি॥ পোট্টিসস্স।

মুখ-মারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গো-রজঃ রাধিকায়াঃ অপনয়ন্‌।
এতাসাং বল্লবীনাং অন্যাসাং অপি গৌরবং হরসি॥ (পোট্টিসস্য)

৯০

কিং দাব কআ অহবা করেসি করিস্‌সসি সুহঅ এত্তাহে।
অবরাহাণঁ অলজ্জির সাহসু কঅএ খমিজ্জন্তু॥ রেবাএ।

কিং তাবৎ কৃতাঃ অথবা করোষি করিষ্যসি সুভগ ইদানীম্‌।
অপরাধানাং অলজ্জশীল কথয় (শাধি) কতরে ক্ষম্যন্তাম্‌॥ (রেবায়াঃ)

৮৫

মুখোস পরানো নরম মিথ্যা আমাদের কাছে তোমার আসা,
শান্তি তাহাতে পাই কিছু জানি—বৃথা খুঁজে মরি প্রীতির বাসা।
কৈতবহীন প্রেমের টানেতে যে লভে তোমাকে—ধন্য মানি ;
আনন্দ তার ধরে না দেহেতে,হে সুভগ! তাহা জানি গো জানি।—আদিবরাহ।

৮৬

প্রণয় কলহে উদ্যত হাত, জ্ঞানহারা আমি এ কী এ পাপ !
রসিক নাগর বীজনিছে তারে, দিয়ে তার পরে মুখের ভাপ।
গরমের এই নরম সেবায় টুটে যায় মোর প্রণয় কোপ,
দ্বিতীয় হাতটি কণ্ঠ জড়ায়—নিঃশেষে হয় বেদনা লোপ।—পৃথিবী।

৮৭

পতি তোর ওই আসিছে আজিকে মান ক'রে তুই ঘুরালি মুখ,
ওলো ও অভাগী ! এই কাজে তোর মিলিবে আজিকে কিসের সুখ ?
মুখটি ঘুরেছে, হৃদয় তোমার সম্মুখে গেছে নাহিক ভয়,
কারণ,—তোমার পুলকের রূপে পিঠে ফুটে ওঠে প্রেমের জয়।—রেবা।

৮৮

বিজন মিলনে অনুনয়ফলে
মান দূর করি মানিনী বধূ,
শিখায় আজিকে বিনয়ের বশে
পরিণামে আসে সে কোন্ মধু।—গ্রামকূট।

৮৯

রাধিকার চোখে পড়ে ধূলিকণা রসিক-রসিকা জানে সে খেল,
কানুর হৃদয়ে সাড়া জেগে ওঠে, দূর করে দিতে নয়ন শেল।
বল্লবী-জন ঈর্ষাকাতর—বিবর্ণ হয় তাদের মুখ
রাধা হ'রে নেয় গরিমা তাদের, জাগে অন্তরে জয়ের সুখ।—পোট্টিস।

৯০

বহু অপরাধ করিয়াছ তুমি
করিতেছ আজো, করিবে আরো,
বেশরম তুমি, কোন্ অপরাধ
ক্ষমিব আজিকে বলিতে পারো ?—রেবা।

৯১

ণুমেন্তি জে পহুত্তং কুবিঅং দাসা ব্ব জে পসাঅন্তি।
তে ব্বিঅ মহিলাণঁ পিআ সেসা সামি ব্বিঅ বরাআ॥ মাহবীএ।

ছাদয়ন্তি যে প্রভুত্বং কুপিতাং দাসাঃ ইব যে প্রসাদয়ন্তি।
তে এব মহিলানাং প্রিয়াঃ শেষাঃ স্বামিনঃ এব বরাকাঃ॥ (মাধব্যাঃ)

৯২

তইআ কঅগ্ঘ মহুঅর ণ রমসি অণ্ণাসু পুপ্ফ-জাঈসু।
বদ্ধ-ফল-ভার-গরুইং মালইং এণ্হিং পরিচ্চঅসি॥ মাঅঙ্গস্স।

তদা কৃতার্ঘ (কৃতঘ্ন) মধুকর ন রমসে অন্যাসু পুষ্প-জাতিষু।
বদ্ধ-ফল-ভার-গুর্বীং মালতীং ইদানীং পরিত্যজসি॥ (মাতঙ্গস্য)

৯৩

অবিঅণ্হ-পেক্‌খণিজ্জেণ তক্‌খণং মামি তেণ দিট্‌ঠেণ।
সিবিণঅ-পীএণ ব পাণিএণ তণ্হ ব্বিঅ ণ ফিট্টা॥ বজ্জসস্।

অবিতৃষ্ণ-প্রেক্ষণীয়েন তৎ-ক্ষণং মাতুলানি তেন দৃষ্টেন।
স্বপ্ন-পীতেন ইব পানীয়েন তৃষ্ণা এব ন ভ্রষ্টা॥ (বজ্রস্য)

৯৪

সুঅণো জং দেসমলংকরই তং বিঅ করেই পবসন্তো।
গামাসন্নুম্মলিঅ-মহা-বড-ট্‌ঠাণ-সারিচ্ছং॥ হরকুন্তসস্।

সুজনঃ যং দেশং-অলংকরোতি তং এব করোতি প্রবসন্।
গ্রামাসন্নোন্মূলিত-মহা-বট-স্থান-সদৃক্ষম্॥ (হরকুন্তস্য)

৯৫

সো ণাম সংভরিজ্জই পৰ্ভসিও জো খণং পি হিঅআহি।
সংভরিঅব্বং চ কঅং গঅং চ পেম্মং নিরালম্বং॥ (বপ্পইরাঅস্স।

সঃনাম সংস্মর্যতে প্রভ্রষ্টঃ যঃ ক্ষণং অপি হৃদয়াৎ।
স্মর্তব্যং চ কৃতং গতং চ প্রেম নিরালম্বম্॥ (বাক্‌পতি-রাজস্য)

৯৬

ণাসং ব সা কবোলে অজ্জ বি তুহ দন্ত-মণ্ডলং বালা।
উব্ভিন্ন-পুলঅ-বই-বেঢ়-পরিগঅং রক্‌খই বরাঈ॥ সামিঅসস্।'

ন্যাসং ইব সা কপোলে অদ্য অপি তব দন্ত-মণ্ডলং বালা।
উদ্ভিন্ন-পুলক-বৃতি-বেষ্ট-পরিগতং রক্ষতি বরাকী॥ (স্বামিকস্য)

৯১
'প্রিয়' আর 'পতি' দুটি কথা আছে, অর্থে তাহার কতই ভেদ !
পতি কথাটিতে প্রভুভাব আসে—প্রিয়েতে তাহার পড়েছে ছেদ।
প্রণয়-কলহে পতিভাব ভুলে সেবকের মত করে যে সেবা,
সেই হ'তে পারে 'প্রিয়' 'প্রিয়তম'—স্বামীগিরি করি বুঝিবে কেবা ?
—মাধবী।

৯২
অন্য ফুলেরে ফুল ভাব নাই,
মালতী পূরেছে সকল আশা ;
ফলভরে নত আজিকে মালতী,
এখন বাঁধিবে কোথায় বাসা ?—মাতঙ্গ।

৯৩
নিমেষবিহীন নয়নে তাহারে হেরিয়া হোল না পিপাসা ক্ষয়,
যতই বাসনা মিটাইতে চাই, ততই বাসনা ফিরিয়া হয়।
নয়ন পিয়াসী মন উপবাসী, এও তো আমার বিষম জালা ;
স্বপ্নের জলে কভু হয় কি গো সত্য পানীয় কণ্ঠে ঢালা ?—বজ্র।

৯৪
স্বজনের বাসে যেই দেশে উঠে
মহানন্দের কলধ্বনি ।
স্বজনপ্রবাসে বটছায়াহীন
মরুপ্রান্তর তাহারে গণি ॥—হরকুন্ত।

৯৫
হৃদয়ের মাঝে আসন যাহার তাহার আবার স্মরণ কিবা ?
তাহারে ঘেরিয়া রয়েছে মনেতে অনির্বাণের দিব্য বিভা।
যখন বলিছ "তোমারে স্মরিব"—তখনি প্রেমের আছে গো ভয়,
ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ যোগ্য—হৃদয়েতে গাঁথা কখনো নয়।—বাক্‌পতিরাজ।

৯৬
দশন চিহ্ন আজিও সে বালা
ন্যাস রূপে রাখে গণ্ডে তার,
রোমাঞ্চ দিয়ে বেড়াটি রচেছে,—
সেখানে পশিবে সাধ্য কার ?—স্বামিক।

৯৭

দিট্‌ঠা চূআ অগ্‌ঘাইআ স্থরা দক্‌খিণাণিলো সহিও।
কজ্জাই ব্বিঅ গরুআই মামি কো বল্লহো কস্‌স ॥ কোস্তক্‌খুরস্‌স।

দৃষ্টাঃ চূতাঃ আঘ্রাতা সুরা দক্ষিণানিলঃ সোঢ়ঃ।
কার্যাণি এব গুরুকাণি মাতুলানি কঃ বল্লভঃ কস্য। (কোস্তক্ষুরস্য)

৯৮

রমিঊণ পঅং পি গও জাহে উবঊহিউং পডিণিউত্তো।
অহঅং-পউত্থ-পডআ ব্ব তক্‌খণং সো পবাসি ব্ব ॥ মঅরন্দস্‌স।

রন্ত্বা পদং অপি গতঃ যদা উপগূহিতুং প্রতিনিবৃত্তঃ।
অহং প্রোষিত-পতিকা ইব তৎ-ক্ষণং সঃ প্রবাসী ইব ॥ (মকরন্দস্য)

৯৯

অবিইণ্‌হ-পেচ্ছণিজ্জং সম-স্থহ-দুক্‌খং বিইণ্ণ-সব্‌ভাবং
অণ্ণোণ্ণ-হিঅঅ-লগ্‌গং পুণ্ণেহিঁ জণো জণং লহই ॥ সিরিসত্তিঅস্‌স্‌।

অবিতৃষ্ণ-প্রেক্ষণীয়ং সম-সুখদুঃখং বিতীর্ণ-সদ্ভাবম্‌।
অন্যোন্য-হৃদয়-লগ্নং পুণ্যৈঃ জনঃ জনং লভতে ॥ (শ্রীশক্তিকস্য)

১০০

দুক্‌খং দেন্তো বি স্থহং জণেই জো জস্‌স বল্লহো হোই।
দইঅ-ণহ-দূণিআণং বিবড্‌ঢই থণাণঁ রোমঞ্চো ॥ সিরিসত্তিঅস্‌স।

দুঃখং দদৎ অপি সুখং জনয়তি যঃ যস্য বল্লভঃ ভবতি।
দয়িত-নখ-দূনয়োঃ অপি বর্ধতে স্তনয়োঃ রোমাঞ্চঃ ॥ (শ্রীশক্তিকস্য)

১০১

রসিঅ-জণ-হিঅঅ-দইএ কই-বচ্ছল-পমুহ-স্থকই-ণিম্মবিএ।
সত্ত-সঅম্মি সমত্তং পঢ়মং গাহা-সঅং এঅং ॥ হালস্‌স।

রসিক-জন-হৃদয়-দয়িতে কবিবৎসল-প্রমুখ-সুকবি-নির্মিতে।
সপ্ত-শতকে সমাপ্তং প্রথমং গাথা-শতং এতৎ ॥ (হালস্য)

৯৭

বসন্ত আজ এসেছে দুয়ারে অতি গুরুতর ব্যথার দান,
চূতমঞ্জরী নয়ন সমুখে ছড়ায় কেবলি মদিরা ঘ্রাণ ;
দখিনা বাতাস—সেও তো অনল ! তথাপি তাহাকে সহিতে হয়,
হে সখী আমার আজিকার দিনে আপন বলিতে কেহ তো নয়।

—কোন্তক্ষুর।

৯৮

নিধুবনলীলা যবে অবসান প্রিয়তম সরে আপন মনে,
এক পদ ফেলি আবার ফিরিয়া বাঁধে মোরে আসি আলিঙ্গনে।
নিধুবন আর বাহুবন্ধন—এ দুয়ের মাঝে যে ক্ষণ যাপি,
সেই ক্ষণে আমি প্রবাসী পতির পথিকবনিতা নিজেরে ভাবি।—মকরন্দ।

৯৯

পলক বিহীন নয়নে যাহারে দেখিয়া মেটে না আশা
সুখে যার সুখ, দুখে ম্রিয়মান, অন্তরে ভালবাসা,
হৃদয়ে যাহার একই ভাব জাগে নাহিক বিরোধ মোটে,
পুণ্যের ফলে এমন পুরুষ ভাগ্যবতীর জোটে।—শ্রীশক্তিক

১০০

প্রিয়জন যদি দুখ দেয় কভু
পরিণামে নাই দুখের লেশ ;
প্রিয়তম-নখে ক্ষত কুচযুগ
রোমাঞ্চে স্মরে সুখের শেষ।—শ্রীশক্তিক।

১০১

রসিক জনে কাব্যরস
ঢালিয়া হাল প্রমুখ কবি,
সপ্তশতী গীতিকামুখে
প্রথমে আঁকে প্রেমের ছবি।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

ধরিও ধরিও বিঅলই উঅএসো পিঅ-সহীহিঁ দিজ্জন্তো।
মঅরদ্ধঅ-বাণ-পহার-জজ্জরে তীএঁ হিঅঅম্মি ॥ মাণস্স।

ধৃতঃ ধৃতঃ বিগলতি উপদেশঃ প্রিয়-সখীভিঃ দীয়মানঃ।
মকরধ্বজ-বাণ-প্রহার-জর্জরে তস্যাঃ হৃদয়ে ॥ (মানস্য)

২

তড-সংঠিঅ-ণীড়েক্কন্ত-পীলুআরক্খণেক্ক-দিন্ন-মণা।
অগণিঅ-বিণিবাঅ-ভআ পূরেণ সমং বহই কাকী ॥ মাণস্স।

তট-সংস্থিত-নীড়ৈকান্ত-শাবকারক্ষণৈক-দত্ত-মনাঃ।
অগণিত-বিনিপাত-ভয়া পূরেণ সমং বহতি কাকী ॥ (মানস্য)

৩

বহু-পুপ্‌ফ-ভরোণামিঅ-ভূমী-গঅ-সাহ সুণসু বিন্নত্তিং।
গোলা-তড-বিঅড-কুডঙ্গ-মহুঅ সণিঅং গলিজ্জাসু ॥ মাণস্স।

বহু-পুষ্প-ভরাবনত-ভূমি-গত-শাখ শৃণু বিজ্ঞপ্তিম্।
গোদা-তট-বিকট-কুডঙ্গ (নিকুঞ্জ)-মধুক শনৈঃ গলিষ্যসি ॥ (মানস্য)

৪

ণিপ্পচ্ছিমাইঁ অসঈ দুক্খালোআইঁ মহুঅ-পুপ্‌ফাইং।
চীএ বন্ধুস্স ব অট্‌ঠিআইঁ রুঅঈ সমুচ্চিণই ॥ সিরিবলস্স।

নিষ্পশ্চিমানি অসতী দুঃখালোকানি মধুক-পুষ্পাণি।
চিতায়াং বন্ধোঃ ইব অস্থীনি রুদতী সমুচ্চিনোতি ॥ (শ্রীবলস্য)

৫

ও হিঅঅ মডহ-সরিআ-জল-রঅ-হীরন্ত-দীহ-দারু ব্ব।
ঠাণে ঠাণে ব্বিঅ লগ্‌গমাণ কেণাবি ডজ্ঝিহসি ॥ মহাএবস্স।

হে হৃদয় স্বল্প-সরিজ্‌-জল-রয়-হ্রিয়মাণ-দীর্ঘ-দারু ইব
স্থানে স্থানে এব লগৎ কেন অপি ধক্ষ্যসে ॥ (মহাদেবস্য)

৬

জো তীএঁ অহর-রাও রত্তিং উব্বাসিও পিঅঅমেণ।
সো ব্বিঅ দীসই গোসে সবত্তি-ণঅণেসু সংকন্তো ॥ দামোঅরস্স।

যঃ তস্যাঃ অধর-রাগঃ রাত্রৌ উদ্বাসিতঃ প্রিয়তমেন।
স এব দৃশ্যতে প্রাতঃ সপত্নী-নয়নেষু সংক্রান্তঃ ॥ (দামোদরস্য)

১

প্রিয়সখীজন উপদেশ দেয় হৃদয়ে গ্রহণ করে।
সেই উপদেশ হৃদয় হইতে খসিয়া ঝরিয়া পড়ে।
মদনের বাণ প্রহার হানিয়া যে মন করেছে ক্ষয়
সে মন ধরিবে সখীর বচন!—ক্ষমতা কোথায় হয়?—মান।

২

তটতরু পরে নীড় ছিল তার শাবকের তরে কতনা স্নেহ;
তটের প্রপাতে তরু ভেসে যায়, আজি এ বিপদে নাহিতো কেহ।
কাকের জননী শাবক আঁকড়ি প্রবাহের সাথে ভাসিয়া যায়
জননীর এক জৈব প্রেরণা শক্তি জোগায় তাহার গায়।—মান।

৩

গোদাবরী-নদী-তটের মহুয়া অবনত তুমি ফুলের ভারে
ওগো তরুবর! কেহ বুঝিবে না, সে গোপন কথা বলিব কারে?
তোমার শাখার ফুলগুলি সব ঝরিয়া গলিবে চক্ষুবুজি
তখনও আমার কামনা বাসনা ফুরাবে না আমি মনেতে বুঝি।—মান

৪

নীরবে কুড়ায়ে মহুয়ার ফুল
গুটি দুই চার, গাছের তলে;
চিতায় ছড়ান অস্থি মানিয়া
অসতী ভাসিছে নয়ন জলে।—শ্রীবল।

৫

কত সোঁতে তুই ভাসালি হৃদয়
বাসা বাঁধিলি না একটি ঘাটে,
এইবার ভাসা কাঠের মতন
ঠেকিয়া পুড়িবি প্রেমের হাটে।—মহাদেব।

৬

কাল রজনীর মিলন শয়নে শতচুম্বন সোহাগ লভি,
রক্তবরণ অধর তাহার, বদনে ভাতিছে উজল ছবি।
আজি প্রভাতের দীপ্ত আলোকে সে বরণ দেখ সতীন জনে;
ওষ্ঠেতে নয়, বিম্বিত ওই ঈর্ষার ফলে নয়ন কোনে।—দামোদর।

৭

গোলা-অড-টি্ঠঅং পেচ্ছিউণ গহ-বই-সুঅং হলিঅ-সোণ্হা।
আঢ়ত্তা উত্তরিউং দুক্খুত্তারাএঁ পঅবীএ ॥৭ অবিঅকণ্ণস্‌স।

গোদা-তট-স্থিতং প্রেক্ষ্য গৃহ-পতি-সুতং হলিক-স্নুষা।
আরব্ধা উত্তরীতুং দুঃখোত্তারয়া পদব্যা ॥ (অবিককর্ণস্য)

৮

চলণোআস-ণিসণ্ণস্‌স তস্‌স ভরিমো অণালবন্তস্‌স।
পাঅঙ্গুট্‌ঠাবেট্‌ঠিঅ-কেস-দিঢ়াঅঢ়ণ-সুড্‌হেল্লিং ॥ ভমরস্‌স।

চরণাবকাশ-নিষণ্ণস্য তস্য স্মরামঃ আনলপতঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠাবেষ্টিত-কেশ-দৃঢ়াকর্ষণ-সুখং (সুখকেলিং বা) ॥ (ভ্রমরস্য)

৯

ফালেই অচ্ছভল্লং ব উঅহ কুগ্‌গাম-দেউল-দ্দারে।
হেমন্ত-আল-পহিও বিজ্ঝাঅন্তং পলালগ্‌গিং ॥ কালসীহস্‌স।

পাটয়তি অচ্ছভল্লং ইব পশ্যত কুগ্রাম-দেবকুল-দ্বারে।
হেমন্ত-কাল-পথিকঃ বিধ্মায়মানং পলালাগ্নিম্ ॥ (কালসিংহস্য)

১০

কমলাঅরা ণ মলিআ হংসা উড্‌ডাবিআ ণ অ পিউচ্ছা।
কেণাবি গাম-তড়াএ অব্‌ভং উত্তাণঅং ব্বূঢ়ং ॥ মিঅঙ্কস্‌স।

কমলাকরাঃ ন ম্লদিতাঃ হংসাঃ উড্ডায়িতাঃ ন চ পিতৃষ্বসঃ।
কেন অপি গ্রাম-তড়াগে অভ্রং উত্তানিতং ক্ষিপ্তম্ ॥ (মৃগাঙ্কস্য)

১১

কেণ মণে ভগ্‌গ-মণোরহেণ সংলাবিঅং পবাসো ত্তি।
সবিসাইঁ ব অলসাঅন্তি জেণ বহুআএঁ অঙ্গাইং ॥ মিঅঙ্কস্‌স।

কেন মন্যে ভগ্ন-মনোরথেন সংলাপিতং প্রবাসঃ ইতি।
সবিষাণি ইব অলসায়ন্তে যেন বধ্বাঃ অঙ্গানি ॥ (মৃগাঙ্কস্য)

১২

অজ্জ বি ৰালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।
কণ্হ-মুহ-পেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅ-বহূহি ॥ বিধিবিগ্‌গহস্‌স।

অদ্য অপি ৰালঃ দামোদরঃ ইব ইতি জল্পিতে যশোদয়া।
কৃষ্ণ-মুখ-প্রেষিতাক্ষং নিভৃতং হসিতং ব্রজ-বধূভিঃ ॥ (বিধিবিগ্রহস্য)

৭

গোদাবরী তটে দাঁড়িয়ে নেহারে পতিমুখ ওই হালিক বধূ;
নয়নে নয়ন মিলিছে তাহার, হৃদয়ে জাগিছে দিব্য মধু।
সহসা বধূটি নামিল নদীতে পঙ্কিল পথে স্খলিত পায়।
দেখিবে দুচোখে উদ্ধার লাগি পতির হস্ত কেমনে ধায়।—অবিককর্ণ।

৮

পায়ের তলার অবকাশে বসা
ত্রস্ত ব্যাকুল মুখটি তার,
স্মরণ করিগো পায়ের আঙুলে
জড়ান কেশের পীড়ন আর।—ভ্রমর।

৯

হেমন্তশীত কাঁপুনি এনেছে তাই তো শ্যামল ভস্ম মাঝ
খুঁজিয়া খুঁজিয়া পথিক মরিছে আগুনের ফুল কোথায় আজ;
ভালুকের মত খোঁজা খুঁজি এই, দেব মন্দিরে এই কি সাজে?
মুখে ছাই এই গণ্ডগ্রামের—চল সখী যাই অন্য কাজে।—কালসিংহ।

১০

গ্রামের তড়াগে কে যেন আকাশ উত্তান করে ফেলেছে টানি,
পিসিমা আমার বচন মর্ম ধরিতে পারিবে জানি গো জানি;
তথাপি পদ্ম হোল না মলিন, হংসের দল মেলেনা পাখা
হ্রদের বিমল সলিলে দেখ গো আকাশের বুক কেমন আঁকা।—মৃগাঙ্ক।

১১

প্রবাসের কথা কে যেন বলেছে
কানেতে শুনেছে একটিবার;
দেখনা আমার আদরিণী বধূ
এলায়ে দিয়েছে অঙ্গ তার!—মৃগাঙ্ক।

১২

'আমার গোপাল আজিও বালক
তাকে নিয়ে মোর শতেক জ্বালা';
মার কথা শুনে কানু-মুখে চেয়ে
গোপনে হাসিছে ব্রজের বালা॥—বিধিবিগ্রহ।

১৩

তে বিরলা সপ্পুরিসা জাণ সিণেহো অহিণ্ণ-মুহ-রাও ।
অণুদিঅহ—বড্ঢমাণো রিণং ব পুত্তেসু সংকমই ॥ ইন্দস্স ।

তে বিরলাঃ সৎ-পুরুষাঃ যেষাং স্নেহঃ অভিন্ন-মুখ-রাগঃ ।
অনুদিবস-বর্ধমানঃ ঋণং ইব পুত্রেষু সংক্রামতি ॥ (ইন্দ্রস্য)

১৪

ণচ্চণ-সলাহণ-ণিহেণ পাস-পরিসংঠিআ ণিউণ-গোবী ।
সরিস-গোবিআণঁ চুম্বই কবোল-পডিমা-গঅং কণ্হং ॥ গুবরস্স ।

নর্তন-শ্লাঘন-নিভেন পার্শ্ব-পরিসংস্থিতা নিপুণ-গোপী ।
সদৃশ-গোপিকানাং চুম্বতি কপোল-প্রতিমা-গতং কৃষ্ণম্ ॥ (গুবরস্য)

১৫

সব্বত্থ দিসা-মুহ-পসারিএহিঁ অণ্ণোণ্ণ-কডঅ-লগ্গেহিং ।
ছল্লিং ব্ব মুঅই বিঞ্ঝো মেহেহিঁ বিসংঘডন্তেহিং ॥ কমলস্স ।

সর্বত্র দিশা-মুখ-প্রসৃতৈঃ অন্যোন্য-কটক-লগ্নৈঃ ।
ছল্লীং ইব মুঞ্চতি বিন্ধ্যঃ মেঘৈঃ বিসংঘটমানৈঃ ॥ (কমলস্য)

১৬

আলোঅন্তি পুলিন্দা পব্বঅ-সিহরট্ঠিআ ধণু-ণিসণ্ণা ।
হত্থি-উলেহিঁ ব বিঞ্ঝং পূরিজ্জন্তং ণবব্ভেহিং ॥ হলিঅস্স ।

আলোকয়ন্তি পুলিন্দাঃ পর্বত-শিখর-স্থিতাঃ ধনুর্-নিষণ্ণাঃ ।
হস্তি-কুলৈঃ ইব বিন্ধ্যং পূর্যমাণং নবাভ্রৈঃ ॥ (হলিকস্য)

১৭

বণ-দব-মসি-মইলঙ্গো রেহই বিঞ্ঝো ঘণেহিঁ ধবলেহিং ।
খীরোঅ-মন্থণুচ্ছলিঅ-দুদ্ধ-সিত্তো ব্ব মহু-মহণো ॥ হালস্স ।

বন-দব-মষী-মলিনাঙ্গঃ রাজতে বিন্ধ্যঃ ঘনৈঃ ধবলৈঃ ।
ক্ষীরোদ মথনোচ্ছলিত-দুগ্ধ-সিক্তঃ ইব মধু মথনঃ ॥ (হালস্য)

১৮

বন্দীঅ ণিহঅ-বন্ধব-বিমণাই বি পঅলো ত্তি চোর-জুআ ।
অনুরাএণ পলোইও গুণেসু কো মচ্ছরং বহই ॥ হালস্স ।

বন্দ্যা নিহত-বান্ধব-বিমনস্কয়া অপি প্রবীরঃ ইতি চোর-যুবা ।
অনুরাগেণ প্রলোকিতঃ গুণেষু কঃ মৎসরং বহতি ॥ (হালস্য)

১৩

প্রথমে যেমন হাসিভরা মুখ অন্তিমে তার তেমনি থাকে
শুভারম্ভের ভালবাসাটুকু শেষের দিনেতে অটুট রাখে।
সেজন স্বজন—বলিনু তোমাকে তার ভালবাসা হয় না ক্ষীণ
বৃদ্ধির টানে কেবল চলে গো, পুত্রের কাছে পিতার ঋণ।—ইন্দ্র।

১৪

মধ্যে কৃষ্ণ, ব্রজবালাদল সারি বাঁধি তারে ঘিরিয়া আছে
তালে তালে দোলে অঙ্গ তাদের রসিক শেখর যেমন নাচে।
এদিকে গোপীর গালে বিম্বিত শ্যামসুন্দর বদন জানি'
নৃত্যকলার কৌশল ছলে কোন গোপী চুমে গণ্ডখানি।—গুবর।

১৫

বিন্ধ্য পাহাড়ে কটকে কটকে চেয়ে দেখ ওই মেঘের পানে ;
বাতাসের বেগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খসিয়া পড়িছে নীচের টানে।
বিন্ধ্য পাহাড় নির্মোক ছাড়ে, নববরষায় হে গুণনিধি !
এহেন সময়ে প্রবাসগমন নহে কোনকালে আচার বিধি।—কমল।

১৬

বিন্ধ্য পাহাড়ে দলে দলে আসে
জলভরা মেঘ কৃষ্ণছায়া,
হাতীর মতন জুটিছে তাহারা
শবর ভাবিছে এ কোন মায়া !—হলিক।

১৭

দাবানলে পোড়া বিন্ধ্য পাহাড়ে
সাদা সাদা মেঘ দেখেছ কেহ ?
সে যেন মথন-দিবসের শেষে
দুগ্ধসিক্ত বিষ্ণুদেহ।—হাল।

১৮

আপন বলিতে যাহারা ছিল গো নিহত সকলে দস্যুহাতে
বিমনা যুবতী ভাবিছে বসিয়া উদ্বেগ তার নয়ন পাতে।
অনুরাগ আসে দস্যু যুবায়, বীর বিক্রম তাহার স্মরি
দ্বেষ কোথা গুণে ?—স্বভাব নিয়মে ভালবাসা আসে হৃদয় ভরি।—হাল।

১৯

অজ্জ কইমো বি দিঅহো বাহ-বহূ রূব-জোব্বণুম্মত্তা।
সোহগ্গং ধণু-রুম্প-চ্ছলেণ রচ্ছাসু বিক্কিরই॥ হালস্স।

অদ্য কতমঃ অপি দিবসঃ ব্যাধ-বধূঃ রূপ-যৌবনোন্মত্তা।
সৌভাগ্যং ধনুস্-তষ্টত্বক্-ছলেন রথ্যাসু বিকিরতি॥ (হালস্য)

২০

উক্খিপই মণ্ডলি-মারুএণ গেহঙ্গণাহি বাহীএ।
সোহগ্গ-ধঅ-বডাঅ ব্ব উঅহ ধণু-রুম্প-রিঞ্ছোলী॥ হালস্স।

উৎক্ষিপ্যতে মণ্ডলি-মারুতেন গেহাঙ্গনাৎ ব্যাধস্ত্রিয়াঃ।
সৌভাগ্য-ধ্বজ-পতাকা ইব পশ্যত ধনুঃ-সূক্ষ্মত্বক্-পঙ্‌ক্তিঃ॥ (হালস্য)

২১

গঅ-গণ্ড-খল-ণিহসণ-মঅ-মইলীকঅ-করঞ্জ-সাহাহিং।
এন্তীঅ কুল-হরাও ণাণং বাহীএ পই-মরণং॥ গন্ধরাঅস্স।

গজ-গণ্ড-স্থল-নিঘর্ষণ-মদ-মলিনীকৃত-করঞ্জ-শাখাভিঃ।
আগচ্ছন্ত্যা কুল-গৃহাৎ জ্ঞাতং ব্যাধ-স্ত্রিয়া পতি-মরণম্॥ (গন্ধরাজস্য)

২২

ণব-বহু-পেম্ম-তণুইও পণঅং পঢ়ম-ঘরণীঅ রক্খন্তো।
আলিহিঅ-দুপ্পরিল্লং পি ণেই রণ্ণং ধণুং বাহো॥ (কণ্ণউত্তস্স)

নব-বধূ-প্রেম-তনূকৃতঃ প্রণয়ং প্রথম-গৃহিণ্যাঃ রক্ষন্।
আলিখিত (তনূকৃত)-দুরাকর্ষং অপি নয়তি অরণ্যং ধনুঃ ব্যাধঃ॥
(কর্ণপুত্রস্য)

২৩

হাসাবিও জণো সামলীএ পঢ়মং পসূঅমাণাএ।
বল্লহ-বাএণ অলং মম ত্তি বহুসো ভণন্তীএ॥ অনুরাঅস্স।

হাসিতঃ জনঃ শ্যামলয়া প্রথমং প্রসূয়মানয়া।
বল্লভ-বাদেন অলং মম ইতি বহুশঃ ভণন্ত্যা॥ (অনুরাগস্য)

২৪

কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মাণুসে লোএ।
অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই॥ রামস্স।

কৈতব-রহিতং প্রেম নাস্তি ইব মাতুলানি মানুষে লোকে।
অথ ভবতি কস্য বিরহঃ বিরহে ভবতি কঃ জীবতি॥ (রামস্য)

১৯

কতদিন আজ হয়ে গেছে ওগো ব্যাধের জায়াটি পথিকবধূ
লাবণ্যভরা অঙ্গ তাহার যৌবন দেয় নয়নে মধু।
সেই সে ব্যাধের ললনা নেহার ধনুর চর্ম ছড়িয়ে আজ
আপন ভাগ্য ধূলায় লোটায় নির্মম হয়ে পথের মাঝ।—হাল।

২০

ব্যাধ-বনিতার অঙ্গন হতে
ঘূর্ণিবায়ুর চক্রপথে,
ধনুকের যত চামড়া উড়িছে
পতাকার মত বিজয়রথে।—হাল।

২১

করঞ্জশাখা মলিন হয়েছে
গজের গণ্ড মদিরা ধারে।
আপন ঘরেতে ফিরিয়া ব্যাধিনী
স্বামীর মরণ বুঝিতে পারে।—গন্ধরাজ।

২২

নববধূটির প্রেমেতে যদিও প্রথমবধূর প্রণয়ে ভাঁটা;
তথাপি তাহার প্রথম প্রণয়ে পড়েনি কভু তা পথের কাঁটা।
প্রথমবধূর মিনতির বশে অতিভারী ওই ধনুক বহি'
বনের পথেতে ব্যাধরাজ চলে প্রথম প্রেমের বিজয় কহি।—কর্ণপুত্র।

২৩

"বিবাহের কথা বলো না আমাকে"—
শ্যামলী ঘোষিয়া উচ্চরবে।
বিবাহের এক বছর ঘুরিতে
সন্তান লভি হাসাল সবে।—অনুরাগ।

২৪

এই ধরা মাঝে ভালবাসা আছে ছলনা তাহাতে নাই;
মিথ্যাকথার ফুলঝুরি সব আমি বলি মামী তাই;
শুদ্ধ প্রেমেতে বিরহ কোথায়? তাই বলি সব ভুল।
বিরহে জীবন কেমনে রহে গো ভাবিয়া পাইনে কূল।—রাম।

২৫

অচ্ছেরং ব ণিহিং বিঅ সগ্গে রজ্জং ব অমঅ-পাণং ব।
আসি ম্হ তং মহুত্তং বিণিঅংসণ-দংসণং তীঅ॥ রামস্স।
আশ্চর্যং ইব নিধিঃ ইব স্বর্গে রাজ্যং ইব অমৃত-পানং ইব।
আসীৎ অস্মাকং তৎ মুহূর্তং বিনিবসন-দর্শনং তস্যাঃ॥ (রামস্য)

২৬

সা তুজ্ঝ বল্লহা তং সি মজ্ঝ বেসো সি তীঅ তুজ্ঝ অহং।
বালঅ ফুডং ভণামো পেম্মং কির বহু-বিআরং ত্তি॥ উজ্জুঅস্স।
সা তব বল্লভা ত্বং অসি মম দ্বেষ্যঃ অসি তস্যাঃ তব অহম্।
বালক স্ফুটং ভণামঃ প্রেম কিল বহু-বিকারং ইতি॥ (ঋজুকস্য)

২৭

অহঅং লজ্জালুইণী তস্স অ উম্মচ্ছরাইঁ পেম্মাইং।
সহিআ-অণো বি ণিউণো অলাহি কিং পাঅ-রাএণ॥
অহং লজ্জালুঃ তস্য চ উন্মৎসরাণি প্রেমাণি।
সখী-জনঃ অপি নিপুণঃ অপগচ্ছ কিং পাদ-রাগেণ॥

২৮

মহু-মাস-মারুআহঅ-মহুঅর-ঝংকার-ণিব্ভরে রণ্ণে।
গাঅই বিরহক্খরাবদ্ধ-পহিঅ-মণ-মোহণং গোবী॥ সালিঅস্স।
মধু-মাস-মারুতাহত-মধুকর-ঝংকার-নির্ভরে অরণ্যে।
গায়তি বিরহাক্ষরাবদ্ধ-পথিক-মনো-মোহনং গোপী॥ (শালিকস্য)

২৯

তহ মাণো মাণ-ধণাএঁ তীঅ এমেঅ দূরমণুবন্ধো।
জহ সে অণুণীঅ পিও এক্ক-গ্গাম ব্বিঅ পউত্থো॥ সালিঅস্স।
তথা মানঃ মান-ধনয়া তয়া এবং এব দূরং অনুবন্ধঃ।
যথা তস্যাঃ অনুনীয় প্রিয়ঃ এক-গ্রামে এব প্রোষিতঃ॥ (শালিকস্য)

৩০

সালোএ ব্বিঅ সূরে ঘরিণী ঘর-সামিঅস্স ঘেত্তূণ।
ণেচ্ছন্তস্স বি পাএ ধুঅই হসন্তী হসন্তস্স॥ হালস্স।
সালোকে এব সূর্যে গৃহিণী গৃহ-স্বামিকস্য গৃহীত্বা।
অনিচ্ছতঃ অপি পাদৌ ধাবতি হসন্তী হসতঃ॥ (হালস্য)

২৫

রূপসীর ওই নগ্নকান্তি
স্বর্গের ফল—জুড়ায় বুক,
মহাবিস্ময়, নিধি লাভ যেন,
অথবা অমৃত পানের সুখ।—রাম।

২৬

ভালবাসো তুমি আর এক জনারে তথাপি তুমি যে আপন জন।
দ্বেষ্য তাহার, আমি তোমা স্মরি, তোমাতেই আছে আমার মন।
তথাপি পীরিতি আমি নাহি পাই, প্রেমের রাজ্যে বিকার সার
বালক তোমারে কেমনে বোঝাব? যার বিঁধে কাটা ব্যাথাটি তার।—ঋজুক

২৭

লজ্জাকাতর বধূটি আমি যে তাহারো প্রেমের তুলনা নাই;
'প্রেমিক আমার প্রণয়ের বশ' এই কথা শুনি যেখানে গাই;
ওগো প্রসাধিকা! কাজ নাই তোর অলক্তরাগ চরণে আঁকি;
শরমে মরিব দেখিয়া আমার পরিহাসপ্রিয় সখীর আঁখি।—শালিবাহন।

২৮

মলয়-মারুত ঠেলিছে ভ্রমরে,
ঝঙ্কার ওঠে বনের মাঝ;
বিরহের গীতে কাঁদায়ে পথিকে
গোপবালা শোন গাহিছে আজ।—শালিক।

২৯

মান-ধনা তার মানিনী বধূটি—
অনুনয়ে বশ হোল না এ যে,
নিরুপায় পতি গ্রহদোষে আজ
সেই গ্রামে আছে প্রবাসী সেজে।—শালিক।

৩০

দিবসের শেষ হোলনা এখন সূর্য রয়েছে আকাশপটে
ঘরমুখো নয় আমার স্বামীটি নিন্দা তাহার সকলে রটে।
বাহির যাত্রা বন্ধ করিতে এখনি ধোয়াই চরণতল
হাসিমুখে পতি চরণ বাড়ায়—মন জেনে তার কি আছে বল্?—হাল।

৩১

বাহরউ মং সহীও তিসসা গোত্তেণ কিংখ ভণিএণ।
থির-পেম্মা হোউ জহিং তহিং পি মা কিং পি ণং ভণহ ॥ কুসুমরাঅস্স।

ব্যাহরতু মাং সখ্যঃ তস্যাঃ গোত্রেণ কিং অত্র ভণিতেন।
স্থির-প্রেমা ভবতু যত্র তত্র অপি মা কিং অপি এনং ভণত ॥
(কুসুমরাজস্য)

৩২

রূঅং অচ্ছীসু ঠিঅং ফরিসো অঙ্গেসু জম্পিঅং কণ্ণে।
হিঅঅং হিঅএ ণিহিঅং বিওইঅং কিং খ দেব্বেণ ॥ বম্হগতিণো।

রূপং অক্ষ্ণোঃ স্থিতং স্পর্শঃ অঙ্গেসু জল্পিতং কর্ণে।
হৃদয়ং হৃদয়ে নিহিতং বিযোজিতং কিং অত্র দৈবেন ॥ (ব্রহ্মগতেঃ)

৩৩

সঅণে চিন্তামইঅং কাউণ পিঅং ণিমীলিঅচ্ছীএ।
অপ্পাণো উপঊঢ়ো পসিঢিল-বলআহিঁ বাহাহিং ॥

শয়নে চিন্তাময়ং কৃত্বা প্রিয়ং নিমীলিতাক্ষ্যা।
আত্মা উপগূঢ়ঃ প্রশিথিল-বলয়াভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥

৩৪

পরিহূএণ বি দিঅহং ঘর-ঘর-ভমিরেণ অণ্ণ-কজ্জম্মি।
চির-জীবিএণ ইমিণা খবিঅম্হো দড্ড-কাএণ ॥ বিক্কমরাঅস্স।

পরিভূতেন অপি দিবসং গৃহ-গৃহ-ভ্রমণশীলেন অন্য-কার্যে।
চির-জীবিতেন অনেন ক্ষপিতাঃ স্মঃ দগ্ধ-কায়েন। (বিক্রমরাজস্য)

৩৫

বসই জহিং চেঅ খলো পোসিজ্জন্তো সিণেহ-দাণেহিং।
তং চেঅ আলঅং দীঅও ব্ব অইরেণ মইলেই ॥ কিত্তিরাঅস্স।

বসতি যত্র এব খলঃ পোষ্যমাণঃ স্নেহ-দানৈঃ।
তং এব আলয়ং দীপকঃ ইব অচিরেণ মলিনয়তি ॥ (কীর্তিরাজস্য)

৩৬

হোন্তী বি ণিপ্ফলচ্চিঅ ধণ-রিদ্ধী হোই কিবিণ-পুরিসস্স।
গিম্হাঅব-সংতত্তস্স ণিঅঅ-ছাহি ব্ব পহিঅস্স ॥ কুন্দপুত্তস্স।

ভবন্তী অপি নিষ্ফলা এব ধনর্দ্ধিঃ ভবতি কৃপণ-পুরুষস্য।
গ্রীষ্মাতপ-সংতপ্তস্য নিজক-চ্ছায়া ইব পথিকস্য ॥ (কুন্দপুত্রস্য)

৩১

ডাকুক আমারে তার নামে সই
　　　　ব'লো না তাহারে কথাটি কিছু ;
যেখানে মজিবে মজুক সে জনা,
　　　　করিব না আমি মাথাটি নীচু ।—কুসুমরাজ ।

৩২

আঁখিতে আমার রূপ ভাসে তার অঙ্গে পরশ জাগে ;
কর্ণকুহরে বাণী শুনি তার হৃদয়ে হৃদয় লাগে ।
সঙ্গের সুখ বিযুক্ত করি বিধাতা করিছে কিবা ?
বিরহের মাঝে মিলনের রস আসিছে রজনী দিবা ।—ব্রহ্মগতি ।

৩৩

শূন্যশয়নে বিরহিণী নারী নয়নে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে ;
প্রবাসী পতির ধ্যানে নিমগন ভাবের ছবিটি হৃদয়ে ধরে ।
ভুজবন্ধনে বাঁধিবে বলিয়া প্রসারিত করে হস্ত দুটি,
আপন বুকেতে রচে বন্ধন—শিথিল কাঁকণ, নিবিড় মুঠি ।

৩৪

আমি তো ঘুরেছি গৃহে গৃহে কত
　　　　নিষ্ফল ঘোরা দিনের দিন ;
কত আয়ু বাছা দিয়াছে বিধাতা !
　　　　পোড়া দেহ শুধু হয়েছে ক্ষীণ ।—বিক্রমরাজ ।

৩৫

খলেরে পুষিবে আপন আলয়ে,
　　　　স্নেহ দিবে—তবু ঢালিবে বিষ ।
স্নেহের পাত্রে জ্বলিয়া প্রদীপ
　　　　কালি করে দেয় সকল দিশ ।—কীর্তিরাজ ।

৩৬

কৃপণের ধন যতই থাকুক
　　　　পরের অথবা নিজের নয় ;
আপন অঙ্গে নিলীন ছায়াটি
　　　　দুপুরে যেমন বিফল হয় ।—কুন্দপুত্র ।

৩৭

ফুরিএ বামচ্ছি তুএ জাই এহিই সো পিও জ্জ তা সুইরং।
সংমীলিঅ দাহিণঅং তুই অবি এহং পলোইস্‌সং॥ সত্তিহত্থিস্‌স।

স্ফুরিতে বামাক্ষি ত্বয়ি যদি এষ্যতি সঃ প্রিয়ঃ অদ্য তৎ সুচিরম্।
সংমীল্য দক্ষিণং ত্বয়া অপি (এব) এতং প্রলোকয়িষ্যে॥
(শক্তি-হস্তিনঃ)।

৩৮

সুণঅ-পউরম্মি গামে হিণ্ডন্তী তুহ কএণ সা বালা।
পাসক-সারিব্ব ঘরং ঘরেণ কইআ বি খাজ্জহিই॥ দেবরাঅস্‌স।

শুনক-প্রচুরে গ্রামে হিণ্ডমানা তব কৃতেন সা বালা।
পাশক-শারী ইব গৃহং গৃহেণ কদা অপি খাদিষ্যতে॥ (দেবরাজস্য)

৩৯

অণ্ণণ্ণং কুসুম-রসং জং কির সো মহই মহুঅরো পাউং।
তং ণীরসাণঁ দোসো কুসুমাণং ণেঅ ভমরস্‌স॥ অণুরাঅস্‌স।

অন্যং অন্যং কুসুম-রসং যৎ কিল সঃ মহতি মধুকরঃ পাতুম্।
তৎ নীরসানাং দোষঃ কুসুমানাং ন এব ভ্রমরস্য॥ (অনুরাগস্য)

৪০

রচ্ছা-পইণ্ণ-ণঅণুপ্পলা তুমং সা পডিচ্ছএ এন্তং।
দার-ণিহি এহিঁ দোহিঁ বি মঙ্গল-কলসেহিঁ ব থণেহিং॥ হালস্‌স।

রথ্যা-প্রকীর্ণ-নয়নোৎপলা ত্বাং সা প্রতীক্ষতে আয়ান্তম্।
দ্বার-নিহিতাভ্যাং দ্বাভ্যাং অপি মঙ্গল-কলশাভ্যাং ইব স্তনাভ্যাম্॥
(হালস্য)

৪১

তা রুণ্ণং জা রুব্বই তা ছীণং জাব ছিজ্জএ অঙ্গং।
তা ণীসসিঅঁ বরাইঅ জাব অ সাসা পহুপ্পন্তি॥ বেরসক্তিস্‌স।

তাবৎ রুদিতং যাবৎ রুদ্যতে তাবৎ ক্ষীণং যাবৎ ক্ষীয়তে অঙ্গম্।
তাবৎ নিঃশ্বসিতং বরাক্যা যাবৎ চ শ্বাসাঃ প্রভবন্তি॥ (বৈরশক্তেঃ)

৪২

সম-সোক্‌খ দুক্‌খ-পরিবড্‌ঢিআণঁ কালেণ রূঢ-পেম্মাণং।
মিহুণাণঁ মরই জং তং খু জিঅই ইঅরং মুঅং হোই॥ (বুড্‌ঢরঙ্কস্‌স)

সম-সৌখ্য-দুঃখ-পরিবর্ধিতয়োঃ কালেন রূঢ়-প্রেম্ণোঃ।
মিথুনয়োঃ ম্রিয়তে যৎ তৎ খলু জীবতি ইতরৎ মৃতং ভবতি॥ (বৃদ্ধরঙ্কস্য)

৩৭

বাম চোখ তুমি নাচিলে যদি বা
প্রিয়তম আসে, তবে গো রাজি—
দক্ষিণ চোখে করিয়া বারণ,
তোমা দিয়া শুধু দেখিব আজি।—শক্তিহস্তী।

৩৮

শ্বাপদ-প্রচুর গ্রামের পথেতে তোমার লাগিয়া সে বালা চলে,
বড় ভয় আছে এই অভিসারে বুঝায়ে তাহাকে কেহ না বলে।
গ্রামের পথেতে ঘুরিয়া ফিরিয়া মিলিবে না আর আপন সুখ;
পাশার ঘুঁটির মতন বালিকা পাইবে দেখিতে বাঘের মুখ।—দেবরাজ।

৩৯

ভ্রমর বুলিছে ফুল হতে ফুলে পান সে করিবে ফুলের সুধা
মধুভরা ফুল পাইলে বসিবে, শূন্য কুসুমে মিটে না ক্ষুধা;
ভ্রমরের দোষ কি আছে এমন, যত দোষী ওই রিক্তফুল;
সহজ ভাষায় বলিলে বলিব মানুষের হয় বিচারে ভুল।—অনুরাগ।

৪০

তোমার আসার পথেতে ছড়ায়ে
কমলনয়ন গন্ধ মধু;
দেখনা দুয়ারে সাজায়ে রেখেছে
স্তনের কলশ তোমার বধূ।—হাল।

৪১

কেঁদেছে সে নারী যত কাঁদা যায়, হয়েছে সে নারী ক্ষীণের ক্ষীণ
কি দেখিতে এলে? দেখ চোখ খুলে অঙ্গ তাহার ধরায় লীন।
হতভাগিনীর নিশ্বাস বায়ু বয়েছে যতটা শ্বাসের জোর।
এখনো মুখেতে রয়েছে ফুটিয়া যাহার পরশে ছিল সে ভোর।—বৈরশক্তি।

৪২

বহুবরষের সরসক্ষেত্রে বহু আদরের সলিলময়
যে প্রেমতরুটি বাড়িয়া ওঠে গো, তাহাকে লইয়া কেবল ভয়।
সমসুখদুখ দম্পতী মাঝে যে আগে মরিবে অপর রেখে,
সেই সে বাঁচিবে, অন্য ললাটে মরিবার দুখ বিধাতা লেখে।—বৃদ্ধরঙ্ক।

৪৩

হরিহিই পিঅস্‌স ণব-চূঅ-পল্লবো পঢম-মঞ্জরি-সণাহো।
মা রুবস্থ পুত্তি পত্থাণ-কলস-মুহ-সংঠিও গমণং ॥ বুড্‌ঢরক্কস্‌স।

হরিষ্যতি প্রিয়স্য নব-চূত-পল্লবঃ প্রথম-মঞ্জরী-সনাথঃ।
মা রোদীঃ পুত্রি প্রস্থান-কলশ-মুখ-সংস্থিতঃ গমনম্‌॥ (বৃদ্ধরক্ষস্য)

৪৪

জো কহঁ বি মহ সহীহিং ছিদ্দং লহিউণ পেসিও হিঅএ।
সো মাণো চোরিঅ-কামুক ব্ব দিট্‌ঠে পিএ ণট্‌ঠো॥ বালাইচ্চস্‌স।

যঃ কথং অপি মম সখীভিঃ ছিদ্রং লব্ধ্বা প্রেষিতঃ হৃদয়ে।
সঃ মানঃ চৌরিকা-কামুকঃ ইব দৃষ্টে প্রিয়ে নষ্টঃ॥ (বালাদিত্যস্য)

৪৫

সহিআহি ভণ্ণমাণা থণএ লগ্‌গং কুসুম্ভ-পুপ্‌ফং ত্তি।
মুদ্ধ-বহুআ হসিজ্জই পপ্‌ফোডন্তী ণহ-বআইং॥ বালাইচ্চস্‌স।

সখীভিঃ ভণ্যমানা স্তনে লগ্নং কুসুম্ভ পুষ্পং ইতি।
মুগ্ধ-বধূঃ হস্যতে প্রস্ফোটয়ন্তী নখ-পদানি॥ (বালাদিত্যস্য)

৪৬

উম্মূলেন্তি ব হিঅঅং ইমাইঁ রে তুহ বিরজ্জমাণস্‌স।
অবহীরণ-বস-বিসংঠুল-বলন্ত-ণঅণদ্ধ-দিট্‌ঠাইং॥ বিজঅগইণো।

উন্মূলয়ন্তি ইব হৃদয়ং ইমানি রে তব বিরজ্যমানস্য।
অবধীরণ-বশ-বিসংষ্ঠুল-বলন্‌-নয়নার্ধ-দৃষ্টানি॥ (বিজয়গতেঃ)

৪৭

ণ মুঅন্তি দীহ-সাসং ণ রুঅন্তি চিরং ণ হোন্তি কিসিআও।
ধণ্ণাও তাও জাণং বহু-বল্লহ বল্লহো ণ তুমং॥ হালস্‌স।

ন মুঞ্চন্তি দীর্ঘ-শ্বাসং ন রুদন্তি চিরং ন ভবন্তি কৃশাঃ।
ধন্যাঃ তাঃ যাসাং বহু-বল্লভ বল্লভঃ ন ত্বম্‌॥ (হালস্য)

৪৮

ণিদ্দালস-পরিঘুম্মির-তংস-বলন্তদ্ধ-তারআলোআ।
কামস্‌স বি দুব্বিসহা দিট্‌ঠি-ণিবাআ সসি-মুহীএ॥ হালস্‌স।

নিদ্রালস-পরিঘূর্ণশীল-তির্যগ্‌-বলদর্ধ-তারকালোকাঃ।
কামস্য অপি দুর্বিষহাঃ দৃষ্টি-নিপাতাঃ শশি-মুখ্যাঃ॥ (হালস্য)

৪৩

যাত্রার কালে কলশের মুখে
চূতমঞ্জরী দেখাবে বল,
দিবে পথে কাঁটা প্রবাসগমনে
মুছে ফেল ওই চোখের জল।—বৃদ্ধরঙ্ক।

৪৪

নিত্য নোতুন প্রেমের খেলায় মত্ত আমরা আপন ঘরে ;
প্রণয় কলহ ছিদ্রের পথে সখী-দেয় বোধ মানের তরে।
প্রিয়দরশনে পরাজিত মান পলাইয়া যায়, হয় না ক্ষতি,
চৌর কামুক পলায় যেমন সম্মুখে হেরি সতীর পতি।—বালাদিত্য।

৪৫

'কুসুম ফুলের রক্তপরাগ
লেগেছে বুঝি বা স্তনের পরে ?'
ঢেকে দিতে ওই নখের চিহ্ন
সখীরা দেখ না হাসিয়া মরে।—বালাদিত্য।

৪৬

বিরাগ তোমার জেনেছে হৃদয়
তাই তো হৃদয় বাহির হয়,
অর্ধবলিত দৃষ্টির পথে—
ব্যর্থ জীবন হোক না ক্ষয়।—বিজয়গতি।

৪৭

দীর্ঘশ্বাসেতে নহে গো কাতর রোদন কেমন কভু না জানে ;
চিন্তার জ্বর কৃশতা আনেনা বিরহ মিলন সমান মানে।
বহুবল্লভ ওগো প্রিয়তম ! ওরাই বুঝেছে সুখের সার ;
তোমারে নিয়েছে, নিল না তোমার বিরহের সেই বেদনাভার।—হাল।

৪৮

ও চাঁদবদনী নয়নের পাতে
কামদেবে করে জীবনহারা ;
ঘুমে ঢুলু ঢুলু অথচ ঘুরিছে
আধখোলা চোখে নয়নতারা।—হাল।

৪৯

জীবিঅ-সেসাই মএ গমিআ কহঁ কহঁ বি পেম্ম-দুদ্দোলী।
এণ্‌হিং বিরমস্থ রে ডড্‌ঢ-হিঅঅ মা রজ্জস্থ কহিং পি॥ অবণ্ণাঅস্‌স।
জীবিত-শেষয়া ময়া গমিতা কথং কথং অপি প্রেম-দুর্দোলী।
ইদানীং বিরম রে দগ্ধ-হৃদয় মা রজ্যস্ব কুত্র অপি॥ (অবজ্ঞাতস্য)

৫০

অজ্জাএ ণব-ণহ-কৃখঅ-ণিরীকৃখণে গরুঅ-জোব্বণুত্তুঙ্গং।
পডিমাগঅ-ণিঅ-ণঅণুপ্পলচ্চিঅং হোই থণ-বট্‌ঠং॥ কেসবরাঅস্‌স।
আর্যায়াঃ নব নখ-ক্ষত-নিরীক্ষণে গুরু-যৌবনোত্তুঙ্গম্।
প্রতিমা-গত-নিজ-নয়নোৎপলার্চিতং ভবতি স্তন-পৃষ্ঠম্॥ (কেশবরাজস্য)

৫১

তং ণমহ জস্‌স বচ্ছে লচ্ছিমুহং কোথহম্মি সংকন্তং।
দীসই মঅ পরিহীণং সসি ৰিম্‌ৰং স্থর ৰিম্‌ব ব্ব॥ ণিক্কলঙ্কস্‌স।
তং নমত যস্য বক্ষসি লক্ষ্মীমুখং কৌস্তুভে সংক্রান্তম্।
দৃশ্যতে মৃগ-পরিহীনং শশি বিম্বং সূর্যবিম্বে ইব॥ (নিষ্কলঙ্কস্য)

৫২

মা কুণ পডিবকৃখ স্থহং অণুণেহি পিঅং পসাঅ লোহিল্লং।
অই গহিঅ গরুঅ মাণেণ পুত্তি রাসি ব্ব ছিজ্জিহিসি॥ মাঅঙ্গস্‌স।
মা কুরু প্রতিপক্ষ-সুখং অনুনয় প্রিয়ং প্রসাদ-লোভশীলম্।
অতিগৃহীতগুরুক-মানেন পুত্রি রাশিঃ ইব ক্ষীয়সে॥ (মাতঙ্গস্য)

৫৩

বিরহকরবত্ত-দূসহ-ফালিজ্জন্তম্মি তীঅ হিঅঅম্মি।
অংস্থ কজ্জলমইলং পমাণস্থত্তংব্ব পডিহাই॥ সাহিল্লস্‌স।
বিরহকরপত্রদুঃসহ-পাট্যমানে তস্যাঃ হৃদয়ে।
অশ্রুকজ্জলমলিনং প্রমাণসূত্রং ইব প্রতিভাতি॥ (সাহিল্লস্য)

৫৪

দুণ্ণিকৃখেবঅমেঅং পুত্তঅ মা সাহসং করিজ্জাস্থ।
এথ ণিহিতাই মণ্ণে হিঅআই পুণো ণ লব্‌ভন্তি॥ সাহিল্লস্য।
দুর্নিক্ষেপকং এতৎ পুত্রক মা সাহসং করিষ্যসি।
অত্র নিহিতানি মন্যে হৃদয়ানি পুনঃ ন লভ্যন্তে॥ (সাহিল্লস্য)

৪৯

প্রণয়গ্রন্থি-গুম্ফিত হয়ে বুঝেছি তাহাতে কি আছে সুখ ;
গ্রন্থি-মোচন করিয়া আজিকে লজ্জিত নহে আমার মুখ।
আবার প্রীতির নব অঙ্কুর জন্ম মাগিছে বুঝিয়া ক্ষণ,
বিদায় বিদায় মোহবন্ধন ! দগ্ধ আজিকে হৃদয় মন।—অবজ্ঞাত।

৫০

রূপসীর দৃঢ় স্তনের পিঠেতে নখের চিহ্ন সেজেছে ভালো ;
বিস্মিত হোল যখনি তাহাতে পড়িল তাহার নয়ন কালো।
উৎপল নীল, চন্দন লাল পূজার মতন পূজাটি অই ;
পীন পয়োধর লভিছে অর্ঘ্য, স্বরূপ কথাটি তোমারে কই।—কেশবরাজ।

৫১

একি বিপরীত রতি সাধে হরি বুকের মণিতে লক্ষ্মীমুখ
বিম্বিত হোল কলঙ্কহীন চাঁদের মতন জাগায়ে সুখ।
কৌস্তুভমণি সূর্য যেন গো বিম্বে আজিকে চন্দ্রধরে
বলিহারি যাই যুগল মূর্তি—প্রণম চরণে ভক্তিভরে।—নিষ্কলঙ্ক।

৫২

শত্রুর মুখে হাসি ফুটায়ো না, আন কাছে ডাকি যে যাচে প্রেম ;
নিজে কাছে আসে আদর বাড়ায় তাহারি পীরিতি শুদ্ধ হেম।
আপন গরিমা বাড়াবে বলিয়া অতি গৌরব নিও না তুলি।
অতিপাষাণের মানের দণ্ডে হালকা ফসল গেছ কি ভুলি ?—[illegible]।

৫৩

বিচ্ছেদ যেন ধারাল করাত আসিতে যাইতে তাহার কাটা ;
অতি নিদারুণ বিষম কাটায় দুঃসহ তার মনের ঘা'টা।
অশ্রু পড়েছে বিন্দু বিন্দু কজ্জল-কালো তাহার বুকে,
কাটিবার আগে বিধাতা দিয়েছে কালো দাগ যেন হাতুড়ি ঠুকে।—সাহিল্য

৫৪

ফিরিয়া আবার পাইবে যেখানে
গচ্ছিত রাখা সেখানে ভালো ;
এখানে রাখিলে চিরতরে গেল—
সাবধানে তাই হৃদয় ঢালো।—সাহিল্য।

৫৫

ণিব্ব ুত্ত রআ বি বহূ সুরঅবিরামট্ঠিঈং অআণন্তী।
অবিরঅ-হিঅআ অণ্ণং পি কিং পি অত্থি ত্তি চিন্তেই॥ সদ্দুণকলসস্‌স।

নিবৃর্ত্ত রতা অপি বধূঃ সুরতবিরামস্থিতিং অজানতী।
অবিরত হৃদয়া অন্যৎ অপি কিং অপি অস্তি ইতি চিন্তয়তি॥
(সদ্রোণকলশস্য)

৫৬

ণন্দন্তু সুরঅ-সুহ-রস-তণ্‌হাবহরাই সঅললোঅস্‌স।
বহু কইঅব মগ্‌গ বিণিম্মিমআই বেসাণং পেম্মাইং॥ হালস্‌স।

নন্দন্তু সুরতসুখরসতৃষ্ণাপহরাণি সকললোকস্য
বহু-কৈতবমার্গ-বিনির্মিতানি বেশ্যানাং প্রেমাণি॥ (হালস্য)

৫৭

অপ্পত্তমণ্ণুদুক্‌খো কিং মং কিসিঅত্তি পুচ্ছসি হসন্তো।
পাবসি জই চলচিত্তং পিঅং জণং তা তুহ কহিস্‌সং॥

অপ্রাপ্তমন্যুদুঃখঃ কিং মাং কৃশা ইতি পৃচ্ছসি হসন্।
প্রাপ্স্যসি যদি চল-চিত্তং পিঅং জনং তদা তব কথয়িষ্যামি॥

৫৮

অবহত্থিঊণ সহি-জম্পিআই জাণং কএণ রমিওসি।
এআই তাই সোক্‌খাই সংসও জেহিঁ জীঅস্‌স॥ দেবস্‌স।

অপহস্ত্য সখী-জল্পিতানি যেষাং কৃতেন রমিতঃ অসি।
এতানি তানি সৌখ্যানি সংশয়ঃ যৈঃ জীবস্য॥ (দেবস্য)

৫৯

ঈসালুও পঈ সে রত্তিং মহুঅং ণ দেই উচ্চেউং।
উচ্চেই অপ্পণচ্চিঅ মাএ অই উজ্জুঅ সুহাও॥ অরিকেসরিস্‌স।

ঈর্ষ্যাশীলঃ পতিঃ তস্যাঃ রাত্রৌ মধুকং ন দদাতি উচ্চেতুম্।
উচ্চিনোতি আত্মনা এব মাতঃ অতি-ঋজুক-স্বভাবঃ॥ (অরিকেসরিণঃ)

৬০

অচ্ছোডিঅ বত্থদ্ধন্ত পত্থিএ মন্থরং তুমং বচ্চ।
চিন্তেসি থণহরাআসিঅস্‌স মজ্ঝস্‌স বি ণ ভঙ্গং॥ গুণদ্ধস্‌স।

আকৃষ্ট বস্ত্রার্ধান্ত-প্রস্থিতে মন্থরং ত্বং ব্রজ।
চিন্তয়সি স্তন-ভরায়াসিতস্য মধ্যস্য অপি ন ভঙ্গম্॥ (গুণর্দ্ধস্য)

৫৫

মুগ্ধা সে বালা রমণবিরতি
তথাপি ভাবিছে আছে বা শেষ,
মুগ্ধাই তার শেষ পরিচয়—
বুদ্ধির বুঝি নাইকো লেশ।—সদ্রোণকলস।

৫৬

সকল লোকের রতিসমাহার
সকল তৃষ্ণা যাহাতে ক্ষয় ;
কৈতবভরা বেশ্যার প্রেম—
সকল কণ্ঠে তাহারি জয়।—হাল।

৫৭

হাসিভরা মুখে প্রশ্ন তোমার—কেন দিনে দিনে কৃশতা মোর ?
দুঃখের মুখ দেখনি জীবনে, আছে যে তোমার ভাগ্যজোর।
চঞ্চলমন পতি যার আছে, সেই জানে শুধু কপাল তার ;
প্রশ্নের তব জবাব আসিবে, যদি পাও সেই দুখের ভার।

৫৮

সখীর বচন তুচ্ছ করিয়া
মিলনে মাগিছ স্বর্গসুখ।
জানি তাহা জানি শেষ পরিণামে
কোথায় রহিবে আমার মুখ ?—দেব।

৫৯

ঈর্ষ্যা-অসূয়া পতির ধর্ম—বধূকে দিবে না বাগানে যেতে
রাত্রি আঁধারে মহুয়া কুসুম তুলিবে বলিয়া উঠেছে মেতে ;
নিজে চলে তাই ফুল তুলিবারে এদিকে তাহার শূন্য ঘর ;
বধূ একাকিনী মূর্খ বোঝে না—এইখানে আছে আসল ডর।—অরিকেশরী।

৬০

আঁচল টানিয়া এত বেগে তুমি চলিয়া যেও না, ওলো ও সই !
বিষম বিপদ ঘটিতে পারে গো ! কানে কানে কথা তোমারে কই।
পয়োধরভার বুকেতে লইয়া যাওয়া তো চলে না বেগের ঝড়ে।
ক্ষীণ কটিদেশ সহিবে না অত, সহসা সে যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে।—গুণর্দ্ধ।

৬১

উদ্ধচ্ছো পিঅই জলং জহ জহ বিরলঙ্গুলী চিরং পহিও।
পাবালিআ বি তহ তহ ধারং তণুঅং পি তণু এই ॥ ভাড্ডঅস্স।

ঊর্দ্ধাক্ষঃ পিবতি জলং যথা যথা বিরলাঙ্গুলিঃ চিরং পথিকঃ।
প্রপা-পালিকা অপি তথা তথা ধারাং তনুকাং অপি তনূকরোতি ॥
(ভাদ্রকস্য)

৬২

ভিচ্ছাঅরো পেচ্ছই ণাহি-মণ্ডলং সা বি তস্স মুহঅন্দং।
তং চটুঅং অ করঙ্কং দোণ্হ বি কাআ বিলুম্পন্তি ॥ সসিরাঅস্স।

ভিক্ষাচরঃ প্রেক্ষতে নাভি-মণ্ডলং সা অপি তস্য মুখ-চন্দ্রম্।
তৎ চটুকং চ করঙ্কং দ্বয়োঃ অপি কাকাঃ বিলুম্পন্তি ॥ (শশিরাজস্য)

৬৩

জেণ বিণা ণ জিবিজ্জই অণুণিজ্জই সো কআবরাহো বি।
পত্তে বি ণঅর-দাহে ভণ কস্স ণ বল্লহো অগ্গী ॥ রোহাএ।

যেন বিনা ন জীব্যতে অনুনীয়তে সঃ কৃতাপরাধঃ অপি।
প্রাপ্তে অপি নগর-দাহে ভণ কস্য ন বল্লভঃ অগ্নিঃ ॥ (রোহায়াঃ)

৬৪

বঙ্কং কো পুলইজ্জউ কস্স কহিজ্জউ সুহং ব দুক্খং বা।
কেণ সমং ব হসিজ্জউ পামর-পউরে হঅ-গ্গামে ॥ মেহণাঅস্স।

বক্রং কঃ প্রলোক্যতাং কস্য কথ্যতাং সুখং বা দুঃখং বা।
কেন সমং বা হস্যতাং পামর-প্রচুরে হত-গ্রামে ॥ (মেঘনাদস্য)

৬৫

ফলহী-বাহণ-পুণ্ণাহ-মঙ্গলং লঙ্গলে কুণন্তীএ।
অসঈঅ মণোরহ-গব্ভিণীঅ হত্থা থরহরন্তি ॥ কহিলস্স।

ফলহী-বাহন পুণ্যাহ-মঙ্গলং লাঙ্গলে কুর্বত্যাঃ।
অসত্যাঃ মনোরথ-গর্ভিণ্যাঃ হস্তৌ থরথরায়েতে ॥

৬৬

পহিউল্লূরণ-সঙ্কাউলাহিঁ অসঈহিঁ বহল-তিমিরস্স।
আইপ্পণেণ ণিহুঅং বডস্স সিত্তাইঁ পত্তাইং ॥ অহরাঅস্স।

পথিক-চ্ছেদন-শঙ্কাকুলাভিঃ অসতীভিঃ বহল-তিমিরস্য।
আলেপনেন নিভৃতং বটস্য সিক্তানি পত্রাণি ॥ (অঘরাজস্য)

৬১

রূপসী যুবতি জল ঢেলে দেয় পথিক পাতিছে হস্ত তার
ঊর্ধ্ব নয়নে অঞ্জলি ধরে, ঝরিয়া পড়িছে জলের ধার।
জলপান ভুলে পথিক হেরিছে প্রপাপালিকার নয়ন কালো ;
বিরলাঙ্গুলি অঞ্জলি পরে জল ঢেলে খেলা চলেছে ভালো।—ভাদ্রক।

৬২

ভিক্ষুক দেখে নাভি সুগভীর, রমণী দেখিছে ভিখারী-মুখ ;
হ্রদে আর চাঁদে বাঁধন পড়েছে অন্তরে বুঝি উপজে সুখ!
এই অবসরে কাক উড়ে এসে আধসারা করে অন্নথালা।
এদিকেতে দেখ উড়িয়া উড়িয়া ঝুলি ঠোক্‌রায় কাকের মালা।—শশিরাজ।

৬৩

দোষ আছে তবু অপরিহার্যে
কদাচ দিয়োনা ঘৃণার দান।
নগর পুড়িয়ে ভস্ম করেও
অগ্নি লভিছে সবার মান।—রোহা।

৬৪

কপাল আমার! কাহার দিকেতে হানিব আমার আঁখির আলো ?
সুখ দুঃখের কাহিনী বলিব মানুষ কোথায় ? ভালতো ভালো!
সরস আলাপে মাতিয়া উঠিব, উজল হইবে আমার মুখ ?
চাষার গাঁয়েতে বসতি করিয়া গেল গো আমার সকল সুখ।—মেঘনাদ।

৬৫

তুলোর চাষের শুভ আরম্ভে মঙ্গল আঁকা যাহার ভার,
সেই পামরের বধূটিকে দেখ, কাঁপে থর থর হস্ত তার।
আজি প্রভাতের হল অর্চনা পতি-নিষ্ঠার পুণ্য কাজ :
ব্যসন তাহার অন্য পুরুষে, বাহিরে কেবল সতীর সাজ।—কহিল।

৬৬

নির্জন মাঠে আছে এক বট ছায়া বটে তার শীতল কালো।
অমাবস্যার সমান আঁধার সঙ্কেত বাটী সেই তো ভালো।
পল্লবঘন সেই বটশাখা কাঠুরের হাতে কাটা বা যায়
এই ভয়ে রোজ অসতী নারীরা আলপনা ঢালে তাহার গায়।—অঘরাজ।

৬৭

ভঞ্জন্তস্‌স বি তুহ সগ্‌গ-গামিণো ণই-করঞ্জ-সাহাও।
পাআ অজ্জ বি ধম্মিঅ তুঅ কহঁ ধরণিং বিঅ ছিবন্তি॥ হালস্‌স।

ভঞ্জতঃ অপি তব স্বর্গ-গামিনঃ নদী-করঞ্জ-শাখাঃ।
পাদৌ অদ্য অপি ধার্মিক তব কথং ধরণীং এব স্পৃশতঃ॥ (হালস্য)

৬৮

অচ্ছউ দাব মণহরং পিআই মুহ-দংসণং অই-মহগ্‌ঘং।
তগ্‌গাম-ছেত্ত-সীমা বি ঝত্তি দিট্‌ঠা সুহাবেই॥

অস্তু তাবৎ মনোহরং প্রিয়ায়াঃ মুখ-দর্শনং অতি-মহার্ঘম্‌।
তদ্‌-গ্রাম-ক্ষেত্র-সীমা অপি ঝটিতি দৃষ্টা সুখয়তি॥

৬৯

নিক্কম্মাহিঁ বি ছেত্তাহিঁ পামরো ণেঅ বচ্চএ বসইং।
মুঅ-পিঅ-জাআ-সুণ্ণইঅ-গেহ-দুক্‌খং পরিহরন্তো॥ পুণ্ডরীঅস্‌স।

নিষ্কর্ম্মণঃ অপি ক্ষেত্রাৎ পামরঃ নএব ব্রজতি বসতিম্‌।
মৃত-প্রিয়-জায়া-শূন্যীকৃত-গেহ-দুঃখং পরিহরন্‌॥ (পুণ্ডরীকস্য)

৭০

ঝঞ্ঝা-বাউত্তিণ্ণিঅ-ঘর-বিবর-পলোট্‌ঠ-সলিল-ধারাহিং।
কুড্ড-লিহিওহি-দিঅহং রক্‌খই অজ্জা কর-অলেহিং॥ জঅসেণস্‌স।

ঝঞ্ঝা-বাতোত্তৃণীকৃত-গৃহ-বিবর-পর্যস্ত-সলিল-ধারাভ্যঃ।
কুড্য-লিখিতাবধি-দিবসং রক্ষতি আর্যা করতলাভ্যাম্‌॥ (জয়সেনস্য)

৭১

গোলা-ণইএ কচ্ছে চক্‌খন্তো রাইআই পত্তাইং।
উপ্পডই মক্কডো খোক্‌খ এই পোট্টং অ পিট্টেই॥ ণরবাহণস্‌স।

গোদা-নদ্যাঃ কচ্ছে চর্ব্বয়ন্‌ রাজিকায়াঃ পত্রাণি।
উৎপততি মর্কটঃ খোক্‌খ-শব্দং করোতি উদরং চ তাড়য়তি।
(নরবাহনস্য)

৭২

গহ-বইণা মুঅ-সেরিহ-ডুণ্ডুঅ-দামং চিরং বহেউণ।
বগ্‌গ-সআইং ণেউণ ণবরি অ অজ্জা-হরে বদ্ধং॥ সচ্চসামিণো।

গৃহ-পতিনা মৃত-সৈরিভ-বৃহদ্‌ঘণ্টা-দাম চিরং উঢ্বা॥
বর্গ-শতানি নীত্বা অনন্তরং চ আর্য-গৃহে বদ্ধম্‌॥ (সত্যস্বামিনঃ)

৬৭

নদী তটে আছে করঞ্জ গাছ
দাঁতনের লাগি ভাঙিছ শাখা ;
উঁচু হ'য়ে তুমি স্বর্গেই যাও—
বৃথা কেন পদ ভূতলে রাখা।—হাল।

৬৮

মুখখানি তার শোভন মোহন আকাশের চাঁদ আমার কাছে ;
দূরবর্তিনী ধরিতে পারিনা, বাসনার তৃষা হৃদয়ে আছে।
বহুদূর থেকে নয়ন মেলিয়া দেখিতে পাইগো বধূর গ্রাম।
অন্তরে আঁকি' তাহার প্রতিমা সার্থক করি সকল কাম।

৬৯

হলিকের বধূ হ'য়েছে বিগত শূন্য করিয়া সকল স্থান ;
গৃহে আর ক্ষেতে কাজের মাঝারে আর তো বাজেনা প্রাণের গান।
ক্ষেতে কাজ নাই, গৃহ টানে নাকো, দুঃখের শেষ আছে কি তার ?
সহচরীহীন পামর আজিকে হৃদয়ে বহিছে পাষাণ ভার।—পুণ্ডরীক।

৭০

শেষ রজনীতে ঝড় বয়ে গেছে নিস্তৃণ হোল গৃহের দ্বার ;
বাধা সরে গেছে গৃহের ভিতরে ওই দেখ বহে জলের ধার।
গৃহভিতে লেখা পতি প্রবাসের অবধি দিবস বাঁচাবে ব'লে
বিরহিণী বধূ ব্যস্ত হৃদয়ে ঢাকিয়া রেখেছে করের তলে।—জয়সেন।

৭১

গোদাবরীতটে রাই ক্ষেত আছে,
সে ফসল দেখ বানরে খায়।
খোক্ খোক্ ক'রে মহাবীরত্বে
উদর বাজিয়ে লাফিয়ে যায়।—নরবাহন।

৭২

মৃত মহিষের ঘণ্টার মালা অতি সযতনে গৃহেতে রাখে
মহিষবাথানে এক পাল আছে, সাধের ঘণ্টা পরাবে কাকে ?
গৃহপতি তাই ঘণ্টার মালা বহুকাল ধ'রে বহন করি,
চণ্ডীর ঘরে টানাইয়া রাখে সজল নয়নে তাহারে স্মরি।—সত্যস্বামী।

৭৩

সিহি-পেহুণাবঅংসা বহুআ বাহস্স গব্বিরী ভমই।
গঅ-মোত্তিঅ-রইঅ-পসাহণাণঁ মজ্ঝে সবত্তীণং॥ পোট্টিসস্স।

শিখি-পিচ্ছাবতংসা বধূঃ ব্যাধস্য গর্বশীলা ভ্রমতি।
গজ-মৌক্তিক-রচিত-প্রসাধনানাং মধ্যে সপত্নীনাম্॥ (পোট্টিসস্য)

৭৪

বঙ্কচ্ছি-পেচ্ছিরীণং বঙ্কুল্লবিরীণঁ বঙ্ক-ভমিরীণং।
বঙ্ক-হসিরীণঁ পুত্তঅ পুণ্ণেহিঁ জণো পিও হোই॥ বপ্পসামিণো।

বক্রাক্ষি-প্রেক্ষণশীলানাং বক্রোল্লপনশীলানাং বক্র-ভ্রমণশীলানাম্।
বক্র-হাসশীলানাং পুত্রক পুণ্যৈঃ জনঃ প্রিয়ো ভবতি॥ (বপ্রস্বামিনঃ)

৭৫

ভম ধম্মিঅ বীসত্থো সো সুণও অজ্জ মারিও তেণ।
গোলা-অড-বিঅড-কুডঙ্গ-বাসিণা দরিঅ-সিহেণ॥

ভ্রম ধার্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকঃ অদ্য মারিতঃ তেন।
গোদা-তট-বিকট-কুঞ্জ-বাসিনা দৃপ্ত-সিংহেন॥

৭৬

বাএরিএণ ভরিঅং অচ্ছিং কণ্ণউর-উপ্পল-রএণ।
ফুক্কন্তো অবিইণ্হং চুম্বন্তো কো সি দেবাণং॥ পালিতস্স।

বাতেরিতেন ভৃতং-অক্ষি কর্ণপূরোৎপল-রজসা।
ফূৎকুর্ব্বন্ অবিতৃষ্ণং চুম্বন্ কঃ অসি দেবানাম্॥ (পালিতস্য)

৭৭

সহি দুম্মেন্তি কলম্বাইং জহ মং তহ ণ সেস-কুসুমাইং।
ণূণং ইমেসু দিঅহেসু বহই গুডিআ-ধণুং কামো॥ (অণুলচ্ছীএ)।

সখি দূনয়ন্তি কদম্বানি যথা মাং তথা ন শেষ-কুসুমানি।
নূনং এষু দিবসেষু বহতি গুটিকা-ধনুঃ কামঃ॥ (অনুলক্ষ্ম্যাঃ)

৭৮

নাহং দূঈ ণ তুমং পিও ত্তি কো অম্হ এত্থ বাবারো।
সা মরই তুজ্ঝ অঅসো তেণ অ ধম্মক্খরং ভণিমো॥ (অণুলচ্ছীএ)।

নাহং দূতী ন ত্বং প্রিয়ঃ ইতি কঃ অস্মাকং অত্র ব্যাপারঃ।
সা ম্রিয়তে তব অযশঃ তেন চ ধর্মাক্ষরং ভণামঃ॥ (অনুলক্ষ্ম্যাঃ)

৭৩

ময়ূর পিচ্ছে কানের ভূষণ রচিয়াছে ওই ব্যাধের বধূ ;
অন্তর ভরা আছে তার কাছে স্বামীর সোহাগ—প্রেমের মধু।
গজমুক্তার মালা গলে দিয়া বুলিছে যাহারা সতীন দল
ময়ূরের পাখা তাদেরে জিনেছে—পতির সোহাগে এমনি বল।—পোট্টিস

৭৪

বঙ্কিম দিঠি নয়নে যাহার বাঁকা বাঁকা মুখে মধুর কথা ;
হেলিয়া দুলিয়া ফেলিছে চরণ—নৃত্যের তাল চলনে যথা।
অধরের কোণে বঙ্কিম হাসি কেবলই যাহার খেলিয়া যায়,
ভাগ্যের জোর তাহার বলিব এমন বধূটি যেজন পায়।—বজ্রস্বামী।

৭৫

ধার্মিক তুমি ভ্রম এই বনে,
এখন নাই সে কুকুর ভয়।
গোদাতটবাসী দৃপ্ত সিংহ
বধেছে তাহাকে সুনিশ্চয়।

৭৬

সখীর কানেতে উৎপল দোলে—পরাগ তাহার বায়ুতে ভাসি,
পড়ে তার চোখে, সখীটি আকুল অধরের আগে মধুর হাসি।
ফুৎকার দান সুযোগ লভিয়া চুম্বনে মুখ ভরিছ তার
দেবের মাঝারে কোন দেব তুমি, ভাগ্য তোমার চমৎকার !—পালিত।

৭৭

নববরষার বিষম দিবসে কদম্ব দেয় এমন তাপ !
তাহার যাতনা বুঝাব কেমনে, চিত্ত ভেদিছে—একি এ পাপ !
অন্য কুসুম ফুটেছে কতবা—তাদেরে ছোঁয়না মনের ভুলে ;
অনঙ্গদেব সকল ছাড়িয়া গুলতি ছুঁড়িছে কদম ফুলে।—অনুলক্ষ্মী।

৭৮

দূতী নই আমি, তুমি তো ছেড়েছো
'প্রিয়' এই নাম, তথাপি বলি—
ধর্মের কথা, অযশ ঢাকিতে,
অভাগিনী বুঝি যাইবে চলি।—অনুলঅক্ষ্মী।

৭৯

তীঅ মুহাহিং তুহ মুহঁ তুজ্ঝ মুহাও অ মজ্ঝ চলণম্মি।
হত্থাহত্থীঅ গও অই-দুক্করআরও তিলও॥ হালস্স।

তস্যাঃ মুখাৎ তব মুখং তব মুখাৎ চ মম চরণে।
হস্তাহস্তিকয়া গতঃ অতি-দুষ্কর-কারকঃ তিলকঃ॥ (হালস্য)

৮০

সামাই সামলিজ্জই অদ্ধচ্ছি-পলোইরীএ মুহ-সোহা।
জম্ব-দল-কঅ-কণ্ণাবঅংস-ভরিএ হলিঅ-পুত্তে॥

শ্যামায়াঃ শ্যামলায়তে অর্ধাক্ষি-প্রলোকনশীলায়াঃ মুখ-শোভা।
জম্বূদল-কৃত-কর্ণাবতংস-ভৃতে হলিক-পুত্রে॥

৮১

দূই তুমং বিঅ কুসলা কক্খড-মউআই জাণসে বোল্লুং।
কণ্ডূইঅ-পণ্ডুরঁ জহ ণ হোই তহ তং করেজ্জাসি॥ আহবসত্তিণো।

দূতি ত্বং এব কুশলা কর্কশ-মৃদুকানি জানীযে বক্তুম্।
কণ্ডূয়িত-পাণ্ডুরং যথা ন ভবতি তথা তং করিষ্যসি॥ (আহবশক্তেঃ)

৮২

মহিলা-সহস্‌স-ভরিএ তুহ হিঅএ সুহঅ সা অমাঅন্তী।
দিঅহং অণণ্ণ-কম্মা অঙ্গং তণুঅং পি তণুএই॥ হালস্স।

মহিলা-সহস্র-ভৃতে তব হৃদয়ে সুভগ সা অমানন্তী।
দিবসং অনন্য-কর্মা অঙ্গং তনুকং অপি তনূকরোতি॥ (হালস্য)

৮৩

খণ-মেত্তং পি ণ ফিট্টই অণুদিঅহ-বিইণ্ণ-গরুঅ-সংতাবা।
পচ্ছন্ন-পাব-সঙ্কে ব্ব সামলী মজ্ঝ হিঅআও॥ হালস্স।

ক্ষণ-মাত্রং অপি ন ভ্রংশতে অনুদিবস-বিতীর্ণ-গুরুক-সংতাপা।
প্রচ্ছন্ন-পাপ-শঙ্কা ইব শ্যামলী মম হৃদয়াৎ॥ (হালস্য)

৮৪

অজ্জঅ নাহং কুপিআ অবউহস্সু কিং মুহা পসাএসি।
তুহ মন্নু-সমুপ্পাঅএণ মজ্ঝ মাণেণ বি ণ কজ্জং॥ মিঅঙ্কস্স।

অজ্জক ন অহং কুপিতা উপগূহ (অবগূহস্ব) কিং মুধা প্রসাদয়সি।
তব মন্যু-সমুৎপাদকেন মম মানেন অপি ন কার্যম্॥ (মৃগাঙ্কস্য)

৭৯

আপনা ভুলিয়া বাহুপাশে বেঁধে যে তিলক তুমি লভেছ মুখে,
সে তিলক ছিল ললাটে তাহার, গলিয়া এসেছে পরম সুখে ;
সেই সে তিলক আমার চরণে অঙ্কিত হয়, যখন তুমি—
অনুশোচনার তীব্র জ্বালায় ক্রন্দন কর চরণ চুমি।—হাল।

৮০

জামপল্লব কানে গুঁজে যবে
হালিকপুত্র নিকটে আসে,
শ্যামলা বালার শ্যামশোভা বাড়ে
আড়চোখে তার সোহাগ ভাসে।

৮১

দূতী তুমি বড় বাক্যনিপুণা
নরমে গরমে বলিবে খাঁটি ;
প্রথমে তাহারে চুলবুল করি,
শেষে করো নাকো সকল মাটি।—আহবশক্তি।

৮২

তোমার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছে রমণীরত্ন শতেক জনা ;
আপন বধূরে হৃদয়ে বহনা, তুমি রহিয়াছ অন্যমনা।
প্রবেশের পথ লভিতে হইবে—তাই তো সে ক্ষীণ করিছে দেহ ;
তিল পরিমাণ স্থানটুকু পেয়ে যদি লাভ হয় তোমার স্নেহ।—হাল।

৮৩

শ্যামলবরণা সেই নারীটির চিন্তা আমার হৃদয় ছায় ;
দিবসের শত কর্ম মাঝারে ভুলিতে পারিনে কখনো তায়।
অজানিত পাপ চিন্তা যেমন অভিভূত করে মানস-লোক :
তেমনি সে নারী নয়ন বাহিরে দিতেছ আমার হৃদয়ে শোক।—হাল।

৮৪

বড় বোকা তুমি ! রাগ করি নাই,
কেন বা আদরে জড়াও বুকে ?
তোমারো মানের হেতু ঘটে নাই ;
এস দুইজনে থাকিব সুখে।—মৃগাঙ্ক।

৮৫

দীহুণ্হ-পউর-ণীসাস-পআবিও ৰাহ-সলিল-পরিসিত্তো।
সাহেই সাম-সবলং ব তী এ অহরো তুহ বিওএ ॥

দীর্ঘোষ্ণ-প্রচুর-নিঃশ্বাস-প্রতাপিতঃ বাষ্প-সলিল-পরিষিক্তঃ।
সাধয়তি শ্যাম-শবলং ইব তস্যাঃ অধরঃ তব বিয়োগে ॥

৮৬

সরত্র মহদ্দদাণং অন্তে সিসিরাইঁ ৰাহিরুণ্হাইং।
জাআইঁ কুবিঅ-সজ্জন-হিঅঅ-সরিচ্ছাইঁ সলিলাইং ॥ বিগ্গহরাঅস্স।

শরদি মহাহ্রদানাং অন্তঃ শিশিরাণি বহিঃ উষ্ণানি।
জাতানি কুপিত-সজ্জন-হৃদয়-সদৃক্ষাণি সলিলানি ॥ (বিগ্রহরাজস্য)

৮৭

আঅঅস্স কিং ণু করিহিম্মি কিঁ ৰোলিস্সং কহং ণু হোইহি ইমিতি।
পঢমুগ্গঅ-সাহস-আরিআই হিঅঅং থরহরেই ॥

আগতস্য কিং নু করিষ্যামি কিং বক্ষ্যামি কথং নু ভবিষ্যতি ইদং ইতি।
প্রথমোদ্‌গত-সাহস-কারিকায়াঃ হৃদয়ং থরথরায়তে ॥

৮৮

ণেউর-কোডি-বিলগ্গং চিউরং দইঅস্স পাঅ-পডিঅস্স।
হিঅঅং পউত্থ-মাণং উম্মোঅন্তি ৰিবঅ কহেই ॥ অণঙ্গস্স।

নূপুর-কোটি-বিলগ্নং চিকুরং দয়িতস্য পাদ-পতিতস্য।
হৃদয়ং প্রোষিত-মানং উন্মোচয়ন্তী এব কথয়তি ॥ (অনঙ্গস্য)

৮৯

তুজ্ঝঙ্গরাঅ-সেসেণ সামলী তহ খরেণ সোমারা।
সা কির গোলা-উলে ণ্হাআ জম্বূ-কসাএণ ॥

তব অঙ্গরাগ-শেষেণ শ্যামলী তথা খরেণ সুকুমারা।
সা কিল গোদা-কূলে স্নাতা জম্বূ-কষায়েণ ॥

৯০

অজ্জ ৰেবঅ পউত্থো অজ্জ ৰিবঅ সুন্নআইং জাআইং।
রত্থা-মুহ-দেউল-চত্তরাইঁ অম্হ চ হিঅআইং ॥ অমিঅস্স।

অদ্য এব প্রোষিতঃ অদ্য এব শূন্যকানি জাতানি।
রথ্যামুখ-দেবকুল-চত্বরাণি অস্মাকং চ হৃদয়ানি ॥ (অমৃতস্য)

৮৫

বিরহ-কাতরা সেই নায়িকার তপ্ত অধর সে কোন পাপে ?
অশ্রু ঝরিয়া সিক্ত করিছে, দীর্ঘশ্বাসেতে ওষ্ঠ কাঁপে।
সে যেন সাধিছে 'শ্যাম ও শবলা' পাইতে তাহার হৃদয় নিধি,
আগুনের তাপ, সলিলে প্রবেশ—যে ব্রতে রয়েছে শাস্ত্রবিধি।

৮৬

সুজন যাঁহারা তাঁদের হৃদয় বাহিরেই শুধু উষ্ণতাপ—
অন্তরে নাই তাপের পরশ, নিতশুদ্ধ মুক্তপাপ।
শরৎহ্রদের উপরের জল বঞ্চিত করে সকল স্নেহ
ভিতরে ডুবিলে নিশ্চিত জানি জুড়াবে তোমার সকল দেহ।—বিগ্রহরাজ।

৮৭

প্রথম সাহসকারিণী যে নারী আকুলি বিকুলি এমনি করে—
কি করিব আমি জানি না তো সই—সে যদি এখনি আসিয়া পড়ে ?
কি কথা বলিব, কি ভাবে দাঁড়াব, কিবা আছে মোর ভাগ্যে লেখা ?
থর থর করি কাঁপিছে হৃদয়—নাই যে আমার কিছুই শেখা !

৮৮

নূপুরে লগ্ন কেশগুচ্ছেরে
যত্নে মুক্ত করিয়া প্রিয়া,
'মানিনীর মান হয়েছে বিগত'
এই কথা বলে সূচনা দিয়া।—অনঙ্গ।

৮৯

গোদাবরী জলে স্নান করে ওই শ্যামাবালা বধূ নেহার ওই ;
তীক্ষ্ণ কষায় অঙ্গের রাগ মেখেছিলে যাহা, তোমারে কই—
জম্বুরসের সেই প্রসাধন প্রসাদ মানিয়া দিতেছে গায় ;
সুকুমারী বালা স্পৃষ্টপরশে হরষে আপনা ভুলিয়া যায়।

৯০

প্রিয়তম মোর প্রবাসী হয়েছে আজিকে তাহার প্রথম দিন ;
উদাস পরাণ আকাশে চাহিছে, না হোতে চরণচিহ্ন ক্ষীণ।
শূন্য হয়েছে দেবচত্বর, রাজপথ ওই শূন্য হেরি।
শূন্যের মাঝে হৃদয় কাঁদিছে প্রোষিতপতির স্মৃতিটি ঘেরি।—অমৃত।

৯১

চিরডিং পি অআণস্তো লোআ লোএহিঁ গোরবব্‌ভহিয়া ।
সোণার-তুলে ব্ব ণিরক্‌খরা বি খন্ধেহিঁ উব্‌ভন্তি ॥ পাবচ্ছীলস্‌স ।

বর্ণাবলীং অপি অজানন্তঃ লোকাঃ লোকৈঃ গৌরবাভ্যধিকাঃ ।
স্বর্ণকার-তুলাঃ ইব নিরক্ষরাঃ অপি স্কন্ধৈঃ উহ্যন্তে ॥ (পাবশীলস্য)

৯২

আঅম্বস্ত-কবোলং খলিঅক্‌খর-জম্পিরিং ফুরন্তোট্‌ঠিং ।
মা ছিবস্থ ত্তি সরোসং সমোসরন্তিং পিঅং ভরিমো ॥

আতাম্রায়মাণ-কপোলাং স্খলিতাক্ষর-জল্পনশীলাং স্ফুরদোষ্ঠীম্ ।
মা স্পৃশ ইতি সরোষং সমপসর্পন্তীং প্রিয়াং স্মরামঃ ॥

৯৩

গোলা-বিসমোআর-চ্ছলেণ অপ্পা উরম্মি সে মুক্কো ।
অণুঅম্পা-নিদ্দোসং তেণ বি সা গাঢ়মুবঊঢ়া ॥

গোদা-বিষমাবতার-চ্ছলেন আত্মা উরসি তস্য মুক্তঃ ।
অনুকম্পা-নির্দোষং তেন অপি সা গাঢ়ং উপগূঢ়া ॥

৯৪

সা তুহ স-হত্থ-দিণ্ণং অজ্জ বি রে স্থহঅ গন্ধ-রহিঅং পি ।
উব্বসিঅ-ণঅর-ঘর-দেবদেব্ব ওমালিঅং বহই ॥

সা তব স্ব-হস্ত-দত্তাং অদ্য অপি রে স্থভগ গন্ধ-রহিতাং অপি ।
উদ্বাসিত-নগর-গৃহ-দেবতা ইব অবমালিকাং বহতি ॥

৯৫

কেলীঅ বি রূসেউং ণ তীরএ তম্মি চুক্ক-বিণঅম্মি ।
জাইঅএহিঁ ব মাএ ইমেহিঁ অবসেহিঁ অঙ্গেহিং ॥ পাবচ্ছীলস্‌স ।

কেল্যা অপি রোষিতুং ন শক্যতে তস্মিন্ চ্যুত-বিনয়ে ।
যাচিতকৈঃ ইব মাতঃ এভিঃ অবশৈঃ অঙ্গৈঃ ॥ (পাবশীলস্য)

৯৬

উপ্‌ফুল্লিআই খেল্লউ মা ণং বারেহি হোউ পরিঊঢ়া ।
মা জহণ-ভার-গরুঈ পুরিসাঅন্তী কিলিম্মিহিই ॥ বচ্ছস্‌স ।

উৎফুল্লিকয়া খেলতু মা এনাং বারয়ত ভবতু পরিগূঢ়া ।
মা জঘন-ভার-গুর্বী পুরুষায়ন্তী ক্লমিষ্যতি ॥ (বৎসস্য)

৯১

নিরেট মূর্খ যেইজন হায় !

অক্ষর দেখি কেবল কাঁদে ;

সোনা ওজনের নিক্তির মত

সেও চড়ে দেখি গুণীর কাঁধে ।—পাবশীল ।

৯২

গণ্ড তাহার লাল হয়ে গেছে দগ্ধতাম্র বরণপারা ;
বেদনার ভারে ওষ্ঠ কাঁপিছে, এই তো তাহার রোষের ধারা ।
স্খলিত বচনে "ছুঁয়ো না" বলিছে, দূরে সরে যায়—যাতনা ঘোর
কোপনা প্রিয়ার মোহন ছবিটি নিত্য স্মরণে জাগিছে মোর ।

৯৩

গোদাবরী নদী অতি বেগবতী বিষম তাহার নামার পথ ;
ভয় হয় পাছে, গড়িয়ে পড়ে বা খরধারা মাঝে দেহের রথ ।
তাই সে রমণী ছল করি তার বুকের উপর ঢলিয়া পড়ে ;
সেও সুচতুর বুকেতে চাপিয়া ধরিছে গো অনুকম্পাভরে ।

৯৪

তোমার হাতের পরান মালাটি আজিও আছে গো তাহার পাশ ;
দলিত কুসুম সুষমাবিহীন, গিয়াছে চলিয়া তাহার বাস ।
সে যেন দেবতা শূন্য নগরে, পূজা-পার্বণ ঘুচেছে যার
কণ্ঠে বহিছে শুষ্ক মাল্য—পুরাতন স্মৃতি ব্যথার ভার ।

৯৫

মান শিখায়ো না জননী আমার ! পারিব না আমি করিতে মান ;
খেলিবার ছলে মুখ ঘুরাইব ? অন্যদিকেতে টানিবে প্রাণ ।
মনের অঙ্গ মন চালাইবে, মান নহে মাতা তাহার প্রভু ;
ধার করা জন শত অনুরোধে পরের শাসন মানে কি কভু ?—পাবশীল ।

৯৬

'তালগাছ খেলা'—খেলুক বালিকা

বারণ করো না, হোক্ সে ক্ষীণ,

সে যেন পারে গো যৌবনকালে

বিপরীতরসে হইতে লীন ।—বৎস ।

৯৭

পউর-জুবাণো গামো মহু-মাসো জোঅণং পঈ ঠেরো।
জুণ্ণ-সুরা সাহীণা অসঈ মা হোউ কিং মরউ॥ হালস্স।

প্রচুর-যুবা গ্রামঃ মধু-মাসঃ যৌবনং পতিঃ স্থবিরঃ।
জীর্ণ-সুরা স্বাধীনা অসতী মা ভবতু কিং ম্রিয়তাম্॥ (হালস্য)

৯৮

বহুসো বি কহিজ্জন্তং তুহ বঅণং মজ্ঝ হত্থ-সংদিট্ঠং।
ণ সুঅং ত্তি জম্পমাণা পুণরুত্ত-সঅং কুণই অজ্জা॥ সুরহিবংসস্স।

বহুশঃ অপি কথ্যমানং তব বচনং মম হস্ত-সংদিষ্টম্।
ন শ্রুতং ইতি জল্পন্তি পুনরুক্ত-শতং করোতি আর্যা॥ (সুরভিবংশস্য)

৯৯

পাঅডিঅ-ণেহ-সব্ভাব-ণিব্ভরং তীঅ জহ তুমং দিট্ঠো।
সংবরণ-বাবডাএ অণ্ণো বি জণো তহ ব্বেঅ॥ মণিরাঅস্স।

প্রকটিত-স্নেহ-সদ্ভাব-নির্ভরং তয়া যথা ত্বং দৃষ্টঃ।
সংবরণ-ব্যাপৃতয়া অন্যঃ অপি জনঃ তথা এব॥ (মণিরাগস্য)

১০০

গেণ্হই পলোঅহ ইমং পহসিঅ-বঅণা পইস্স অপ্পেই।
জাআ সুঅ-পঢমুব্ভিণ্ণ-দন্ত-জুঅলঙ্কিঅং বোরং॥ হরিতউস্স।

গৃহ্ণীত প্রলোকয়ত ইদং প্রহসিত-বদনা পত্যুঃ অর্পয়তি।
জায়া সুত-প্রথমোদ্ভিন্ন-দন্তযুগলাঙ্কিতং বদরম্॥ (হরিতকুস্য)

১০১

রসিঅ-জণ-হিঅঅ-দইএ কই-বচ্ছল-পমুহ-সুকই-ণিম্মইএ।
সত্ত-সঅম্মি সমত্তং বীঅং গাহা-সঅং এঅং॥ হালস্স।

রসিক-জন-হৃদয়-দয়িতে কবি-বৎসল-প্রমুখ-সুকবি-নির্মিতে।
সপ্ত-শতকে সমাপ্তং দ্বিতীয়ং গাথা-শতং এতৎ॥ (হালস্য)

৯৭

যুবা বহু আছে আমাদের গ্রামে বসন্তকাল নয়নলোভা,
পুরাতন মদ সেওতো সুলভ, স্থবির পতিরা ঘরের শোভা।
এমন দিনেতে কৃচ্ছ্রসাধন সতীকুলরানী তোরাই কর্‌,
মাতাল বাতাস কানে কানে কয়, 'ভোগ কর তোরা নহিলে মর্‌।'—হাল।

৯৮

তোমার বারতা নিয়েছি যতনে বলেছি কতবা তাহার কাছে ;
বচন বাগুরা বাড়ায়ে দেখেছি, কৌতুকে শুধু নয়ন নাচে।
'শুনিনি শুনিনি' এই তো তাহার হাসিভরা মুখে একটি বাণী
ঘুরিয়া ফিরিয়া শতবার ওঠে, অর্থ তাহার আমি কি জানি।—সুরভিবংশ।

৯৯

বাসনা-সঘন নয়নের আলো
তোমাতে ফেলিয়া বরাঙ্গনা।
মনোভাব তার গোপন করিতে
হেরিছে আবার অন্যজনা।—মণিরাগ।

১০০

নবপ্রসূতির কত মাস গেল,
চতুরা বুঝাতে স্বামীর কাছে।
নব জাতকের দন্তে ভিন্ন
বদরী ফলটি খাইতে যাচে।—হরিতকু।

১০১

রসিকজন যাহাতে মজে
তেমন গীতি সুধার রস।
ঢালিয়া হাল প্রমুখ কবি
দ্বিতীয়ে করে হৃদয় বশ।—হাল।

তৃতীয় শতক

১

অচ্ছউ তা জণ-বাও হিঅঅং বিঅ অত্তণো তুহ পমাণং।
তহ তং সি মন্দ-ণেহো জহ ণ উবালম্ভ-জোগ্গো সি। বাহবস্স।
অস্তু তাবৎ জন-বাদঃ হৃদয়ং এব আত্মনঃ তব প্রমাণম্।
তথা ত্বং অসি মন্দ-স্নেহঃ যথা ন উপালম্ভ-যোগ্যঃ অসি॥ (বাহবস্য)

২

অপ্প-চ্ছন্দ-পহাবির দুল্লহ-লম্ভং জণং বিমগ্গন্ত।
আআস-পহেহিঁ ভমন্ত হিঅঅ কইআবি ভজ্জিহিসি॥ পবরসেণস্স।
আত্ম-চ্ছন্দ-প্রধাবনশীল দুর্লভ-লম্ভং জনং অপি মৃগয়মাণ।
আকাশ-পথৈঃ ভ্রমৎ হৃদয় কদাপি অপি ভঙ্‌ক্ষ্যসে॥ (প্রবরসেনস্য)

৩

অহব গুণব্বিঅ লহুআ অহবা গুণণ্ণুও ণ সো লোও।
অহবম্হি ণিগ্গুণা বা বহু-গুণবন্তো জণো তস্স॥ চন্দহত্থিস্স।
অথবা গুণাঃ এব লঘুকাঃ অথবা গুণজ্ঞকঃ ন সঃ লোকঃ।
অথবা অস্মি নির্গুণা বা বহুগুণবান্ জনঃ তস্য॥ (চন্দ্রহস্তিনঃ)

৪

ফুট্টন্তেণ বি হিঅএণ মামি কহ নিব্বরিজ্জএ তম্মি॥
আদংসে পডিবিম্বং ব্ব জম্মি দুক্খং ণ সংকমই॥ রাঅবগ্গস্স।
স্ফুটতা অপি হৃদয়েন মাতুলানি কথং নিবেদ্যতে তস্মিন্।
আদর্শে প্রতিবিম্বং ইব যস্মিন্ দুঃখং ন সংক্রামতি॥ (রাজবর্গস্য)

৫

পাসাসঙ্কী কাও ণেচ্ছই দিণ্ণং পি পহিঅ-ঘরণীএ।
ওণন্ত-কর-অলোগলিঅ-বলঅ-মজ্ঝ-ট্ঠিঅং পিণ্ডং॥ ভোজঅস্স।
পাশাশঙ্কী কাকঃ ন ইচ্ছতি দত্তং অপি পথিক-গৃহিণ্যা।
অবনমৎ-কর-তলাবগলিত-বলয়-মধ্য-স্থিতং পিণ্ডম্॥ (ভোজকস্য)

৬

ওহি-দিঅহাগমাসংকিরীহিঁ সহিআহিঁ কুড্ড-লিহিআও।
দো-তিণ্ণি তহিং বিঅ চোরিআএ রেহা পুসিজ্জন্তি॥ পুণ্ণভোজঅস্স।
অবধি-দিবসাগমাশঙ্কাশালিনীভিঃ সখীভিঃ কুড্য-লিখিতাঃ।
দ্বি-ত্রাঃ তত্র এব চোরিকয়া রেখাঃ প্রোঞ্ছ্যন্তে॥ (পুণ্যভোজকস্য)

১

লোকের কথায় কিবা আসে যায়, তোমার হৃদয় প্রমাণ মানি,
প্রেমহীন আর বেদনাবিহীন তোমার হৃদয় পাষাণ জানি।
তুমি তো তোমার নিজেরে জেনেছ, চাহিয়া দেখেছো স্বরূপ যথা?
তিরস্কারের যোগ্য তোমাকে মানিব না আমি আসল কথা।—বাহ্‌ব।

২

আপন খেয়ালে কাজ কর তুমি
আকাশে ওড়াও মনের ঘুড়ি।
দুর্লভজন করেছ কামনা,
নিজেকে ভাঙ্গিবে শূন্যে ছুঁড়ি!—প্রবরসেন।

৩

অল্প গুণের ভাজন আমি বা,
অথবা সেজন রসিক নয়।
অথবা গুণের সাগর যেজন,
সেই মেয়ে থেকে পেয়েছি ভয়।—চন্দ্রহস্তী।

৪

মামী গো আমার! খুলিয়া বলিব গোপন করার কিছুই নাই;
সকল হৃদয় দিয়েছি তাহাকে বিনিময়ে মোর মিলেছে ছাই।
কলুষেতে ঢাকা সেই মনটিতে বেদনার ছায়া পড়িবে কিসে?
আয়না তো নয় তাহার হৃদয়—অন্তর মোর জ্বলিছে বিষে।—রাগবর্গ।

৫

পথিকবধূর শীর্ণ করেতে সোনার বালাটি গলিয়া পড়ে;
করতলে আছে অন্নপিণ্ড গৃহবলিভুক্‌ পাখীর তরে।
বহু সাধাসাধি, তথাপি আসে না বন্ধনভীত কাকের দল;
তাহারা গণিছে অন্নপিণ্ড-গলিত কাঁকণে পাশের ছল।—ভোজক।

৬

কবে শেষ হবে বিরহের দিন
শঙ্কা জাগিছে সখীর প্রাণে,
দুই চার রেখা প্রাচীর হইতে
ফেলিছে মুছিয়া—সখী না জানে।—পুণ্যভোজ।

৭

তুহ মুহ-সারিচ্ছং ণ লহই ত্তি সংপুন্ন-মণ্ডলো বিহিণা।
অন্নমঅং ব্ব ঘডইউং পুণো বি খণ্ডিজ্জই মিঅঙ্কো॥ রাঅহত্থিণো।
তব মুখ-সাদৃশ্যং ন লভতে ইতি সংপূর্ণ-মণ্ডলঃ বিধিনা।
অন্যময়ং ইব ঘটয়িতুং পুনঃ অপি খণ্ড্যতে মৃগাঙ্কঃ॥ (রাজহস্তিনঃ)

৮

অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণরীএ।
পঢ়ম ব্বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিঁ চিত্তলিও॥ পবরসেণস্‌স।
অদ্য গতঃ ইতি অদ্য গতঃ ইতি অদ্য গতঃ ইতি গণনশীলয়া
প্রথমে এব দিবসার্ধে কুড্যং রেখাভিঃ চিত্রিতম্‌॥ (প্রবরসেনস্য)

৯

ণ বি তহ পঢম-সমাগম-স্থরঅ-স্থহে পাবিএ বি পরিওসো।
জহ বীঅ-দিঅহ-সবিলকৃখ-লক্‌খিএ বঅণ-কমলম্মি॥ ভাণুসত্তিণো।
ন অপি তথা প্রথম-সমাগম-স্থরত-স্থখে প্রাপ্তে অপি পরিতোষঃ।
যথা দ্বিতীয়-দিবস-সবিলক্ষ-লক্ষিতে বদন-কমলে॥ (ভানুশক্তেঃ)

১০

জে সঁমুহাগঅ-বোলন্ত-বলিঅ-পিঅ-পেসিঅচ্ছি-বিচ্ছোহা।
অম্‌হং তে মঅণ-সরা জণস্‌স জে হোন্তি তে হোন্তু॥ বাহবরাঅস্‌স।
যে সংমুখাগত-ব্যতিক্রান্ত-বলিত-প্রিয়-প্রেষিতাক্ষি-বিক্ষোভাঃ।
অস্মাকং তে মদন-শরাঃ জনস্য যে ভবন্তি তে ভবন্তু॥ (বাহবরাজস্য)

১১

ইঅরো জণো ণ পাবই তুহ জঘণারুহণ-সংগম-স্থহেল্লিং।
অণুহবই কণঅ-ডোরো হুঅবহ-বরুণাণঁ মাহপ্পং॥ বাহবরাঅস্‌স।
ইতরঃ জনঃ ন প্রাপ্নোতি তব জঘনারোহণ-সংগম-স্থখ-কেলিম্‌।
অনুভবতি কনক-দোরঃ হুতবহ-বরুণয়োঃ মাহাত্ম্যম্‌॥ (বাহবরাজস্য)

১২

জো জস্‌স বিহব-সারো তং সো দেইত্তি কিংত্থ অচ্ছেরং।
অণহোন্তং পি খু দিন্নং দোহগ্‌গং তই সবত্তীণং॥ বাহবরাঅস্‌স।
যঃ যস্য বিভবসারঃ তং সঃ দদাতি ইতি কিং অত্র আশ্চর্যম্‌।
অ-ভবৎ অপি খলু দত্তং দৌভার্গ্যং ত্বয়া সপত্নীনাম্‌॥ (বাহবরাজস্য)

৭

লাবণ্যভরা চন্দ্রবিম্বে
মুখের উপমা নাই।
বিধাতার হাতে ভাঙ্গাগড়া তার
নিয়ত চলেছে তাই।—রাজহস্তী।

৮

'আজ গেল চলে', 'আজ থেকে শুরু' এমন গণনা করি
ভিতের দেয়ালে লিখে লিখে তাই দিয়েছে কালিমা ভরি ;
পীরিতি তাহার এমন গভীর, এমনি কষিত হেম !
দিবসের আধা হোল না বিগত ; চিত্রিত হোল প্রেম।—প্রবরসেন।

৯

প্রথম দিনের সম্ভোগরসে
পাইনি তাহাতে যে মহাধন ;
দ্বিতীয় দিনের সলজ্জ মুখে
সেই খুশী দেখি জুড়ায় মন।—ভানুশক্তি।

১০

অনুনয়ে তার বিকচ নয়ন সম্মুখে আসে সোহাগ কোলে ;
প্রত্যাখ্যান বিষম আঘাতে বলিত নয়নে অশ্রু দোলে।
সে নয়নে বুঝি মদনের বাণ, ভেদিতে আসে গো হৃদয় যথা
অন্যের কথা অন্যে বলুক, আমি বলে যাই আমার কথা।—বাহবরাজ।

১১

তোমার জঘন আরোহণে আছে তপ্তশীতল চিত্রসুখ,
কাঞ্চীর-গুণ, কনক সূত্র সেই সুখ পেয়ে উজ্জলমুখ।
যেন কোন জন শ্যামশবলায় প্রবেশ করেছে অগ্নিগেহ,
আগুনের তাপে জলিয়া পুড়িয়া শীতল সলিলে জুড়ায় দেহ।—বাহবরাজ

১২

যার যাহা আছে তাই দিতে পারে—এই তো নিয়ম সত্য জানি ;
তোমার কাছেতে অন্য নিয়ম দেখে শুনে আমি অবাক মানি।
প্রিয়ের মিলনে ভাগ্যবতীর সৌভাগ্যই তোমার ধন ;
উল্টো দিতেছ—তাই লভিতেছে বঞ্চিত যারা সতীন জন।—বাহবরাজ।

১৩

চন্দ-সরিসং মুহং সে সরিসো অমঅস্স মুহ-রসো তিস্সা।
সকঅ-গ্গহ-রহসুজ্জল-চুম্বণঅং কস্স সরিসং সে ॥ বাহবরাঅস্স।
চন্দ্র-সদৃশং মুখং তস্যাঃ সদৃশঃ অমৃতস্য মুখ-রসঃ তস্যাঃ।
সকচ-গ্রহ-রভসোজ্জ্বল-চুম্বনকং কস্য সদৃশং তস্যাঃ ॥ (বাহবরাজস্য)

১৪

উপ্পণ্ণত্থে কজ্জে অইচিন্তন্তো গুণাগুণে তম্মি।
চির-আল-মন্দ-পেচ্ছিত্তণেণ পুরিসো হণই কজ্জং ॥ মাণঅইন্দস্স।
উৎপন্নার্থে কার্যে অতিচিন্তয়ন্ গুণাগুণৌ তস্মিন্।
চির-কাল-মন্দ-প্রেক্ষিত্বেন পুরুষঃ হন্তি কার্যম্ ॥ (মানবেন্দ্রস্য)

১৫

বালঅ তুমাহি অহিঅং ণিঅঅং বিঅ বল্লহং মহং জীঅং।
তং তই বিণা ণ হোই ত্তি তেণ কুবিঅং পসাএমি ॥ হালস্স।
বালক ত্বত্তঃ অধিকং নিজকং এব বল্লভং মম জীবিতম্।
তৎ ত্বয়া বিনা ন ভবতি ইতি তেন কুপিতং প্রসাদয়ামি ॥ (হালস্য)

১৬

পত্তিঅ ণ পত্তিঅন্তী জই তুজ্ঝ ইমে ণ মজ্ঝ রুঅন্তীএ।
পুট্ঠীঅ বাহ-বিন্দু পুলউব্ভেএণ ভিজ্জন্তা ॥ পবরসেণস্স।
প্রতীহি ন প্রতীয়ন্তী যদি তব ইমে ন মম রুদত্যাঃ।
পৃষ্ঠে বাষ্প-বিন্দবঃ পুলকোদ্ভেদেন ভিদ্যেরন্ ॥ (প্রবরসেনস্য)

১৭

তং মিত্তং কাঅব্বং জং কির বসণম্মি দেস-আলম্মি।
আলিহিঅ-ভিত্তি-বাউল্লঅং ব ণ পরম্মুহং ঠাই ॥ পালিতস্স।
তৎ মিত্রং কর্তব্যং যৎ কিল ব্যসনে দেশ-কালয়োঃ।
আলিখিত-ভিত্তি-পুত্তলকং ইব ন পরাঙ্মুখং তিষ্ঠতি ॥ (পালিতস্য)

১৮

বহুআই ণই-ণিউঞ্জে পঢমুগ্গঅ-সীল-খণ্ডণ-বিলক্খং।
উড্ডেই বিহংগ-উলং হা হা পক্খেহিঁ ব ভণন্তং ॥ অদ্ধরাঅস্স।
বধ্বাঃ নদী-নিকুঞ্জে প্রথমোদ্গত-শীল-খণ্ডন-বিলক্ষম্।
উড্ডীয়তে হিবঙ্গ-কুলা হা হা পক্ষৈঃ ইব ভণৎ ॥ (অর্ধরাজস্য)

১৩

চাঁদের মতন মুখখানি যার

অধরে পূর্ণ সুধার ধার।

সবলে আঁকড়ি কাল কেশ-পাশ,

চুম্বনে নাই তুলনা তার।—বাহবরাজ।

১৪

গুণ ও দোষের অতি বিচারণে

দোষ লাগাইবে ফাঁস।

বিচার-মূঢ়ের সেই অভিভবে

সকল কর্ম নাশ।—মানবেন্দ্র।

১৫

তোমার চাইতে শতগুণে বেশি

আমার নিজের জীবন প্রিয় ;

তোমারে ছাড়িয়া চলে না জীবন,

তাই তোযামোদ আমার নিও।—হাল।

১৬

খলের বচনে কান দিয়ো নাকো, বিশ্বাস কর আমার কথা ;
দেখেছো কি তুমি আমার পৃষ্ঠ—অশ্রু তোমার পড়িছে যথা ?
নয়ন সলিল পড়িতে পড়িতে শতধাচূর্ণ হইয়া ঝরে।
রোমাঞ্চভরা আমার পৃষ্ঠ প্রেমের বারতা প্রমাণ করে।—প্রবরসেন।

১৭

দেশ ও কালের বিপ্লব কালে

মুখটি ফিরায়ে যে নাহি রয়,

দেয়ালেতে আঁকা ছবির মতন,—

আসল বন্ধু তাহারে কয়।—পালিত।

১৮

নদীতীরে ওই কুঞ্জ কুটিরে বধূর ভেঙ্গেছে বিষম লাজ,
কৌমারহর হরিয়া নিয়েছে কুমারীর শীল, বিনয় আজ।
বিহঙ্গকুল পাখা ঝটপটি উড়িয়া চলেছে কাতর রবে,
প্রসারিত ডানা 'হা-হা' করে আজ অপূরণক্ষতি জানাতে সবে।—অধিরাজ।

১৯

সচ্চং ভণামি ৰালঅ ণত্থি অসক্কং বসন্ত-মাসস্‌স ।
গন্ধেণ কুরবআণং মণং পি অসইত্তণং ণ গআ ॥ দেবরাঅস্‌স ।

সত্যং ভণামি বালক ন অস্তি অশক্যং বসন্ত-মাসস্য ।
গন্ধেন কুরবকাণাং মনাক্‌ অপি অসতীত্বং ন গতা ॥ (দেবরাজস্য)

২০

এক্কেক্কম-বই-বেঠন-বিবরন্তর-দিণ্ণ-তরল-ণঅণাএ ।
তই ৰোলন্তে ৰালঅ পঞ্জর-সউণাইঅং তীএ ॥ অরিকেসরিণো ॥

একৈক-ক্রম-বৃতি-বেষ্টন-বিবরান্তর-দত্ত-তরল-নয়নয়া ।
ত্বয়ি ব্যতিক্রান্তে বালক পঞ্জর-শকুনায়িতং তয়া ॥ (অরিকেশরিণঃ)

২১

তা কিং করেউ জই তং সি তীঅ বই-বেট্‌ঠ-পেল্লিঅ-থণীএ ।
পাঅঙ্গুট্‌ঠদ্ধ-কৃখিত্ত-ণীসহঙ্গীঅ বি ণ দিট্‌ঠো ॥ ৰম্‌হআরিণো ।

তৎ কিং করোতু যদি ত্বং অসি তয়া বৃতি-বেষ্টন-প্রেরিত-স্তনয়া ।
পাদাঙ্গুষ্ঠার্ধ-ক্ষিপ্ত-নিঃসহাঙ্গ্যা অপি ন দৃষ্টঃ ॥ (ব্রহ্মচারিণঃ)

২২

পিঅ-সংভরণ-পলোট্‌ঠন্ত-ৰাহ্‌-ধারা-ণিবাঅ-ভীআএ ।
দিজ্জই বঙ্ক-গ্‌গীবাএ দীবও পহিঅ-জাআএ ॥ ৰম্‌হআরিণো ।

প্রিয়-সংস্মরণ-প্রলুঠদ্‌-বাষ্প-ধারা-নিপাত-ভীতয়া ।
দীয়তে বক্র-গ্রীবয়া দীপকঃ পথিক-জায়য়া ॥ (ব্রহ্মচারিণঃ)

২৩

তই ৰোলন্তে ৰালঅ তিস্‌সা অঙ্গাইঁ তহ ণু বলিআইং ।
জহ পুট্‌ঠিমজ্‌ঝ-ণিবডন্ত-বাহ-ধারাও দীসন্তি ॥ হালস্‌স ।

ত্বয়ি ব্যতিক্রান্তে বালক তস্যাঃ অঙ্গানি তথা নু বলিতানি ।
যথা পৃষ্ঠ-মধ্যে-নিপতদ্‌-বাষ্প-ধারাঃ দৃশ্যন্তে ॥ (হালস্য)

২৪

তা মজ্‌ঝিমো ক্বিঅ বরং দুজ্জণ-সুঅণেহিঁ দোহিঁ বি ণ কজ্জং ।
জহ দিট্‌ঠো তবই খলো তহেঅ সুঅণো অঈসন্তো ॥ হালস্‌স ।

তৎ মধ্যমঃ এব বরং দুর্জন-সুজনাভ্যাং দ্বাভ্যাং অপি ন কার্যম্‌ ।
যথা দৃষ্টঃ তপতি খলঃ তথা চ সুজনঃ অদৃশ্যমানঃ ॥ (হালস্য)

১৯

সত্যকথায় আজিকে বালক হতেছে আমার মাথাটি নীচু।
বসন্তঋতু অতি নিদারুণ অসাধ্য নাই তাহার কিছু।
কুরুবক ফুল সুবাস ছড়ায়, যুবতীরা সব বাঁধন হারা।
আমি তো ভাইটি! নড়িনি টলিনি—সাধ্বীসতীর এইতো ধারা।—দেবরাজ।

২০

কিশোর প্রেমিক তোমারে দেখিতে সে বালা ছুটেছে কত না পথ!
বেড়ার ফাঁকেতে দৃষ্টি মেলেছে, যখন চলেছে তোমার রথ।
এ বেড়া সে বেড়া করিয়া ছুটেছে, যেখানে পেয়েছে একটি ফাঁক;
পিঁজরার পাখী যেমন করে গো—থাক্ থাক্ কথা, এখানে থাক্।—অরিকেশরী।

২১

বৃথা দোষ তুমি দিতেছ তাহাকে আমি জানি তার মর্মকথা,
কপট পুরুষ! দোষ নাই তার, তুমি যাও নাই সে ছিল যথা।
বৃতি-বেষ্টনে কুচযুগ রাখি চরণাঙ্গুলে দাঁড়ায়ে সই;
বেদনা-কাতর চোখ ফিরায়েছে—দোষ দিও নাক তোমারে কই।—ব্রহ্মচারী।

২২

আজিকার সাঁঝে মনে পড়ে যায় হারানো সুখের মধুরস্মৃতি;
প্রোষিত-পতিকা দীপ হাতে ভাবে কুলিশ-কঠিন প্রেমের রীতি।
প্রবাসীর লাগি অশ্রু ঝরিছে, ব্যাকুল-হৃদয়া বাঁকায় গ্রীবা;
পাছে নিভে যায় মঙ্গল দীপ, শিখায় যাহার দিব্য বিভা।—ব্রহ্মচারী।

২৩

কিশোর কুমার! তুমি চলে গেলে,
এদিকে তাহার চোখের জল।
বলিত অঙ্গে যেন পিঠে পড়ে—
বলিয়া তোমাকে কি হবে ফল?—হাল।

২৪

সংসার মাঝে তিনজন আছে দুর্জন আর সুজন নাম,
আর আছে হেথা মধ্যম জন—তিনেতে পূর্ণ বিশ্বধাম।
সন্তাপ আসে দুর্জন হ'তে, সুজন-বিরহে নিয়ত দুখ
মধ্যম নিয়ে বসতি করিলে পাইবে তোমরা বাঁচার সুখ।—হাল।

২৫

অদ্ধচ্ছি-পেচ্ছিঅং মা করেহি সাহাবিঅং পলোএহি।
সো বি স্থ-দিট্‌ঠো হোহিই তুমং পি মুদ্ধা কলিজ্জিহিসি। মঅরন্দস্‌স।

অর্ধাক্ষি-প্রেক্ষিতং মা কুরু স্বাভাবিকং প্রলোকয়।
সঃ অপি সুদৃষ্টঃ ভবিষ্যতি ত্বং অপি মুগ্ধা কলিষ্যসে॥ (মকরন্দস্য)

২৬

দিঅহং খুডক্কিআএ তীএ কা উণ গেহ-বাবারং।
গরুএ বি মন্নু-দুক্‌খে ভরিমো পাঅন্ত-সুত্তস্‌স॥ বিচ্ছমস্‌স।

দিবসং রোষ-মূকায়াঃ তস্যাঃ কৃত্বা গেহ-ব্যাপারম্‌।
গুরুকে অপি মন্যু-দুঃখে স্মরামঃ পাদান্ত-সুপ্তস্য॥ (বিক্ষমস্য)

৭

পাণ-উডীঅ বি জলিউণ হুঅবহো জলই জন্ন-বাডম্মি।
ণ হু তে পরিহরিঅব্বা বিসম-দসা-সংঠিআ পুরিসা॥ হালস্‌স।

পান-কুট্যাং অপি জ্বলিত্বা হুতবহঃ জ্বলতি যজ্ঞ-বাটে।
ন খলু তে পরিহর্তব্যাঃ বিষম-দশা-সংস্থিতাঃ পুরুষাঃ॥ (হালস্য)

২৮

জং তুজ্ঝ সঈ জাআ অসঈও জং চ সুহঅ অম্‌হে বি।
তা কিং ফুট্টউ বীঅং তুজ্ঝ সমাণো জুআ ণত্থি॥ অণুলচ্ছীএ।

যৎ তব সতী জায়া অসত্যঃ যৎ চ সুভগ বয়ং অপি।
তৎ কিং স্ফুটতু বীজং তব সমানঃ যুবা ন অস্তি॥ (অনুলক্ষ্ম্যাঃ)

২৯

সব্বস্‌সম্মি বি দদ্ধে তহবি হু হিঅঅস্‌স নিব্বুদি চ্চেঅ।
জং তেণ গাম-ডাহে হত্থাহত্থিং কুডো গহিও॥ ভেচ্ছলস্‌স।

সর্বস্বে অপি দগ্ধে তথা অপি খলু হৃদয়স্য নির্বৃতিঃ এব।
যৎ তেন গ্রাম-দাহে হস্তাহস্তিকয়া কুটঃ গৃহীত॥ (ভৈক্ষলস্য)

৩০

জাএজ্জ বণুদ্দেসে কুজ্জো বি হু ণীসহো ঝডিঅ-পত্তো।
মা মাণুসম্মি লোএ তাঈ রসিও দরিদ্দো অ॥ অসমসাহসস্‌স।

জায়তে বনোদ্দেশে কুব্জঃ অপি খলু নিঃশাখঃ শন্ন-পত্রঃ।
মা মানুষে লোকে ত্যাগী রসিকঃ দরিদ্রঃ চ॥ (অসমসাহসস্য)

২৫

অর্ধ নয়নে হেরো না তাহাকে, দেখিবে সরল নয়নে চেয়ে ;
সম্পদ্ তব বাড়িবে তাহলে লাভের অঙ্ক দুদিকে পেয়ে।
আয়ত লোচন যতদূর যায় কুঞ্চিত চোখ যায় না তথা ;
মুগ্ধা নায়িকা নাম অর্জন—তাহাও নহেগো তুচ্ছ কথা।—মকরন্দ।

২৬

প্রবাসে আজিকে কত কথা তার ছবির মতন আসিছে মনে—
একটি সে ছবি শয্যায় মোর শ্রান্তির শেষে শয়ন ক্ষণে।
সারা দিনমান রোষভরে প্রিয়া আমার সঙ্গে কথা না কহি'
শয্যা নিয়েছে পায়ের তলায় অবিনাশী প্রেম বক্ষে বহি।—বিক্ষম।

২৭

যে আগুন জ্বলে মদ্যশালায়
সেই সে আগুন যজ্ঞঘরে
নীচ-সঙ্গত পুরুষে ছেড়োনা,
আগুনের জাত কভু কি মরে ?—হাল।

২৮

তোমার বধূটি সতী শিরোমণি
অসতী আখ্যা আমরা পাই
তাহার কারণ—রূপে গুণে আজ
তোমার মতন পুরুষ নাই।—অনুলক্ষ্মী।

২৯

গ্রাম পুড়ে যায়, গৃহ পোড়ে মোর, পুড়িছে আমার সকল ধন ঃ
হাতে হাতে চলে জলের কলশ, জুটেছে আজিকে শতেক জন !
বিনাশের এই বহ্নিযজ্ঞে রবে আনন্দ দিবস রাত ;
মনের মানুষ ধরেছে কলশ, পরশ করেছে আমার হাত।—ভৈক্ষ্যল।

৩০

ভাঙ্গাশাখা আর গলিত-পর্ণ
বৃক্ষ দিয়েছ বনেতে প্রভু !
দয়াল-রসিকে মানবসমাজে
দরিদ্র যেন ক'রোনা কভু।—অসমসাহস।

৩১

তস্স অ সোহগ্গ-গুণং অমহিলা-সরিসং চ সাহসং মজ্ঝ।
জাণই গোলা-উরো বাসা-রত্তোদ্ধ-রত্তো অ॥ মঅরদ্ধঅস্স।

তস্য চ সৌভাগ্য-গুণং অমহিলা-সদৃশং চ সাহসং মম।
জানাতি গোদা-পূরঃ বর্ষা-রাত্রার্ধরাত্রঃ চ॥ (মকরধ্বজস্য)

৩২

তে বোলিআ বঅস্সা তাণ কুডঙ্গাণ থাণুআ সেসা।
অম্হে বি গঅ-বআও মূলুচ্ছেঅং গঅং পেম্মং॥ ণিরুবমস্স।

তে ব্যতিক্রান্তাঃ বয়স্যাঃ তেষাং কুড়ঙ্গানাং স্থাণুকাঃ শেষাঃ।
বয়ং অপি গত-বয়স্কাঃ মূলোচ্ছেদং গতং প্রেম॥ (নিরুপমস্য)

৩৩

থণ-জহণ-ণিঅম্বোবরি ণহয়ঙ্কা গঅ-বআণঁ বণিআণং।
উব্বসিআণঙ্গ-ণিবাস-মূলবন্ধব্ব দীসন্তি॥ সচ্চসেণস্স।

স্তন-জঘন-নিতম্বোপরি নখরাঙ্কাঃ গত-বয়সাং বনিতানাম্।
উদ্বসিতানঙ্গ-নিবাস-মূলবন্ধাঃ ইব দৃশ্যন্তে॥ (সত্যসেনস্য)

৩৪

জস্স জহিং বিঅ পঢমং তিস্সা অঙ্গম্মি ণিবডিআ দিট্ঠী।
তস্স তহিং চেঅ ঠিআ সব্বঙ্গং কেণ বি ণ দিট্ঠং॥ অদ্ধরাঅস্স।

যস্য যস্মিন্ এব প্রথমং তস্যাঃ অঙ্গে নিপতিতা দৃষ্টিঃ।
তস্য তস্মিন্ এব স্থিতা সর্বাঙ্গং কেন অপি ন দৃষ্টম্॥ (অর্ধরাজস্য)

৩৫

বিরহে বিসং ব বিসমা অমঅমআ হোই সংগমে অহিঅং।
কিং বিহিণা সমঅং বিঅ দোহিং বি পিআ বিণিম্মিঅআ॥ হালস্স।

বিরহে বিষং ইব বিষমা অমৃতময়ী ভবতি সঙ্গমে অধিকম্।
কিং বিধিনা সমং ইব দ্বাভ্যাং অপি প্রিয়া বিনির্মিতা॥ (হালস্য)

৩৬

অদ্দংসণেণ পুত্তঅ সুট্ঠু বি ণেহাণুবন্ধ-ঘডিআইং।
হত্থ-উড-পাণিআই ব কালেণ গলন্তি পেম্মাইং॥ বহুরসস্স।

অদর্শনেন পুত্রক সুষ্ঠু অপি স্নেহানুবন্ধ-ঘটিতানি।
হস্ত-পুট-পানীয়ানি ইব কালেন গলন্তি প্রেমাণি॥ (বহুরসস্য)

৩১

গোদার বক্ষে প্লাবনের ঢেউ, গড়িয়ে চলেছে বিষম বাত ;
এদিকে বর্ষা—দৃষ্টি চলে না—ঝঞ্ঝামুখর গভীর রাত।
মহৎ ভাগ্য প্রমাণিছে তার গোদাবরী-নদী-জলের ধার ;
ঝঞ্ঝারজনী ক্ষমে রমণীর অতি সাহসের অহঙ্কার।—মকরধ্বজ।

৩২

চলে গেছে সেই বন্ধুরা সব
কুঞ্জকুটিরে খুঁটিরা শেষ।
আমাদের ভাই বয়স গিয়েছে
প্রেম চলে গেছে অজানা দেশ।—নিরুপম।

৩৩

গতযৌবনা নারীর জঘনে নিতম্ব আর স্তনের দেশে
নখচিহ্নরা শুকায়ে শুকায়ে কি হাল হ'য়েছে বুঝিবে কিসে ?
তারা যেন শুধু সুতোর বাঁধন, পড়িয়া গিয়াছে কামের গেহ ;
বাস্তু হারায়ে কামের দেবতা শরণ নিয়েছে অন্য দেহ।—সত্যসেন।

৩৪

যে অঙ্গে যার নয়ন পড়েছে সে অঙ্গ থেকে নয়ন তোলে—
এমন সাধ্য দেখিনা কাহারো, তনুলাবণ্যে সকলে ভোলে।
একটি অঙ্গ নয়ন কেড়েছে উঠিবার আর সাধ্য নাই ;
সর্ব অঙ্গ দেখিবে কেমনে ? —অবাক্ হইয়া ভাবিনু তাই।—অর্দরাজ।

৩৫

প্রিয়ার বিরহে বিষের মতন অঙ্গ জ্বলিয়া যায় ;
মিলনেতে মোর তপ্ত দেহটি পীযূষ পরশ পায়।
অমৃত বিষের মিশালে রচিত প্রিয়তমা-দেহ যেন ;
নতুবা এমন বিপরীতভাব অন্তরে জাগে কেন ?—হাল।

৩৬

বহুসাধনায় প্রেমবন্ধন রচিত হয়েছে মনের মত ;
বিস্মরণের গোধূলিবেলায় যত্ন তাহাতে থাকে না তত।
শোন শোন বাপু ! এমন তন্দ্রা প্রেমের রচনা শিথিল করে ;
অঞ্জলি-বাঁধা সলিল যেমন অঙ্গুলি ফাঁকে ঝরিয়া পড়ে।—বহুরস।

৩৭

পই-পুরও ব্বিঅ ণিজ্জই বিচ্ছু-দট্‌ঠেত্তি জার-বেজ্জ-হরং।
নিউণ-সহী-কর-ধারিঅ ভুঅ-জুঅলন্দোলিণী বালা॥ মল্লসেণস্‌স।

পতি-পুরতঃ এব নীয়তে বৃশ্চিক-দষ্টা ইতি জার-বৈদ্য-গৃহম্‌।
নিপুণ-সখী-কর-ধৃতা ভুজ-যুগলান্দোলিনী বালা॥ (মল্লসেনস্য)

৩৮

বিক্কিণই মাহ-মাসম্মি পামরো পাইডিং বইল্লেণ।
ণিদ্ধূম-মুম্মুর ব্বিঅ সামলীঅ থণে পডিচ্ছন্তো॥ হালস্‌স।

বিক্রীণীতে মাঘ-মাসে পামরঃ প্রাবরণং বলীবর্দেন।
নির্ধূম-মুর্মুরৌ ইব শ্যামল্যাঃ স্তনৌ প্রতীক্ষমাণঃ॥ (হালস্য)

৩৯

সচ্চং ভণামি মরণে ট্ঠিঅম্হি পুণ্ণে তডম্মি তাবীএ।
অজ্জ বি তত্থ কুড়ঙ্গে ণিবডই দিট্‌ঠী তহ চ্চেঅ॥ বিঅড্‌ঢস্‌স।

সত্যং ভণামি মরণে স্থিতা অস্মি পুণ্যে তটে তাপ্যাঃ।
অদ্য অপি তত্র কুড়ঙ্গে নিপততি দৃষ্টিঃ তথা এব॥ (বিদগ্ধস্য)

৪০

অন্ধ-অর-বোর-পত্তং ব মাউআ মহ পইং বিলুম্পন্তি।
ঈসাঅন্তি মহং বিঅ ছেপাহিন্তো ফণো জাও॥ অণুরাঅস্‌স।

অন্ধ-কর-বদর-পাত্রং ইব মাতরঃ মম পতিং বিলুম্পন্তি
ঈর্ষ্যন্তি মহ্যং এব পুচ্ছাৎ (লাঙ্গুলেভ্যঃ) ফণঃ জাতঃ॥ (অনুরাগস্য)

৪১

অপ্পত্ত-পত্তঅং পাবিঊণ ণবরঙ্গঅং হলিঅ-সোণ্‌হা।
উঅহ তণুঈ ণ মাঅই রুন্দাসু বি গাম-রচ্ছাসু মউ॥ মউহস্‌স।

অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তং প্রাপ্য নবরঙ্গকং হলিক-স্নুষা।
পশ্যত তন্বী ন মাতি বিস্তীর্ণাসু অপি গ্রাম-রথ্যাসু॥ (ময়ূখস্য)

৪২

আক্‌খেবআই পিঅ-জম্পিআই পর-হিঅঅ-ণিব্বুইঅরাইং।
বিরলো খু জাণাই জণো উপ্পণ্ণে জম্পিঅব্বাইং।

আক্ষেপকাণি প্রিয়-জল্পিতানি পর-হৃদয়-নিবৃতিকরাণি।
বিরলঃ খুল জানাতি জনঃ উৎপন্নে জল্পিতব্যানি॥

৩৭

'বিছার কামড়ে প্রাণ গেল সই ধরধর মোরে, কোথায় স্বামী ?'
দুহাত ছুঁড়িয়া বলে সেই বালা 'আজি বুঝি সই মরিব আমি।'
বিছার কামড় অভিনয় করি সখীহাতে দিয়ে দেহের ভার ;
স্বামীর সমুখে ওই যায় বধূ যেথায় তাহার বৈদ্যজার।—মল্লসেন।

৩৮

শীতের প্রকোপ দারুণ মাঘেতে, হল চালনার সময় এই ;
মূর্খ হালিক বিচার-বিমূঢ় হারিয়ে ফেলেছে মনের খেই।
তুষের আগুন সমান সুখের শ্যামলীর স্তন করিয়া মনে
বিক্রয় করে হালের বলদ, গায়ের চাদর—সকল ধনে।—হাল।

৩৯

সত্য বলিতে শরম আসে না,
পরমায়ুশেষে এসেছি বটে ;
কুঞ্জের দিকে পড়িলে নয়ন
স্মরি সেই লীলা তাপীর তটে। —বিদগ্ধ।

৪০

শোন গো জননী কুলটা নারীরা আমার পতিকে নিলো গো হরি,
তস্কর হরে বদরীর ডালা—অন্ধ বলিছে, 'কেমনে ধরি ?'
আবার দেখনা—রাগ করে তারা, হায়রে আমার কর্মফল !
পুচ্ছ আজিকে ফণা হোয়ে ফোঁসে ! আমার গিয়াছে সকল বল ; —অনুরাগ

৪১

কুসুমের রংয়ে রাঙানো শাড়ীতে
মাতোয়ারা এত কৃষকজায়া !
তন্বী তনুটি ধরে না পথেতে
আহ্লাদে এত বেড়েছে কায়া।—ময়ূখ।

৪২

প্রীতিরসেভরা গালির বচন
সুখের কারণ হবেই হবে।
সেই দুর্লভ তীক্ষ্ণ-মধুর
প্রিয় জল্পিত জানে না সবে।

৪৩

ছজ্জই পহুস্স ললিঅং পিআই মাণো খমা সমত্থস্স।
জাণন্তস্স অ ভণিঅং মোণং চ অআণমাণস্স ॥ সুন্দরস্স।
রাজতে প্রভোঃ ললিতং প্রিয়ায়াঃ মানঃ ক্ষমা সমর্থস্য।
জানতঃ চ ভণিতং মৌনং চ অজানতঃ ॥ (সুন্দরস্য)

৪৪

বেবির-সিন্ন-করঙ্গুলি-পরিগ্গহ-কৃখলিঅ-লেহণী-মগ্গে।
সোত্থি ব্বিঅ ণ সমপ্পই পিঅসহি লেহম্মি কিং লিহিমো ॥ অন্ধস্স।
বেপনশীল-স্বিন্ন-করাঙ্গুলি-পরিগ্রহ-স্খলিত-লেখনী-মার্গে।
স্বস্তি এব ন সমাপ্যতে প্রিয়সখি লেখে কিং লিখামঃ ॥ (অন্ধস্য)

৪৫

দেব্বম্মি পরাহুত্তে পত্তিঅ ঘডিঅং পি বিহডই ণরাণং।
কজ্জং বালুঅ-বরণং ব্ব কহঁ বি বন্ধং বিঅ ণ এই ॥ অন্ধস্স।
দৈবে পরাঙ্মুখে প্রতীহি ঘটিতং অপি বিঘটতে নরাণাম্।
কার্যং বালুকা-বরণঃ ইব কথং অপি বন্ধং এব ন এতি ॥ (অন্ধস্য)

৪৬

মামি হিঅঅং ব পীঅং তেণ জুআণেণ মজ্ঝ মাণিণীঅ।
ণ্হাণ-হলিদ্দা-কডুঅং অণুসোত্ত-জলং পিঅন্তেণ ॥ বলএবস্স।
মাতুলানি হৃদয়ং ইব পীতং তেন যূনা মম মানিন্যাঃ।
স্নান-হরিদ্রা-কটুকং অনুস্রোতো-জলং পিবতা ॥ (বলদেবস্য)।

৪৭

জীঅং অসাসঅং বিঅ ণ ণিঅত্তই জোব্বণং অইক্কন্তং।
দিঅহা দিঅহেহিঁ সমা ণ হোন্তি কিং ণিট্ঠুরো লোও ॥ হালস্স।
জীবিতং অশাশ্বতং এব ন নিবর্ততে যৌবনং অতিক্রান্তম্।
দিবসাঃ দিবসৈঃ সমাঃ ন ভবন্তি কিং নিষ্ঠুরঃ লোকঃ ॥ (হালস্য)

৪৮

উপ্পাইঅ-দব্বাণঁ বি খলাণঁ কো ভাঅণং খলো চেঅ।
পক্কাই বি ণিম্বফলাই ণবরঁ কাএহিঁ খজ্জন্তি ॥ (পালিতস্স)
উৎপাদিত-দ্রব্যাণাং অপি খলানাং কঃ ভাজনং খলঃ এব।
পক্কানি অপি নিম্ব-ফলানি কেবলং কাকৈঃ খাদ্যন্তে ॥ (পালিতস্য)

৪৩

প্রিয় মালিকের মর্জি সহিব, প্রেয়সী বধূর সহিব মান।
শক্তিধরের ক্ষমাগুণ সহি—দেখিয়া শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ।
জ্ঞানেতে গভীর পুরুষপ্রবর বলুক—"আমার আছে তো জানা।"
মূর্খ যে জন তাহারে কহিব, 'কথাটি তোমার কহিতে মানা।'—সুন্দর।

৪৪

অঙ্গুলি কাঁপে, ঘামে ভিজে যায়,
ভাবনা আমার শূন্যে মিশে ;
চিঠির মাথায় "স্বস্তি" লিখেছি
বাকী 'অবকাশ' ভরিব কিসে ?—অন্ধ।

৪৫

বিশ্বাস করো সখীটি আমার দৈব যখন বিরূপ হয়,
ঘটিত কর্মে অঘটন ঘটে, ভাগ্যের দোষ ইহারে কয়।
জোড়াতালি দিয়ে বন্ধ করিবে ?—শক্তি তোমার কোথায় হায় !
বালুকার বেড়া স্থায়ী হয় নাকো, ঝুর ঝুর করি ঝরিয়া যায়।—অন্ধ।

৪৬

এই ঘাটে মামী সিনানে নেমেছি পিছলা ঘাটে সে নায় ;
স্নান-বিলেপন পঙ্ক-হলুদ জলে ভেসে চলে যায়।
রঞ্জিত জল,—অঞ্জলি ভরি গ্রহণ করিয়া তারে,
প্রিয়তম মোর পরাণ কাড়িছে—একথা বলিব কারে ?—বলদে

৪৭

চির চঞ্চল জীবন প্রবাহ, গেলে যৌবন ফিরে না কভু
অন্ধ মানুষ শুনিয়া বুঝিয়া বিচারেতে ভুল করিছে তবু।
যেদিন গিয়াছে—সেদিন ফিরে না, আগামী দিনেতে অজানা সব
হানাহানি করে মানুষ মরিছে স্বার্থের লাগি তুলিয়া রব।—হাল।

৪৮

খলের অর্থ কে করিবে ভোগ ?—
খলেরা করিবে, অন্যে নহে।
পাকা নিমফল শুধু কাকে খায়—
অন্য পাখী কি সেথায় রহে ?—পালিত।

৪৯

অজ্জ মএ গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্‌স সুহঅস্‌স।
অজ্জা নিমীলিঅচ্ছী পঅ-পরিবাডিং ঘরে কুণই॥ সুচরিঅস্‌স

অদ্য ময়া গন্তব্যং ঘনান্ধকারে অপি তস্য সুভগস্য।
আর্যা নিমীলিতাক্ষী পদ-পরিপাটীং গৃহে করোতি॥ (সুচরিতস্য)

৫০

সুঅণো ণ কুপ্পই ব্বিঅ অহ কুপ্পই বিপ্পিঅং ণ চিন্তেই।
অহ চিন্তেই ণ জম্পই অহ জম্পই লজ্জিও হোই॥ অজ্জুণস্‌স।

সুজনঃ ন কুপ্যতি এব অথ কুপ্যতি বিপ্রিয়ং ন চিন্তয়তি।
অথ চিন্তয়তি ন জল্পতি অথ জল্পতি লজ্জিতঃ ভবতি॥ (অর্জুনস্য)

৫১

সো অত্থো জো হত্থে তং মিত্তং জং ণিরন্তরং বসণে।
তং রূঅং জত্থ গুণা তং বিণ্ণাণং জহিং ধম্মো॥ হালস্‌স।

সঃ অর্থঃ যঃ হস্তে তৎ মিত্রং যৎ নিরন্তরং ব্যসনে।
তৎ রূপং যত্র গুণাঃ তৎ বিজ্ঞানং যস্মিন্ ধর্ম্মঃ॥ (হালস্য)

৫২

চন্দমুহি চন্দ-ধবলা দীহা দীহচ্ছি তুহ বিওঅম্মি।
চউ-জামা সঅ-জাম ব্ব জামিণী কহঁ বি বোলীণা॥ গগ্‌গরাঅস্‌স।

চন্দ্র-মুখি চন্দ্র-ধবলা দীর্ঘা দীর্ঘাক্ষি তব বিয়োগে।
চতুর্যামা শত-যামা ইব যামিনী কথং অপি ব্যতিক্রান্তা॥ (গর্গরাজস্য)

৫৩

অ-উলীণো দো-মুহও তা মহুরো ভোঅণং মুহে জাব।
মুরও ব্ব খলো জিণ্ণম্মি ভোঅণে বিরসমারসই॥

অ-কুলীনঃ দ্বি-মুখকঃ তাবৎ মধুরঃ ভোজনং মুখে যাবৎ।
মুরজঃ ইব খলঃ জীর্ণে ভোজনে বিরসং আরসতি॥

৫৪

তহ সোণ্‌হাই পুলইও দর-বলিঅন্তদ্ধ-তারঅং পহিও।
জহ বারিও বি ঘর-সামিএণ ওলিন্দএ বসিও॥ সুন্দরস্‌স।

তথা স্নুষয়া প্রলোকিতঃ দর-বলিতার্ধ-তারকং পথিকঃ।
যথা বারিতঃ অপি গৃহ-স্বামিনা অলিন্দকে উষিতঃ॥ (সুন্দরস্য)

৪৯

আজি অভিসার রজনী তাহার, আঁধারে হইবে গৃহের বার ;
সুভগ সে জন, সখী অভাগিনী, দুঃখের লেখা ললাটে তার।
আঁধারে চলার নিয়ম আছে তো—না শিখিলে তাহা চলিবে কিসে ?
আপন গৃহেতে চোখ বুজে বুজে চরণ বাড়ায় সকল দিশে।—সুচরিত।

৫০

রাগে না সুজন রাগিলেও তার ইষ্টেরি শুধু ভাবনা চলে ;
অনিষ্ট যদি মাথা তোলে, তার মুখ ফুটে তাহা কভু না বলে।
আপনা ভুলিয়া বলে যদি কভু মুখর ভাষায় শাপের বাণী
লজ্জায় নত হইয়া সে জন মরমে মরিবে, আমি তা জানি।—অর্জুন।

৫১

সেই সে অর্থ হাতে যাহা আসে,
বন্ধুরে চিনি বিপদ মাঝে
গুণ দিয়ে বুঝি রূপের ওজন,
ধর্ম আধারে বিদ্যা রাজে।—হাল।

৫২

হে চন্দ্রমুখি তোমার বিরহে
চন্দ্রধবলা দীর্ঘরাত ;
চারি যাম ভরি শুধু চেয়ে রই—
ঘটে না আমার নয়নপাত।—গর্গরাজ।

৫৩

দুমুখো খলেরা সুমধুর বোলে শ্রোতার হৃদয় সদাই তোষে।
ভোজন দ্রব্য ফুরালে তাহারা ফাটিয়া পড়ে গো দারুণ রোষে।
ঠিক যেন তারা মুরজ যন্ত্র—পিষ্টক-লেপ হইয়া হারা,
বিরস বোলেতে শ্রুতিকটু হয়, ঢালে না শ্রবণে সুরের ধারা।

৫৪

শোন শোন সই পথিকপ্রবরে দৃষ্টি হেনেছে পুত্রবধূ ;
বলিত নয়নে আধ আধ দেখা অন্তরে তার ঢেলেছ মধু।
তাই সে পথিক মানে নাকো মানা, গৃহপতি চায় তাড়াবে তাকে ;
পথিকপ্রবর নিশ্চিত মনে অলিন্দপরে বসিয়া থাকে।—সুন্দক।

৫৫

লহুঅন্তি লহুং পুরিসং পব্বঅ-মেত্তং পি দো বি কজ্জাইং।
ণিব্বরণমণিব্বূঢ়ে ণিব্বূঢ়ে জং অ ণিব্বরণং ॥ গোবিন্দসামিস্স।

লঘয়তঃ লঘু পুরুষং পর্বত-মাত্রং অপি দ্বে অপি কার্যে।
নির্বরণং অনির্ব্যূঢ়ে নির্ব্যূঢ়ে যৎ চ নির্বরণম্ ॥ (গোবিন্দস্বামিনঃ)

৫৬

কং তুঙ্গ-থণুক্খিত্তেণ পুত্তি দারট্ঠিআ পলোএসি।
উন্নামিঅ-কলস-ণিবেসিঅগ্ঘ-কমলেণ ব মুহেণ ॥ পালিতস্স।

কং তুঙ্গ-স্তনোৎক্ষিপ্তেন পুত্রি দ্বার-স্থিতা প্রলোকয়সি।
উন্নামিত কলশ-নিবেশিতার্ঘ-কমলেন ইব মুখেন ॥ (পালিতস্য)

৫৭

বই-বিবর-নিগ্গঅ-দলো এরণ্ডো সাহই ব্ব তরুণাণং।
এত্থ ঘরে হলিঅ-বহূ এদ্দহমেত্ত-থণী বসই ॥ উদ্ধবস্স।

বৃতি-বিবরনির্গত-দলঃ এরণ্ডঃ সাধয়তি ইব তরুণেভ্যঃ।
অত্র গৃহে হলিক-বধূঃ এতাবন্মাত্র-স্তনী বসতি ॥ (উদ্ধবস্য)

৫৮

গঅ-কলহ-কুম্ভ-সংণিহ-ঘণ-পীণ-ণিরন্তরেহিঁ তুঙ্গেহিং।
উস্সসিউং পি ণ তীরই কিং উণ গন্তুং হঅ-থণেহিং ॥ কইরাঅস্স।

গজ-কলভ-কুম্ভ-সংনিভ-ঘন-পীন-নিরন্তরাভ্যাং তুঙ্গাভ্যাম্।
উচ্ছ্বসিতুং অপি ন শক্নোতি কিং পুনঃ গন্তুং হত-স্তনাভ্যাম্ (কবিরাজস্য)

৫৯

মাস-পসূঅং ছ-ম্মাস-গব্ভিণিং এক্ক-দিঅহ-জরিঅং চ।
রঙ্গুত্তিণ্ণং চ পিঅং পুত্তঅ কামন্তও হোহি ॥ কইরাঅস্স।

মাস-প্রসূতাং ষন্মাস-গর্ভিণীং এক-দিবস-জরিতাং চ।
রঙ্গোত্তীর্ণাং চ প্রিয়াং পুত্রক কাময়মানঃ ভব ॥ (কবিরাজস্য)

৬০

পডিবক্খ-মন্নু-পুঞ্জে লাবন্ন-উডে অণঙ্গ-গঅ-কুম্ভে।
পুরিস-সঅ-হিঅঅ-ধরিএ কীস থণন্তী থণে বহসি ॥ উদ্ধবস্স।

প্রতিপক্ষ-মন্যু-পুঞ্জৌ লাবণ্য-কুটৌ অনঙ্গ-গজ-কুম্ভৌ।
পুরুষ-শত-হৃদয়-ধৃতৌ কিমিতি স্তনন্তী স্তনৌ বহসি ॥ (উদ্ধবস্য)

৫৫

গিরির মতন গুরুভার জন

লঘু হ'য়ে যায় দুইটি দোষে।

যখন সে লোক নিজগুণ গায়,

যবে নিজ-দোষে অপরে রোষে।—গোবিন্দস্বামী।

৫৬

উঁচু স্তনযুগ পূজার কলশ তাহার উপরে মুখটি তোর;
যেন গো অর্ঘ্য রক্তকমল—নিত্য ঘটে না এমন জোড়।
দ্বারে বসে তুমি কাহারে হেরিছ?—সুতনুকা! আমি তোমারে পুছি,
ভালবাসা যবে মন কেড়ে নেয়—তখনি হৃদয় উদাস বুঝি!—পালিত।

৫৭

বেড়ার বিবর হইতে বাহিরে এসেছে রেঁড়ীর পত্রদল;
ঠিক যেন তারা স্তনের আকারে দিতেছে তরুণে নয়নফল।
সূচনায় বোঝে তরুণের দল এই গৃহে আছে হলিক বধূ,
এমনি প্রমাণ যাহার স্তনের, আছে বুকভরা প্রেমের মধু।—উদ্ধব।

৫৮

কলভের দুটি কুম্ভসদৃশ

আঁটসাঁট জোড়া স্তনের ভারে;

নিশ্বাস নিতে তরুণী মরিছে

পারে না আসিতে তোমার ধারে।—কবিরাজ।

৫৯

প্রসবের পর একমাস গেছে,

একদিন জ্বরে কাতর যেবা,

ছ মাসের কম গর্ভিণী নারী

আদরে করিও তাদের সেবা।—কবিরাজ।

৬০

লাবণ্যে যার সতীন জ্বলিছে,

অনঙ্গগজ-কুম্ভপ্রায়,

শত পুরুষের কামনার ধন

কুচযুগ বহ কেন বা হায়?—উদ্ধব।

৬১

ঘরিণি-ঘণ-থণ-পেল্লণ-সুহেল্লি-পড়িঅস্‌স হোন্ত-পহিঅস্‌স।
অবসউণঙ্গারঅ-বার-বিট্‌ঠি-দিঅহা সুহাবেন্তি॥ দুব্বিড্‌ঢঅস্‌স

গৃহিণী-ঘন-স্তন-প্রেরণ-সুখকেলি-পতিতস্য ভবিষ্যৎ-পথিকস্য।
অপশকুনাঙ্গারক বার-বিষ্টি-দিবসা সুখয়ন্তি॥ (দুর্বিদগ্ধস্য)

৬২

সা তুহ কএণ ৰালঅ অণিসং ঘর-দার-তোরণ-ণিসণ্ণা।
ওস্সই চন্দণ-মালিঅ ব্ব দিঅহং বিঅ বরাঈ॥ দুব্বিঅড্‌ঢস্‌স।

সা তব কৃতেন ৰালক অনিশং গৃহ-দ্বার-তোরণ-নিষণ্ণা।
অবশুষ্যতি চন্দন-মালিকা ইব দিবসং এব বরাকী॥ (দুর্বিদগ্ধস্য)

৬৩

হসিঅং সহত্থ-তালং সুক্‌খ-বডং উবগএহি পহিএহিং।
পত্তঅ-ফলাণং সরিসে উড্ডীণে সূঅ-বিন্দম্মি॥ অণুলচ্ছীএ।

হসিতং সহস্ত-তালং শুষ্ক-বটং উপগতৈঃ পথিকৈঃ।
পত্র-ফলানাং সদৃশে উড্ডীনে শুক-বৃন্দে॥ (অনুলক্ষ্যাঃ)

৬৪

অজ্জম্‌হি হাসিআ মামি তেণ পাএসু তহ পডন্তেণ।
তীএ বি জলন্তিং দীব-বত্তিমৰ্‌ভুণ্ণ অন্তীএ॥ হালস্‌স।

অদ্য অস্মি হাসিতা মাতুলানি তেন পাদয়োঃ তথা পততা।
তয়া অপি জ্বলন্তীং দীপ-বর্ত্তিং অভ্যুন্নয়ন্ত্যা॥ (হালস্য)

৬৫

অণুবত্তণং কুণন্তো বেসে বি জণে অহিণ্ণমুহ-রাও।
অপ্প-বসো বি হু সুঅণো পর-ব্বসো আহিজাঈএ॥ হালস্‌স।

অনুবর্তনং কুর্বন্ দ্বেষ্যে অপি জনে অভিন্ন-মুখ-রাগঃ।
আত্ম-বশঃ অপি খলু সুজনঃ পর-বশঃ আভিজাত্যস্য॥ (হালস্য)

৬৬

অণুদিঅহ-বড্‌ঢিআঅর-বিণ্ণাণগুণেহিঁ জণিঅ-মাহপ্পো।
পুত্তঅ অহিআঅ-জণো বিরজ্জমাণো বি দুল্লক্‌খো॥ পরক্কমস্‌স।

অনুদিবস-বর্ধিতাদর-বিজ্ঞান-গুণৈঃ জনিত-মাহাত্ম্যঃ।
পুত্রক অভিজাত-জনঃ বিরজ্যমানঃ অপি দুর্লক্ষ্যঃ॥ (পরাক্রমস্য)

৬১

গৃহিণীর ঘন স্তনের পরশে সুখনিদ্রায় বিভোর জন,
আগামী দিনের প্রবাসের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া বিষায় মন।
সম্মুখে দেখে ভদ্রার তিথি মঙ্গলবার বিষম যোগ ;
"যাত্রা নিষেধ" নহে দুঃখের, সে হোল আজিকে পরম ভোগ।—দুর্বিদগ্ধ।

৬২

কিশোর প্রেমিক তোমার লাগিয়া সে বালা তোরণে বসিয়া থাকে ;
চন্দনভরা ফুলের মালিকা—আর কোন্‌রূপে দেখিব তাকে ?
বিরস মলিন মুখখানি তার, ব্যর্থ কাতর দিনের শেষ ;
সজল সুষমা হারায়ে যেন গো চন্দন মালা মলিন বেশ।—দুর্বিদগ্ধ।

৬৩

বুড় বটগাছ ফলপাতাহীন তাহাতে রয়েছে শুকের দল ;
শুক দেহ যেন সবুজ পত্র, রাঙা ঠোঁটগুলো রক্তফল।
আকাশে উড়িল শুকেরা যখন শোচনীয় তার দশাটি ঘটে ;
হাততালি দিয়ে পথিকেরা হাসে—কৃত্রিম শোভা এমনি বটে।—অনুলক্ষ্মী।

৬৪

আজ হাসিয়াছি খুব হাসিয়াছি—আমার নায়ক পায়েতে আছে ;
মানের পালায় সখীটি আমার যেমন নাচায় তেমনি নাচে।
আঁধারের এই খেলার মাঝারে সখী জেলে দেয় সহসা আলো
হাসিয়াছি আমি, খুব হাসিয়াছি, সখী দেখায়েছে খেলাটি ভালো। —হাল।

৬৫

অপ্রিয়জনে সেবা করিতেও
হাসিমুখে থাকে সুজনগণ।
আভিজাত্যের পরবশ তাঁরা
আচরণে তাই জুড়ায় মন।—হাল।

৬৬

জ্ঞানগরিমার উদয় শিখরে
আরূঢ় হয়েছে যে মহাজন।
তুমি কি হে বাপু, দেখিবে কখনো
বিরাগে তাহার বিরস মন ?—পরাক্রম।

৬৭

বিণ্ণাণ-গুণ-মহগ্‌ঘে পুরিসে বেসত্তণং পি রমণিজ্জং।
জণ-নিন্দিএ উণ জণে পিঅত্তণেণাবি লজ্জামহে॥ সবরসত্তিস্‌স।
বিজ্ঞান-গুণ-মহার্ঘে পুরুষে দ্বেষ্যত্বং অপি রমণীয়ম্‌।
জন-নিন্দিতে পুনঃ জনে প্রিয়ত্বেন অপি লজ্জামহে॥ (শবরশক্তেঃ)

৬৮

কহঁ ণাম তীঅ তহ সো সহাব-গুরুও বি থণ-হরো পডিও।
অহবা মহিলাণঁ চিরং কো বি ণ হিঅঅম্মি সংঠাই॥ সবরসত্তিস্‌স
কথং নাম তস্যাঃ তথা সঃ স্বভাব-গুরুকঃ অপি স্তন-ভরঃ পতিতঃ।
অথবা মহিলানাং চিরং কঃ অপি ন হৃদয়ে সংতিষ্ঠতে॥ (শবরশক্তেঃ)

৬৯

সুঅণু বঅণং ছিবন্তং সূরং মা সাউলীঅ বারেহি।
এঅসস্‌ পঙ্কঅসস্‌ অ জাণউ কঅরং সুহ-প্‌ফংসং॥ ণীলসস্‌।
সুতনু বদনং স্পৃশন্তং সূর্যং মা বস্ত্রাঞ্চলেন বারয়।
এতস্য পঙ্কজস্য চ জানাতু কতরং সুখ-স্পর্শম্‌॥ (নীলস্য)

৭০

মাণোসহং ব পিজ্জই পিআই মাণংসিণীঅ দইঅস্‌স।
কর-সংপুড-বলিউদ্ধাণণাই মইরাই গণ্ডূসো॥ ৰাহবস্‌স।
মানৌষধং ইব পীয়তে প্রিয়য়া মনস্বিন্যা দয়িতস্য।
কর-সংপুট-বলিতোর্ধ্বাননয়া মদিরায়াঃ গণ্ডূষঃ॥ (বাহৰস্য)

৭১

কহঁ সা ণিব্বণ্ণিজ্জই জীঅ জহালোইঅম্মি অঙ্গম্মি।
দিঠ্‌ঠী দুব্বল-গাঈ ব্ব পঙ্ক-পডিআ ণ উত্তরই॥ পব্বঅকুমারস্‌স।
কথং সা নির্বর্ণ্যতাং যস্যাঃ যথাবলোকিতে অঙ্গে।
দৃষ্টিঃ দুর্বল-গৌঃ ইব পঙ্ক-পতিতা ন উত্তরতি।। (পর্বতকুমারস্য)

৭২

কীরন্তী ব্বিঅ ণাসই উঅএ রেহব্ব খল-অণে মেত্তী।
সা উণ সুঅণম্মি কআ অণহা পাহাণ-রেহব্ব॥ সরলস্‌স।
ক্রিয়মাণা এব নশ্যতি উদকে রেখা ইব খল-জনে মৈত্রী।
সা পুনঃ সুজনে কৃতা অনঘা পাষাণ-রেখা ইব।। (সরলস্য)

৬৭

জ্ঞানগরীয়ান্ দুর্লভজনে

অপ্রিয় আমি—দুঃখ নাই।

প্রেমেতে ধন্য করিবে আমাকে

নিন্দিত জন?—দুঃখ পাই।—শবরশক্তি।

৬৮

অতি গুরুভার আকৃতি যাহার, নীরন্ধ্র সেই উরোজপীন
কালবশে কেন রমণীর বুকে ঝুলিয়া পড়িয়া এমন ক্ষীণ?
মহিলাদিগের এইতো স্বভাব—তাহাদের বুকে রহে কি কেহ?
কিছুদিন ধ'রে ভালোবাসা পেয়ে খসিয়া পড়িবে—ফুরাবে স্নেহ।—শবরশক্তি।

৬৯

সুতনুকা তুমি বসনাঞ্চলে

বারণ ক'রোনা ভানুর মুখ।

সে আজি বুঝিবে মুখে ও কমলে

কোন্‌টিতে আছে পরশ-সুখ।—নীল।

৭০

আদরে ধরেছে মদিরা পাত্র

মনস্বিনীর মুখেতে যেবা,

সেই প্রিয়করে বলিত আননে

চলেছে মানের ওষুধ সেবা।—বাহব।

৭১

তরুণীর ওই প্রতিটি অঙ্গ ভরিয়া র'য়েছে কত না রূপে।
যাহার নয়ন যেদিকে পড়িবে, মগ্ন হইবে গভীর কূপে।
মনের জোরেতে সরিয়া যাইবে—এমন শক্তি কোথায় তার?
দুর্বল গাভী পঙ্কে পড়িয়া উঠাতে পারে কি নিজেকে আর?—পর্বতকুমার।

৭২

খলের সঙ্গে মৈত্রী যেন গো

আঁচড়ের টান জলের বুকে।

পাষাণ-রেখার মতন মৈত্রী

সুজনে থাকিবে পরম সুখে।—সরল।

৭৩

অব্বো দুক্করআরঅ পুণো বি তত্তিং করেসি গমণস্স।
অজ্জ বি ণ হোন্তি সরলা বেণীঅ তরঙ্গিণো চিউরা ॥ সরলস্স।

কষ্টং দুষ্কর-কারক পুনঃ অপি চিন্তাং করোষি গমনস্য।
অদ্য অপি ন ভবন্তি সরলাঃ বেণ্যাঃ তরঙ্গিণঃ চিকুরাঃ ॥ (সরলস্য)

৭৪

ণ বি তহ ছেঅ-রআই বি হরন্তি পুণরুত্ত-রাঅ-রসিআইং।
জহ জত্থ ব তত্থ ব জহ ব তহ ব সব্ভাব-ণেহ-রমিআইং ॥ অণুলচ্ছীএ।

ন অপি তথা ছেক-রতানি অপি হরন্তি পুনরুক্ত-রাগ-রসিতানি।
যথা যত্র বা তত্র বা যথা বা তথা বা সদ্ভাব-স্নেহ-রমিতানি ॥ (অনুলক্ষ্ম্যাঃ)

৭৫

উজ্ঝসি পিআই সমঅং তহ বি হু রে ভণসি কীস কিসিঅং ত্তি।
উবরি-ভরেণ অ অণ্ণুঅ মুঅই বইল্লো বি অঙ্গাইং ॥ ঈসাণস্স।

উহ্যসে প্রিয়য়া সমং তথা অপি খলু রে ভণসি কিমিতি কৃশা ইতি।
উপরি-ভরেণ চ হে অজ্ঞক মুঞ্চতি বলীবর্দঃ অপি অঙ্গানি ॥ (ঈশানস্য)

৭৬

দিঢ়-মূল-বন্ধ-গণ্ঠিব্ব মোইআ কহঁ বি তেণ মে বাহূ।
অম্হেহিঁ বি তস্স উরে খুত্ত ব্ব সমুক্খআ থণআ ॥ অণুলচ্ছীএ।

দৃঢ়-মূল-বন্ধ-গ্রন্থী ইব মোচিতৌ কথং অপি তেন মে বাহূ।
অস্মাভিঃ অপি তস্য উরসি (নি)খাতৌ ইব সমুৎখাতৌ স্তনৌ ॥
(অনুলক্ষ্ম্যাঃ)

৭৭

অণুণঅ-পসাইআএ তুজ্ঝবরাহে চিরং গণন্তীএ।
অপহুত্তোহঅ-হত্থঙ্গুলীঅ তীত্র চিরং রুণ্ণং ॥ বিণ্ণস্স।

অনুনয়-প্রসাদিতয়া তব অপরাধান্ চিরং গণয়ন্ত্যা।
অপ্রভবদুভয়-হস্তাঙ্গুল্যা তয়া চিরং রুদিতম্ ॥ (বিজ্ঞস্য)

৭৮

সেঅ-চ্ছলেণ পেচ্ছহ তণুএ অঙ্গম্মি সে অমাঅন্তং।
লাবণ্ণং ওসরই ব্ব তিবলি-সোবাণ-বত্তীএ ॥ হালস্স।

স্বেদ-চ্ছলেন প্রেক্ষধ্বং তনুকে অঙ্গে তস্যাঃ অমাৎ।
লাবণ্যং অপসরতি ইব ত্রিবলী-সোপান-পঙ্‌ক্ত্যা ॥ (হালস্য)

৭৩

কুলিশকঠিন হৃদয় তোমার, আবার প্রবাসে গমন সাধ !
মনের ইচ্ছা করিও পূরণ, কেন বা অভাগী সাধিবে বাদ ?
প্রোষিত-প্রিয়ার একবেণী গাঁথা সেদিন মাত্র দিয়েছি খুলে,
কুঞ্চিত কেশ সরল হোল না—এবার যেও গো আমারে ভুলে।—সরল।

৭৪

শাস্ত্র-বিহিত পুরাতন যত
সঙ্গম বিধি হরে না মন।
প্রেমের জোয়ারে স্থান কাল নেই—
জানে ভাল তাহা রসিক জন।—অনুলক্ষ্মী।

৭৫

নোতুন প্রেমের নোতুন রঙ্গে মেতেছো সে কথা সবাই জানে ;
অন্ধের মত প্রশ্ন করো না, অতি গুরুভার আমার প্রাণে।
নোতুন প্রিয়ার সঙ্গে তোমাকে বহিতে হয় যে—কৃশতা তাই ;
কঠিন বোঝার চাপে কাবু হয় নধর কান্তি ধবলী গাই।—ঈশান।

৭৬

বিষগাঁট-পড়া রজ্জুর মত
কষ্টে খুলেছি তাহার বাহু ;
মুক্ত করেছি উরোজ আমার,
পারেনি গ্রাসিতে বক্ষ রাহু।—অনুলক্ষ্মী !

৭৭

বহু অনুনয়ে শীতল করেছ মানিনীর মান একথা ঠিক ;
দশটি আঙ্গুলে দোষ গুণে গুণে আবার হারায় সকল দিক।
তখন সে নারী মনে ভাবে বুঝি গিয়াছে চলিয়া সকল সুখ।
অঙ্গুলি দিয়া মুখখানা ঢেকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাসায় বুক।— বিজ্জ।

৭৮

তরুণীর ওই তন্বী তনুতে
লাবণ্যভার ধরিবে কেন ?
উপচিয়া পড়ে ত্রিবলী বাহিয়া—
স্বেদধারা তার ছলনা যেন।—হাল

৭৯

দেব্বাঅত্তম্মি ফলে কিং কীরই এত্তিঅং পুণো ভণিমো।
কঙ্কেল্লি-পল্লবাণং ণ পল্লবা হোন্তি সারিচ্ছা॥ জীবএবস্স।
দৈবায়ত্তে ফলে কিং ক্রিয়তাং এতাবৎ পুনঃ ভণামঃ।
কঙ্কেল্লি-পল্লবানাং ন পল্লবাঃ ভবন্তি সদৃক্ষাঃ॥ (জীবদেবস্য)

৮০

ধুঅই ব্ব মঅ-কলঙ্কং কবোল-পডিঅস্স মাণিণী উঅহ।
অণবরঅ-ৰাহ-জল-ভরিঅ-ণঅণ-কলসেহিঁ চন্দস্স॥ বিসমরাঅস্স।
ধাৰতি ইব মৃগ-কলঙ্কং কপোল-পতিতস্য মানিনী পশ্যত।
অনবরত-ৰাষ্প-জল-ভৃত-নয়ন-কলশাভ্যাং চন্দ্রস্য॥ (বিষমরাজস্য)

৮১

গন্ধেণ অপ্পণো মালিআণঁ ণো-মালিআ ণ ফুট্টিহই।
অণ্ণো কো বি হআসাই মংসলো পরিমলুগ্গারো॥ বিঅহস্স।
গন্ধেন আত্মনঃ মালিকানাং নবমালিকা ন ভ্রংশিষ্যতি।
অন্যঃ কঃ অপি হতাশায়াঃ মাংসলঃ পরিমলোদ্গারঃ॥ (বিতথস্য)

৮২

ফল-সংপত্তীঅ সমোণআইঁ তুঙ্গাইঁ ফল-বিপত্তীএ।
হিঅআইঁ সু-পুরিসাণং মহা-তরূণং ব সিহরাণি॥ কুবলঅস্স।
ফল-সংপত্ত্যা সমবনতানি তুঙ্গানি ফল-বিপত্ত্যা।
হৃদয়ানি সু-পুরুষাণাং মহা-তরূণাং ইব শিখরাণি॥ (কুবলয়স্য)

৮৩

আসাসেই পরিঅণং পরিবত্তন্তীঅ পহিঅ-জাআএ।
ণিশ্বাণুবত্তণে বলিঅ-হত্থ-মুহলো বলঅ-সদ্দো॥ অলংকারস্স।
আশ্বাসয়তি পরিজনং পরিবর্তমানায়াঃ পথিক-জায়ায়াঃ।
নিঃশ্বানোদ্বর্তনে বলিত-হস্ত-মুখরঃ বলয়-শব্দঃ॥ (অলঙ্কারস্য)

৮৪

তুঙ্গো চ্চিঅ হোই মণো মণংসিণো অন্তিমাসু বি দসাসু।
অত্থমণম্মি বি রইণো কিরণা উদ্ধং চ্চিঅ ফুরন্তি॥ মাউরাঅস্স।
তুঙ্গং এব ভবতি মনঃ মনস্বিনঃ অন্তিমাসু অপি দশাসু।
অস্তমনে অপি রবেঃ কিরণাঃ ঊর্ধ্বং এব স্ফুরন্তি॥ (মাতৃরাজস্য)

৭৯

ভাগ্যেই ধন,—ভাগ্য নহিলে

সোনা হয়ে যায় ধরার ধূলা ;

দুঃখ করো না—অশোক পেয়েছো—

রূপে গুণে নেই যাহার তুলা।—জীবদেব।

৮০

পূর্ণিমাচাঁদে কলঙ্করেখা মানিনী আজিকে সহিতে নারে ;

চেষ্টা করিয়া দেখিছে আজিকে কলঙ্ক যদি ধোয়াতে পারে।

নয়ন তাহার দুইটি কলশ, তাহাতে বহিছে অশ্রুধারা,

গালে বিম্বিত চন্দ্রকালিমা আজিকে বুঝি বা হইবে সারা।—বিষমরাজ।

৮১

মালিকায় গাঁথা কত ফুল থাকে

নবমল্লিকা ফুলের রাণী ;

আর কোন্ ফুলে এমন সুবাস ?

গুরু সুগন্ধে তাহারে জানি।—বিতথ।

৮২

ফলভারে নত পাদপের শ্রেণী

রিক্তফসলে উচ্চশির ;

সম্পদে সৎপুরুষ নম্র

উন্নতমুখে বিপদে ধীর।—কুবলয়।

৮৩

অতি কৃশতনু প্রোষিতবনিতা শয্যার বুকে রেখেছে কায়া ;

পরিজন তার চমকিয়া ওঠে হেরিয়া সে মুখে মৃতের ছায়া।

বহুকষ্টেতে পার্শ্ব ফিরিলে, শিঞ্জিত হয়ে হাতের বালা

জীবনের আশা দিয়ে পরিজনে, জুড়ায় তাদের প্রাণের জ্বালা।—অলঙ্কার

৮৪

অন্তিমে সৎ উদার ভাবেই

সাজায় তাহার মনের ডালা।

অস্ত সাগরে ডুবিতে সূর্য

ঊর্ধ্বে ছড়ায় কিরণমালা।—মাতৃরাজ।

৮৫

পোট্টং ভরন্তি সউণা বি মাউআ অপ্পণো অণুব্বিগ্‌গা।
বিহলুদ্ধরণ-সহাবা হুবন্তি জই কে বি সপ্পুরিসা॥ অলক্কস্‌স।

উদরং ভরন্তি শকুনাঃ অপি মাতরঃ আত্মনঃ অনুদ্বিগ্নাঃ।
বিহ্বলোদ্ধরণ-স্বভাবাঃ ভবন্তি যদি কে অপি সৎ-পুরুষাঃ॥ (অলর্কস্য)

৮৬

ণ বিণা সব্‌ভাবেণ ঘেপ্পই পরমত্থ-জাণুও লোও।
কো জুন্ন-মঞ্জরং কঞ্জিএণ বেআরিউং তরই॥ ভোজঅস্‌স।

ন বিনা সদ্ভাবেন গৃহ্যতে পরমার্থ-জ্ঞঃ লোকঃ।
কঃ জীর্ণ-মার্জারং কাঞ্জিকেন বঞ্চয়িতুং শক্নোতি॥ (ভোজকস্য)

৮৭

রণ্ণাউ তণং রণ্ণাউ পাণিঅং সব্বঅং সঅং-গাহং।
তহ বি মআণঁ মঈণঁ অ আমরণন্তাইঁ পেম্মাইং॥ অবণাঅরস্‌স।

অরণ্যাৎ তৃণং অরণ্যাৎ পানীয়ং সর্বতঃ স্বয়ং-গ্রাহম্‌।
তথা অপি মৃগাণাং মৃগীণাং চ আমরণান্তানি প্রেমাণি॥ (অপনাগরস্য)

৮৮

তাবমবণেই ণ তহা চন্দণ-পঙ্কো বি কামি-মিহুণাণং।
জহ দূসহে বি গিম্‌হে অণ্ণোণ্ণালিঙ্গণ-সুহেল্লী॥ হরিউদ্ধস্‌স।

তাপং অপনয়তি ন তথা চন্দন-পঙ্কঃ অপি কামি-মিথুনানাম্‌।
যথা দুঃসহে অপি গ্রীষ্মে অন্যোন্যালিঙ্গন-সুখ-কেলিঃ॥ (হরিবৃদ্ধস্য)

৮৯

তুপ্পাণণা কিণো চিট্‌ঠসি ত্তি পড়িপুচ্ছিআএঁ বহুআএ।
বিউণাবেট্‌ঠিঅ-জহণ-খলাই লজ্জোণঅং হসিঅং॥ অলক্কস্‌স।

(ঘৃত) লিপ্তাননা কিং ইতি তিষ্ঠসি ইতি পরিপৃষ্টয়া বধ্বা।
দ্বিগুণাবেষ্টিত-জঘন-স্থলয়া লজ্জাবনতং হসিতম্‌॥ (অলর্কস্য)

৯০

হিঅঅ চ্চেঅ বিলীণো ণ সাহিও জাণিউণ ঘর-সারং।
বান্ধব-দুব্বঅণং বিঅ দোহলও দুগ্‌গঅ-বহুএ॥ বিক্কিরস্‌স।

হৃদয়ে এব বিলীনঃ ন শাসিতঃ জ্ঞাত্বা গৃহ-সারম্‌।
বান্ধব-দুর্বচনং ইব দোহদকঃ দুর্গত-বধ্বা॥ (বিক্কিরস্য)

৮৫

পক্ষীরও আছে আত্মচিন্তা—

ক্ষুদ্রের মাঝে তাহারে গণি।

আর্তের লাগি জীবন সঁপে যে—

পুরুষের মাঝে পুরুষ মণি ॥—অলর্ক

৮৬

মনের ভিতর ছলনা রাখিলে

বিজ্ঞ যাবে না সীমানা ধারে।

পান্তাভাতের জল দিয়ে কেহ

বৃদ্ধ বিড়ালে ঠকাতে পারে ?—ভোজক।

৮৭

অরণ্য থেকে তৃণ তুলে খায়, অরণ্যে খোঁজে পিপাসাবারি
মৃগ আর মৃগী পৃথক ভাবেতে ; তথাপি তাহারা যায় না ছাড়ি।
জীবন ভরিয়া তাহাদের ভাব, চলিবে ফিরিবে সমান বাটে
দান প্রতিদানে লভিয়া জনম মানুষের প্রেম কেবলই কাটে।—অপনাগর।

৮৮

চন্দনলেপে যতটা জুড়ায়

দারুণ গ্রীষ্মে তাপিত জন,

তার চেয়ে সুখ মিথুনে দিতেছে

পরস্পরের আলিঙ্গন।—হরিবৃদ্ধ।

৮৯

'মুখে ঘৃত মাখি কেন বা রয়েছো ?'

প্রশ্ন শুধালে লাজুক বধূ

দ্বিগুণিত বাসে জঘন ঢাকিছে—

আনত নয়নে হাসির মধু।—অলর্ক।

৯০

দোহদের সাধ ঢেকে রাখে মনে

বন্ধুজনের গালির মত ;

মুখ ফুটে বধূ বলে না কখনো—

জানে সে গৃহের ক্ষমতা যত।—বিক্কির।

৯১

ধাবই বিঅলিঅ-ধম্মিল্ল-সিচঅ-সংজমণ-বাবড-করগ্গা।
চন্দিল-ভঅ-বিবলাঅন্ত-ডিম্ভ-পরিমগ্গিণী ঘরিণী॥ মাউরাঅস্স।

ধাবতি বিগলিত-ধম্মিল্ল-সিচয়-সংযমন-ব্যাপৃত-করাগ্রা।
চন্দ্রিল-ভয়-বিপলায়মান-ডিম্ভ-পরিমার্গিণী গৃহিণী॥ (মাতৃরাজস্য)

৯২

জহ জহ উব্বহই বহূ ণব-জোব্বণ-মণহরাইঁ অঙ্গাইং।
তহ তহ সে তণুআঅই মজ্ঝো দইও অ পডিবক্খো॥

যথা যথা উদ্বহতি বধূঃ নব-যৌবন-মনোহরাণি অঙ্গানি।
তথা তথা তস্যাঃ তনুকায়তে মধ্যঃ দয়িতশ্চ প্রতিপক্ষঃ॥

৯৩

জহ জহ জরা-পরিণও হোই পঈ দুগ্গও বিরূও বি।
কুল-বালিআণঁ তহ তহ অহিঅঅরং বল্লহো হোই॥ পোট্টিসস্স।

যথা যথা জরা-পরিণতঃ ভবতি পতিঃ দুর্গতঃ বিরূপঃ অপি।
কুল-পালিকানাং তথা তথা অধিকতরং বল্লভঃ ভবতি॥ (পোট্টিসস্য)

৯৪

এসো মামি জুবাণো বারংবারেণ জং অডঅণাও।
গিম্হে গামেক্ক-বডোঅঅং ব কিচ্ছেণ পাবন্তি॥ মন্দস্থঅণস্স।

এষঃ মাতুলানি যুবা বারংবারেণ যং অসত্যঃ।
গ্রীষ্মে গ্রামৈক-বটোদকং ইব কৃচ্ছ্রেণ প্রাপ্নুবন্তি॥ (মন্দস্বজনস্য)

৯৫

গাম-বডস্স পিউচ্ছা আবণ্ডু-মুহীণঁ পণ্ডুর-চ্ছাঅং।
হিঅএণ সমং অসঈণঁ পডই বাআহঅং পত্তং॥ খণ্ডস্স।

গ্রাম-বটস্য পিতৃ-ষসঃ আপাণ্ডু-মুখীনাং পাণ্ডুর-চ্ছায়ম্।
হৃদয়েন সমং অসতীনাং পততি বাতাহতং পত্রম্॥ (খণ্ডস্য)

৯৬

পেচ্ছই অলদ্ধ-লক্খং দীহং ণীসসই সুণ্ণঅং হসই।
জহ জম্পই অফুডখং তহ সে হিঅঅ-ট্ঠিঅং কিং পি॥ বিঅড্ঢইন্দস্স।

প্রেক্ষতে অলব্ধ-লক্ষ্যং দীর্ঘং নিঃশ্বসিতি শূন্যকং হসতি।
যথা জল্পতি অস্ফুটার্থং তথা তস্যাঃ হৃদয়-স্থিতং কিং অপি॥ (ব্যর্ধেন্দ্রস্য)

৯১

চুল কাটিবে না দুরন্ত ছেলে,
নাপিতের ভয়ে পালিয়ে যায়।
শিথিল খোপাটি বাঁধিতে বাঁধিতে
জননী তাহার পিছনে ধায়।—মাতৃরাজ।

৯২

নবযৌবন যতই দিতেছে সারাটি অঙ্গে সুষমা তার,
মধ্য ততই কৃশ কৃশতর,—নিতম্ব আর বক্ষ ভার।
কৃশতার ব্যাধি ভুগিতেছে আর যেই জন তারে বাসিত ভালো,
বিবাহের পর ঈর্ষ্যা-অনলে পুড়ে পুড়ে যার বরণ কালো।

৯৩

দুর্গত দীন পতির যদি বা
জরার প্রভাবে রূপের ক্ষয়।
কুলবতী নারী তারে ভালোবাসে;
পরিণামে দেখি প্রেমের জয়।—পোট্টিস।

৯৪

এই সেই যুবা পালাক্রমে যারে
অসতীরা পায়, কহিনু মামী!
সে যেন শীতল গ্রীষ্মের জল,
দুর্লভ তারে লভি গো আমি।—মন্দসুজন:

৯৫

গ্রামপ্রান্তরে ওই বটগাছ অসতী নারীর মিলনঘর;
পিসিমা! তোমার জামাতার মন বুঝিল না কেবা আপন পর।
হিমেল বাতাসে সেই বৃক্ষের দশা দেখ আজ পাণ্ডু পাতে;
পাণ্ডুর-ছায়া অসতী নারীর মন ঝরে বুঝি তাহার সাথে।—খণ্ড।

৯৬

শূন্য নয়নে হেরে চারিপাশ, দীর্ঘশ্বাসের প্রবাহ আসে;
চিন্তায় ডুবে গম্ভীর হয়, পরে অকারণে কেবল হাসে;
খাপছাড়া কথা প্রলাপের প্রায় অস্ফুট রবে বলিয়া যায়;
ইঙ্গিতে বোঝা নারীর হৃদয় স্পষ্ট করিয়া বোঝান দায়।—দ্যর্ধেন্দ্র।

৯৭

গহ-বই গত্তম্হ সরণং রক্খস্থ এঅং ত্তি অডঅণা ভণিরী।
সহসাগঅস্স তুরিঅং পইণো ব্বিঅ জারমপ্পেই ॥ বিঅড্ঢইন্দস্স।

গৃহ-পতে গতঃ অস্মাকং শরণং রক্ষ এনং ইতি অসতী ভণনশীলা।
সহসা আগতস্য ত্বরিতং পত্যুঃ এব জারং অর্পয়তি ॥ (দ্ব্যর্ধেন্দ্রস্য)

৯৮

হিঅঅ-ট্ঠিঅস্স দিজ্জউ তণুআঅন্তিং ণ পেচ্ছহ পিউচ্ছা।
হিঅঅ-ট্ঠিওম্হ কংতো ভণিউং মোহং গআ কুমারী ॥ সচ্চসেণস্স।

হৃদয়-স্থিতস্য দীয়তাং তনুকায়মানাং ন প্রেক্ষধ্বং পিতৃষ্বসঃ।
হৃদয়-স্থিতঃ অস্মাকং কুতঃ ভণিত্বা মোহং গতা কুমারী ॥ (সত্যসেনস্য)

৯৯

খিন্নস্স উরে পইণো ঠবেই গিম্হাবরণ্হ-রমিঅস্স।
ওলং গলন্ত-কুসুমং ণ্হাণ-সুঅন্ধং চিউর-ভারং ॥ অবন্তিবম্মস্স।

খিন্নস্য উরসি পত্যুঃ স্থাপয়তি গ্রীষ্মাপরাহ্ণ-রমিতস্য।
আর্দ্রং গলৎ-কুসুমং স্নান-সুগন্ধং চিকুর-ভারম্ ॥ (অবন্তিবর্মণঃ)

১০০

অহ সরস-দন্ত-মণ্ডল-কবোল-পডিমা-গও মঅচ্ছীএ।
অন্তো সিন্দুরিঅ-সঙ্খ-বত্ত-করণিং বহই চন্দো ॥ অহবস্স।

অসৌ সরস-দন্ত-মণ্ডল-কপোল-প্রতিমা-গতঃ মৃগাক্ষ্যাঃ।
অন্তঃ সিন্দুরিত-শঙ্খ-পাত্র-সাদৃশ্যং বহতি চন্দ্রঃ ॥ (অভবস্য)

১০১

রসিঅ-জণ-হিঅঅ-দইএ কই-বচ্ছল-পমুহ-সুকই-ণিম্মঅএ।
সত্ত-সঅম্মি সমত্তং তীঅং গাহা-সঅং এঅং ॥ হালস্স।

রসিক-জন-হৃদয়-দয়িতে কবি-বৎসল-প্রমুখ-সুকবি-নির্মিতে।
সপ্ত-শতকে সমাপ্তং তৃতীয়ং গাথা-শতকং এতৎ ॥

৯৭

শরণে আগত ত্রস্ত পথিক,

ইহারে রক্ষা করিবে তুমি।

সহসা আগত পতিকরে, তার

সঁপে দেয় বধূ চরণ চুমি।—দ্যুর্ধেন্দ্র

৯৮

ওগো পিসি দাও এই কুমারীকে

বাঞ্ছিত তার প্রিয়ের হাতে ;

দিনে দিনে ক্ষীণ তনু যে তাহার

মূর্ছায় 'প্রিয়' বলিয়া কাঁদে।—সত্যসেন।

৯৯

নিদাঘতপ্ত দিবসের শেষে যে পতি করেছে রমণলীলা

খিন্ন তাহার বুকের উপর চিকুর বিছায় শান্তশীলা ;

সিক্ত কেশের গন্ধ ছড়ায়, খসে পড়ে ফুল রতির শেষ

শ্রান্ত পতিকে স্নেহরস দিয়ে, নিয়ে যায় তারে ঘুমের দেশ।—অবন্তিবর্মা

১০০

মৃগনয়নার গণ্ড উপরি চুম্বনরেখা রক্তরাগ ;

আকাশের চাঁদ বিম্বিত হোল, ঝক ঝক করে কপোলভাগ।

রক্তরেখার চারিদিকে পড়ে শুভ্র চাঁদের কিরণমালা

সিন্দূররেখা অঙ্কিত যেন অমলধবল শঙ্খথালা।—অম্ভব।

১০১

রসিকজন-দয়িত-কবি

শ্রীকবি হাল যাহার আগে—

সেই সে কবি সাঙ্গ করে

সপ্তশতী তৃতীয়ভাগে।

চতুর্থ শতক

অহ অম্হ আঅও অজ্জ কুল-হরাও ত্তি ছেঞ্ঝই জারং।
সহসাগঅস্স তুরিঅং পইণো কণ্ঠং মিলাবেই ॥ অহঅস্স।
অসৌ অস্মাকং আগতঃ অদ্য কুল-গৃহাৎ ইতি অসতী জারম্।
সহসাগতস্য ত্বরিতং পত্যুঃ কণ্ঠং মেলয়তি (লগয়তি) ॥ (অভবস্য)

২

পুসিআ অণ্ণাহরণেন্দণীল-কিরণাহআ সসি-মঊহা।
মাণিণি-বঅণম্মি সকজ্জলংসু-সঙ্কাই দইএণ ॥ কলসগন্ধস্স।
প্রোঞ্ছিতাঃ কর্ণাভরণেন্দ্রনীল-কিরণাহতাঃ শশি-ময়ূখাঃ।
মানিনী-বদনে সকজ্জলাশ্রু-শঙ্কয়া দয়িতেন ॥ (কলসগন্ধস্য)

৩

এদ্দহ-মেত্তম্মি জএ সুন্দর-মহিলা-সহস্স-ভরিএ বি।
অণুহরই ণবর তিস্সা বামদ্ধং দাহিণদ্ধস্স ॥ সিরিরাঅস্স।
এতাবন্-মাত্রে জগতি সুন্দর-মহিলা-সহস্র-ভরিতে অপি।
অনুহরতি কেবলং তস্যাঃ বামার্ধং দক্ষিণার্ধস্য ॥ (শ্রীরাজস্য)

৪

জহ জহ বাএই পিও তহ তহ ণচ্চামি চঞ্চলে পেম্মে।
বল্লী বলেই অঙ্গং সহাব-থদ্ধে বি রুক্খম্মি ॥ সসিপ্পহাএ।
যথা যথা বাদয়তি প্রিয়ঃ তথা তথা নৃত্যামি চঞ্চলে প্রেম্নি।
বল্লী বলয়তি অঙ্গং স্বভাব-স্তব্ধে অপি বৃক্ষে ॥ (শশিপ্রভায়াঃ)

৫

দুক্খেহিঁ লব্ভই পিও লদ্ধো দুক্খেহিঁ হোই সাহীণো।
লদ্ধো বি অলদ্ধো ব্বিঅ জই জহ হিঅঅং তহ ণ হোই ॥
দুঃখৈঃ লভ্যতে প্রিয়ঃ লব্ধঃ দুঃখৈঃ ভবতি স্বাধীনঃ ॥
লব্ধঃ অপি অলব্ধঃ এব যদি যথা হৃদয়ং তথা ন ভবতি ॥

৬

অব্বো অণুণঅ-সুহ-কঙ্খিরীঅ অকঅং কঅং কুণন্তীএ।
সরল-সহাবো বি পিও অবিণঅ-মগ্গং বলণ্ণীও ॥ সীহস্স।
অহো অনুনয়-সুখ-কাঙ্ক্ষণশীলয়া অকৃতং কৃতং কুর্বত্যা।
সরল-স্বভাবঃ অপি প্রিয়ঃ অবিনয়-মার্গং বলাৎ নীতঃ ॥ (সিংহস্য)

১

'এই তো এসেছে বাপের বাড়ীর
মানুষটি মোর'—এই না বলে,
কুলটা জড়ায় জারটিকে দেখ
স্বামীর কণ্ঠে, কেমন ছলে।—অভব।

২

মানিনী প্রিয়ার ঝুমকার মাঝে ইন্দ্রনীলের কালোর আলো;
চন্দ্র-কিরণ-বিম্বিত গালে সেই আলোরেখা মিশেছে ভালো।
প্রিয়তম তাকে মুছাতে চলেছে কাজল মেশানো অশ্রু বলি;
ইন্দ্রনীলাতে চাঁদের আলোতে গেল গো আজিকে ছলনা ছলি।—কলসগন্ধ

৩

হাজার হাজার সুন্দরী ভরা
এই জগতের মাঝে।
নিখুঁত সুষমা দক্ষিণে বামে
তাহারি অঙ্গে রাজে।—শ্রীরাজ।

৪

প্রেমিক আমার যেমন চাহিবে
সেই ছন্দেতে নাচিব আমি।
চঞ্চল বায়ু তরুর বুকেতে
নাচায় বল্লী দিবস যামী।—শশীপ্রভা।

৫

বহু বেদনায় প্রিয় লাভ হয়,
অধিকারে আছে আবার দুখ;
অধিকৃতে যদি না ভরে হৃদয়,
নিষ্ফল লাভ—ফাটে গো বুক।

৬

প্রিয়তম মোর সাধিবে, কাঁদিবে—এমন বাসনা পোষণ করি,
অকৃত দোষেতে দোষী করিয়াছি, পদে পদে তার প্রমাদ ধরি।
সরল স্বভাব বল্লভ মোর—মিথ্যা দোষের কেবল ঘায়,
নেহার আজিকে অসৎ পথেতে আমারি দোষেই সরিয়া যায়।—সিংহ।

৭

হত্থেসু অ পাএসু অ অঙ্গুলি-গণণাই অই-গআ দিঅহা।
এণ্হিং উণ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা ॥ পালিতস্স।

হস্তয়োঃ চ পাদয়োঃ চ অঙ্গুলি-গণনয়া অতি-গতাঃ দিবসাঃ।
ইদানীং পুনঃ কেন গণ্যতাং ইতি ভণিত্বারোদিতি মুগ্ধা ॥ (পালিতস্য)

৮

কীর-মুহ-সচ্ছহেহিং রেহই বসুহা পলাস-কুসুমেহিং।
বুদ্ধস্স চলণ-বন্দণ-পডিএহিঁ ব ভিক্খু-সংঘেহিং ॥

কীর-মুখ-সদৃক্ষৈঃ রাজতে বসুধা পলাশ-কুসুমৈঃ।
বুদ্ধস্য চরণ-বন্দন-পতিতৈঃ ইব ভিক্ষু-সংঘৈঃ ॥

৯

জং জং পিহুলং অঙ্গং তং তং জাঅং কিসোঅরি কিসং তে।
জং জং তণুঅং তং তং পি ণিট্ঠিঅং কিং খ মাণেণ ॥ কুলউত্তস্স।

যৎ যৎ পৃথুলং অঙ্গং তৎ তৎ জাতং কৃশোদরি কৃশং তে।
যৎ যৎ তনুকং তৎ তৎ অপি নিষ্ঠিতং কিং অত্র মানেন ॥ (কুলপুত্রস্য)

১০

ণ গুণেণ হীরই জণো হীরই জো জেণ ভাবিও তেণ।
মোত্তূণ পুলিন্দা মোত্তিআই গুঞ্জাওঁ গেণ্হন্তি ॥ সমরিণস্স।

ন গুণেন হ্রিয়তে জনঃ হ্রিয়তে যঃ যেন ভাবিতঃ তেন।
মুক্ত্বা পুলিন্দাঃ মৌক্তিকানি গুঞ্জাঃ গৃহ্ণন্তি ॥ (সমর্ণস্য)

১১

লঙ্কালআণঁ পুত্তঅ বসন্ত-মাসেক্ক-লদ্ধ-পসরাণং।
আপীঅ-লোহিআণং বীহেই জণো পলাসাণং ॥ অনুরাঅস্স।

লঙ্কালয়ানাং পুত্রক বসন্ত-মাসৈক-লব্ধ-প্রসরাণাম্।
আপীত-লোহিতানাং বিভেতি জনঃ পলাশানাম্ ॥ (অনুরাগস্য)

১২

ঘেত্তূণ চুন্ন-মুট্ঠিং হরিস্সসসিআএঁ বেপমাণাএ।
ভিসণেমি ত্তি পিঅমং হত্থে গন্ধোদঅং জাঅং ॥ কান্তফরস্স

গৃহীত্বা চূর্ণ-মুষ্টিং হর্ষোচ্ছ্বসিতায়াঃ বেপমানায়াঃ।
অবকিরামি ইতি প্রিয়তমং হস্তে গন্ধোদকং জাতম্ ॥ (কান্তস্পর্শস্য)

৭

'হাতের পায়ের অঙ্গুলি সব
গণিয়া গণিয়া করেছি শেষ ;
আর বা কি দিয়ে গণিব বিরহ'—
মুগ্ধা কাঁদিছে মলিন বেশ ।—পালিত ।

৮

নব বসন্তে ধরণী শোভিছে
কিংশুক যেন শুকের মুখ ।
অথবা বুদ্ধ-চরণে প্রণত
ভিক্ষু সংঘ—বিগত দুখ ।

৯

পৃথুল অঙ্গ কৃশ হয়ে গেল
কৃশাঙ্গ হোল শুকিয়ে শেষ ।
মান শেষ করো, মনে রেখো সই !
দশমী দশায় অজানা দেশ ।—কুলপুত্র ।

১০

'গুণে বশীভূত মানুষের মন'—বলো না মিথ্যা আমার কাছে ;
সেই বস্তুই তাহাকে টানিছে, যেখানে যাহার মনটি আছে ।
সার নাই যার, তাও হরে মন, সারবান পেলে নয়ন বোজে ;
দেখ না মুক্তা ছাড়িয়া শবর, বনে বনে শুধু গুঞ্জা খোঁজে ।—সং

১১

বসন্ত মাসে জ্বলিছে আগুন আপীত লোহিত পলাশ ফুলে ;
রুধির স্নানের আনন্দ যেন লঙ্কানিবাসী পলাশকুলে ।
পলাশ বেড়েছে রক্ত রূপেতে, আমমাংসভোজী রক্ষঃ যেন ;
তাই তো কাঁপিছে প্রমদার প্রাণ—নতুবা এমন বলিব কেন ?—অনুরাগ ।

১২

চূর্ণ মুষ্টি ছুঁড়িয়া মারিবে—এমন মানস করি'
কম্পিত হাতে কেবল তুলেছে গন্ধ চূর্ণ ভরি ;
সাত্ত্বিক ভাব জাগে উচ্ছ্বাসে তাহার সকল গায়,
স্বেদবারিধারা বাদ সাধে আজ—চূর্ণ ভিজিয়া যায় ।—কান্তস্পর্শ ।

১৩

পুট্‌ঠিং পুসস্থ কিসোঅরি পডোহরঙ্কোল্ল-পত্ত-চিত্তলিঅং।
ছেআহিঁ দিঅর-জাআহিঁ উজ্জুএ মা কলিজ্জিহিসি॥ পণ্ডিণো।

পৃষ্ঠং প্রোঞ্ছ কৃশোদরি পশ্চাদ্‌গৃহাঙ্কোট-পত্র-চিত্রিতম্।
ছেকাভিঃ দেবর-জায়াভিঃ ঋজুকে মা কলিষ্যসে॥ (পণ্ডিনকঃ)

১৪

অচ্ছীইঁ তা থইস্‌সং দোহিঁ বি হত্থেহিঁ বি তস্‌সিং দিট্‌ঠে।
অঙ্গং কলম্ব-কুসুমং ব পুলইঅং কহঁ ণু ঢক্কিস্‌সং॥ ণরসীহস্‌স।

অক্ষিণী তাবৎ স্থগয়িষ্যামি দ্বাভ্যাং অপি হস্তাভ্যাং অপি তস্মিন্ দৃষ্টে।
অঙ্গং কদম্ব-কুসুমং ইব পুলকিতং কথংনু ছাদয়িষ্যামি॥ (নরসিংহস্য)

১৫

ঝঞ্ঝা-বাউত্তণিএ ঘরম্মি রোউণ ণীসহ-ণিসণ্ণং।
দাবেই ব গঅ-বইঅং বিজ্জুজ্জোত্ত জলহরাণং॥ রাঅহত্থিণো।

ঝঞ্ঝা-বাতোত্তৃণিতে গৃহে রুদিত্বা নিঃসহ-নিষণ্ণাম্।
দর্শয়তি ইব গত-পতিকাং বিদ্যুদ্‌-দ্যোতঃ জলধরাণাম্॥ (রাজহস্তিনঃ)

১৬

ভুঞ্জসু জং সাহীণং কুত্তো লোণং কু-গাম-রিদ্ধম্মি।
সুহঅ সলোণেণ বি কিং তেণ সিণেহো জহিং ণত্থি॥ তিলোঅণস্‌স।

ভুঙ্‌ক্ষ যৎ স্বাধীনং কুতঃ লবণং কু-গ্রাম-রিদ্ধে।
সুভগ স-লবণেন অপি কিং তেন স্নেহঃ যত্র ন অস্তি॥ (ত্রিলোচনস্য)

১৭

সুহ-পুচ্ছিআই হলিও মুহ-পঙ্কঅ-সুরহি-পবণ-ণিব্ববিঅং।
তহ পিঅই পঅই-কডুঅং পি ওসহং জহ ণ ণিট্‌ঠাই॥ তিলোঅণস্‌স।

সুখ-পৃচ্ছিকায়াঃ হলিকঃ মুখ-পঙ্কজ-সুরভি-পবন-নির্বাপিতম্।
তথা পিবতি প্রকৃতি-কটুকং অপি ঔষধং যথা ন নিতিষ্ঠতি॥
(ত্রিলোচনস্য)

১৮

অহ সা তহিং তহিং ব্বিঅ বাণীর-বণম্মি চুক্ক-সংকেআ।
তুহ দংসণং বিমগ্‌গই পব্‌ভট্ট-ণিহাণ-ঠাণং ব॥

অথ সা তস্মিন্ তস্মিন্ এব বাণীর-বনে (ভ্রষ্ট)-সংকেতা।
তব দর্শনং বিমার্গতি প্রভ্রষ্ট-নিধান-স্থানং ইব॥

১৩

ওগো কৃশোদরি ! খিড়কি বাগানে সঙ্গত হোলে গাছের তলে ;
অঙ্কোলি-পাতে অঙ্কিত পিঠ, সে কথা কি তুমি গিয়েছ ভুলে ?
মুছে ফেল ওই দাগগুলি সই—মুগ্ধা যে তুমি তাই তো বলা ;
দেবর বধূরা সেয়ানা তোমার হাতে নাতে বুঝি ধরিবে ছলা ।—পণ্ডী

১৪

লজ্জায় নত নয়ন ঢাকিতে
দুটি হাত মোর পাই ।
কদম কেশর সদৃশ পুলক
ঢাকিব উপায় নাই ।—নরসিংহ ।

১৫

ঝঞ্ঝার বেগে উড়িয়া গিয়াছে কুটিরের খড়গুলি ;
নিস্তৃণ ঘরে দুর্বল বৃতি বাতাসে উঠিছে দুলি ।
কাঁদে বসে' বসে' পথিকবনিতা দুঃসহ ব্যথাভরে—
বিদ্যুৎ তারে রুদ্রমেঘের চোখের উপরে ধরে ।—রাজহস্তী ।

১৬

যাহা জোটে তাহা ভোগ করা ভাল, লবণ কোথায় পাবে ?
গরীবের গ্রাম—লাবণ্য নাই, স্নিগ্ধ বস্তু খাবে ।
স্নেহ-হীনে হায় লবণ থাকিলে কিবা হবে তার ফল ?
রসিক বন্ধু ইঙ্গিতে বোঝ—স্নেহ করে সুশীতল ।—ত্রিলোচন ।

১৭

সুন্দর মুখে মিষ্টি কথায় কুশল প্রশ্ন শুধায় যেবা,
তিক্ত কষায় ওষুধের গ্লানি দূর করে দেয় তাহার সেবা ।
কৃষাণবধূর হাতের ওষুধে ক্ষার কটু তাপ সকল দোষ ;
স্নিগ্ধ মুখের আলাপে শীতল ঔষধ পানে হয় না রোষ ।—ত্রিলোচন ।

১৮

বিস্মৃত হ'য়ে সংকেতস্থান
ঢুঁড়িছে বেতস কুঞ্জ-মূলে ;
অসহায় যেন বুলিছে আজিকে
গুপ্তনিধির স্থানের ভুলে ।

১৯

দঢ়-রোস-কলুসিঅস্স বি সু-অণস্স মুহাহি বিপ্পিঅং কন্তো।
রাহু-মুহম্মি বি সসিণো কিরণা অমঅং বিঅ মুঅন্তি॥ অবন্তিবম্মস্স।

দৃঢ়-রোষ-কলুষিতস্য অপি সুজনস্য মুখাৎ বিপ্রিয়ং কুতঃ।
রাহু-মুখে অপি শশিনঃ কিরণাঃ অমৃতং এব মুঞ্চন্তি॥ (অবন্তিবর্মণঃ)

২০

অবমাণিও বি ণ তহা দুম্মিজ্জই সজ্জণো বিহব-হীণো।
পডিকাউং অসমত্থো মাণিজ্জন্তো জহ পরেণ॥ অবন্তিবম্মস্স

অবমানিতঃ অপি ন তথা দুর্মনায়তে সজ্জনঃ বিভব-হীনঃ।
প্রতিকর্ত্তুং অসমর্থঃ মান্যমানঃ যথা পরেণ॥ (অবন্তিবর্মণঃ)

২১

কলহন্তরে বি অবিণিগ্গআইং হিঅঅম্মি জরমুবগআইং।
সুঅণ-কআইঁ রহস্সাইঁ ডহই আউ-ক্খএ অগ্গী॥ হালস্স।

কলহান্তরে অপি অবিনির্গতানি হৃদয়ে জরাং উপগতানি।
সুজন-কৃতানি রহস্যানি দহতি আয়ুঃ-ক্ষয়ে অগ্নিঃ॥ (হালস্য)

২২

লুম্বীও অঙ্গণ-মাহবীণঁ দারগ্গলাউ জাআউ।
আসাসো পন্থ-পলোঅণে বি পিট্ঠো গঅ-বঈণং॥ বচ্ছস্স।

স্তবকাঃ অঙ্গণ-মাধবীনাং দ্বারার্গলাঃ জাতাঃ।
আশ্বাসঃ পান্থ-প্রলোকনে অপি পিষ্টঃ গত-পতিকানাম্॥ (বৎসস্য)

২৩

পিঅ-দংসণ-সুহ-রস-মউলিআইঁ জই সে ণ হোন্তি ণঅণাইং।
তা কেণ কণ্ণ-রইঅং লক্খিজ্জই কুবলঅং তিস্সা॥ বসন্তসেণস্স।

প্রিয়-দর্শন-সুখ-রস-মুকুলিতে যদি তস্যাঃ ন ভবতঃ নয়নে।
তৎ কেন কর্ণ-রচিতং লক্ষ্যতে কুবলয়ং তস্যাঃ॥ (বসন্তসেনস্য)

২৪

চিক্খিল্ল-খুত্ত-হল-মুহ-কড্ঢণ-সিঢিলে পইম্মি পাসুত্তে।
অপ্পত্ত-মোহণ-সুহা ঘণ-সমঅং পামরী সবই॥ চুল্লোহস্স।

কর্দম-ক্ষিপ্ত-হল-মুখ-কর্ষণ-শিথিলে পত্যৌ প্রসুপ্তে।
অপ্রাপ্ত-মোহন-সুখা ঘন-সময়ং পামরী শপতি॥ (চুল্লোহস্য)

১৯

শত জ্বালাতনে জ্বলিছে, তবুতো
সুজনের মুখে মিষ্টি হাসি।
রাহুমুখে চাঁদ পড়িলেও দেখ
সেই মুখে ঢালে অমিয়ারাশি।—অবন্তিবর্মা।

২০

বিত্তবিহীন সুজন যদি বা অপমানে দুখ পায়,
সে দুখের জ্বালা বিধির বিধান—এই ব'লে ভুলে যায়।
কিন্তু সে জন বহু সম্মানে উপকার যদি লভে,
প্রতি উপকারে অক্ষম হয়ে নীচু মুখে সদা রবে।—অবন্তিবর্মা।

২১

গোপন কথাটি সুজনে বলিও—মন্ত্রভেদের শঙ্কা নাই;
প্রেমবন্ধন ছিন্ন হ'লেও না যাবে গোপন অন্য ঠাঁই।
তাহারি হৃদয়ে পচিয়া গলিয়া সেই রহস্য গোপন বাণী
শ্মশান চিতায় নিঃশেষ হবে আগুনের মুখে, জানি গো জানি।—হাল

২২

দুয়ারে রয়েছে মাধবীকুঞ্জ গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পভার
ঝুলিয়া পড়িয়া অর্গলসম রুদ্ধ করেছে গৃহের দ্বার।
চলার পথের পথিক দেখিতে প্রোষিতবনিতা করিবে সাধ,
মাধবীকুঞ্জ নির্দয় হ'য়ে সেখানেও দেখি সাধিল বাদ!

২৩

প্রিয়দর্শনে যদি না হইত
রসে নিমীলিত নয়ন তার।
কর্ণভূষণ কুবলয়দল
দেখিতে বাসনা হইত কার?—বসন্তসেন।

২৪

হলকর্ষণে শ্রান্ত শরীর
কৃষাণ ঘুমায় চেতনাহীন।
রতি-বঞ্চিত কৃষকবধূর
অভিশাপ লভে মেঘের দিন।—চুল্লোহ।

২৫

তুম্মেন্তি দেন্তি সোক্খং কুণন্তি অণুরাঅঅং রমাবেন্তি।
অরই-রই-বন্ধবাণং ণমো ণমো মঅণ-বাণাণং ॥ বসন্তবম্মস্স।

তুম্বন্তি দদতি সৌখ্যং কুর্বন্তি অনুরাগকং রময়ন্তি।
অরতি-রতি-বান্ধবেভ্যঃ নমঃ নমঃ মদন-বাণেভ্যঃ ॥ (বসন্তবর্মণঃ)

২৬

কুসুমমআ বি অই-খরা অলদ্ধ-ফংসা বি দূসহ-পআবা।
ভিন্দন্তা বি রইঅরা কামস্স সরা বহু-বিঅপ্পা ॥ হালস্স।

কুসুমময়াঃ অপি অতি-খরাঃ অলব্ধ-স্পর্শাঃ অপি দুঃসহ-প্রতাপাঃ।
ভিন্দন্তঃ অপি রতিকরাঃ কামস্য শরাঃ বহু-বিকল্পাঃ ॥ (হালস্য)

২৭

ঈসং জণেন্তি দীবেন্তি মম্মহং বিপ্পিঅং সহাবেন্তি।
বিরহে ণ দেন্তি মরিউং অহো গুণা তস্স বহু-মগ্গা ॥ মাহবসেণস্স।

ঈর্ষ্যাং জনয়ন্তি দীপয়ন্তি মন্মথং বিপ্রিয়ং সাহয়ন্তি।
বিরহে ন দদতি মর্তুং অহো গুণাঃ তস্য বহু-মার্গাঃ ॥ (মাধবসেনস্য)

২৮

ণীআই অজ্জ ণিক্কিব পিণদ্ধ-ণব-রঙ্গআঁই বরাঈএ।
ঘর-পরিবাডীঅ পহেণআই তুহ দংসণাসাএ ॥ ধণংজঅস্স।

নীতানি অদ্য নৃষ্কৃপ পিনদ্ধ-নব-রঙ্গকয়া বরাক্যা।
গৃহ-পরিপাট্যা প্রহেণকানি তব দর্শনাশয়া ॥ (ধনঞ্জয়স্য)

২৯

সূইজ্জই হেমন্তম্মি দুগ্গও পুপ্ফুআ-সুঅন্ধেণ।
ধূম-কবিলেণ পরিবিরল-তন্তুণা জুণ্ণ-বডএণ ॥ অণ্হঅস্স

সূচ্যতে হেমন্তে দুর্গতঃ করীষাগ্নি-সুগন্ধেন।
ধূম-কপিলেন পরিবিরল-তন্তুনা জীর্ণ-পটকেন ॥ (অহ্নকস্য)

৩০

খর-সিপ্পির-উল্লিহিআই কুণই পহিও হিমাগম-পহাএ।
আঅমণ-জলোল্লিঅ-হত্থ-ফংস-মসিণাই অঙ্গাইং ॥ পসণ্ণস্স

খর-পলালোল্লিখিতানি করোতি পথিকঃ হিমাগম-প্রভাতে।
আচমন-জলার্দ্রিত-হস্ত-স্পর্শ-মসৃণানি অঙ্গানি ॥ (প্রসন্নস্য)

২৫

দেহের সঙ্গে মনেরে পোড়ায় আবার ছিটায় শান্তিবারি ;
অতনুর ওই কুসুমশরের গুণের বাখান বলিয়া হারি।
সুখদুঃখের আশানিরাশার রতি অরতির মিলনসার,
পুষ্পধনুর সায়কসমূহে জানাই আমার নমস্কার।—বসন্তবর্মা।

২৬

কুসুমে রচিত সায়ক যদিও অমোঘ তীক্ষ্ণ তাহার বেধ ;
স্পর্শ করে না—প্রভাব তাহার বাড়ায় তবুও মনের খেদ।
বিদ্ধ করিয়া সুখ দেয় মনে, বিপরীতগুণ কামের শর ;
বহুবিকল্পে গড়া তনু তার নাই তার কাছে আপন পর।—হাল।

২৭

কুসুমশরের প্রতাপের কথা আরো কি বলিব ভাই ?
ঈর্ষ্যা জাগায়ে প্রেম গাঢ় করে—গুণের সীমানা নাই।
অপ্রিয় যত আচরণগুলি সহন সীমায় আনে ;
বিরহের ক্ষারে জর্জর, তবু মৃত্যু জাগে না প্রাণে।—মাধবসেন।

২৮

রঙীন শাড়ীতে সজ্জিত তনু পরিপাটী করি গৃহের সাজ ;
উপহার বিলি করিতে করিতে গৃহ থেকে গৃহে ফিরিছে আজ।
তোমারে চাহিছে সেই অভাগিনী—পরিক্রমণ ছলনা তার ;
দরদী হৃদয় দরদ বুঝিবে, পাষাণেরে তাহা বুঝান ভার।—ধ[illegible]।

২৯

বিরলতন্তু বসন পরনে ঘুঁটের গন্ধ ভরা ;
হেমন্তশীত কাঁপুনি এনেছে সহজেই যায় ধরা।
ধূমে পিঙ্গল জীর্ণবসন সুখের শিশির কালে ;
দুর্গতজন—দুঃসহ ব্যথা লিখিত তাহার ভালে।—অহুক।

৩০

শীতকালে হোল ধান কাটা শেষ, পোয়াল রয়েছে বাড়ায়ে মুখ ;
সেই ক্ষেত দিয়ে পথিক এসেছে—আঁচড়ে পেয়েছে বড়ই দুখ।
মুখ ধোয়া শেষে সিক্ত হাতের শীতল পরশ বুলায়ে পায় ;
শিশির প্রভাতে পথিক দেখনা আঁচড়ের জ্বালা ভুলিতে চায়।—প্রসন্ন।

৩১

ণক্‌খক্‌খুডিঅং সহআর-মঞ্জরিং পামরস্‌স সীসম্মি।
ৰন্দিম্মিব হীরন্তীং ভমর-জুআণা অণুসরন্তি ॥ মহারাঅস্‌স।

নখোৎখণ্ডিতাং সহকার-মঞ্জরীং পামরস্য শীর্ষে।
বন্দীং ইব হ্রিয়মাণাং ভ্রমর-যুবানঃ অনুসরন্তি ॥ (মহারাজস্য)

৩২

সূর-চ্ছলেণ পুত্তঅ কস্‌স তুমং অঞ্জলিং পণামেসি।
হাস-কডক্‌খুম্মিস্‌সা ণ হোন্তি দেবাণঁ জেক্কারাঃ ॥ বিগ্‌গহরাঅস্‌স।

সূর্যচ্ছলেন পুত্রক কস্য ত্বং অঞ্জলিং প্রণাময়সি।
হাস-কটাক্ষোন্মিশ্রাঃ ন ভবন্তি দেবানাং জয়কারাঃ ॥ (বিগ্রহরাজস্য)

৩৩

মুহ-বিজ্ঝবিঅ-পঈবং ণিরুদ্ধ-সাসং সসঙ্কিওল্লাবং।
সবহ-সঅ-রক্‌খিওট্‌ঠং চোরিঅ-রমিঅং সুহাবেই ॥ বজ্জএবস্‌স।

মুখ-বিধ্মাপিত-প্রদীপং নিরুদ্ধ-শ্বাসং সশঙ্কিতোল্লাপম্।
শপথ-শত-রক্ষিতোষ্ঠং চোরিকা-রমিতং সুখয়তি ॥ (বজ্রদেবস্য)

৩৪

গেঅ-চ্ছলেণ ভরিউং কস্‌স তুমং রুঅসি ণিৰ্‌ভরুক্কণ্‌ঠং।
মণ্ণু-পডিরুদ্ধ-কণ্ঠদ্ধ-ণিন্ত-খলিঅক্‌খরুল্লাবং ॥ অহঅস্‌স।

গেয়-চ্ছলেন স্মৃত্বা কস্য ত্বং রোদিষি নির্ভরোৎকণ্ঠম্।
মন্যু-প্রতিরুদ্ধ-কণ্ঠার্ধ-নির্যৎ-স্খলিতাক্ষরোল্লাপম্ ॥ (অভবস্য)

৩৫

ৰহল-তমা হঅ-রাঈ অজ্জ পউত্থো পঈ ঘরং সুণ্ণং।
তহ জগ্‌গেসু সঅজ্জিঅ ণ জহা অম্হে মুসিজ্জামো ॥ অহঅস্‌স

ৰহল-তমাঃ হত-রাত্রিঃ অদ্য প্রোষিতঃ পতিঃ গৃহং শূন্যম্।
তথা জাগৃহি প্রতিবেশিন্ ন যথা বয়ং মুষ্যামহে ॥ (অভবস্য)

৩৬

সংজীবণোসহিম্মিব সুঅস্‌স রক্‌খই অণণ্ণ-বাবারা।
সাসূ ণবৰ্‌ভ-দংসণ-কণ্ঠাগঅ-জীবিঅং সোণ্‌হং ॥ বিহলস্‌স।

সংজীবনৌষধিং ইব সুতস্য রক্ষতি অনন্য-ব্যাপারা।
শ্বশ্রূঃ নবাভ্র-দর্শন-কণ্ঠাগত-জীবিতাং স্নুষাম্। (বিহ্বলস্য)

৩১

নখে খণ্ডিত আম্রমুকুল
অপহৃত নারী প্রায়,
পামরের শিরে দেখিয়া তাহারে
ভ্রমর যুবারা ধায়।—মহারাজ।

৩২

সূর্য প্রণাম ছলনা করিয়া
কাহারে নমিছ হেসে ?
চারু কটাক্ষে প্রণাম চলে না
দেবতার উদ্দেশে।—বিগ্রহরাজ।

৩৩

ফুৎকার দিয়ে প্রদীপ নিবান,
রুদ্ধশ্বাসেতে গোপন কথা ;
শপথে বারিত ওষ্ঠের ক্ষতি
গুপ্তরমণ চলিছে যথা !—বজ্রদেব।

৩৪

গানের ছলেতে রোদন করিছ—উদ্বেগে স্বর হারিয়ে যায়,
শোকের আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠ, আলাপে আঁখর স্খলিতপ্রায়।
কাহারে স্মরিছ ওগো বিনোদিয়া বলো না আমাকে ছাড়িয়া ছল।
আকাশের চাঁদ টানিয়া আনিব—পরশ করিবে ধরণীতল।—অভব।

৩৫

আঁধার রজনী খালি ঘর মোর
বিদেশে গিয়াছে আমার পতি।
পড়শী জাগিও, চুরিভয় আছে,
হয় না যেন গো আমার ক্ষতি।—অভব

৩৬

বরষা জীবন-ভরসা হরেছে,
শাশুড়ীর নাই অন্যমন ;
পুত্রের লাগি বধূটিরে রাখে
ঔষধ যেন সঞ্জীবন।—বিহ্বল

৩৭

ণূণং হিঅঅ-ণিহিত্তাই বসসি জাআই অম্হ হিঅঅম্মি।
অণ্ণহ মণোরহা মে সুহঅ কহং তীঅ বিণ্ণাআ॥ মহাএবস্‌স।
নূনং হৃদয়-নিহিতয়া বসসি জায়য়া অস্মাকং হৃদয়ে।
অন্যথা মনোরথাঃ মে সুভগ কথং তয়া বিজ্ঞাতাঃ॥ (মহাদেবস্য)

৩৮

তই সুহঅ অঈসন্তে তিস্‌সা অচ্ছীহিঁ কণ্ণ-লগ্‌গেহিং।
দিণ্ণং ঘোলির-বাহেহিঁ পাণিঅং দংসণ-সুহাণং॥ মণোরহস্‌স।
ত্বয়ি সুভগ অদৃশ্যমানে তস্যাঃ অক্ষিভ্যাং কর্ণ-লগ্নাভ্যাম্।
দত্তং ঘূর্ণনশীল-বাষ্পাভ্যাং পানীয়ং দর্শন-সুখেভ্যঃ॥ (মনোরথস্য)

৩৯

উপ্পেক্খাগঅ-তুঅ-মুহ-দংসণ-পডিরুদ্ধ-জীবিআসাই।
দুহিআই মএ কালো কেত্তিঅ-মেত্তো ব্ব ণেঅব্বো॥ বিসমসেণস্‌স।
উৎপ্রেক্ষাগত-ত্বন্-মুখ-দর্শন-প্রতিরুদ্ধ-জীবিতাশয়া।
দুঃখিতয়া ময়া কালঃ কিয়ন্-মাত্রঃ বা নেতব্যঃ॥ (বিষমসেনস্য)

৪০

বোলীণালক্খিঅ-রূঅ-জোব্বণা পুত্তি কং ণ দুম্মেসি।
দিট্ঠা পণট্ঠ-পোরাণ-জণবআ জম্ম-ভূমি ব্ব॥ পবররাঅস্‌স।
ব্যতিক্রান্তালক্ষিত-রূপ-যৌবনা পুত্রি কং ন দুনোসি।
দৃষ্টা প্রনষ্ট-পুরাণ-জনপদা জন্ম-ভূমিঃ ইব॥ (প্রবররাজস্য)

৪১

পরিওস-বিঅসিএহিং ভণিঅং অচ্ছীহিঁ তেণ জণ-মজ্‌ঝে।
পডিবণ্ণং তীঅ বি উব্বমন্ত-সেএহিঁ অঙ্গেহিং॥ জীঅএবস্‌স।
পরিতোষ-বিকসিতাভ্যাং ভণিতং অক্ষিভ্যাং তেন জন-মধ্যে।
প্রতিপন্নং তয়া অপি উদ্বমৎ-স্বেদৈঃ অঙ্গৈঃ॥ (জীবদেবস্য)

৪২

এক্কক্কম-সংদেসাণুরাঅ-বড্‌ঢন্ত-কোউহল্লাইং।
দুক্খং অসমত্ত-মণোরহাইং অচ্ছন্তি মিহুণাইং॥
একৈক-ক্রম সংদেশানুরাগ-বর্ধমান-কৌতূহলানি।
দুঃখং অসমাপ্ত-মনোরথানি তিষ্ঠন্তি মিথুনানি॥

৩৭

হৃদয়ে আমার বাস কর তুমি

তোমার বধূর সঙ্গে জানি ;

নতুবা আমার মনের কথাটি

জানিবে কেমনে—অবাক্ মানি !—মহাদেব।

৩৮

নয়নপথের সীমানা ছাড়িয়া সুন্দর তুমি গেলে গো চলে ;

অঝোরে ঝরিছে অবিরল ধারা নয়নে তাহার—কথা না বলে।

আকর্ণ চোখে অশ্রু পূরিয়া কম্পিত হ'য়ে ছাড়িয়া আশা ;

জলে অঞ্জলি দিতেছে সুখেরে—ভেঙ্গেছে তাহার সুখের বাসা।—মনোরম।

৩৯

তোমার ধ্যানের নব রসায়ন জীবিত রেখেছে মোরে ;

ধ্বসিয়া পড়ার মুখেতে প্রাণটি রেখেছি মনের জোরে।

হৃদয়ের পটে এই দরশন—সে যাহা আমি তো বুঝি।

এমন করিয়া কত কাল আমি রহিব নয়ন বুজি ?—বিষমসেন।

৪০

তোমারে দেখিয়া দুঃখিত সবে,

রূপ যৌবন হয়েছে শেষ।

তুমি যেন আজ রিক্ত-নিবাস

বন্ধু-হারানো শূন্য দেশ।—প্রবররাজ।

৪১

আনন্দভরে বিকচনয়নে

অকথিত বাণী বলিল যাহা।

জনতার মাঝে অগোচরে তুমি

স্বেদজলে ভাসি লইলে তাহা।—জীবদেব।

৪২

বার্তা পাঠানো, জবাব তাহার,

অনুরাগ বাড়ে, কতই সুখ !

কৌতূহলের শেষ সীমানায়

মিলন ঘটে না—ফাটে গো বুক।

৪৩

জই সো ণ বল্লহো ব্বিঅ গোত্ত-গ্‌গহণেণ তস্‌স সহি কীস।
হোই মুহং তে রবি-অর-ফংস-ব্বিসদং ব তামরসং॥ সুসীলস্‌স।

যদি সঃ ন বল্লভঃ এব গোত্র-গ্রহণেন তস্য সখি কিমিতি।
ভবতি মুখং তব রবি-কর-স্পর্শ-বিশদং ইব তামরসম্‌॥ (সুশীলস্য)

৪৪

মাণ-দুম-পরুস-পবণস্‌স মামি সব্বঙ্গ-ণিব্বুইঅরস্‌স।
অবউহণস্‌স ভদ্দং রই-ণাডঅ-পুব্বরঙ্গস্‌স॥

মান-দ্রুম-পরুষ-পবনস্য মাতুলানি সর্বাঙ্গ-নির্বৃতিকরস্য।
অবগূহনস্য ভদ্রং রতি-নাটক-পূর্বরঙ্গস্য॥

৪৫

ণিঅআণুমাণ-ণীসঙ্ক হিঅঅ দে বিরম এত্তাহে।
অমুণিঅ-পরমত্থ-জণাণুলগ্‌গ কীস ম্‌হ লহুএসি॥ কেলাসস্‌স।

নিজকানুমান-নিঃশঙ্ক হৃদয় হে বিরম ইদানীম্‌।
অজ্ঞাত-পরমার্থ-জনানুলগ্ন কিমিতি অস্মান্‌ লঘয়সি॥ (কৈলাসস্য)

৪৬

ওসহিঅ-জণো পইণা সলাহমাণেণ অই-চিরং হসিও।
চন্দো ত্তি তুজ্‌ঝ বঅণে বিইণ্ণ-কুসুমঞ্জলি-বিলক্‌খো॥ মন্দরস্‌স।

আবসথিক-জনঃ পত্যা শ্লাঘমানেন অতি-চিরং হসিতঃ।
চন্দ্রঃ ইতি তব বদনে বিতীর্ণ-কুসুমাঞ্জলি-বিলক্ষঃ॥ (মন্দরস্য)

৪৭

ছিজ্জন্তেহিঁ অণুদিণং পচ্চক্‌খম্মি বি তুমম্মি অঙ্গেহিং।
বালঅ পুচ্ছীজ্জন্তী ণ আণিমো কস্‌স কিং ভণিমো॥ মাণিক্করাঅস্‌স।

ক্ষীয়মাণৈঃ অনুদিনং প্রত্যক্ষে অপি ত্বয়ি অঙ্গৈঃ।
বালক পৃচ্ছ্যমানা ন জানীমঃ কস্য কিং ভণামঃ॥ (মাণিক্যরাজস্য)

৪৮

অঙ্গাণং তণুআরঅ সিক্‌খাবঅ দীহ-রোইঅব্বাণং।
বিণআইক্কমআরঅ মা মা ণং পম্‌হসিজ্জাসু॥ মিহিরস্‌স

অঙ্গানাং তনুকারক শিক্ষক দীর্ঘ-রোদিতব্যানাম্‌।
বিনয়াতিক্রমকারক মা মা এনাং প্রস্মরিষ্যসি॥ (মিহিরস্য)

৪৩

প্রিয় নহে তব ? তবে কেন নামে
নন্দিতমুখে দীপ্তি ফোটে ?
রবির কিরণে হ্রদের সলিলে
শতদল যেন বিকশি ওঠে।—সুশীল।

৪৪

যত্নে রোপিয়া মানের তরুটি বাড়িয়ে তুলেছি দিনের দিন ;
বুঝিতে পারিনি অগোচরে তারে কোন্ ব্যাধিভার করেছে ক্ষীণ ?
শোন মামী শোন ! বাহুর বাঁধন—রতি নাটকের সূচনা যাহা,
ঝড় হয়ে তাই ভেঙ্গে ফেলে দিল এমন সাধের তরুটি আহা !

৪৫

অশান্ত মন শান্তি মানিও
অনুমান তব মিথ্যা নয় ;
অজ্ঞাত জনে অনুরাগ দিয়ে
লঘু হই পাছে—জাগিছে ভয়।—কৈলাস।

৪৬

আঁধারে দাঁড়িয়ে অতিথি দেখেছো—ইহাতে তোমার কি দোষ আছে ?
অতিথি তোমার চাঁদমুখখানি চন্দ্র বলিয়া অর্ঘ্য যাচে।
অঞ্জলি-বাঁধা অতিথিরে স্বামী হাসায়ে আজিকে করেছে মানা—
পত্নীর রূপে এত গৌরব ! এ কথা তোমার আছেকি জানা ?—মন্দর।

৪৭

কাহারে কি বলি, ধূর্ত নায়ক !
তুমি তো রয়েছ আমার কাছে।
দিনে দিনে কেন অঙ্গ খোয়াই—
এ কথার কি বা জবাব আছে ?—মাণিক্যরাজ।

৪৮

ধূর্ত তোমার স্বভাব জানা যে—শীল লঙ্ঘন নিত্য কাজ।
ক্ষীণ হতে ক্ষীণ সখীর অঙ্গ—যমালয় তরে করেছে সাজ।
শিখালে তাহাকে দীর্ঘ রোদনে কেমনে ঝরাবে নয়ন জল
এখন তাহারে স্মরণ করিয়া বলনা আমাকে কি আছে ফল !—মিহির।

৪৯

অণ্ণহ ণ তীরই চ্চিঅ পরিবড্ঢন্ত-গরুঅং পিঅঅমস্স।
মরণ-বিণোএণ বিণা বিরমাবেউং বিরহ-দুক্খং॥ অণবথস্স।

অন্যথা ন শক্যতে এব পরিবর্ধমান-গুরুকং প্রিয়তমস্য।
মরণ-বিনোদেন বিনা বিরময়িতুং বিরহ-দুঃখম্॥ (অনবস্থস্য)

৫০

বণ্ণন্তীহিঁ তুহ গুণে বহুসো অম্হেহিঁ ছিণ্ণঈ-পুরও।
বালঅ সঅমেঅ কওসি দুল্লহো কস্স কুপ্পামো॥ সঙ্করসত্তিস্স।

বর্ণয়ন্তীভিঃ তব গুণান্ বহুশঃ অস্মাভিঃ অসতী-পুরতঃ।
বালক স্বয়ং এব কৃতঃ অসি দুর্লভঃ কস্য কুপ্যামঃ॥ (শঙ্করশক্তেঃ)

৫১

জাও সো বি বিলক্খো মএ বি হসিউণ গাঢ়মুবগূঢ়ো।
পঢমোসরিঅস্স ণিঅংসণস্স গণ্ঠিং বিমগ্গন্তো॥ চন্দস্স।

জাতঃ সঃ অপি বিলক্ষঃ ময়া অপি হসিত্বা গাঢ়ং উপগূঢ়ঃ।
প্রথমাপসৃতস্য নিবসনস্য গ্রন্থিং বিমার্গয়মাণঃ॥ (চন্দ্রস্য)

৫২

কণ্ডুজ্জুআ বরাঈ অজ্জ তএ সা কআবরাহেণ।
অলসাইঅ-রুণ্ণ-বিঅম্ভিআইঁ দিঅহেণ সিক্খবিআ॥ কঅলীহরস্স।

কাণ্ডর্জুকা বরাকী অদ্য ত্বয়া সা কৃতাপরাধেন।
অলসায়িত-রুদিত-বিজৃম্ভিতানি দিবসেন শিক্ষিতা॥ (কদলীহরস্য)

৫৩

অবরাহেহিঁ বি ণ তহা পত্তিঅ জহ মং ইমেহিঁ দুম্মেসি।
অবহত্থিঅ-সব্ভাবেহিঁ সুহঅ দক্খিণ্ণ-ভণিএহিঁ॥ জঅরাঅস্স।

অপরাধৈঃ অপি ন তথা প্রতীহি যথা মাং এভিঃ দুনোষি।
অপহস্তিত-সদ্ভাবৈঃ সুভগ দাক্ষিণ্য-ভণিতৈঃ॥ (জয়রাজস্য)

৫৪

মা জূর পিআলিঙ্গণ-সরহস-ভমিরীণঁ বাহু-লইআণং।
তুণ্হিক্ক-পরুণ্ণেণ অ ইমিণা মাণংসিণি মুহেণ॥ অল্লস্স।

মা খিদ্যস্ব প্রিয়ালিঙ্গন-সরভস-ভ্রমণশীলাভ্যাং বাহু-লতিকাভ্যাম্।
তূষ্ণিক-প্ররুদিতেন চ অনেন মনস্বিনি মুখেন॥ (অল্লস্য)

৪৯

দুঃসহ এই বিচ্ছেদব্যথা

সহিতে না আছে উপায় যার ;

দিনে দিনে গাঢ় বেদনার ভারে

খুঁজিবে সেই তো মরণদ্বার।—অনবস্থ।

৫০

কিশোর কুমার! অসতীসমুখে

করেছি তোমার গুণের গান ;

দুর্লভ তুমি—কাহারে দূষিব ?

নিজেই বধেছি নিজের প্রাণ।—শঙ্করশক্তি।

৫১

স্খলিত বসনে গ্রন্থি খুঁজিছে—

ধরা পড়ে শেষে লজ্জাবোধ ;

হাসিমুখে আমি কণ্ঠ জড়ায়ে

নিয়েছি তাহার সকল শোধ।—চন্দ্র।

৫২

ঋজু স্বভাবের কন্যাতে আজ

অপরাধ করি একটি দিনে,

জড়তা, রোদন, আলস্য-হাই—

অনেক শিখায়ে বাঁধিবে ঋণে।—কদলীহর।

৫৩

সুভগ আমার! বিশ্বাস করো,

দোষেতে কাতর ততটা নহি ;

মুখোস-পরান ভদ্রভাষণ—

সাধ্য আমার নাই গো সহি।—জয়রাজ।

৫৪

মানের বশেতে অনেক কেঁদেছ, ভেবেছো তোমার গিয়েছে সুখ।

আজ মিলনের মহাজাগরণে অবনত কেন তোমার মুখ ?

বাহুলতিকারে নাড়া দাও আজ, দুর্বলতায় পড়ুক ছেদ।

কম্পিত ভুজে বাঁধিবে প্রিয়েরে—দূরে যাক যত মনের খেদ।—অল্ল।

৫৫

মা বচ্চ পুপ্‌ফ-লাবির দেবা উঅঅঞ্জলীহিঁ তূসন্তি।
গোআঅরীঅ পুত্তঅ সীলুম্মূলাইঁ কূলাইং ॥ ণন্দণস্‌স।

মা ব্রজ পুষ্প-লবনশীল দেবাঃ উদকাঞ্জলিভিঃ তুষ্যন্তি।
গোদাবর্যাঃ পুত্রক শীলোন্মূলানি কূলানি ॥ (নন্দনস্য)

৫৬

বঅণে বঅণম্মি চলন্ত-সীস-সুণ্ণাবহাণ-হুংকারং।
সহি দেন্তি ণীসাসন্তরেসু কীস মহ দুম্মেসি ॥ অসোঅস্‌স

বচনে বচনে চলচ্-ছীর্ষ-শূন্যাবধান-হুংকারম্।
সখি দদতী নিঃশ্বাসান্তরেষু কিমিতি অস্মান্ দুনোষি ॥ (অশোকস্য)

৫৭

সব্‌ভাবং পুচ্ছন্তী ৰালঅ রোআবিআ তুহ পিআএ।
ণত্থি ব্বিঅ কঅ-সবহং হাসুম্মিস্‌সং ভণন্তীএ ॥ সঅস্‌স।

সদ্ভাবং পৃচ্ছন্তী ৰালক রোদিতা তব প্রিয়য়া।
নাস্তি এব কৃত-শপথং হাসোন্মিশ্রং ভণন্ত্যা ॥ (শকস্য)

৫৮

এত্থ মএ রমিঅব্বং তীঅ সমং চিন্তিঊণ হিঅএণ।
পামর-কর-সেওল্লা নিবঅই তুবরী ববিজ্জন্তী ॥ গুণমন্দিঅস্‌স।

অত্র ময়া রন্তব্যং তয়া সমং চিন্তয়িত্বা হৃদয়েন।
পামর-কর-স্বেদার্দ্রা নিপততি তুবরী উপ্যমানা ॥ (গুণমন্দিকস্য)

৫৯

গহ-বই-সুওচ্চিএসু বি ফলহী-বেণ্টেসু উঅহ বহুআএ।
মোহং ভমই পুলইও বিলগ্‌গ-সেঅঙ্গুলী হত্থো ॥ হালস্‌স।

গৃহপতি-সুতাবচিতেষু অপি কর্পাস-বৃন্তেষু পশ্যত বধ্বাঃ।
মোঘং ভ্রমতি পুলকিতঃ বিলগ্ন-স্বেদাঙ্গুলিঃ হস্তঃ ॥ (হালস্য)

৬০

অজ্জং মোহণসুহিঅং মুঅত্তি মোত্তূ পলাইএ হলিএ।
দর-ফুডিঅ বেণ্ট-ভারোণআই হসিঅং ব ফলহীএ ॥ জণ্ণন্দসারস্‌স।

আর্যাং মোহন-সুখিতাং মৃতা ইতি মুক্ত্বা পলায়িতে হলিকে।
দর-স্ফুটিত-বৃন্ত-ভারাবনতয়া হসিতং ইব কার্পাস্যা ॥ (যজ্ঞেন্দ্রসারস্য)

৫৫

গোদাবরী তীরে পুষ্পচয়নে কোন প্রয়োজন নাই ;
কেবল জলেতে তুষ্ট দেবতা—আর কিছু নাহি চাই।
অঞ্জলি ভরে তাই দিও বাপু!—বিধান চমৎকার।
গোদাবরী তীর কুলশীল নাশে, তাই করি হুঁশিয়ার।—নন্দন।

৫৬

সম্মতিদানে মাথাটি নাড়িছ, মনটি নাই গো তাহার পিছু,
'অসমেতে সম গানের' মতন—ভাবিয়া অর্থ পাই না কিছু।
দীর্ঘশ্বাসের মালা গড়ে ওঠে, হুঙ্কার তার মধ্য মণি ;
আমাদের তাপ বাড়ায়ে চলেছে শূন্যমনের ব্যর্থ ধ্বনি।—অশোক।

৫৭

বোকাটি বানিয়ে কাঁদিয়ে ছেড়েছে
ওই তো ছোট্ট মেয়ে।
দিব্বির সাথে হাসিয়া বলিল
'ভাব নাই বল যেয়ে।'—শক।

৫৮

কৃষাণ বুনিছে অড়হর বীজ আপন মনেতে আজ ;
বলিহারি মন—ভাবিয়া চলেছে আবোল তাবোল কাজ।
এই ক্ষেত ঝোপ হইবে অচিরে, মিলন ঘটিবে হেথা ;
ঘর্মসিক্ত অড়হর বীজ এলোমেল হোল সেথা।—গুণমন্দিক।

৫৯

চেয়ে দেখ মোর স্বামীর কাণ্ড নিজহাতে তোলে কাপাস ফুল ;
পরকীয়া এক লুব্ধ হয়েছে—করিবে তাহাকে কানের দুল।
বধূটি তখন হস্ত বাড়ায়, স্বামী সরে যায় তাহার পাশ—
এদিকে স্বিন্ন কম্পিত হাতে খসে পড়ে ফুল—মিটে না আশ।—হাল

৬০

মিলনতৃপ্তা, নিমীল-নয়না
বধূটিকে মৃতা ভাবিয়া মনে,
হলিক পালায়—কার্পাসী হেসে
নুইয়ে পড়ে গো ফুলের সনে।—যজ্ঞেন্দ্রসার

৬১

ণীসাসুক্কম্পিঅ-পুলইএহিঁ জাণন্তি ণচ্চিউং ধণ্ণা।
অম্হারিসীহিঁ দিট্‌ঠে পিঅম্মি অপ্পা বি বীসরিও॥ রোলএবস্‌স।

নিঃশ্বাসোৎকম্পিত-পুলকিতৈঃ জানন্তি নর্তিতুং ধন্যাঃ।
অস্মাদৃশীভিঃ দৃষ্টে প্রিয়ে আত্মা অপি বিস্মৃতঃ॥ (রোলদেবস্য)

৬২

তণুএণ বি তণুইজ্জই খীএণ বি খিজ্জই ৰলা ইমিণা।
মজ্ঝখেণ বি মজ্‌ঝেণ পুত্তি কহ তুজ্‌ঝ পডিবক্‌খো॥ ভাউল্লস্‌স।

তনুকেন অপি তনূয়তে ক্ষীণেন অপি ক্ষীয়তে ৰলাৎ অনেন।
মধ্যস্থেন অপি মধ্যেন পুত্রি কথং তব প্রতিপক্ষঃ॥ (ভাকুলস্য)

৬৩

বাহিব্ব বেজ্জ-রহিও ধণ-রহিও সুঅণ-মজ্‌ঝ-বাসো ব্ব।
রিউ-রিদ্ধি-দংসণম্মিব দূসহণীও তুহ বিওও॥ বামএবস্‌স।

ব্যাধিঃ ইব বৈদ্য-রহিতঃ ধন-রহিতঃ স্বজন-মধ্য-বাসঃ ইব।
রিপু-ঋদ্ধি-দর্শনং ইব দুঃসহনীয়ঃ তব বিয়োগঃ॥ (বামদেবস্য)

৬৪

কোত্থ জঅম্মি সমত্থো থইউং বিত্থিণ্ণ-ণিম্মলুত্তুঙ্গং।
হিঅঅং তুজ্‌ঝ ণরাহিব গঅণং চ পওহরং মোত্তুং॥ বিলাসস্‌স।

কঃ অত্র জগতি সমর্থঃ স্থগয়িতুং বিস্তীর্ণ-নির্মলোত্তুঙ্গম্।
হৃদয়ং তব নরাধিপ গগনং চ পয়োধরান্ মুক্ত্বা॥ (বিলাসস্য)

৬৫

আঅণ্ণেই অডঅণা কুডঙ্গ-হেট্‌ঠম্মি দিণ্ণ-সংকেআ।
অগ্‌গ-পঅ-পেল্লিআণং মম্মরঅং জুণ্ণ-পত্তাণং॥ মজ্‌ঝস্‌স।

আকর্ণয়তি অসতী কুড়ঙ্গ-তলে দত্ত-সংকেতা।
অগ্র-পদ-প্রেরিতানাং মর্মরকং জীর্ণ-পত্রাণাং॥ (মধ্যস্য)

৬৬

অহিলেন্তি সুরহি-ণীসসিঅ-পরিমলাৰদ্ধ-মণ্ডলং ভমরা।
অমুণিঅ-চন্দ-পরিহবং অপুব্ব-কমলং মুহং তিস্‌সা॥ বসন্তস্‌স।

অভিলীয়ন্তে (অভিলষন্তি) সুরভি-নিঃশ্বসিত-পরিমলাবদ্ধ-মণ্ডলং ভ্রমরাঃ।
অজ্ঞাত-চন্দ্র-পরিভবং অপূর্ব্ব-কমলং মুখং তস্যাঃ॥ (বসন্তস্য)

৬১

প্রিয়ের অঙ্গে লাগিয়ে অঙ্গ যেই জন জানে নাচার রীতি,
রোমাঞ্চ আর কম্পশ্বাসেতে নাই যাহাদের কোনই ভীতি—
ধন্যা সে নারী ; প্রিয়ের সঙ্গে ওরা বকে যাবে শতেক বুলি।
আমাদের প্রিয় চোখে পড়িলেই আমরা তখন নিজেকে ভুলি।—রোলদেব।

৬২

তোমার মধ্য অতিশয় ক্ষীণ
সেই মধ্যের এমন বল !
ঘায়েল করেছ প্রতিপক্ষকে,
জান মেয়ে তুমি অনেক ছল।—ভাকুল।

৬৩

স্বজনের মাঝে গরীবের বাস,
নিজচোখে দেখা রিপুর ধন,
ভেষজ-রহিত ব্যাধির মতন
বিচ্ছেদ তব পোড়ায় মন।—বামদেব।

৬৪

হে রাজা তোমার উদার হৃদয়
নির্মল অতি গগনপ্রায়।
পয়োধর ছাড়া অধিকার করে
এমন বস্তু দেখি না হায় !—বিলাস।

৬৫

চরণের ঘায় জীর্ণপত্রে
মর্মর ধ্বনি যেমনি বাজে,
অসতী শুনিছে,—সঙ্কেতে জার
কুঞ্জে এসেছে আজিকে সাঁঝে।—মধ্য।

৬৬

পরাজিত চাঁদ আননের কাছে, কমলের সাথে চলিবে তুলা ;
ভ্রমরের মত জুটিবে কতবা উড়ায়ে সুরভি পরাগধূলা।
অন্ধ আবেগে ভ্রমরেরা ধায়—সুরভি কমল যেথায় ফোটে।
সুরভিত তার মুখের শ্বাসেতে মত্ত কামুক অমনি ছোটে।—বসন্ত

৬৭

ধীরাবলম্বিরীঅ বি গুরু-অণ-পুরও তুমম্মি বোলীণে।
পডিও সে অচ্ছি-ণিমীলণেণ পম্হ-টি্ঠও বাহো॥ বাহবস্‌স।
ধৈর্যাবলম্বনশীলায়াঃ অপি গুরু-জন-পুরতঃ ত্বয়ি ব্যতিক্রান্তে।
পতিতঃ তস্যাঃ অক্ষি-নিমীলনেন পক্ষ্ম-স্থিতঃ বাষ্পঃ॥ (বাসবস্য)

৬৮

ভরিমো সে সঅণ-পরম্মুহীঅ বিঅলন্ত-মাণ-পসরাএ।
কইঅব-সুত্তুব্বত্তণ-থণ-কলস-প্পেল্লণ-সুহেল্লিং॥ উচ্ছেউঅস্‌স।
স্মরামঃ তস্যাঃ শয়ন-পরাঙ্মুখ্যাঃ বিগলন্‌-মান-প্রসরায়াঃ।
কৈতব-সুপ্তোদ্বর্তন-স্তন-কলশ-প্রেরণ-সুখ-কেলিম্‌॥ (উৎসেতুকস্য)

৬৯

ফগ্‌গু-চ্ছণ-ণিদ্দোসং কেণ বি কদ্দম-পসাহণং দিণ্ণং।
থণ-অলস-মুহ-পলোট্‌ঠন্ত-সেঅ-ধোঅং কিণো ধুঅসি॥ সুরস্‌স।
ফল্গু-ক্ষণ-নির্দোষং কেন অপি কর্দ্দম-প্রসাধনং দত্তম্‌।
স্তন-কলশ-মুখ-প্রলুঠৎ-স্বেদ-ধৌতং কিমিতি ধাবয়সি॥ (সুরস্য)

৭০

কিং ণ ভণিও সি বালঅ গামণি-ধূআই গুরু-অণ-সমক্‌খং।
অণিমিসমীসীসি-বলন্ত-বঅণ-ণঅণদ্ধ-দিট্‌ঠেহিং॥ বহুরাহস্‌স।
কিং ন ভণিতঃ অসি বালক গ্রামণী-দুহিত্রা গুরুজন-সমক্ষম্‌।
অনিমিষং ঈষদীষদ্‌-বলদ্‌-বদন-নয়নার্ধ-দৃষ্টৈঃ॥ (বধূরাধস্য)

৭১

ণঅণব্‌ভন্তর-ঘোলন্ত-বাহ-ভর-মন্থরাই দিট্‌ঠীএ।
পুণরুত্ত-পেচ্ছরীএ বালক কিং জং ণ ভণিও সি॥ হালস্‌স।
নয়নাভ্যন্তর-ঘূর্ণ্যমান-বাষ্প-ভর-মন্থরয়া দৃষ্ট্যা।
পুনরুক্ত-প্রেক্ষণশীলয়া বালক কিং যৎ ন ভণিতঃ অসি॥ (হালস্য)

৭২

জো সীসম্মি বিইণ্ণো মজ্ঝ জুআণেহিঁ গণ-বঈ আসী।
তং ব্বিঅ এণ্‌হিং পণমামি হঅ-জরে হোহি সংতুট্‌ঠা॥
যঃ শীর্ষে বিতীর্ণঃ মম যুবভিঃ গণ-পতিঃ আসীৎ।
তং এব ইদানীং প্রণমামি হত-জরে ভব সন্তুষ্টা॥

৬৭

গুরুজন আছে দাঁড়িয়ে সুমুখে—
ধৈর্যেরো তার রয়েছে বল।
দৃষ্টিসীমার বাহির হইতে
পক্ষ্মে কাঁপিছে নয়নজল।—বাসব।

৬৮

আনন ফিরায়ে মানের পালায় কিছুকাল যবে কাটে;
বিগলিত-মানা দ্বিধা করিবে না শয়ন লভিতে খাটে।
কপট নিদ্রা, পাশ ফিরে শোয়া, আসিবে তাহার শেষে
স্তনের পরশে নিয়ে যাবে মোরে স্বপনের এক দেশে।—উৎসেতুক।

৬৯

কে যেন দিয়েছে পাঁক ছুঁড়ে, ওই কালো হল পয়োধর;
ফাল্গুন দিনে উৎসব এটা—নাহি যে আপন পর।
তোমার ঘামের অবিরল ধারা মুছিয়া দিতেছে যাকে;
বৃথা মেহনতে জলধারা ঢালি ধুইবে কেন সে পাঁকে?—স্থর।

৭০

গুরুজন আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই সে গ্রামণী মেয়ে,
পলক না ফেলি দেখেছিল তোকে বার বার ফিরে চেয়ে।
আড় চোখ ছাড়া অমন স্থানেতে আর কিছু বলা যায়?
আর কি বলিব? সব কাজ পারি, বালক বুঝান দায়।—বধূরাধ।

৭১

চোখের ভিতরে জল জমে জমে
মন্থর হোল দৃষ্টি যার,
বার বার ফিরে চাহিয়া চাহিয়া
সে বালা বলেছে সকল তার।—হাল।

৭২

বয়সের কালে যে গনেশটিকে
যুবারা দিয়েছে মাথায় গুঁজি;
নমো নমো নমঃ জরার মহিমা
শেষকালে আমি তাহাই পূজি!

৭৩

অন্তোহুত্তং ডজ্জই জাআ-সুণ্ণে ঘরে হলিঅ-উত্তো।
উক্‌খাঅ-ণিহাণাইং ব রমিঅ-ট্‌ঠাণাইঁ পেচ্ছন্তো॥ ণাহহত্থিস্‌স।

অন্তর্‌-অভিমুখং দহ্যতে জায়া-শূন্যে গৃহে হালিক-পুত্রঃ।
উৎখাত-নিধানানি ইব রমিত-স্থানানি প্রেক্ষমাণঃ॥ (নাথহস্তিনঃ)

৭৪

ণিদ্দা-ভঙ্গো আবণ্ডুরত্তণং দীহরা অ ণীসাসা।
জাঅন্তি জস্‌স বিরহে তেণ সমং কীরিসো মাণো॥ হালস্‌স।

নিদ্রা-ভঙ্গঃ আপাণ্ডুরত্বং দীর্ঘাঃ চ নিঃশ্বাসাঃ।
জায়ন্তে যস্য বিরহে তেন সমং কীদৃশঃ মানঃ॥ (হালস্য)

৭৫

তেণ ণ মরামি মণ্ণূহিঁ পূরিআ অজ্জ জেণ রে সুহঅ।
তোগ্‌গঅ-মণা মরন্তী মা তুজ্‌ঝ পুণো বি লগ্‌গিস্‌সম্‌॥

তেন ন ম্রিয়ে মন্যুভিঃ পূরিতা অদ্য যেন রে সুভগ।
ত্বদ্‌-গত-মনাঃ ম্রিয়মাণা মা তব পুনঃ অপি লগিষ্যামি॥

৭৬

অবরজ্‌ঝসু বীসদ্ধং সব্বং তে সুহঅ বিসহিমো অম্‌হে।
গুণ-ণিব্‌ভরম্মি হিঅএ পত্তিঅ দোসা ণ মাঅন্তি॥ মাউরাঅস্‌স।

অপরাধ্যস্ব বিস্রব্ধং সর্বং তে সুভগ বিষহামহে বয়ম্‌।
গুণ-নির্ভরে হৃদয়ে প্রতীহি দোষাঃ ন মান্তি॥ (মাতৃরাজস্য)

৭৭

ভারউচ্চরন্ত-পসরিঅ-পিঅ-সংভরণ-পিসুণো বরাঈএ।
পরিবাহো বিঅ দুক্‌খস্‌স বহই ণঅণ-ট্‌ঠিও বাহো॥ বীসেসরসীহস্‌স।

ভৃতোচ্চরৎ-প্রসৃত-প্রিয়-সংস্মরণ-পিশুনঃ বরাক্যাঃ।
পরীবাহঃ ইব দুঃখস্য বহতি নয়ন-স্থিতঃ বাষ্পঃ॥ (বিশ্বেশ্বরসিংহস্য)

৭৮

জং জং করেসি জং জং জপ্পসি জহ তুম ণিঅচ্ছেসি।
তং তমণুসিক্‌খিরীএ দীহো দিঅহো ণ সংপডই॥ কল্লণসীহস্‌স।

যৎ যৎ করোষি যৎ যৎ জল্পসি যথা ত্বং নিরীক্ষসে।
তৎ তৎ অনুশিক্ষণশীলায়াঃ দীর্ঘঃ দিবসঃ ন সংপদ্যতে॥ (কল্যাণসিংহস্য)

৭৩

জায়া নাই ঘরে শূন্য বিছানা

পুড়ে যায় তাই হলিক-প্রাণ ;

সকল বিত্ত চুরি হয়ে গেছে

শূন্য যেন রে নিধির স্থান।—নাথহস্তী।

৭৪

যাহার বিরহে নিদ নাই চোখে

পাণ্ডু হয়েছে এ দেহখানি ;

দীর্ঘশ্বাসেতে জ্বলে পুড়ে মরি—

তার সাথে মান কেমন জানি !—হাল।

৭৫

ক্রোধেতে পূর্ণ আমার হৃদয় মরণ যাচিতে হয়,

মৃত্যুর পরে যদি নাহি পাই—এই জাগে মনে ভয়।

আমি মনে প্রাণে ভাবি তোমাকেই, তথাপি মরণ-ভীতি ;

কেহ তো বলেনি ফিরে এসে মোরে অজানা দেশের রীতি ।

৭৬

যত দোষ পার, করে যাও তুমি—

শঙ্কার কিছু নাই ;

তোমার গুণেতে পূরিত এ মনে

দোষ নাহি পায় ঠাঁই।—মাতৃরাজ।

৭৭

হতভাগিনীর অশ্রুবিন্দু ধীরে ধীরে জমে নয়ন ভরি,

সে যেন ঝরণা মান অভিমানে ফুলে ফুলে ওঠে প্রিয়েরে স্মরি।

তারপর তার বেগ রাখা ভার—ছুটে চলে যেন বন্যাধারা,

মত্ত আবেগে দুকূল প্লাবিয়া—দুঃখের ঘায়ে বাঁধন হারা।—বিশ্বেশ্বরসিংহ।

৭৮

দেখা আর করা অনুকার করি,

বচনের রীতি বচনে ধরি ;

ভক্তির সাথে আমি শিখি সব

দিন কেটে যায় কেমন করি !—কল্যাণসিংহ।

৭৯

ভগুন্তীঅ তণাইং সোত্তুং দিণ্ণাই জাই পহিঅস্‌স।
তাইং চ্চেঅ পহাএ অজ্জা আঅট্টই রুঅন্তী॥ অথস্‌স।
ভর্ৎসয়ন্ত্যা তৃণানি স্বপ্তুং দত্তানি যানি পথিকস্য।
তানি এব প্রভাতে আর্যা আকর্ষতি রুদতী॥ (অর্থস্য)

৮০

বসণম্মি অণুব্বিগ্‌গা বিহবম্মি অগব্বিআ ভএ ধীরা।
হোন্তি অহিণ্ণ-সহাবা সমেসু বিসমেসু সপ্পুরিসা॥ পণালস্‌স।
ব্যসনে অনুদ্বিগ্নাঃ বিভবে অগর্বিতাঃ ভয়ে ধীরাঃ।
ভবন্তি অভিন্ন-স্বভাবাঃ সমেষু বিষমেষু সৎ-পুরুষাঃ॥ (প্রণালস্য)

৮১

অজ্জ সহি কেণ গোসে কং পি মণে বল্লভং ভরন্তেণ।
অম্‌হং মঅণ-সরাহঅ-হিঅঅ-ব্বণ-ফোডণং গীঅং॥ কেসবস্‌স।
অদ্য সখি কেন প্রাতঃ কাং অপি মন্যে বল্লভাং স্মরতা।
অস্মাকং মদন-শরাহত-হৃদয়-ব্রণ-স্ফোটনং গীতম্॥ (কেশবস্য)

৮২

উট্‌ঠন্ত-মহারম্ভে থণএ দট্‌ঠূণ মুদ্ধ-বহুআএ।
ওসণ্ণ-কবোলাএ ণীসসিঅং পঢম-ঘরিণীএ॥ মত্তগইন্দস্‌স।
উত্তিষ্ঠন্-মহারম্ভৌ স্তনৌ দৃষ্ট্বা মুগ্ধ-বধ্বাঃ।
অবসন্ন-কপোলয়া নিঃশ্বসিতং প্রথম-গৃহিণ্যা॥ (মত্তগজেন্দ্রস্য)

৮৩

গরুঅ-ছুহাউলিঅস্‌স বি বল্লহ-করিণী-মুহং ভরন্তস্‌স।
সরসো মুণাল-কবলো গঅস্‌স হত্থে চ্চিঅ মিলাণো॥
গুরুক-ক্ষুধাকুলিতস্য অপি বল্লভ-করিণী-মুখং স্মরতঃ।
সরসঃ মৃণাল-কবলঃ গজস্য হস্তে এব ম্লানঃ॥

৮৪

পসিঅ পিএ কা কুবিআ সুঅণু তুমং পর-অণম্মি কো কোবো
কো হু পরো ণাহ তুমং কীস অপুণ্ণাণ মে সত্তী॥ কুবিন্দস্‌স।
প্রসীদ প্রিয়ে, কা কুপিতা, সুতনু ত্বং, পর-জনে কঃ কোপঃ।
কঃ খলু পরঃ, নাথ ত্বং, কিমিতি, অপুণ্যানাং মে শক্তিঃ॥ (কুবিন্দস্য)

৭৯

কাল রজনীতে যে তৃণশয়ন
ছুঁড়েছে পথিকে বিরাগ ভরে,
রজনী পোহালে সেই নারী দেখ
সে তৃণ গোছাতে কাঁদিয়া মরে।—অর্থ।

৮০

বিপদে যাহার উদ্বেগ নাই, বিভবে চপল নয়,
ভয়েতে যাহার নির্ভীক রূপ, ধৈর্যের বাঁধ রয়;
পুরুষের মাঝে সেই তো পুরুষ—আর কারে কিবা গণি?
সমেতে বিষমে সমরূপ যার সেই তো পুরুষমণি।—প্রণাল।

৮১

আজি এ প্রভাতে শোন সখী শোন, কেবা ওই গাহে হৃদয় ঢালি?
যে ক'রেছে তার সকল শূন্য এ বুঝি তাহারি সুরের ডালি!
মর্মের মাঝে দারুণ বেদনা দিতেছে আমারে তাহার গান
বিষের ফোড়ার মতন ফুটিছে বিদ্ধ যেথায় মদনবাণ।—কেশব।

৮২

নবপরিণীতা সতীনের ওই
উরোজের মহারম্ভ-মুখে,
শীর্ণ-কপোলা প্রথম গৃহিণী
নিশ্বাস ফেলে মনের দুখে।—মত্তগজেন্দ্র।

৮৩

ক্ষুধায় কাতর গজপতি ধরে শুণ্ডের মাঝে মৃণাল-গ্রাস,
আজ সাথে নেই চির সহচরী—ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার পাশ।
বিচ্ছেদ তার দহিছে হৃদয়, সে যে ছিল প্রিয়—স্মরিছে তাই।
সরস মৃণাল শুণ্ডে শুকায়—মুখে তুলে দেয় সাধ্য নাই।

৮৪

প্রসন্ন হও প্রিয়া তুমি মোর—কে করেছে রোষ?—তুমি গো তুমি।
পরের উপর রাগ করে কেবা? আমি যে তোমার প্রেমের ভূমি—
পর কেন হব?—আপন মানুষে কেমনে বল তো একথা চলে?
চলে গো চলে—ভাবিয়া দেখিও, সব চলে প্রভু! ভাগ্যফলে।—কুবিন্দ।

৮৫

এহিসি তুমং ত্তি ণিমিসং ব জগ্গিঅং জামিণীঅ পঢমদ্ধং।
সেসং সংতাব-পরব্বসাই বরিসং ব বোলীণং॥ অল্লস্স।

এষ্যসি ত্বং ইতি নিমিষং ইব জাগরিতং যামিন্যাঃ প্রথমার্ধম্।
শেষং সন্তাপ-পরবশায়াঃ বর্ষং ইব ব্যতিক্রান্তম্॥ (অল্লস্য)

৮৬

অবলম্বহ মা সঙ্কহ ণ ইমা গহ-লঙ্ঘিআ পরিব্ভমই।
অত্থক্ক-গজ্জিউব্ভন্ত-হিত্থ-হিঅআ পহিঅ-জাআ॥ দুদ্ধরস্স।

অবলম্বধ্বং মা শঙ্কধ্বং ন ইয়ং গ্রহ-লঙ্ঘিতা পরিভ্রমতি।
আকস্মিক-গর্জিতোদ্‌ভ্রান্ত-ত্রস্ত-হৃদয়া পথিক-জায়া॥ (দুর্ধরস্য)

৮৭

কেসর-রঅ-বিচ্ছড্ডে মঅরন্দো হোই জেত্তিও কমলে।
জই ভমর তেত্তিওঁ অণ্ণহিংপি তা সোহসি ভমন্তো॥

কেসর-রজো-বিস্তৃতে মকরন্দঃ ভবতি যাবান্ কমলে।
যদি ভ্রমর তাবান্ অন্যস্মিন্ অপি তদা শোভসে ভ্রমন্॥

৮৮

পেচ্ছন্তি অণিমিসচ্ছা পহিআ হলিঅস্স পিট্ঠ-পণ্ডুরিঅং।
ধূঅং দুদ্ধ-সমুদ্দুত্তরন্ত-লচ্ছিং বিঅ সঅণ্হা॥ সুরহিবচ্ছস্স।

প্রেক্ষন্তে অনিমিষাক্ষাঃ পথিকাঃ হলিকস্য পিষ্ট-পাণ্ডুরিতাম্।
দুহিতরং দুগ্ধ-সমুদ্রোত্তরল্-লক্ষ্মীং ইব সতৃষ্ণাঃ॥ (সুরভিবৎসস্য)

৮৯

কস্স ভরিসি ত্তি ভণিএ কো মে অত্থি ত্তি জম্পমাণাএ।
উব্বিগ্গ-রোইরীএ অম্হে বি রুআবিআ তীএ॥ সুরহিবচ্ছস্স।

কস্য স্মরসি ইতি ভণিতে কঃ মে অস্তি ইতি জল্পমানয়া।
উদ্বিগ্ন-রোদনশীলয়া বয়ং অপি রোদিতাঃ তয়া॥ (সুরভিবৎসস্য)

৯০

পাঅ-পডিঅং অহব্বে কিং দাণিঁ ণ উট্ঠবেসি ভত্তারং।
এঅং বিঅ অবসাণং দূরং পি গঅস্স পেম্মস্স॥ হালস্স।

পাদ-পতিতং অভব্যে কিং ইদানীং ন উত্থাপয়সি ভর্তারম্।
এতৎ এব অবসানং দূরং অপি গতস্য প্রেম্ণঃ॥ (হালস্য)

৮৫

আসিবে ভাবিয়া অনায়াসে যাপে
যামিনী অর্ধ নিমেষপ্রায় ;
আশা নাই বুঝে সেই অভাগীর
শেষের অর্ধ কাটে না হায় !—অল্ল।

৮৬

ধর ধর ওকে শঙ্কা ক'রো না,
গ্রহ দোষ নহে—প্রবাসী-জায়া ;
নব বরষার গর্জন শুনি
এলোমেলো বুঝি হয়েছে কায়া !—তুর্ধর।

৮৭

চপল ভ্রমর শোন বলি কথা—
কমল পরাগে পাও যে মধু,
সেই মধু যদি অন্য কুসুমে—
সেথায় রমিও হে মোর বঁধু !

৮৮

কৃষাণদুহিতা পাণ্ডু করেছে সফেদ চূর্ণে তাহার মুখ ;
পিপাসা মিটায় সেইদিকে চেয়ে পথিকেরা দেখ—উপজে সুখ।
নিমেষ পড়ে না তাহাদের চোখে, মিটেও মিটেনা মনের ক্ষুধা.
দুগ্ধ সাগরে কমলা যেন গো বাসনা বাড়িয়ে বিতরে সুধা।—সুরভিবৎস

৮৯

'কাহারে স্মরিয়া রোদন করিছ'—
এই কথাটুকু জানিতে চেয়ে
নিজেরাই কাঁদি—'কে আছে আমার ?'
—বলিয়া যখন কাঁদিল মেয়ে।—সুরভিবৎস।

৯০

চরণে ধরেছে, স্বামীটিকে তোল,
রেখো না-গো তুমি মানের লেশ।
যতদূরে যাক প্রণয়কলহ—
প্রণিপাতে হয় তাহার শেষ।—হাল।

৯১

তড-বিণিহিঅগ্‌গহত্থা বারি-তরঙ্গেহিং ঘোলির-ণিঅম্বা।
সাল্‌ূরী পডিবিম্বে পুরুসাঅন্তিব্ব পডিহাই ॥ হালস্‌স।

তট-বিনিহিতাগ্রহস্তা বারি-তরঙ্গৈঃ ঘূর্ণনশীল-নিতম্বা।
শাল্‌ূরী প্রতিবিম্বে পুরুষায়মাণা ইব প্রতিভাতি ॥ (হালস্য)

৯২

সিক্করিঅ-মণিঅ-মুহ-বেবিআই ধুঅ-হত্থ-সিঞ্জিঅব্বাইং।
সিক্‌খন্তু বোডহীও কুসুম্ভ তুম্‌হ প্পসাএণ ॥ ণন্দিউদ্ধস্‌স।

সীৎকৃত-মণিত-মুখ-বেপিতানি ধুত-হস্ত-শিঞ্জিতব্যানি।
শিক্ষন্তাং কুমার্য্যঃ (তরুণ্যঃ) কুসুম্ভ যুষ্মাকং প্রসাদেন ॥ (নন্দিবৃদ্ধস্য)

৯৩

জেত্তিঅ-মেত্তা রচ্ছা ণিঅম্ব কহ তেত্তিও ণ জাওসি।
জং ছিপ্পই গুরু-অণ-লজ্জিওসরন্তো বি সো সুহও ॥ পালিতস্‌স।

যাবন্‌-মাত্রা রথ্যা নিতম্ব কথং তাবন্‌ ন জাতঃ অসি।
যৎ স্পৃশ্যতে গুরু-জন-লজ্জিতাপসরন্‌ অপি সঃ সুভগঃ ॥ (পালিতস্য)

৯৪

মরগঅ-সূঈ-বিদ্ধং ব মোত্তিঅং পিঅই আঅঅ-গ্‌গীও।
মোরো পাউস-আলে তণগ্‌গ-লগ্‌গং উঅঅ-বিন্দুং ॥ পালিতস্‌স।

মরকত-সূচী-বিদ্ধং ইব মৌক্তিকং পিবতি আয়ত-গ্রীবঃ
ময়ূরঃ প্রাবৃট্‌-কালে তৃণাগ্র-লগ্নং উদক-বিন্দুম্‌ ॥ (পালিতস্য)

৯৫

অজ্জাই ণীল-কঞ্চুঅ-ভরিউব্বরিঅং বিহাই থণ-বট্টং।
জল-ভরিঅ-জলহরন্তর-দরুগ্‌গঅং চন্দ-বিম্ব ব্ব ॥ মীণসামিণো।

আর্যায়াঃ নীল-কঞ্চুক-ভৃতোর্বরিতং বিভাতি স্তন-পৃষ্ঠম্‌।
জল-ভৃত-জলধরান্তর-দরোদ্গতং চন্দ্র-বিম্বং ইব ॥ (মীনস্বামিনঃ)

৯৬

রাঅ-বিরুদ্ধং ব কহং পহিও পহিঅস্‌স সাহই সসঙ্কং।
জত্তো অম্বাণং দলং তত্তো দর-ণিগ্‌গঅং কিং পি ॥ বহুল্লস্‌স।

রাজ-বিরুদ্ধাং ইব কথাং পথিকঃ পথিকস্য শাস্তি সশঙ্কম্‌।
যতঃ আম্রাণাং দলং ততঃ দর-নির্গতং কিং অপি ॥ (বহুল্য

৯১

তটে হাত রাখি জলতরঙ্গে

ঘুরায়ে তাহার কোমরখানি ;

মণ্ডুকী-ছায়া আচরণ করে

বিপরীত এক রমণ জানি ।—হাল ।

৯২

কুসুম বাটীতে শিখেছে তরুণী

করকম্পনে ভূষণরব ;

কম্পিত ঠোঁটে শীৎকার আর

সঙ্গমধ্বনি মণিত—সব ।—নন্দিবৃদ্ধ ।

৯৩

পথের প্রমাণে বাড়িলে না তুমি

হত নিতম্ব ! পথে না ধর ।

গুরুজন লাজে পথ ছেড়ে-যাওয়া

প্রিয়েরে আমার পরশ কর ।—পালিত ।

৯৪

বরষা ঢালিছে প্রচুর সলিল নিখিলের তাপবহ্নি নাশি ;

নৃত্যশ্রান্ত ময়ূর তাহার কণ্ঠে ঢালে না সে বারিরাশি ।

এক ফোঁটা দোলে তৃণের মাথায় মরকতসূচে মোতির প্রায় ;

তাহারি লাগিয়া গ্রীবাটি বাড়ায়—বরষার জল বহিয়া যায় ।—পালিত ।

৯৫

বক্ষে আঁচল সুনীলবরণ

স্তনের পৃষ্ঠ তাহার মাঝে ;

জলভরা মেঘ দীর্ণ করিয়া

চন্দ্রবিম্ব যেন গো রাজে ।—নীলস্বামী ।

৯৬

‘যেইখানে ফোটে আমের পর্ণ ঠিক সেই স্থানে কিবা ও রহে ?

মঞ্জরী যেন দেখা যায় ওই’—শঙ্কিত প্রাণে পথিক কহে ।

রাজ বিদ্রোহ মন্ত্রণা প্রায় কাণে কাণে চলে এসব কথা ;

নববসন্তে প্রবাসগমন বাড়াবে তোমার হৃদয় ব্যথা ।—বহুল্য ।

৯৭

ধণ্ণা তা মহিলাও জা দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছন্তি।
নিদ্দ ব্বিঅ তেণ বিণা ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং॥ মলঅসেহরস্‌স।

ধন্যাঃ তাঃ মহিলাঃ যাঃ দয়িতং স্বপ্নে অপি প্রেক্ষন্তে।
নিদ্রা এব তেন বিনা ন এতি কা প্রেক্ষতে স্বপ্নম্‌॥ (মলয়শেখরস্য)

৯৮

পরিরন্ধ-কণঅ-কুণ্ডল-গণ্ড-খল-মণহরেস্থ সবণেস্থ।
অণ্ণঅ-সমঅ-বসেন অ পরিহিজ্জই তাল-বেণ্ট-জুঅং॥

পরিরব্ধ-কনক-কুণ্ডল-গণ্ড-স্থল-মনোহরয়োঃ শ্রবণয়োঃ।
অন্যক-সময়-বশেন চ পরিধ্রিয়তে তাল-বৃন্ত-যুগম্‌॥

৯৯

মজ্‌ঝণ্‌হ-পত্থিঅস্‌স বি গিম্হে পহিঅস্‌স হরই সংতাবং।
হিঅঅ-ট্‌ঠিঅ-জাআ-মুহ-মঅঙ্ক-জোণ্‌হা-জল-প্পবাহো॥ মঙ্গলকলসস্‌স।

মধ্যাহ্ন-প্রস্থিতস্য অপি গ্রীষ্মে পথিকস্য হরতি সন্তাপম্‌।
হৃদয়-স্থিত-জায়া-মুখ-মৃগাঙ্ক-জোৎস্না-জল-প্রবাহঃ॥ (মঙ্গলকলসস্য)

১০০

ভণ কো ণ রুস্‌সই জণো পত্থিজ্জন্তো অএস-কালম্মি।
রতি-বাঅডা রুঅন্তং পিঅং বি পুত্তং সবই মাআ॥ মহোহিঅস্‌স।

ভণ কঃ ন রুষ্যতি জনঃ প্রার্থ্যমানঃ অদেশ-কালে।
রতি-ব্যাপৃতা রুদন্তং প্রিয়ং অপি পুত্রং শপতে মাতা॥ (মহৌধিকস্য)

১০১

এত্থ চউত্থং বিরমই গাহাণঁ সঅং সহাব-রমণিজ্জং।
সোউণ জং ণ লগ্‌গই হিঅএ মহুরত্তণেণ অমঅং পি॥

অত্র চতুর্থং বিরমতি গাথানাং শতং স্বভাব-রমণীয়ম্‌।
শ্রুত্বা যৎ ন লগতি হৃদয়ে মধুরত্বেন অমৃতং অপি॥

৯৭

ধন্যা সে নারী যে জন স্বপনে

সর্বদা দেখে প্রিয়ের মুখ।

অভাগিনী আমি নিদ্রা আসে না,

স্বপ্ন দেখার কোথায় সুখ?—মলয়শেখর।

৯৮

যে কাণে দুলিয়া কনকের দুল গণ্ডের শোভা বাড়ায় নিতি;
সময়ের বশে তালের বৃন্ত সেইখানে ওঠে—এই তো রীতি।
ভাগ্যের এই ওঠা নামা আছে রূপ যৌবন সে রহে ঠিক।
অলঙ্কারের মিথ্যা ভূষায় মোহে যেই জন তাহারে ধিক্।

৯৯

গ্রীষ্মের দিনে দুপুর বেলায়

আকাশ হইতে আগুন ঝরে।

প্রেয়সীর মুখে জ্যোৎস্না গলিয়া

পথিকের তাপ শীতল করে।—মঙ্গলকলস

১০০

যাচ্ঞা করার দেশ কাল আছে,

একথা বুঝিও অবোধ জন!

মোহন দশায় জননীরো দেখ

শিশুর রোদনে বিষায় মন।—মহৌধিক।

১০১

সুন্দর গাথা লভে সমাপ্তি

চারিশত পদে আসি,

অমৃত জিনিয়া আস্বাদ তার

মুখে ফুটাইবে হাসি।

পঞ্চম শতক

১

ডজ্ঝসি ডজ্ঝস্থ কট্টসি কট্টস্থ অহ ফুডসি হিঅঅ তা ফুডস্থ।
তহ বি পরিসেসিও চ্চিঅ সো হু মএ গলিঅ-সব্ভাবো॥ হালস্স।

দহসে দহস্ব কথ্যসে কথ্যস্ব অথ স্ফুটসি হৃদয় তৎ স্ফুট।
তথা অপি পরিশেষিতঃ এব সঃ খলু ময়া গলিত-সদ্ভাবঃ॥ (হালস্য)

২

দট্‌ঠূণ রুন্দ-তুণ্ডগ্গ-ণিগ্গঅং ণিঅ-সুঅস্স দাঢগ্গং।
ভোণ্ডী বিণাবি কজ্জেণ গাম-ণিঅডে জবে চরই॥ বিগ্গহস্স।

দৃষ্ট্বা বিশাল-তুণ্ডাগ্র-নির্গতং নিজ-সুতস্য দংষ্ট্রাগ্রম্।
শূকরী বিনা অপি কার্যেণ গ্রাম-নিকটে যবান্ চরতি॥ (বিগ্রহস্য)

৩

হেলা-করগ্গ-অট্‌ঠিঅ-জল-রিক্কং সাঅরং পআসন্তো।
জঅই অণিগ্গঅ-বডবগ্গি-ভরিঅ-গগণো গণাহিবঈ॥ পোট্টিসস্স।

হেলা-করাগ্রাকৃষ্ট-জল-রিক্তং সাগরং প্রকাশয়ন্।
জয়তি অনিগ্রহ-বড়বাগ্নি-ভৃত-গগনঃ গণাধিপতিঃ॥ (পোট্টিসস্য)

৪

এএণ চ্চিঅ কঙ্কেল্লি তুজ্ঝ তং ণত্থি জং ণ পজ্জত্তং।
উবমিজ্জই জং তুহ পল্লবেণ বর-কামিণী-হত্থো॥ কড্ঢিল্লস্স।

এতেন এব কঙ্কেল্লে তব তৎ নাস্তি যৎ ন পর্যাপ্তম্।
উপমীয়তে যৎ তব পল্লবেন বর-কামিনী-হস্তঃ॥ (কর্ষণশীলস্য)

৫

রসিঅ বিঅট্ঠ বিলাসিঅ সমঅণ্ণঅ সচ্চঅং অসোও সি।
বর-জুঅই-চলণ-কমলাহও বি জং বিঅসসি সঅণ্হং॥ বম্হআরিণো।

রসিক বিদগ্ধ বিলাসিন্ সময়জ্ঞ সত্যকং অশোকঃ অসি।
বর-যুবতি-চরণ-কমলাহতঃ অপি যৎ বিকসসি সতৃষ্ণম্॥ (ব্রহ্মচারিণঃ)

৬

বলিণো বাআ-বন্ধে চোজ্জং ণিউণত্তণং চ পঅডন্তো।
সুর-সত্থ-কআণন্দো বামণ-রূবো হরী জঅই॥ ভোজঅস্স।

বলেঃ (বলিনশ্চ) বাচা-বন্ধে চোদ্যং (আশ্চর্যং) নিপুণত্বং চ প্রকটয়ন্।
সুর-স্বার্থ-কৃতানন্দঃ বামন-রূপঃ হরিঃ জয়তি॥ (ভোজকস্য)

১

দগ্ধ হইবে ? হও হে হৃদয়—
গলিত হইবে ? করি না মানা।
ফাটিবে যদি বা ফেটে যাও মন !
প্রেম টুটে গেছে—হয়েছে জানা।—হাল।

২

তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা উঠেছে ছানার
অতি ভয়াবহ তাহার মুখ।
যবক্ষেতে ওই ভ্রমিছে শূকরী
প্রচারিতে তার মনের সুখ।—বিগ্রহ।

৩

হেলাভরে শুষি সাগরসলিল,
না নিভায়ে তাতে বাড়বানল ;
আকাশ ভরিছে হাতীশুঁড় ওই—
পৃথিবীর যত শুকায় জল।—পোট্টিস।

৪

সার্থক তুমি সকল দিকেই
সার্থক তব অশোক নাম,
নারীর হস্ত উপমান হয়ে
পল্লব পূরে কবির কাম।—কর্ষিল।

৫

রসিক বিলাসী সময়ের জ্ঞানী চতুরের শিরোমণি।
শোকহীন তুমি তাইতো অশোক চির আনন্দ খনি।
বরবর্ণিনী চরণ আঘাতে ক্লিষ্ট নহ গো তুমি,
বিকসিত চোখে শুধু চেয়ে রও রক্তচরণ চুমি।—ব্রহ্মচারী।

৬

দ্বাররক্ষক পরাভূত যার মিষ্ট কথার চতুর ঘায়,
পরদার-চোর বচন-নিপুণ বিজয় লভিয়া সরিয়া যায়।
বলির ছলনে বাগ্‌বন্ধন বিদিত সবার—বামনরূপ
শ্রীহরি নায়ক ছলিয়া হরিয়া দেবসঙ্ঘের রসের কূপ।—ভোজক।

৭

বিজ্জাবিজ্জই জলণো গহ-বই-ধূআই বিত্থঅ-সিহোবি।
অণুমরণ-ঘণালিঙ্গণ-পিঅঅম-সুহ-সিজ্জিরঙ্গীএ ॥ অণুরাঅস্স।

বিধ্মাপ্যতে (নির্বাপ্যতে) জ্বলনঃ গৃহ-পতি-দুহিত্রা বিস্তৃত-শিখঃ অপি।
অনুমরণ-ঘনালিঙ্গন-প্রিয়তম-সুখ-স্বিদ্যদঙ্গ্যা॥ (অনুরাগস্য)

৮

জার-মসাণ-সমুব্‌ভ-ভূই-সুহ-প্‌ফংস-সিজ্জিরঙ্গীএ।
ণ সমপ্পই ণব-কাবালিআই উদ্ধূলণারম্ভো ॥ হালস্স।

জার-শ্মশান-সমুদ্ভব-ভূতি-সুখ-স্পর্শ-স্বিদ্যদঙ্গ্যা (স্বেদশীলাঙ্গ্যা)
ন সমাপ্যতে নব-কাপালিক্যা উদ্ধূলনারম্ভঃ॥ (হালস্য)

৯

এক্কো পণ্‌হঅই থণো বীও পুলএই ণহ-মুহালিহিও।
পুত্তস্স পিঅঅমস্স অ মজ্ঝ-ণিসণ্ণাএঁ ঘরণীএ ॥ হালস্স।

একঃ প্রস্নৌতি স্তনঃ দ্বিতীয়ঃ পুলকতি (পুলকিতঃ ভবতি) নখ-
মুখালিখিতঃ।
পুত্রস্য প্রিয়তমস্য চ মধ্য-নিষণ্ণায়াঃ গৃহিণ্যাঃ॥ (হালস্য)

১০

এত্তাইচ্চিঅ মোহং জণেই বালত্তণে বি বট্টন্তী।
গামণি-ধূআ বিস-কন্দলি ব্ব বড্‌ঢীআ কাহিই অণত্থং॥ ভোজঅস্স।

এতাবতী এব মোহং জনয়তি বালত্বে অপি বর্তমানা।
গ্রামণী-দুহিতা বিষ-কন্দলী ইব বর্ধিতা করিষ্যতি অনর্থম্॥ (ভোজকস্য)

১১

অপহুপ্পন্তং মহি-মণ্ডলম্মি ণহ-সংট্‌ঠিঅং চিরং হরিণো।
তারা-পুপ্‌ফ-প্পঅরঞ্চিঅং ব তইঅং পঅং ণমহ॥ উঅহিস্স

অপ্রভবৎ মহী-মণ্ডলে নভঃ-সংস্থিতং চিরং হরেঃ।
তারা-পুষ্প-প্রকরাঞ্চিতং ইব তৃতীয়ং পদং নমত॥ (উদধেঃ)

১২

সুপ্পউ তইও বি গও জামোত্তি সহীও কীস মং ভণহ।
সেহালিআণঁ গন্ধো ণ দেই সোত্তুং সুঅহ তুম্হে॥ সিরিসত্তিস্স।

স্বপিহি (সুপ্যতাং) তৃতীয়ঃ অপি গতঃ যামঃ ইতি সখ্যঃ কস্মাৎ মাং ভণথ।
শেফালিকানাং গন্ধঃ ন দদাতি স্বপ্তুং স্বপিত যুয়ম্॥ (শ্রীশক্তেঃ)

৭

স্বামীর চিতায় উঠেছে আজিকে সতী কুলরানী—দেখেছ কেহ ?
অগ্নি জ্বলিছে শত শিখা মেলি, সতী বাহুপাশে স্বামীর দেহ।
পরশ সুখের অসহ পুলকে ঘর্ম ঝরিছে সতীর গায় ঃ
স্বেদ বারিধারা উঠিল আকুলি, চিতার বহ্নি নিবিয়া যায়।—অনুরাগ।

৮

নব কাপালিকা—চেন কি নারীরে ? জারের শ্মশানে এসেছে আজ।
শ্মশানভস্মে তনু বিলেপন ব্রতচারিণীর নিত্যকাজ।
এই শ্মশানের ভস্ম তুলিয়া যোগিনী যখন মাখিছে গায়,
পুলকের বেগে বহে স্বেদধারা—ভস্ম তখনি ভাসিয়া যায়।—হাল।

৯

এক পয়োধরে ক্ষীরধারা বহে, অপরে পুলক উঠেছে ফুটি ;
প্রিয়তম আর সন্তান তার দুইপাশে ব'সে—সমান দুটি।
সন্তান-স্নেহ সুধারস টানে, পতিনখাঘাতে আকুল দেহ—
রোমাঞ্চ তার স্তনেতে তুলেছে—বিষমসমের সমান স্নেহ।—হাল।

১০

বিষকন্দলী গ্রামপতি-সুতা—
মোহিনী যদি সে এমনি কালে,
বালিকা যখন হইবে যুবতি
সকলে জড়াবে মোহের জালে।—ভোজক।

১১

ধরায় ধরে না আকাশবিহারী
শ্রীহরির সেই চরণখানি।
তারার মালায় মনোহর শোভা
তিনের সংখ্যা তাহাকে জানি।—উদধি।

১২

'ত্রিযামা যামিনী কেটে গেল ওই ঘুমাও ঘুমাও সই'—
অমন কথাটি ব'লো না আমাকে, পায়ে ধ'রে কথা কই।
আঙিনার মাঝে শিউলির বাস আমারে পাগল করে ;
তোমরা ঘুমাও, ঘুমের পরশ নহে গো আমার তরে।—শ্রীশক্তি।

১৩
কহঁ সো ণ সংভরিজ্জই জো মে তহ সংঠিআই অঙ্গাই।
ণিব্বত্তিএ বি সুরএ ণিজ্ঝাঅই সুরঅ-রসিও ব্ব॥ সঙ্করস্‌স।
কথং সঃ ন সংস্মর্য্যতে যঃ মে তথা সংস্থিতানি অঙ্গানি।
নিবর্তিতে অপি সুরতে নিধ্যায়তি সুরত-রসিকঃ ইব। (শঙ্করস্য)

১৪
সুক্‌খন্ত-বহল-কদ্দম-ঘম্ম-বিসূরন্ত-কমঠ-পাঠীণং।
দিট্‌ঠং অদিট্‌ঠ-উব্বং কালেণ তলং তড়াঅস্‌স।
শুষ্যদ্‌-বহল-কর্দম-ঘর্ম-খিদ্যমান-কমঠ-পাঠীনম্‌।
দৃষ্টং অদৃষ্ট-পূর্ব্বং কালেন তলং তড়াগস্য॥

১৫
চোরিঅ-রঅ-সদ্ধালুই মা পুত্তি ব্‌ভমসু অন্ধআরম্মি।
অহিঅঅরং লক্‌খিজ্জসি তম-ভরিএ দীব-সীহব্ব॥ বম্‌হঅন্তস্‌স।
চৌরিক-রত-শ্রদ্ধালুকে মা পুত্রি ভ্রম অন্ধকারে।
অধিকতরং লক্ষ্যসে তমোভৃতে দীপ-শিখা ইব॥ (ব্রহ্মযন্ত্রস্য)

১৬
বাহিত্তা পডিবঅণং ণ দেই রূসেই এক্কমেক্কস্‌স।
অসঈ কজ্জেণ বিণা পইপ্পমাণে ণঈ-কচ্ছে॥ রোলএবস্‌স।
ব্যাহৃতা প্রতিবচনং ন দদাতি রুষ্যতি একৈকস্য।
অসতী কার্যেণ বিনা প্রদীপ্যমানে নদী-কচ্ছে॥ (রোলদেবস্য)

১৭
আম অসইম্‌হ ওসর পই-ব্বএ ণ তুহ মইলিঅং গোত্তং।
কিং উণ জণস্‌স জাঅব্ব চন্দিলং তা ণ কামেমো॥ পালিতস্‌স
আম অসত্যঃ বয়ং অপসর পতি-ব্রতে ন তব মলিনিতং গোত্রম্‌।
কিং পুনঃ জনস্য জায়া ইব চন্দ্রিলং (নাপিতং) তাবৎ ন কাময়ামহে॥
(পালিতস্য)

১৮
নিদ্দং লহন্তি কহিঅং সুণন্তি খলিঅক্‌খরং ণ জম্পন্তি।
জাহিঁ ণ দিট্‌ঠো সি তুমং তাও চ্চিঅ সুহঅ সুহিআও॥ দেবএবস্‌স।
নিদ্রাং লভন্তে কথিতং শৃণ্বন্তি স্খলিতাক্ষরং ন জল্পন্তি।
যাভিঃ ন দৃষ্টঃ অসি ত্বং তাঃ এব সুভগ সুখিতাঃ॥ (দেবদেবস্য)

১৩

যেই প্রিয়তম ভোগসমাপনে
দেখে গো আমার অঙ্গগুলি,
অনন্ত ভোগবাসনা মিশায়ে,
তাহাকে বলো না কেমনে ভুলি?—শঙ্কর।

১৪

নিদাঘ শুষেছে তড়াগের জল, তলদেশ তার পঙ্কময়;
কচ্ছপ আর বোয়ালমাছের জীবনীশক্তি পেয়েছে ক্ষয়।
যে গভীর তল অদৃশ্য ছিল,—দৃশ্য আজিকে সবার চোখে;
গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে পুড়িয়া আজিকে সবার পরাণ ধোঁকে।

১৫

গোপন রতির আশায় বিভোর
যেও না গো মেয়ে আঁধার রাতে।
প্রদীপশিখার মতন জ্বলিছ,
ধরা যে পড়িবে সবার হাতে।—ব্রহ্মযন্ত্র।

১৬

‘নদীর কাছাড় আগুনে পুড়িছে’
অসতীর কাছে বার্তা কেহ
পুছিলে নীরব,—রোষেতে তাহার
জ্বলিছে আজিকে সকল দেহ।—রোলদেব।

১৭

বেশ কথা, মানি!—আমরা অসতী,
সতীকুলরাণী! দূরেই থাকো;
অমলিন তুমি রেখেছো কুলকে
নাপিতের দোষ লাগাবো না-কো!—পালিত।

১৮

সুভগ তোমারে না দেখেছে যেবা—
ভাগ্যের জোর মানিব তার।
নিদ্রা সে লভে, বলা-কথা শোনে,
কথার ভুলটি করে না আর।—দেবদেব।

১৯

বালঅ তুমাই দিণ্ণং কণ্ণে কাউণ বোর-সংঘাডিং।
লজ্জালুইণী বি বহূ ঘরং গআ গাম-রচ্ছাএ॥ তুঙ্গঅস্‌স।

বালক ত্বয়া দত্তং কর্ণে কৃত্বা বদর-সংঘাটীম্‌ (সংঘাতম্‌ বা সংহতিম্‌)।
লজ্জালুঃ অপি বধূঃ গৃহং গতা গ্রাম-রথ্যায়া॥ (তুঙ্গকস্য)

২০

অহ সো বিলক্‌খ-হিঅও মএ অহব্বাএঁ অগহিআণুণও।
পর-বজ্জ-ণচ্চরীহিং তুম্হেহিঁ উবেক্‌খিও ণেন্তো॥ হালস্‌স।

অথ সঃ বিলক্ষ-হৃদয়ঃ ময়া অভব্যয়া অগৃহীতানুনয়ঃ।
পর-বাদ্য-নর্তনশীলাভিঃ যুষ্মাভিঃ উপেক্ষিতঃ নির্যন্‌॥ (হালস্য)

২১

দীসন্তো ণঅণ-সুহো ণিব্বুই-জণও করেহি বি ছিবন্তো।
অব্ভাখও ণ লব্‌ভই চন্দো ব্ব পিও কলা-ণিলও॥ রাঅরসিঅস্‌স।

দৃশ্যমানঃ নয়ন-সুখঃ নির্বৃতি-জনকঃ (নঃ) করাভ্যাং অপি স্পৃশন্‌।
(অভ্রস্থিতঃ) অভ্যর্থিতঃ ন লভ্যতে চন্দ্রঃ ইব প্রিয়ঃ কলা-নিলয়ঃ॥
(রাজরসিকস্য)

২২

জে ণীল-ভমর-ভর-ভগ্‌গ-গোচ্ছআ আসি ণই-অড়ুচ্ছঙ্গে।
কালেণ বঞ্জুলা পিঅ-বঅস্‌স তে থণ্ণুআ জাআ॥

যে নীল-ভ্রমর-ভর-ভগ্ন-গুচ্ছকাঃ আসন্‌ নদী তটোৎসঙ্গে।
কালেন বঞ্জুলাঃ প্রিয়-বয়স্য তে স্থাণুকাঃ জাতাঃ॥

২৩

খণ-ভঙ্গুরেণ পেম্মেণ মাউআ দুম্মিঅম্হ এত্তাহে।
সিবিণঅ-ণিহি-লম্ভেণ ব দিট্‌ঠ-পণট্‌ঠেণ লোঅম্মি॥

ক্ষণ-ভঙ্গুরেণ প্রেম্ণা মাতৃষ্বসঃ দুর্মনায়মানাঃ স্ম ইদানীম্‌।
স্বপ্ন-নিধি-লম্ভেন ইব দৃষ্ট-প্রণষ্টেন লোকে॥

২৪

চাবো সহাব-সরলং বিচ্ছিবই সরং গুণম্মি বি পডন্তং।
বঙ্কস্‌স উজ্জুঅস্‌স অ সংবন্ধো কিং চিরং হোই॥

চাপঃ স্বভাব-সরলং বিক্ষিপতি শরং গুণে অপি পতন্তম্‌।
বক্রস্য ঋজুকস্য চ সংবন্ধঃ কিং চিরং ভবতি॥

১৯

লাজুক বধূটি লভেছে তোমার
বদরীর ওই যুগ্মফল !
চলে গ্রামপথে কানে গুঁজে তারে—
উপহার তাকে দিয়েছে বল।—তুঙ্গিক।

৩৬ৗ

তোমাদের কাজ পরকে নাচান—নাচিয়েছো মোরে মানের মদে ;
উপেক্ষা করি' তার সাধাসাধি, ডুবেছি এখন দুখের হ্রদে।
অশিষ্ট আমি অনুতাপ হয়—তোমরা বলোতো সত্য ক'রে—
গৃহ থেকে যবে চলে যায় প্রিয়—বলেছিলে কথা হাতটি-ধরে ?—হাল।

২১

চোখে দেখা হোলে নয়নের সুখ, করের পরশে জুড়ায় জ্বালা,
কলার নিধান প্রিয়তম মোর—চাঁদের মতন রূপের ডালা।
লাভ করা তারে দুষ্কর অতি, 'আয় আয়' ডাক ব্যর্থ হয় ঃ
আকাশের চাঁদ মেঘের রাজ্যে, প্রিয়তম মোর সুলভ নয়।—রাজরসিক।

২২

বেতসকুঞ্জ হেলিয়া পড়িত ভ্রমরের পদ-প্রহার লভি'
গুচ্ছ গুচ্ছ ফলগুলি তার দুলিয়া উঠিয়া ঝরিত সবি।
সেই নদীতটে কুঞ্জ নাহি তো—শুষ্ক বেত্র জলের কাছে ;
কালের প্রভাবে আজিকে তাহারা স্থানু হয়ে সব দাঁড়িয়ে আছে

২৩

স্বপনে মানুষ নিধি পায় শুধু দুঃখ বাড়িবে তাই ;
দেখিতে দেখিতে মিলায় সে ধন—বাস্তব কিছু নাই !
মাসী গো আমার পোড়া প্রাণ দেখ অল্পদিবস তরে,
প্রেমের ঝলকে উজলিয়া উঠি আঁধারে ডুবিয়া মরে

২৪

গুণেতে লগ্ন সরল শরেরে
ছোঁড়ে ধনু দূর পানে।
বক্রে সরলে মিতালি ঘটে না—
একথা সবাই জানে।

২৫

পঢ়মং বামণ-বিহিণা পচ্ছা হু কও বিঅম্ভমাণেণ।
থণ-জুঅলেণ ইমীএ মহু-মহণেণ ব্ব বলি-ৰন্ধো ॥

প্রথমং বামন-বিধিনা পশ্চাৎ খলু কৃতঃ বিজৃম্ভমাণেন।
স্তন-যুগলেন এতস্যাঃ মধু-মথনেন ইব ৰলি-ৰন্ধঃ ॥

২৬

মালই-কুসুমাইঁ কুলুঞ্চিউণ মা জাণি ণিব্বুও সিসিরো।
কাঅব্বা অজ্জবি নিগ্গুণাণঁ কুন্দাণঁ বি সমিদ্ধী ॥

মালতী-কুসুমানি দগ্ধ্বা মা জানীহি নির্বৃতঃ শিশিরঃ।
কর্ত্তব্যা অদ্য অপি নির্গুণানাং কুন্দানাং অপি সমৃদ্ধিঃ ॥

২৭

তুঙ্গাণঁ বিসেস-ণিরন্তরাণঁ [সরস]-বণ-লদ্ধ-সোহাণং।
কঅ-কজ্জাণঁ ভডাণঁ ব থণাণঁ পডণং বি রমণিজ্জং ॥

তুঙ্গয়োঃ বিশেষ-নিরন্তরয়োঃ [সরস-] ব্রণ লব্ধ-শোভয়োঃ।
কৃত-কার্যয়োঃ ভটয়োঃ ইব স্তনয়োঃ পতনং অপি রমণীয়ম্ ॥

২৮

পরিমলণ-সুহা গুরুআ অলব্ধ-বিবরা সলক্‌খণাহরণা।
থণআ কব্বালাব ব্ব কস্‌স হিঅএ ণ লগ্গন্তি ॥

পরিমলন-সুখাঃ গুরুকাঃ অলব্ধ-বিবরাঃ সলক্ষণাভরণাঃ
স্তনকাঃ কাব্যালাপাঃ ইব কস্য হৃদয়ে ন লগন্তি ॥

২৯

খিপ্পই হারো থণ-মণ্ডলাহি তরুণীঅ রমণ-পরিরম্ভে।
অচ্চিঅ-গুণা বি গুণিণো লহন্তি লহুঅত্তণং কালে ॥

ক্ষিপ্যতে হারঃ স্তন-মণ্ডলাৎ তরুণ্যা রমণ-পরিরম্ভে।
অর্চিত-গুণাঃ অপি গুণিনঃ লভন্তে লঘুত্বং কালেন ॥

৩০

অণ্ণো কো বি সুহাবো মম্মহ-সিহিণো হলা হআসস্‌স।
বিজ্ঝাই ণীরসাণং হিঅএ সরসাণঁ ঝত্তি পজ্জলই ॥

অন্যঃ কঃ অপি স্বভাবঃ মন্মথ-শিখিনঃ হলা হতাশস্য।
নির্বাতি (বিধমতি) নীরসানাং হৃদয়ে সরসানাং ঝটিতি প্রজ্বলতি ॥

২৫

স্তনের যুগল প্রথম বয়সে বামনের রূপ ধরে ;
তারপর দেখ ধীরে ধীরে তাহা বিস্তৃত হয়ে পড়ে।
পরিশেষে তার বলিবন্ধন, তাই তো বলিতে চাই,
শ্রীহরি লীলায়, স্তনের লীলায় কোন ভেদাভেদ নাই।

২৬

মালতী কুসুম বিনাশ করিয়া শিশির বিরাম মানে—
একথা মনেতে ঠাঁই দিও নাকো—নূতন সৃষ্টি জানে।
কুন্দ কুসুমে হাসি ফুটাইবে—নিশ্চিত তুমি দেখো ;
তাহার লাগিয়া কোমল মালতী ! প্রস্তুত হয়ে থেকো !

২৭

আকারে তুঙ্গ, আঁটসাঁট তনু, ক্ষতবিক্ষত দেহ,
কৃতকার্যের পতন হলেও নিন্দা করে না কেহ।
সমান সমান সৈনিকদ্বয়—পাশা পাশি দুটি স্তন
শ্লেষের মাঝারে সঙ্গতি লভি' সবার হরিছে মন।

২৮

স্তন দেখো ওই কাব্যের মত লগ্ন হতেছে মনে
অলংকারের মণ্ডন যার হরে মন জনে জনে।
মর্দনে রস উপচিত হয়, গুরুরূপে আছে যেথা,
পীন পয়োধর, অদোষ কাব্য সাম্য লভিছে সেথা।

২৯

মোহন দশায় হার দূরে যায়—
স্তনমণ্ডল রিক্তরূপ।
জনবন্দিত গুণের সাগর
কালবশে হয় শূন্য কূপ।

৩০

দগ্ধললাট মদন বহ্নি—
বিষম বিরূপ ঘটনা তার
নীরসেতে নিভে, সরসহৃদয়ে
অতি দ্রুত জ্বলা স্বভাব যার।

৩১

তহ তস্‌স মাণ-পরিবড্‌ঢিঅস্‌স চির-পণঅ-ৰদ্ধ-মূলস্‌স।
মামি পডন্তস্‌স সুও সদ্দো বি ণ পেম্ম-রুক্‌খস্‌স॥ হালস্‌স।

তথা তস্য মান-পরিবর্ধিতস্য চির-প্রণয়-বদ্ধ-মূলস্য।
মাতুলানি পততঃ শ্রুতঃ শব্দঃ অপি ন প্রেম-বৃক্ষস্য॥ (হালস্য)

৩২

পাঅ-পডিও ণ গণিও পিঅং ভণন্তো বি পি অপ্পিঅং ভণিও।
বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কস্‌স কএ কও মাণো॥

পাদ-পতিতঃ ন গণিতঃ প্রিয়ং ভণন্ অপি অপ্রিয়ং ভণিতঃ
ব্রজন্ অপি ন রুদ্ধঃ ভণ কস্য কৃতে কৃতঃ মানঃ॥

৩৩

পুসই খণং ধুবই খণং পপ্‌ফোডই তক্‌খণং অআণন্তী।
মুদ্ধ-বহূ থণ-বট্টে দিণ্ণং দইএণ ণহর-বঅং॥

প্রোঞ্ছতি ক্ষণং ধাবতি ক্ষণং প্রস্ফোটয়তি তৎ-ক্ষণং অজানতী।
মুগ্ধ-বধূঃ স্তন-পৃষ্ঠে (পট্টে) দত্তং দয়িতেন নখর-পদম্॥

৩৪

বাসারত্তে উণ্ণঅ-পওহরে জোব্বণে ব্ব বোলীণে।
পঢমেক্ক-কাস-কুসুমং দীসই পলিঅং ব ধরণীএ॥

বর্ষা-রাত্রৌ উন্নত-পয়োধরে যৌবনে ইব ব্যতিক্রান্তে।
প্রথমৈক-কাশ-কুসুমং দৃশ্যতে পলিতং ইব ধরণ্যাঃ॥

৩৫

কত্থ গঅং রই-ৰিম্‌ৰং কত্থ পণট্‌ঠাও চন্দ-তারাও।
গঅণে বলাঅ-পন্তিং কালো হোরং ব কট্‌ঠেই॥

কুত্র গতং রবি-ৰিম্বং কুত্র প্রণষ্টাঃ চন্দ্র-তারাঃ
গগনে বলাকা-পঙ্‌ক্তিং কালঃ হোরাং ইব কর্ষতি॥

৩৬

অবিরল-পডন্ত-ণব-জল-ধারা-রজ্জু-ঘটিঅং পঅত্তেণ।
অপহুত্তো উক্‌খেত্তুং রসই ব মেহো মহিং উঅহ॥

অবিরল-পতন্-নব-জল-ধারা-রজ্জু-ঘটিতাং প্রযত্নেন।
অপ্রভবন্ উৎক্ষেপ্তুং রসতি ইব মেঘঃ মহীং পশ্যত॥

৩১

অদ্ভুত এই প্রেমতরু বটে,
মানে বর্ধিত তাহার দেহ ;
প্রণয়বদ্ধ দৃঢ়মূল যার—
পতন শব্দ শোনে না কেহ।

৩২

চরণে পড়েছে—করিয়াছ হেলা,
প্রিয় কথা বলে শুনেছে শ্লেষ—
চলিয়া গিয়াছে—রোধ নাই তারে
মানের ফলটি ফলিবে বেশ !

৩৩

স্তনের পৃষ্ঠে নখের আঁচড় প্রিয়তম তার দিয়েছে এঁকে ;
দেখিবারে সেই রক্তচিহ্ন ব্যাকুল নয়ন গিয়েছে বেঁকে।
মুগ্ধা সে বধূ মুছিতেছে বৃথা,—ধুইতে ঝাড়িতে তখনি চায়।
যত ঝাড় তুমি কলঙ্করেখা, কভু কি তাহারা মিলায়ে যায় ?

৩৪

পয়োধরে আজ ঘন বাঁধ নাই, বর্ষার রাত লয়ের পথে ;
যৌবন যেন প্রস্তুত আজি বিদায়ের লাগি যাত্রারথে।
তাই তো ধরণী ধরেছে আজিকে আপন মাথায় কাশের ফুল ;
যৌবন শেষে ফুটে ওঠে কেশে ধবল রূপের বেদনা শূল।

৩৫

রবি ছবি আজ হারিয়ে গিয়েছে
চন্দ্র তারকা বিলুপ্ত ;
বরষার কাল বলাকা হরিছে,
হোরা মহাকাল প্রসুপ্ত।

৩৬

বরষার কালে অবিরাম ধারা
আকাশের গায় ঝুলান রশি ;
তুলিতে না পেরে ভারী এই ধরা
গরজিছে মেঘ ঊর্ধ্বে বসি।

৩৭

ও হিঅঅ ওহি-দিঅহং তইআ পডিবজ্জিউণ দইঅস্‌স।
অণ্ণেক্কাউল বীসম্ভ-ঘাই কিং তই সমারদ্ধং ॥
হে হৃদয় অবধি-দিবসং তদা প্রতিপদ্য দয়িতস্য।
অকস্মাৎ আকুলঃ বিস্রম্ভ-ঘাতিন্ কিং ত্বয়া সমারব্ধম্ ॥

৩৮

জো বি ণ আণই তস্‌স বি কহেই ভগ্‌গাই তেণ বলআই।
অই-উজ্জুআ বরাঈ অহ ব পিও সে হআসাএ ॥
যঃ অপি ন জানাতি তস্য অপি কথয়তি ভগ্নানি তেন বলয়ানি।
অতি-ঋজুকা বরাকী অথ বা প্রিয়ঃ তস্যাঃ হতাশায়াঃ ॥

৩৯

সামাই গরুঅ-জোব্বণ-বিসেস-ভরিএ কবোল-মূলম্মি।
পিজ্জই অহোমুহেণ ব কণ্ণবঅংসেণ লাবণ্ণং ॥
শ্যামায়াঃ গুরুক-যৌবন-বিশেষ-ভৃতে কপোল-মূলে।
পীয়তে অধোমুখেন ইব কর্ণাবতংসেন লাবণ্যম্ ॥

৪০

সেউল্লিঅ-সব্বঙ্গী গোত্ত-গ্‌গহণেণ তস্‌স সুহঅস্‌স।
দূইং পট্ঠাএন্তী তস্‌সেঅ ঘরঙ্গণং পত্তা ॥
স্বেদার্দ্রিত-সর্বাঙ্গী গোত্র-গ্রহণেন তস্য সুভগস্য।
দূতীং প্রস্থাপয়ন্তী তস্য এব গৃহাঙ্গণং প্রাপ্তা ॥

৪১

জন্মন্তরে বি চলণং জীএণ খু মঅণ তুজ্ঝ অচ্চিসসং।
জই তং পি তেণ বাণেণ বিজ্ঝসে জেণহং বিজ্ঝা ॥
জন্মান্তরে অপি চরণৌ জীবেন খলু মদন তব অর্চয়িষ্যামি।
যদি তং অপি তেন বাণেন বিধ্যসি যেন অহং বিদ্ধা ॥

৪২

ণিঅ-বকৃখারোবিঅ-দেহ-ভার-ণিউণং রসং লিহন্তেণ
বিঅসাবিউণ পিজ্জই মালই-কলিআ মহুঅরেণ ॥
নিজ-পক্ষারোপিত-দেহ-ভার-নিপুণং রসং লিহতা।
বিকাস্য পীয়তে মালতী-কলিকা মধুকরেণ ॥

৩৭

সে দিন প্রিয়ের বিচ্ছেদ আর
অবধি দিবসগুলি
মেনেছ হৃদয় ! আজ কেন তবে
যেতেছ সকল ভুলি ?

৩৮

যে জন জানে না তাহাকেও বলে—
'সে ভেঙেছে মোর বলয়খানি' ;
হয় সে অভাগী অতিশয় বোকা,
অথবা জারেরে মূর্খ জানি ।

৩৯

শ্যামা নায়িকার ভরা ভরা গালে
কর্ণাভরণ পড়েছে ঝুলে ;
পিপাসা মিটায়ে পান করে যেন
লাবণ্য তার কপোল মূলে

৪০

দূতীরে পাঠাবে নায়কের গৃহে
এমনি ছিলো গো তাহার আশ ;
নাম শুনে তার ঘাম ঝরে যায়—
আপনি ছুটিছে প্রিয়ের পাশ ।

৪১

জনমে জনমে পূজিব চরণ
যদি কামদেব এমন কর ।
যে বাণে আমাকে বিদ্ধ করেছ
সে বাণ যদি বা তাহাতে ধর ।

৪২

নিজের পাখায় দেহভার রাখি
ভ্রমর শুষিছে ফুলের রস ।
মালতী কলিকা পেলব বড় যে—
নিপুণের হয় সকলে বশ ।

৪৩

কুরুণাহো ব্বিঅ পহিও দূমিজ্জই মাহবস্‌স মিলিএণ ।
ভীমেণ জহিচ্ছিআএ দাহিণ-বাএণ ছিপ্পন্তো ॥

কুরু-নাথঃ ইব পথিকঃ দূয়তে মাধবস্য মিলিতেন ।
ভীমেন যদৃচ্ছয়া দক্ষিণ-পাদেন (বাতেন) স্পৃশ্যমানঃ ॥

৪৪

জাব ণ কোস-বিকাসং পাবই ঈসীস মালঈ-কলিআ ।
মঅরন্দ-পাণ-লোহিল্ল ভমর তাবচ্চিঅ মলেসি ॥

যাবৎ ন কোষ-বিকাসং প্রাপ্নোতি ঈষৎ মালতী-কলিকা
মকরন্দ-পান-লোভশীল ভ্রমর তাবৎ এব মর্দয়সি ॥

৪৫

অকঅণ্ণুঅ তুজ্‌ঝ কএ পাউস-রাঈস্থ জং মএ খুণ্ণং ।
উপ্পেক্‌খামি অলজ্জির অজ্জ বি তং গাম-চিক্‌খিল্লং ॥

অকৃতজ্ঞ তব কৃতে প্রাবৃড্‌-রাত্রিষু যঃ ময়া ক্ষুণ্ণঃ ।
উৎপ্রেক্ষে অলজ্জাশীল অদ্য অপি তং গ্রাম-পঙ্কম্‌ ॥

৪৬

রেহই গলন্ত-কেস-কৃখলন্ত-কুণ্ডল-ললন্ত-হার-লআ ।
অদ্ধুপ্পইআ বিজ্জাহরি ব্ব পুরুসাইরী বালা ॥

রাজতে গলৎ-কেশ-স্খলৎ-কুণ্ডল-ললদ্ধার-লতা ।
অর্ধোৎপতিতা বিদ্যাধরী ইব পুরুষায়িতশীলা বালা ॥

৪৭

জই ভমসি ভমস্থ এমেঅ কণ্‌হ সোহগ্‌গ-গব্বিরো গোট্‌ঠে ।
মহিলাণং দোস-গুণে বিচারঅইউং জই খমো সি ॥

যদি ভ্রমসি ভ্রম এবং এব কৃষ্ণ সৌভাগ্য-গর্বশীলঃ গোষ্ঠে ।
মহিলানাং দোষ-গুণৌ বিচারয়িতুং যদি ক্ষমঃ অসি ॥

৪৮

সংজ্‌ঝা-সমএ জল-পূরিঅঞ্জলিং বিহডিএক্ক-বাম-অরং ।
গোরীঅ কোস-পাণুজ্জঅং ব পমহাহিবং ণমহ ॥

সন্ধ্যা-সময়ে জল-পূরিতাঞ্জলিং বিঘটিতৈক-বাম করম্‌ ।
গোর্যৈ কোষ-পানোদ্যতং ইব প্রমথাধিপং নমত ॥

৪৩

মাধব-মিলিত ভীম-পদাঘাতে কুরুনাথ বুঝি মরমে মরে !
সে যে নিষ্ঠুর, না করি বিচার দক্ষিণ পদে আঘাত করে।
মধু বসন্তে বহিছে দারুণ, হৃদয়দহন দখিন বায় ;
মর্মে মরিয়া পথিক দেখ না—অন্তরে বড় বেদনা পায়।

৪৪

মালতী কলিকা ফোটেনি এখনো,
ভ্রমর কোরো না রসের লোভ।
মর্দনে তার কোষের বিকাশ
অন্তরে শুধু দিতেছে ক্ষোভ।

৪৫

বরষার রাতে তোমার লাগিয়া
যে পথে চলেছি আপনা ভুলি,
গাঁয়ের সে পথে এখনো পঙ্ক—
ওঠেনি তথায় পায়ের ধূলি।

৪৬

কেশ খুলে যায়, কুন্তল দোলে,
হারে রুণুঝুনু শব্দ করি,
পুরুষলীলায় সঙ্গত বালা—
উড্ডীন যেন বিদ্যাধরী।

৪৭

ভ্রমণ করিবে—ভ্রম হেথা কানু ! এই তো তোমার লীলার স্থল ;
এ মাঠে ও গোঠে কোন বাধা নাই, দুয়ার তোমার অনর্গল।
ভাগ্যের জোর তোমার আছে গো ! রমণীর আছে শতেক দোষ।
পুরুষ করিবে নারীর বিচার !—থাক থাক কথা, করোনা রোষ।

৪৮

সন্ধ্যায় ব'সে আজি প্রমথেশ
আচমন লাগি রচেছে কোষ ;
বাম করে টানে গৌরীর তনু
শান্ত করিতে তাহার রোষ।

৪৯

গামণিণো সব্বাসু বি পিআসু অণুমরণ-গহিঅ-বেসাসু।
মম্মচ্ছেএসু বি বল্লহাই উবরী বলই দিট্‌ঠী ॥

গ্রামণ্যঃ সর্বাসু অপি প্রিয়াসু অনুমরণ-গৃহীত-বেষাসু।
মর্মচ্ছেদেষু অপি বল্লভায়াঃ উপরি বলতে দৃষ্টিঃ ॥

৫০

মামি সরিসক্‌খরাণঁ বি অত্থি বিসেসো পঅম্পিঅব্বাণং।
ণেহমইআণঁ অন্নো অন্নো উবরোহমইআণং ॥

মাতুলানি সদৃশাক্ষরাণাং অপি অস্তি বিশেষঃ প্রজল্পিতব্যানাম্।
স্নেহময়ানাং অন্যঃ অন্যঃ উপরোধময়ানাম্ ॥

৫১

হিঅআহিন্তো পসরন্তি জাইঁ অন্নাইঁ তাইঁ বঅণাইং।
ওসরসু কিং ইমেহিং অহরুত্তর-মেত্ত-ভণিএহিং ॥

হৃদয়েভ্যঃ প্রসরন্তি যানি অন্যানি তানি বচনানি।
অপসর কিং এভিঃ অধরোত্তর-মাত্র-ভণিতৈঃ ॥

৫২

কহঁ সা সোহগ্‌গ-গুণং মএ সমং বহই নিগ্‌ঘিণ তুমম্মি।
জীঅ হরিজ্জই গোত্তং হরিউণ অ দিজ্জএ মজ্‌ঝ ॥

কথং সা সৌভাগ্য-গুণং ময়া সমং বহতি নির্ঘৃণ ত্বয়ি।
যস্যাঃ হ্রিয়তে গোত্রং হৃত্বা চ দীয়তে মহ্যম্ ॥

৫৩

সহি সাহসু সব্‌ভাবেণ পুচ্ছিমো কিং অসেস-মহিলাণং।
বড্‌ঢন্তি কর-ঠিআ ব্বিঅ বলআ দইএ পউট্‌ঠম্মি ॥

সখি শাধি সদ্ভাবেন পৃচ্ছামঃ কিং অশেষ-মহিলানাম্।
বর্ধন্তে কর-স্থিতাঃ এব বলয়াঃ দয়িতে প্রোষিতে ॥

৫৪

ভমই পলিত্তই জ্‌রই উক্‌খিবিউং সে করং পসারেই।
করিণো পঙ্ক-কৃখুত্তস্‌স ণেহ-ণিঅলাইআ করিণী ॥

ভ্রমতি পরিতঃ (পরিতপ্তা) খিদ্যতে উৎক্ষেপ্তুং তস্য করং প্রসারয়তি।
করিণঃ পঙ্ক-নিমগ্নস্য স্নেহ-নিগড়িতা করিণী ॥

৪৯

গ্রামনায়কের সকল বধূরা নিয়েছে গো সহমরণ বেশ ;
মরণশয়নে নায়কের আজ মর্ম জরিছে—জীবন শেষ।
তথাপি তাহার নয়ন ঘুরিছে বল্লভা সেই প্রিয়ার মুখে
বিদায়ের ক্ষণে শেষ ভালবাসা রেখে যাবে আজ তাহারি বুকে

৫০

সমান বর্ণে সমান কথাটি—
ভাবে ভাবে তবু অনেক দূর ;
প্রেমের কথায় একভাব জাগে,
উপরোধে বাজে অন্য স্থর।

৫১

হৃদয়ের থেকে যে কথাটি আসে
তাহাকে বোঝা কি কঠিন কাজ ?
দূরে সরে যাও—সহিতে পারি না
মিথ্যা কথার সত্য সাজ।

৫২

বুঝিতে পারি না—সে নারীর কেন
আমার উপরে হইবে জয় ?
নাম হরে তার আমাকে দিতেছ
আমার লাভেতে তাহার ক্ষয়।

৫৩

ভালোভাবে আমি প্রশ্নটি রাখি—
আমার প্রশ্ন জবাব চায়—
'প্রবাসে দয়িত থাকিলে কি সখী !
হাতের বলয় বাড়িয়া যায় ?'

৫৪

হস্তী পড়েছে পঙ্ককুণ্ডে, হস্তিনী ভ্রমে তাহার পাশ ;
খেদ করে আর পাগল হইয়া শুঁড়টি বাড়ায়—তুলিবে আশ।
প্রেমের বাঁধন এমনি কঠিন তাহাকে ছিঁড়িবে সাধ্য কার ?
সেই নিগড়ের নিবিড় বাঁধনে হস্তিনী ঘোরে জলের ধার।

৫৫

রই কেলি-হিঅ-ণিঅংসণ-কর-কিসলঅ-রুদ্ধ-ণঅণ-জুঅলস্স ।
রুদ্দস তইঅ-ণঅণং পব্বই-পরিউম্‌বিঅং জঅই ॥

রতি-কেলি-হৃত-নিবসন-কর-কিসলয়-রুদ্ধ-নয়ন-যুগলস্য ।
রুদ্রস্য তৃতীয়-নয়নং পার্বতী-পরিচুম্‌বিতং জয়তি ॥

৫৬

ধাবই পুরও পাসেসু ভমই দিট্‌ঠী-পহম্মি সংঠাই ।
ণব-লইকরস্স তুহ হলিঅ-উত্ত দে পহরসু বরাইং ॥

ধাবতি পুরতঃ পার্শ্বয়োঃ ভ্রমতি দৃষ্টি-পথে সংতিষ্ঠতে ।
নব-লতিকা-করস্য তব হলিক-পুত্র হে প্রহর বরাকীম্‌ ॥

৫৭

কারিমমাণন্দবডং ভামিজ্জন্তং বহূঅ সহিআহিং ।
পেচ্ছই কুমারী-জারো হাসুম্মিস্সেহিঁ অচ্ছীহিং ॥

কৃত্রিমং আনন্দ-পটং ভ্রাম্যমাণং বধ্বাঃ সখীভিঃ ।
প্রেক্ষতে কুমারী-জারঃ হাসোন্মিশ্রাভ্যাং অক্ষিভ্যাম্‌ ॥

৫৮

সণিঅং সণিঅং ললিঅঙ্গলীঅ মঅণ-বড-লাঅণ-মিসেণ ।
বন্ধেই ধবল-বণ-বট্টঅং ব বণিআহরে তরুণী ॥

শনকৈঃ শনকৈঃ ললিতাঙ্গুল্যা মদন-পট-লাপন-মিষেণ ।
বধ্নাতি ধবল-ব্রণ-পট্টকং ইব ব্রণিতাধরে তরুণী ॥

৫৯

রই-বিরম-লজ্জিআও অপ্পত্ত ণিঅংসণাওঁ সহস ব্ব ।
ঢক্কন্তি পিঅঅমালিঙ্গণেণ জহণং কুল-বহূও ॥

রতি-বিরম-লজ্জিতাঃ অপ্রাপ্ত-নিবসনাঃ সহসা এব ।
আচ্ছাদয়ন্তি প্রিয়তমালিঙ্গনেন জঘনং কুল-বধ্বঃ ॥

৬০

পাঅডিঅং সোহগ্‌গং তম্‌বাএ উঅহ গোট্‌ঠ-মজ্ঝম্মি ।
দুট্‌ঠ-বসহস্স সিঙ্গে অক্‌খি-উডং কণ্ডুঅন্তীএ ॥

প্রকটিতং সৌভাগ্যং গবা পশ্যত গোষ্ঠ-মধ্যে ।
দুষ্ট-বৃষভস্য শৃঙ্গে অক্ষি-পুটং কণ্ডূয়ন্ত্যা ॥

৫৫

রতি উৎসবে মাতিয়া উঠিয়া রুদ্র হরেছে উমার বাস।
উমার হস্ত দুটি চোখ ঢাকে—তৃতীয় নয়নে উপজে হাস।
দিশাহারা দেবী—চঞ্চল চোখ ঢাকিবে কেমনে চিন্তা করি'
চুম্বন দেয় তৃতীয় নয়নে, শরমে রাঙিয়া—মরমে মরি।

৫৬

বেগে ধেয়ে যায়, পাশে ফিরে আসে,
দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকে ;
হলিকপুত্র বেত নিয়ে হাতে
ওই বুঝি হানে প্রহার তাকে।

৫৭

সখীরা বধূর আনন্দপট
ঘুরায় দেখিয়া বধূর জার,
কৃত্রিম বুঝে' হাসিতে হাসিতে
রঙ্গে বুজিল নয়ন তার।

৫৮

দংশনক্ষত অধরে আজিকে
প্রলেপ দিতেছে তরুণী অই ;
শীতের প্রকোপে মোম ঘসে দোয়া
ছলনা তাহার—বলিনু সই !

৫৯

রতি অবসানে আবরণহীনা
কুলবধূ কাঁদে শরমে ম'রে ;
প্রিয়ালিঙ্গনে জঘন ঢাকিছে
বসন গিয়াছে কোথায় সরে !

৬০

গোচারণ মাঠে ভাগ্যের জোর
ওই গাভীটির আছেই আছে।
দুষ্ট বৃষের শৃঙ্গঘষায়
কণ্ডু তি থেকে নয়ন বাঁচে।

৬১

উহ সংভম-বিক্‌খিত্তং রমিঅব্বঅ-লেহলাএ অসঈএ।
ণবরঙ্গঅং কুডঙ্গে ধঅং ব দিগ্নং অবিণঅস্‌স ॥

পশ্য সংভ্রম-বিক্ষিপ্তং রন্তব্যক-লম্পটয়া অসত্যা।
নবরঙ্গকং কুড়ঙ্গে (কুঞ্জে) ধ্বজং ইব দত্তং অবিনয়স্য ॥

৬২

হত্থ-প্‌ফংসেণ জরগ্‌গবী বি পণ্‌হহই দোহঅ-গুণেণ।
অবলোঅণ-পণ্‌হুইরিং পুত্তঅ পুগ্নেহিঁ পাবিহিসি ॥

হস্ত-স্পর্শেন জরদ্‌-গবী অপি প্রস্নৌতি দোহদ-গুণেন।
অবলোকেন-প্রস্রবনশীলাং পুত্রক পুণ্যৈঃ প্রাপ্‌স্যসি ॥

৬৩

মসিণং চঙ্‌কম্মন্তী পএ পএ কুণই কীস মুহ-ভঙ্গং।
ণ্ণং সে মেহলিআ জহণ-গঅং ছিবই ণহ-বস্তিং ॥

মসৃণং চঙ্‌ক্রম্যমাণা পদে পদে করোতি কিমিতি মুখ-ভঙ্গম্‌।
নূনং তস্যাঃ মেখলিকা জঘন-গতাং স্পৃশতি নখ-পঙ্‌ক্তিম্‌ ॥

৬৪

সংবাহণ-সুহ-রস-তোসিএণ দেন্তেণ তুহ করে লক্‌খং।
চলণেণ বিক্কমাইচ্চ-চরিঅঁ অণুসিক্‌খিঅং তিস্‌সা ॥

সংবাহন (সংব্যাধন)-সুখ-রস-তোষিতেন দদতা তব করে লাক্ষাং (লক্ষম্‌)
চরণেন বিক্রমাদিত্য-চরিতং অনুশিক্ষিতং তস্যাঃ ॥

৬৫

পাঅ-পডণাণঁ মুদ্ধে রহস-বলামোডি-চুম্বিঅব্বাণং।
দংসন-মেত্ত-পসন্নে চুক্কাসি সুহাণঁ বহুআণং ॥

পাদ-পতনানাং মুগ্ধে রভস-বলাৎকার-চুম্বিতব্যানাম্‌।
দর্শন-মাত্র-প্রসন্নে ভ্রষ্টা অসি সুখানাং বহুকানাম্‌ ॥

৬৬

দে সুঅণু পসিঅ এণ্‌হিং পুণো বি সুলহাইঁ রূসিঅব্বাইং।
এসা মঅচ্ছি মঅ-লাঞ্ছণুজ্জলা গলই ছণ-রাঈ ॥

হে সুতনু প্রসীদ ইদানীং পুনঃ অপি সুলভানি রোষিতব্যানি।
এষা মৃগাক্ষি মৃগ-লাঞ্ছনোজ্জলা গলতি ক্ষণ-রাত্রিঃ ॥

৬১

দেমাকে মেলেছে কুঞ্জ দুয়ারে

রতিলম্পটা অসতী রাণী ;

শীল-সংহারি পতাকারূপেতে

কুসুম রঙের বস্ত্রখানি।

৬২

বুড়ী গাই দুধ দেয় তাহা জানি—

গোয়ালার গুণ জানিও বাপ্।

দর্শনে যেটি প্রসূতা হবে—

ভাগ্যের জোরে তাহার লাভ।

৬৩

সমতল ভূমে চলিছে তরুণী

ভ্রুকুটি-কুটিলা প্রতিটি পদে ;

মেখলার ঘষা জঘন প্রদেশে

বেদনা জাগায় নখের ক্ষতে।

৬৪

সেবিয়া তাহার চরণযুগল বিনিময়ে পাও লাক্ষারাগ ;
সুখ-রস-দানে প্রতিদান লাভ ইহারেই কহে হে মহাভাগ !
চরণ তাহার অনুকার করে রাজাবিক্রম চরিতখানি ;
সেও যে ফেলিত ভৃত্যের হাতে লক্ষ মুদ্রা হেলায় জানি।

৬৫

পতিদরশনে প্রসন্ন মুখ মানিছ তাহাকে পরম ধন ;
বঞ্চিত তুমি বহু সুখ থেকে—সহজে দিও না তোমার মন।
রভসলালসে আসিবে যখন, চুম্বনে যত মনের সাধ
পায়ে প'ড়ে পতি সাধিবে, কাঁদিবে—তখনো দিও না বাহুর বাঁধ।

৬৬

মান ত্যাগ কর হরিণনয়না !

মানের রজনী অনেক পাবে।

সুতনুকা সখী !   চাঁদনী রাতের

উৎসব আজ বিফলে যাবে।

৬৭

আবণ্ণাইঁ কুলাইং দো ব্বিঅ জাণন্তি উণ্ণইং ণেউং ।
গোরীঅ হিঅঅ-দইও অহবা সালাহণ-ণরিন্দো ॥

আপন্নানি (আপর্ণাণি) কুলানি দ্বৌ এব জানীতঃ উন্নতিং নেতুম্ ।
গোর্যাঃ হৃদয়-দয়িতঃ অথবা শালিবাহন-নরেন্দ্রঃ ॥

৬৮

ণিক্কণ্ড-দুরারোহং পুত্তঅ মা পাডলিং সমারুহস্থ ।
আরূঢ়-ণিবডিআ কে ইমীঅ ণ কআ হআসাএ ॥

নিষ্কাণ্ড-দুরারোহাং পুত্রক মা পাডলিং সমারোহ ।
আরূঢ়-নিপতিতাঃ কে অনয়া ন হতাশয়া ॥

৬৯

গামণি-ঘরম্মি অত্তা এক্ক ব্বিঅ পাডলা ইহ গ্‌গামে
বহু-পাডলং চ সীসং দিঅরস্স ণ সুন্দরং এঅং ॥

গ্রামণি-গৃহে শ্বশ্রূ একা এব পাটলা ইব গ্রামে ।
বহু-পাটলং চ শীর্ষং দেবরস্য ন সুন্দরং এতৎ ॥

৭০

অণ্ণাণঁ বি হোন্তি মুহে পম্হল-ধবলাইঁ দীহ-কসণাইং ।
ণঅণাইঁ সুন্দরীণং তহ বি হু দট্ঠুং ণ জাণন্তি ॥

অন্যাসাং অপি ভবন্তি মুখে পক্ষ্মল-ধবলানি দীর্ঘ-কৃষ্ণানি ।
নয়নানি সুন্দরীণাং তথাপি খলু দ্রষ্টুং ন জানন্তি ॥

৭১

হংসেহিঁ ব তুহ রণ-জলঅ-সমঅ-ভঅ-চলিঅ-বিহল-বক্‌খেহিং
পরিসেসিঅ-পোম্মাসেহিঁ মাণসং গম্মই রিউহিং ॥

হংসৈঃ ইব তব রণ-জলদ-সময়-ভয়-চলিত-বিহ্বল-পক্ষৈঃ ।
পরিশেষিত-পদ্মাশৈঃ মানসং গম্যতে রিপুভিঃ ।

৭২

দুগ্‌গঅ-ঘরম্মি ঘরিণী রক্‌খন্তী আউলত্তণং পইণে
পুচ্ছিঅ-দোহল-সদ্ধা পুণো বি উঅঅং বিঅ কহেই

দুর্গত-গৃহে গৃহিণী রক্ষন্তী আকুলত্বং পত্যুঃ
পৃষ্ট-দোহদ-শ্রদ্ধা পুনঃ অপি উদকং এব কথয়তি ॥

৬৭

আপন্নকুল অপর্ণাকুল
উভয়ের যাহা সমুন্নতি।
সে শুধু সাধিবে নৃপেন্দ্রহাল,
আর ওই দেব উমার পতি।

৬৮

পাটলিশাখায় উঠো না গো তুমি
ওর নাই কোন কাণ্ডধারা ;
কত অভাগারে তুলিয়া উপরে
করেছে তাদেরে জীবনহারা !

৬৯

গ্রামণীর ঘরে একটি পাটলা সে কথা সবার জানা ;
দেবর সেথায় করে আনাগোনা, কেহ তো করে না মানা।
এখানেই শেষ নহে তো তাহার—অনেক পাটলা সেবা,
ভাল তাহা কভু নহে গো জননী ! বুঝাবে তাহাকে কেবা ?

৭০

ধবলকৃষ্ণ বিলোকন আর পক্ষ্মল চোখ দুটি ;
রমণী-সমাজে যেখানে সেখানে সহজেই রহে ফুটি।
আয়তলোচনে বাঁকা কটাক্ষ—সুলভ নহে গো তাহা ;
তোমার নয়নে বিভ্রমসাথে খেলিছে আজিকে যাহা।

৭১

মেঘগর্জনে চকিতহংস চলেছে মানস পানে,
পদ্মের বন নিঃশেষ আজ—একথা তাহারা জানে।
নেহারি আজিকে জলদের মত ঘনঘোর রণসাজ—
গলিতপক্ষ শত্রু তোমার মন যোগাইছে আজ।

৭২

গরীব ঘরের বধূটি সে যে গো,
তাই তো পতির রাখিতে মান;
সাধের বার্তা জানিতে চাহিলে,
ইচ্ছা জানায় সলিল পান।

৭৩

আঅম্ব-লোঅণাণং ওল্লংস্থঅ-পাঅডোরু-জহণাণং।
অবরণ্হ-মজ্জিরীণং কএ ণ কামো বহই চাবং॥

আতাম্র-লোচনানাং আর্দ্রাংশুক-প্রকটোরু-জঘনানাম্।
অপরাহ্ণ-মজ্জনশীলানাং কৃতে ন কামঃ বহতি চাপম্॥

৭৪

কে উব্বরিআ কে ইহ ণ খণ্ডিআ কে ণ লুত্ত-গুরু-বিহবা।
ণহরাইং বেসিণিও গণণা-রেহা উববহন্তি॥

কে উর্বরিতাঃ কে ইহ ন খণ্ডিতাঃ কে ন লুপ্ত-গুরু-বিভবাঃ।
নখরাণি (নখ-রাজিং) বেশিন্যঃ গণনা-রেখাঃ উপবহন্তি॥

৭৫

বিরহেণ মন্দরেণ ব হিঅঅং দুদ্ধোঅহিং ব মহিউণ।
উম্মূলিআইঁ অব্বো অম্হং রঅণাইঁ ব স্থহাইং॥

বিরহেণ মন্দরেণ ইব হৃদয়ং দুগ্ধোদধিং ইব মথিত্বা।
উন্মূলিতানি অহো অস্মাকং রত্নানি ইব সুখানি॥

৭৬

উজ্জুঅ-রএ ণ তূসই বক্কম্মি বি আঅমং বিঅপ্পেই।
ত্রথ অহব্বাএঁ মএ পিএ পিঅং কহঁ ণু কাঅব্বং॥

ঋজুক-রতে ন তুষ্যতি বক্রে অপি আগমং বিকল্পয়তি।
অত্র অভব্যয়া ময়া প্রিয়ে প্রিয়ং কথং নু কর্তব্যম্॥

৭৭

বহু-বিহ-বিলাস-রসিএ স্থরএ মহিলাণঁ কো উবজ্ঝাও।
সিক্খই অসিক্খিআইঁ বি সব্বো ণেহাণুবন্ধেণ॥

বহু-বিধ-বিলাস-রসিকে সুরতে মহিলানাং কঃ উপাধ্যায়ঃ।
শিক্ষ্যতে অশিক্ষিতানি অপি সর্বঃ স্নেহানুবন্ধেন॥

৭৮

বণ্ণ-বসিএ বিঅখসি সচ্চং বিঅ সো তুএ ণ সংভবিও।
ণ হু হোস্তি তম্মি দিট্ঠে স্থখাবখাইঁ অঙ্গাইং॥]

বর্ণ-বশিতে বিকত্থসে সত্যং এব স ত্বয়া ন সম্ভাবিতঃ।
ন খলু ভবন্তি তস্মিন্ দৃষ্টে স্বস্থাবস্থানি অঙ্গানি॥

৭৩

দিবসের শেষে গাহন করিয়া চলেছে তরুণী সিক্তবাস ;
উরুতে জঘনে লিপ্ত বসন, অধরের কোণে মধুর হাস।
অপাঙ্গ তার তাম্র বরণ—বিমোহিনী সেই নারীর তরে,
নির্জিত কাম আপন ধনুতে পুষ্প সায়ক কভু না ধরে।

৭৪

এসেছে মজেছে কতনা পুরুষ, কেহ বা পতনে আঘাত পায় ;
নিঃস্ব হ'য়েছে কত না মানুষ, আজিকে তাহারা কাঁদিয়া যায়।
সংখ্যা তাদের কেহ রাখিল না—বেশ্যার গৃহে কত যে জার ;
সংখ্যার রূপে নখের চিহ্ন ফুটিয়া রয়েছে দেহেতে তার।

৭৫

মন্দর কাড়ে রত্ননিচয়
সাগরের বুক শূন্য হয়।
তোমার বিরহ মথিছে হৃদয়
সকল সুখের করিয়া ক্ষয়।

৭৬

সহজ সরল বিলাসের লীলা বিভ্রমহীন—ঘটেনা তোষ ;
বক্রলীলায় উঠিবে প্রশ্ন 'কেবা শিখাইল ?'—সেও তো দোষ !
'অশিষ্ট' এই তিরস্কারের কথাগুলো মোর গলার মালা।
প্রিয়েতে ঘটে না প্রিয় ব্যবহার—সেও যে আবার বিষম জ্বা[illegible] !

৭৭

বিলাসের খেলা কে শিখাবে বল
রসের বিলাস নিজেই গুরু ;
প্রগাঢ় প্রণয় শিখায় সকল,
প্রেমবন্ধনে যাহার শুরু।

৭৮

গুণনির্জিত রূপে বশীভূত ! গাহিছ কেবল তাহার যশ ;
জানি সে তোমাকে নিঃস্ব করেছে, কিছুই রাখেনি তোমার বশ।
অনুপম সে যে ! তোমার নয়ন কেমনে তাহারে করিবে জয় ?
দর্শনে যার নারীর অঙ্গ নারীর থাকে না—তাহারি হয়।

৭৯

আসন্ন-বিআহ-দিণে অহিণব-ৰহু-সংগমসস্সুঅ-মণস্স।
পঢম-ঘরিণীঅ সুরঅং বরস্স হিঅএ ণ সংঠাই॥

আসন্ন-বিবাহ-দিনে অভিনব-ৰধূ-সংগমোৎসুক-মনসঃ।
প্রথম-গৃহিণ্যাঃ সুরতং বরস্য হৃদয়ে ন সংতিষ্ঠতে॥

৮০

জই লোক-ণিন্দিঅং জই অমঙ্গলং জই বিমুক্ক-মজ্জাঅং।
পুপ্ফবই-দংসণং তহবি দেই হিঅঅস্স ণিব্বাণং॥

যদি লোক-নিন্দিতং যদি অমঙ্গলং যদি বিমুক্ত-মর্যাদম্।
পুষ্পবতী-দর্শনং তথাপি দদাতি হৃদয়স্য নির্বাণম্॥

৮১

জই ণ ছিবসি পুপ্ফবইং পুরও তা কীস বারিও ঠাসি।
ছিত্তোসি চুলচুলস্তেহিঁ ধাবিউণ অম্হ হত্থেহিং॥

যদি ন স্পৃশসি পুষ্পবতীং পুরতঃ তৎ কিমিতি বারিতঃ তিষ্ঠসি।
স্পৃষ্টঃ অতি চুলচুলায়মানৈঃ ধাবিত্বা অস্মাকং হস্তৈঃ॥

৮২

উজ্জাগরঅ-কসাইঅ-গুরুঅচ্ছী মোহ-মণ্ডণ-বিলক্খা।
লজ্জই লজ্জালুইণী সা সুহঅ সহীহিঁ বি বরাঈ॥

উজ্জাগরক-কষায়িত-গুরুকাক্ষী মোঘ-মণ্ডন-বিলক্ষা।
লজ্জতে লজ্জাশীলা সা সুভগ সখীভ্যঃ অপি বরাকী॥

৮৩

ণ বি তহ অই গরুএণ বি তম্মই হিঅএ ভরেণ গৰ্ভস্স।
জহ বিপরীঅ-ণিহুঅণং পিঅম্মি সোণ্হা অপাৰন্তী॥

ন অপি তথা অতি-গুরুকেণ অপি তাম্যতি হৃদয়ে ভরেণ গর্ভস্য।
যথা বিপরীত-নিধুবনং প্রিয়ে স্নুষা অপ্রাপ্নুবতী॥

৮৪

অগণিঅ-জণাববাঅং অবহত্থিঅ-গুরু-অণং বরাঈএ।
তুহ গলিঅ-দংসণাএ তীএ বলিউণ চিরং রুণ্ণং॥

অগণিতজনাপবাদং অবহস্তিত-গুরু-জনং বরাক্যা।
তব গলিত-দর্শনয়া তয়া বলিত্বা চিরং রুদিতম্॥

৭৯

আবার বিবাহ আসন্ন যবে,
নববধূটির অজানা মুখ—
এলোমেলো ক'রে ভুলিয়ে ছাড়ে গো
প্রথম বধূর মিলন সুখ।

৮০

লোকনিন্দিত ভ্রষ্ট আচার
মর্যাদাহানি সুনিশ্চিত ;
তথাপি অশুচি নারী দরশনে
মানুষ কভু তো হয় না ভীত !

৮১

পুষ্পবতীরে ছোঁয়া যদি দোষ
বারণ মান না কেন গো স্বামী ?
আমারও দেখ না চঞ্চল হাত
নিষেধ মানে না—ছুঁয়েছি আমি।

৮২

বিপ্রলব্ধা সখীটির দশা কাহাকে বলিব বুঝিবে কেবা ?
নিশাজাগরণে রক্তনয়ন—যেন সে করেছে বারুণী সেবা।
অঙ্গে তাহার যত মণ্ডন—নিষ্ফল হ'য়ে দিতেছে ভার,
সখীর সমুখে লজ্জায় আজ তুলিতে পারে না মুখটি তার।

৮৩

গর্ভিণী-বধূ প্রিয়তম সহ
নিধুবনলীলা কেমনে সাধে !
গুরুভারে নয়—বিপরীত সুখ-
বঞ্চিত হোয়ে কেবল কাঁদে।

৮৪

দর্শনে তব বঞ্চিত সখী
কাঁদিছে কেবল ঘুরায়ে মুখ ;
গুরুজনে আর লোকলজ্জায়
নাহি যে শঙ্কা—গিয়াছে সুখ।

৮৫

হিঅঅং হিঅএ ণিহিঅং চিত্তালিহিঅ ব্ব তুহ মুহে দিট্ঠী।
আলিঙ্গণ-রহিআইং ণবরং খিজ্জন্তি অঙ্গাইং ॥

হৃদয়ং হৃদয়ে নিহিতং চিত্রালিখিতা ইব তব মুখে দৃষ্টিঃ
আলিঙ্গন-রহিতানি কেবলং ক্ষীয়ন্তে অঙ্গানি ॥

৮৬

অহঅং বিওঅ-তণুঈ দুসহো বিরহাণলো চলং জীঅং।
অপ্পাহিজ্জউ কিং সহি জাণসি তং চেব জং জুত্তং ॥

অহং বিয়োগ-তন্বী দুঃসহঃ বিরহানলঃ চলঃ জীবঃ।
অভিধীয়তাং কিং সখি জানাসি ত্বং এব যৎ যুক্তম্ ॥

৮৭

তুহ বিরহুজ্জাগরও সিবিণে বি ণ দেই দংসণ-সুহাইং।
বাহেণ জহালোঅণ-বিণোঅণং সে হঅং তং পি ॥

তব বিরহোজ্জাগরকঃ স্বপ্নে অপি ন দদাতি দর্শন-সুখানি।
বাষ্পেণ যথালোকন-বিনোদনং তস্যাঃ হৃতং তৎ অপি ॥

৮৮

অণ্ণাবরাহ-কুবিও জহ তহ কালেণ গম্মই পসাঅং।
বেসত্তণাবরাহে কুবিঅং কহঁ তং পসাইস্সং ॥

অন্যাপরাধ-কুপিতঃ যথা তথা কালেন গম্যতে প্রসাদম্।
দ্বেষ্যত্বাপরাধে কুপিতং কথং ত্বং প্রসাদয়িষ্যামি ॥

৮৯

দীসসি পিআন্নি জম্পসি সব্ভাবো সুহঅ এত্তিঅব্বেঅ।
ফালেইউণ হিঅঅং সাহস্সু কো দাবএ কস্স ॥

দৃশ্যসে প্রিয়াণি জল্পসি সদ্ভাবঃ সুভগ এতাবান্ এব।
ফালয়িত্বা হৃদয়ং শাধি (শংস) কঃ দর্শয়তি কস্য ॥

৯০

উঅঅং লহিউণ উত্তাণিআণণা হোন্তি কে বি সবিসেসং।
রিত্তা ণমন্তি সুইরং রহট্ট-ঘড়িঅ ব্ব কাপুরিসা ॥

উদকং লব্ধ্বা-উত্তানিতাননাঃ ভবন্তি কে অপি সবিশেষম্।
রিক্তাঃ নমন্তি সুচিরং রহট্ট (অরঘট্ট)-ঘটিকাঃ ইব কাপুরুষাঃ

৮৫

হৃদয়ে হৃদয়—ছবির মতন
নেহারিছে মুখ আপন মনে ;
তবু ক্ষীয়মান অঙ্গ তাহার
সে যে বঞ্চিত আলিঙ্গনে।

৮৬

বিচ্ছেদে তনু হোল তনুতর,
আর তো সহে না—তোমারে কই ;
জীবন আমার ফুরায়ে এসেছে
এ কথা তাহাকে বোঝাবে সই।

৮৭

বিরহের জ্বালা নিদ কেড়ে নেয়,
স্বপ্নে মিটেনা মনের সাধ ;
অশ্রু পূরিয়া নয়নে তাহার
চোখের দেখায় সাধিছে বাদ।

৮৮

দোষ ঘটে যদি—শোধনের পথে
চিত্তপ্রসাদ সাধন চলে।
উদাসীন স্বামী দেখিতে পারে না—
তার মন পাব কিসের বলে ?

৮৯

এত প্রেম তব ! প্রিয় কথা বল,
নিত্য রয়েছ চোখের পরে।
হৃদয় খুলিয়া মাঝে মাঝে দাও
তাই দেখে আমি মরি গো ডরে !

৯০

ইঁদারায় ঘটী নামে নীচু মুখে।
উদর তখন শূন্য রয়,
উদর ভরিয়া উঁচু মুখে ওঠে,
নীচের চরিত এমনি হয়।

৯১

ভগ্‌গ-পিঅ-সংগমং কেত্তিঅং ব জোণ্‌হা-জলং ণহ-সরম্মি।
চন্দ-অর-পণাল-ণিজ্ঝর-ণিবহ-পডন্তং ণ ণিট্‌ঠাই॥

ভগ্ন-প্রিয়-সঙ্গমং কিয়ৎ ইব জ্যোৎস্না-জলং নভঃ-সরসি।
চন্দ্র-কর-প্রণাল-নির্ঝর-নিবহ-পতৎ ন নিস্তিষ্ঠতি॥

৯২

সুন্দর-জুআণ-জণ-সংকুলে বি তুহ দংসণং বিমগ্‌গন্তী।
রণ্ণ ব্ব ভমই দিট্‌ঠী বরাইআএ সমুব্বিগ্‌গা॥

সুন্দর-যুবজন-সংকুলে অপি তব দর্শনং বিমার্গয়ন্তী।
অরণ্যে ইব ভ্রমতি দৃষ্টিঃ বরাকিকায়াঃ সমুদ্বিগ্না॥

৯৩

অই-কোবণা বি সাসু রুআবিআ গঅ-বঈঅ সোণ্‌হাএ।
পাঅ-পডণোণ্ণআএ দোসু বি গলিএসু বলএসু॥

অতি-কোপনা অপি শ্বশ্রূঃ রোদিতা গত-পতিকয়া স্নুষয়া
পাদ-পতনাবনতয়া দ্বয়োঃ অপি গলিতয়োঃ বলয়য়োঃ॥

৯৪

রোবন্তি ব্ব অরণ্ণে দূসহ-রই-কিরণ-ফংস-সংতত্তা।
অই-তার-ঝিল্লি-বিরুএহিঁ পাঅবা গিম্হমজ্ঝণ্‌হে॥

রুদন্তি ইব অরণ্যে দুঃসহ-রবি-কিরণ-স্পর্শ-সংতপ্তাঃ।
অতি-তার ঝিল্লী-বিরুতৈঃ পাদপাঃ গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে॥

৯৫

পঢ়ম-ণিলীণ-মহুর-মহু-লোহল্লালি-উল-বদ্ধ-ঝংকারং।
অহিম-অর-কিরণ-ণিউরম্ব-চুম্বিঅং দলই কমল-বণং॥

প্রথম-নিলীন-মধুর-মধু-লোভশীলালি-কুল-বদ্ধ-ঝংকারম্।
অহিম-কর-কিরণ-নিকুরম্ব-চুম্বিতং দলতি কমল-বনম্॥

৯৬

গোত্ত-কৃখলণং সোউণ পিঅঅমে অজ্জ তীঅ খণ-দিঅহে।
বজ্ঝ-মহিসস্‌স মাল ব্ব মণ্ডণং উঅহ পডিহাই॥

গোত্র-স্খলনং শ্রুত্বা প্রিয়তমে অদ্য তস্যাঃ ক্ষণ-দিবসে।
বধ্য-মহিষস্য মালা ইব মণ্ডনং পশ্যত প্রতিভাতি॥

৯১

আকাশের হ্রদে জোছনা প্লাবন প্রিয়ের মিলনে সাধিছে বাদ ;
শবুর সহে না, ঘর বার করি—কে কোথা দেখেছে এমন রাত ?
চন্দ্রের কর প্রণাল যেন গো, বহিছে তাহাতে জ্যোৎস্নাধারা।
অনন্ত যেন আলোর প্রবাহ নিঃশেষে কভু হয় না হারা।

৯২

সুন্দর যুবা কতনা রয়েছে,
তবু অভাগীর নয়ন দুটি
আশানিরাশার অসহ পুলকে
অরণ্যে বুঝি উঠিল ফুটি !

৯৩

কোপনস্বভাব শাশুড়ী তাহার একথা সবাই বলে ;
প্রোষিত-পতিকা পুত্রের বধূ নমিছে চরণতলে।
পদধূলি লাগি দুহাত বাড়ায় কঙ্কন খসে পড়ে ;
এ মূরতি দেখি শাশুড়ীর চোখে নীরবে অশ্রু ঝরে।

৯৪

গ্রীষ্মের তাপ—আগুন ঝরিছে, খাঁ খাঁ করে মাঠ আজ ;
গৃহকোণে সব আশ্রয় নেয় ফেলিয়া সকল কাজ।
ঝিল্লীর তানে বৃক্ষ কাঁদিছে বনানী পুড়িয়া যায়।
দগ্ধ দিনের মর্ম বোঝনা—তোমাকে বোঝান দায়।

৯৫

অলিগুঞ্জিত কমল কানন কত রহস্য ভরা !
গুঞ্জন সে যে প্রেমসঙ্গীত অর্থ পড়েছে ধরা।
সঞ্চিত মধু ওষ্ঠে ধরেছে, ভ্রমর করিছে পান ;
সূর্যকিরণে সারাদেহে তার বহিছে রূপের বান।

৯৬

আজ গৃহে আছে মহা-উৎসব গৃহবধূ তাই সেজেছে ভালো ;
পতিমুখে শোনে ভুলকরা নাম—স্খলিত বচনে মুখটি কালো।
নিস্তেজ হয় উৎসবরাত, মণ্ডন যত ব্যর্থ জানি।
বধ্যভূমিতে বৃথা দোলে যেন মহিষকণ্ঠে মালিকাখানি।

৯৭

মহমহই মলঅ-বাও অত্তা বারেই মং ঘরা ণেন্তীং।
অঙ্কোল্ল-পরিমলেণ বি জো কৃখু মও স মও ব্বেঅ ॥

মহমহায়তে মলয়-বাতঃ শ্বশ্রূঃ বারয়তি মাং গৃহাৎ নির্যান্তীম্।
অঙ্কোট-পরিমলেন অপি যঃ খলু মৃতঃ সঃ মৃতঃ এব ॥

৯৮

মুহ-পেচ্ছও পঈ সে সা বি হু সবিসেস-দংসণুম্মইআ।
দো বি কঅথা পুহইং অমহিল-পুরিসং ব মণ্ণন্তি ॥

মুখ-প্রেক্ষকঃ পতিঃ তস্যাঃ সা অপি খলু সবিশেষ-দর্শনোন্মত্তা।
দ্বৌ অপি কৃতার্থৌ পৃথিবীং অমহিলা-পুরুষাং ইব মন্যেতে ॥

৯৯

খেমং কত্তো খেমং জো সো খুজ্জম্বও ঘর-দ্দারে।
তস্স কিল মত্থআও কো বি অণত্থো সমুপ্পণ্ণো ॥

ক্ষেমং কুতঃ ক্ষেমং যঃ সঃ কুব্জাম্রকঃ গৃহ-দ্বারে।
তস্য কিল মস্তকাৎ কঃ অপি অনর্থঃ সমুৎপন্নঃ ॥

১০০

আউচ্ছণ-বিচ্ছাঅং জাআই মুহং ণিঅচ্ছমাণেণ।
পহিএণ সোঅ-ণিঅলাবিএণ গন্তুং ব্বিঅ ণ ইট্ঠং ॥

আপৃচ্ছন-বিচ্ছায়ং জায়ায়াঃ মুখং নিরীক্ষমাণেন।
পথিকেন শোক-নিগড়িতেন গন্তুং এব ন ইষ্টম্ ॥

১০১

রসিঅ-জণ-হিঅঅ-দইএ কই-বচ্ছল-পমুহ-সুকই-ণিম্মইএ।
সত্ত-সঅম্মি সমত্তং পঞ্চমং গাহা-সঅং এঅং ॥

রসিক-জন-হৃদয়-দয়িতে কবি-বৎসল-প্রমুখ-সুকবি-নির্মিতে।
সপ্ত-শতকে সমাপ্তং পঞ্চমং গাথা-শতকং এতৎ ॥

৯৭

বসন্তবায়ু দোলা দিয়ে যায় সৌরভ যত আসিছে ভাসি,
'বাহিরে যেও না'—শাশুড়ী হেঁকেছে, আমি যে তাহার সেবার দাসী ;
গৃহের বাহিরে অঙ্কোট-গাছ হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকে ;
সুরভি সমীর বধিবে যাহাকে, চেয়ে দেখ সখী ! বধেছে তাকে।

৯৮

পতি চেয়ে আছে প্রিয়তমামুখে,
প্রিয়তমা চেয়ে পতির পানে ;
ধন্য তাহারা—সারা দুনিয়াকে
পুরুষ-মহিলাশূন্য জানে।

৯৯

কুশল আমার শুধায়ো না মোরে
ওগো প্রিয় সখী, কুশল দূরে !
গৃহের দুয়ারে আম্রমুকুল
মঙ্গল ঘোষে করুণ স্বরে।

১০০

প্রবাসগমনে বিদায় মাগিয়া পথিক হেরিছে জায়ার মুখ,
শুষ্ক মলিন—কথা নাহি সরে, শত দুখে যেন ফাটিছে বুক।
শোকের নিগড়ে বাঁধা পড়ে সে যে—যাইতে যাইতে চরণ থামে ;
যাত্রার পথ শূন্যে হারায় চারিদিকে তার আঁধার নামে।

১০১

রসিকমনে সুখের সেতু
বাঁধিল হালপ্রমুখ কবি ;
পঞ্চশতী পূর্ণ হোল
গাথায় আঁকি হৃদয় ছবি।

ষষ্ঠ শতক

১

সূঈ-বেহে মুসলং বিচ্ছুহম্নাণেণ দড্‌ঢ-লোএণ।
এক্ক-গ্‌গামে বি পিও সমঅং অচ্ছীহিঁ বি ণ দিট্‌ঠো॥
সূচী-বেধে মুষলং বিক্ষিপতা দগ্ধ-লোকেন।
এক-গ্রামে অপি প্রিয়ঃ সমকং অক্ষিভ্যাং অপি ন দৃষ্টঃ॥

২

অজ্জং বি তাব এক্কং মা মং বারেহি পিঅসহি রুঅন্তিং।
কল্লিং উণ তম্মি গএ জই ণ মুআ তা ণ রোদিস্‌সং॥
অদ্য অপি তাবৎ একং মা মাং বারয় প্রিয়সখি রুদতীম্।
কল্যে পুনঃ তস্মিন্ গতে যদি ন মৃতা তদা ন রোদিষ্যামি॥

৩

এহি ত্তি বাহরন্তম্মি পিঅঅমে উঅহ ওণঅমুহীএ।
বিউণাবেট্‌ঠিঅ-জহণ-খলাই লজ্জাণঅং হসিঅং॥
এহি ইতি ব্যাহরতি প্রিয়তমে পশ্যত অবনত-মুখ্যা।
দ্বিগুণাবেষ্টিত-জঘন-স্থলয়া লজ্জানতং হসিতম্॥

৪

মারেসি কং ণ মুদ্ধে ইমেণ রত্তন্ত-তিক্‌খ-বিসমেণ।
ভু-লআ-চাব-বিণিগ্‌গঅ-তিক্‌খঅরদ্ধচ্ছি-ভল্লেণ॥
মারয়সি কং ন মুগ্ধে অনেন রক্তান্ত-তীক্ষ্ণ-বিষমেণ।
ভ্রূ-লতা-চাপ-বিনির্গত-তীক্ষ্ণতরার্ধাক্ষি-ভল্লেন॥

৫

তুহ দংসণে সঅণ্‌হা সদ্দং সোউণ ণিগ্‌গদা জাইং।
তই বোলীণে তাইং পআই বোঢব্বিআ জাআ॥
তব দর্শনে সতৃষ্ণা শব্দং শ্রুত্বা নির্গতা যানি।
ত্বয়ি ব্যতিক্রান্তে তানি পদানি বোঢব্যা জাতা॥

৬

ঈসা-মচ্ছর-রহিএহিঁ ণিব্বিআরেহি মামি অচ্ছীহিং।
এণ্‌হিং জণো জণম্মিব ণিরিচ্ছএ কহঁ ণ ছিজ্জামো॥
ঈর্ষ্যা-মৎসর-রহিতাভ্যাং নির্বিকারাভ্যাং মাতুলানি অক্ষিভ্যাম্।
ইদানীং জনঃ জনং ইব নিরীক্ষতে কথং ন ক্ষীয়ামহে॥

১

স্ুঁচে ফাল হয়—পড়শী স্বভাব
পোড়ামুখো ওরা, শোন গো সই!
এক গ্রামে থেকে, চোখ বুজে থাকি,
প্রিয়েরে দেখিব সাহস কই?

২

আজিকার দিনে কাঁদিতে বারণ
করো না আমাকে হে সখী মোর!
কাল যদি বাঁচি বিরহ সহিতে,
কাঁদিবে না কভু সখীটি তোর।

৩

'এস' বলে ডাকে বল্লভ যবে,
দ্বিগুণিত করে জঘনবাস;
লজ্জায় মুখ নত হয়ে আসে,
তথাপি অধরে মধুর হাস।

৪

তোমার নয়ন অতি নিদারুণ, বাঁকা ভুরুযুগ বিষম চাপ;
কত মানুষেরে করিয়াছে খুন, নয়নপ্রান্তে রক্তছাপ।
আধখানা চোখ বুজিয়া যখন কোণে ঠেলে দাও চোখের মণি,
তীক্ষ্ণ ভল্লসদৃশ ভীষণ মারণ-অস্ত্র তাহারে গণি।

৫

তোমার পায়ের শব্দ শুনিয়া বেগে ধাবমান চরণ যার,
তুমি চলে গেলে মূর্ছার ঘায় এলায়ে পড়িল দেহটি তার।
যে পথে টেনেছে মুগ্ধা বালারে অন্ধ আবেগে প্রবল স্নেহ,
সেই পথে আর চরণ চলে না, বহনযোগ্য হইল দেহ।

৬

মানুষ দেখ না পথের মানুষে
চির উদাসীন—নহে যে কেহ,
প্রিয়তমে আজি সেই ভাব দেখি
—তাইতো শুকায় আমার দেহ।

৭

বাউদ্ধঅ-সিচয়-বিহাবিঅরু-দিট্ঠেণ দন্তমগ্গেণ।
বহু-মাআ তোসিজ্জই ণিহাণ-কলসস্স ব মুহেণ ॥
বাতোদ্ধত-সিচয়-বিভাবিতোরু-দৃষ্টেন দন্ত-মার্গেণ।
বধূ-মাতা তোষ্যতে নিধান-কলশস্য ইব মুখেন ॥

৮

হিঅঅম্মি বসসি ণ করেসি মণ্ণুঅং তহ বি ণেহ-ভরিএহিং।
সঙ্কিজ্জসি জুঅই-সুহাব-গলিঅ-ধীরেহিঁ অম্হেহিং ॥
হৃদয়ে বসসি ন করোষি মন্যুং তথা অপি স্নেহ-ভৃতাভিঃ।
শঙ্ক্যসে যুবতি-স্বভাব-গলিত-ধৈর্যাভিঃ অস্মাভিঃ।

৯

অণ্ণং পি কিং পি পাবিহিসি মূঢ় মা তম্ম দুক্খ-মেত্তেণ।
হিঅঅ পরাহীণ-জণং মগ্গন্ত তুহ কেত্তিঅং এঅং ॥
অন্যৎ অপি কিং অপি প্রাপ্স্যসি মূঢ় মা তাম্য দুঃখ-মাত্রেণ।
হৃদয় পরাধীন-জনং মৃগয়মাণ তব কিয়ৎ এতেৎ ॥

১০

বেসোসি জীঅ পংসুল অহিঅঅরং সা হু বল্লহা তুজ্ঝ।
ইঅ জাণিউণ বি মএ ণ ঈসিঅং দড্ঢ-পেম্মস্স ॥
দ্বেষ্যঃ অসি যস্যাঃ পাংসুল অধিকতরং সা খলু বল্লভা তব।
ইতি জ্ঞাত্বা অপি ময়া ন ঈর্ষ্যিতং দগ্ধ-প্রেম্নঃ ॥

১১

সা আম সুহঅ গুণ-রূঅ-সোহিরী আম ণিগ্গুণা অ অহং।
ভণ তীঅ জো ণ সরিসো কিং সো সব্বো জণো মরউ ॥
সা আম সুভগ গুণ-রূপ-শোভনশীলা আম নির্গুণা চ অহম্।
ভণ তস্যাঃ যঃ ন সদৃশঃ কিং সঃ সর্বঃ জনঃ ম্রিয়তাম্ ॥

১২

সন্তমসন্তং দুক্খং সুহং চ জাও ঘরস্স জাণন্তি।
তা পুত্তঅ মহিলাও সেসাও জরা মণুস্সাণং ॥
সৎ অসৎ দুঃখং সুখং চ যাঃ গৃহস্য জানন্তি।
তাঃ পুত্রক মহিলাঃ শেষাঃ জরাঃ মনুষ্যাণাম ॥

৭

নব-বিবাহিতা কন্যার মাতা দেখিল উড়িতে মেয়ের বাস,
উরুর পৃষ্ঠে দশন-আঘাত জাগায় চিত্তে কত না আশ!
জামাতার ওই প্রেমের চিহ্নে ভরিয়া উঠিছে তাহার বুক,
খননসময়ে মৃত্তিকানীচে যেন সে নিধির কলশমুখ।

৮

আমার হৃদয়ে বাস কর তুমি, তোমারো চিত্ত করেছি জয়,
যুবতি-স্বভাব চঞ্চল বড়—ধৈর্য গলায়, তাই তো ভয়।
ক্রোধহীন তুমি শীতল পাথর, তোমাতে কেবল প্রেমের সেবা,
গলিত-ধৈর্যা নারীরে বিপদে শাসন-দমনে রুধিবে কেবা?

৯

মূর্খ হৃদয়! এই দুখে তুমি
ভাঙ্গিয়া পড়েছ,—নমুনা বেশ!
পরাধীন জনে হৃদয় সঁপিয়া
আরো ফল পাবে—এ নহে শেষ।

১০

চোখের বালির মতন গণিছে যে নারী তোমাকে অনুক্ষণ,
তুমি তারে প্রিয় আপন ভাবিছ—তাহারি লাগিয়া মজেছে মন।
পোড়া প্রেম যত আমারে জ্বালায়, তত্ত্ব তাহার বোঝে না কেহ;
দ্বেষ নাহি করি তথাপি তোমাকে,—তোমারি জন্য রেখেছি দেহ।

১১

সত্য সুভগ! সে নারী তোমার রূপে গুণে হয় অতুলনীয়া;
সত্য সুভগ! আমি গুণহীনা ভাগ্য মেনেছি হৃদয় দিয়া।
রূপে গুণে শীলে অসমা যাহারা—বলো মোরে আজি হৃদয়নিধি!
মরিবে তাহারা এই সংসারে—এই কি তোমার বিচারবিধি?

১২

সুখ দুখ আর ভাল বা মন্দ
যে বধূ গৃহের গণনা করে,
সেই সে মহিলা—অন্য নারীরা
বৃথাই তাদের জীবন ধরে।

১৩

হসিএহিঁ উবালম্ভা অচ্চুপচারেহি খিজ্জিঅব্বাইং।
অংস্সুহিঁ মণ্ডণাইং এসো মগ্‌গো স্থমহিলাণং।
হসিতৈঃ উপালম্ভাঃ অত্যুপচারৈঃ খেদিতব্যানি।
অশ্রুভিঃ মণ্ডনানি এষঃ মার্গঃ স্থমহিলানাম্॥

১৪

উল্লাবো মা দিজ্জউ লোঅ-বিরুদ্ধত্তি ণাম কাউণ।
সঁমুহাপডিএ কো উণ বেসে বি দিট্‌ঠিং ণ পাড়েই॥
উল্লাপঃ মা দীয়তাং লোক-বিরুদ্ধঃ ইতি নাম কৃত্বা।
সংমুখাপতিতে কঃ পুনঃ দ্বেষ্যে অপি দৃষ্টিং ন পাতয়তি॥

১৫

সাহীণ-পিঅঅমো দুগ্‌গও বি মণ্ণই কঅত্থমপ্পাণং।
পিঅ-রহিও উণ পুহবিং বি পাবিউণ দুগ্‌গও চ্চেঅ॥
স্বাধীন-প্রিয়তমঃ দুর্গতঃ অপি মন্যতে কৃতার্থং আত্মানম্।
প্রিয়া-রহিতঃ পুনঃ পৃথিবীং অপি প্রাপ্য দুর্গতঃ এব॥

১৬

কিং রুবসি কিং অ সোঅসি কিং কুপ্পসি স্থঅণু এক্কমেক্কস্স।
পেম্মং বিসং ব বিষমং সাহস্থ কো রুন্ধিউং তরই॥
কিং রোদিষি কিং চ শোচসি কিং কুপ্যসি স্থতনু একৈকস্মৈ।
প্রেম বিষং ইব বিষমং কথয় (শাধি) কঃ রোদ্ধুং শক্নোতি॥

১৭

তা অ জুআণা তা গাম-সংপআ তং চ অম্হ তারুণ্ণং।
অকৃখাণঅং ব লোও কহেই অম্হে বি তং স্থণিমো॥
তে চ যুবানঃ তাঃ গ্রাম-সম্পদঃ তং চ অস্মাকং তারুণ্যম্।
আখ্যানকং ইব লোকঃ কথয়তি বয়ং অপি তং শৃণুমঃ॥

১৮

বাহোহ-ভরিঅ-গণ্ডাহরাএ ভণিঅং বিলকৃখ-হসিরীএ।
অজ্জ বি কিং রুসিজ্জই সবহাবত্থং গঅং পেম্মং॥
বাষ্পৌঘ-ভৃত গণ্ডাধরয়া ভণিতঃ বিলক্ষ-হসনশীলয়া।
অদ্য অপি কিং রুষ্যতে শপথাবস্থং গতং প্রেম॥

১৩

সুমহিলাজন গালি দেয় হেসে,
অভিনব পথে কলহ চলে ;
খেদ পেলে ঘটে বহুমান দান
মণ্ডন হয় চোখের জলে।

১৪

দুচোখের বিষ—এমন জনেরে
শুধায়ো না কিছু—যাইবে সরে ;
দৃষ্টির পথে পড়িলে সে জন
নয়ন ফিরাবে কেমন করে ?

১৫

বধূ বশে যার—হোক সে গরীব,
জনম সফল তাহারি মানি।
পৃথিবীর পতি প্রিয়া-বিরহিত
দুর্গত জন তাহারে জানি।

১৬

কাঁদ কেন তুমি ?—বৃথা খেদ কর,
জনে জনে কেন রাগের পালা ?
সুতো ছিঁড়ে গেছে ?—কেন পরেছিলে
বিষমপ্রেমের বিষের মালা ?

১৭

আমাদের ছিল নবীন বয়স, সম্পদ্‌ভরা গ্রামেতে বাস,
তরুণের দল ছিল গ্রামময়—এখন গিয়েছে সকল আশ।
সেদিনের যারা আজো বেঁচে আছে, বাখানিছে তারা শতেক মুখে ;
ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছি মোরা, শুনি সেই কথা মনের সুখে।

১৮

অশ্রুবিন্দু বধূর অধরে, গণ্ড ভাসিছে নয়নজলে,
লজ্জায় নত মুখখানি তার, কৌতুক চাপা ওষ্ঠতলে।
'বৃথা রোষে কেন চঞ্চল তুমি ?—আসল বস্তু হয়েছে ক্ষার ;
শপথের ছোঁয়া অঙ্গে লাগিলে প্রেম চলে যায়—ভণিতা সার।'

১৯

বগ্নঅ-ঘঅ-লিপ্প-মুহিং জো মং অই-আঅরেণ চুম্বন্তো।
এণ্‌হিং সো ভূসণ-ভূসিঅং পি অলসাঅই ছিবন্তো॥
বর্ণক-ঘৃত-লিপ্ত-মুখীং যঃ মাং অত্যাদরেণ চুম্বন্।
ইদানীং স ভূষণ-ভূষিতাং অপি অলসায়তে স্পৃশন্॥

২০

ণীল-পড-পাউঅঙ্গী ত্তি মা হু ণং পরিহরিজ্জাসু।
পট্টংসুঅং পি ণদ্ধং রঅম্মি অবণিজ্জই চ্চেঅ॥
নীলপট-প্রাবৃতাঙ্গী ইতি মা খলু এনাং পরিহর।
পট্টাংশুকং অপি নদ্ধং রতে অপনীয়তে এব॥

২১

সচ্চং কলহে কলহে সুরআরম্ভা পুণো ণবা হোন্তি।
মাণো উণ মাণংসিণি গরুও পেম্মং বিণাসেই॥
সত্যং কলহে কলহে সুরতারম্ভাঃ পুনঃ নবাঃ ভবন্তি।
মানঃ পুনঃ মনস্বিনি গুরুকঃ বিনাশয়তি॥

২২

মাণুম্মত্তাই মএ অকারণং কারণং কুণন্তীএ।
অদ্দংসণেণ পেম্মং বিণাসিঅং পোঢ়-বাএণ॥
মানোন্মত্তয়া ময়া অকারণং কারণং কুর্বত্যা।
অদর্শনেন প্রেম বিনাশিতং প্রৌঢ়-বাদেন॥

২৩

অণুউলং বিঅ বোত্তুং বহু-বল্লহে বি বেসে বি।
কুবিঅং অ পসাএউং সিক্‌খই লোও তুমাহিত্তো॥
অনুকূলং এব বক্তুং বহু-বল্লভ বল্লভে অপি দ্বেষ্যে অপি।
কুপিতং চ প্রসাদয়িতুং শিক্ষতে লোকঃ যুষ্মত্তঃ॥

২৪

লজ্জা চত্তা সীলং অ খণ্ডিঅং অজস-ঘোসণা দিণ্ণা।
জস্‌স কএ ণং পিঅ-সহি সো চ্চেঅ জণো জণো জাও॥
লজ্জা ত্যক্তা শীলং চ খণ্ডিতং অযশো-ঘোষণা দত্তা।
যস্য কৃতেন (কৃতে ননু) প্রিয়-সখি সঃএব জনঃ জনঃ জাতঃ॥

১৯

ঘৃত আর ওই হলদিগুঁড়োয় চিত্রিত মুখে চুম্বদানে
আনন্দ লভি সুখ-বেদনায় চাহিয়া থাকিত মুখের পানে ;
সেই স্বামী মোর পরশ করে না ভূষণে ভূষিত আমার দেহ ;
নূতনে পুরাণে এত ব্যবধান—ভাঁটার প্রবাহে গড়ায় স্নেহ।

২০

মলিন বস্ত্রে সজ্জিত তনু
তথাপি গ্রহণযোগ্য নারী।
তুচ্ছ বস্ত্র,—মিলনবেলায়
দূরে সরে যায় পাটের শাড়ী।

২১

প্রণয়-কলহে মিলনরজনী
নবীভাব আনে—গণনা ভুল ;
দুর্জয় মান বিনাশের দূত—
প্রেমতরু করে শিথিলমূল।

২২

উন্মাদ আমি মানের জ্বালায়
অকারণে রচি কারণপাশ,
'মুখ দেখিব না'—শপথ করিয়া
প্রেম করিয়াছি সমূলে নাশ।

২৩

বহুবল্লভ নায়ক তুমি যে, সতীনের দল তোমারি বশ,
অনুকূল আর প্রতিকূলে তুমি সমানে বিতর বচনরস।
রুষ্ট যে জন তুষ্ট হতেছে—প্রতিকূল পায় তোষণনীতি ;
জগতের জন তোমার নিকটে শিখুক আজিকে বচনরীতি ॥

২৪

গেল শীল গেল, অযশ বেড়েছে
শরমে দিয়েছি জলাঞ্জলি
যার লাগি, সই! সে হয়েছে পর—
মনের বেদনা কাহারে বলি ?

২৫

হসিঅং অদিট্ঠ-দন্তং ভমিঅমণিক্কন্ত-দেহলী-দেসং।
দিট্ঠমণুক্খিত্ত-মুহং এসো মগ্গো কুল-বহূণং ॥
হসিতং অদৃষ্ট-দন্তং ভ্রমিতং অনিষ্ক্রান্ত-দেহলী-দেশম্।
দৃষ্টং অনুৎক্ষিপ্ত-মুখং এষঃ মার্গঃ কুল-বধূনাম্ ॥

২৬

ধূলি-মইলো বি পঙ্কঙ্কিও বি তণ-রইঅ-দেহ-ভরণো বি।
তহ বি গইন্দো গরুঅত্তণেণ ঢক্কং সমুব্বহই ॥
ধূলি-মলিনঃ অপি পঙ্কাঙ্কিতঃ অপি তৃণ-রচিত-দেহ-ভরণঃ অপি
তথা অপি গজেন্দ্রঃ গুরুকত্বেন ঢক্কাং সমুদ্বহতি ॥

২৭

করমরি কীস ণ গম্মই কো গব্বো জেণ মসিণ-গমণাসি।
অদ্দিট্ঠ-দন্ত-হসিরীএ জম্পিঅং চোর জাণিহিসি ॥
বন্দি কিমিতি ন গম্যতে কঃ গর্বঃ যেন মসৃণগমনা অসি।
অদৃষ্ট-দন্ত-হসনশীলয়া জল্পিতং চৌর জ্ঞাস্যসি ॥

২৮

থোরংসুএহিঁ রুণ্ণং সবত্তি-বগ্গেণ পুপ্ফবইআএ।
ভুঅ-সিহরং পইণো পেচ্ছিঊণ সির-লগ্গ-তুপ্প-লিঅং ॥
স্থূলাশ্রুভিঃ রুদিতং সপত্নী-বর্গেণ পুষ্পবতীকায়াঃ।
ভুজ-শিখরং পত্যুঃ প্রেক্ষ্য শিরো-লগ্ন-বর্ণঘৃত-লিপ্তম্ ॥

২৯

লোও জূরই জূরউ বঅণিজ্জং হোই হোউ তং ণাম।
এহি ণিমজ্জসু পাসে পুপ্ফবই ণ এই মে ণিদ্দা ॥
লোকঃ খিদ্যতে খিদ্যতু বচনীয়ং ভবতি ভবতু তৎ নাম।
এহি নিমজ্জ পার্শ্বে পুষ্পবতি ন এতি মে নিদ্রা ॥

৩০

জং জং পুলএমি দিসং পুরও লিহিও ব্ব দীসসে তত্তো।
তুহ পডিমা-পডিবাডিং বহই ব সঅলং দিসা-অক্কং ॥
যাং যাং প্রলোকয়ামি দিশং পুরতঃ লিখিতঃ ইব দৃশ্যসে তত্র
তব প্রতিমা-পরিপাটীং বহতি ইব সকলং দিশা-চক্রম্ ॥

২৫

দন্ত বিকশি হাসে না যে বধূ,
পড়ে না চরণ দেহলী ছাড়ি,
মুখ তুলে কভু চাহিতে জানে না—
কুলের শ্রেষ্ঠ সেই তো নারী।

২৬

ধূলায় মলিন কাদাভরা দেহ
তৃণ খেয়ে যেবা বাঁচিয়া রহে,
গজরাজ তবু বৃহৎ বিশাল—
তার জয়ঢাক সকলে বহে।

২৭

'বন্দিনী তুই কিসের গর্ব ?
মন্দগমনে কি হবে বল্ ?'
দাঁত চেপে হেসে কুলবধূ বলে,
'চোরের কপালে আছে সে ফল।'

২৮

পুষ্পবতীর ঘৃতবর্ণিকা
স্বামীর বাহুর শিখরে রাজে ;
স্থূল অশ্রুর প্রবাহ ছুটিছে
সতীনজনের নয়ন মাঝে।

২৯

খেদ করে লোক—করুক তাহারা,
নিন্দা রটিবে—পাইতে চাই ;
কাছে এস তুমি হে পুষ্পবতী !
আমার নয়নে নিদ্রা নাই।

৩০

যেদিকে নয়ন পড়িছে আমার,
তোমার ছবিটি লিখিত যেন ;
তোমার প্রতিমা সবদিক বহে ;
নতুবা এমন বলিব কেন ?

৩১

ওসরই ধুণই সাহং খোক্‌খা-মুহলো পুণো সমুল্লিহই ।
জম্‌বূ-ফলং ণ গেণ্‌হই ভমরো ত্তি কই পঢম-ডক্কো ॥

অপসরতি ধুনোতি শাখাং খোক্‌খা-মুখরঃ পুনঃ সমুল্লিখতি ।
জম্‌বূ-ফলং ন গৃহ্লাতি ভ্রমরঃ ইতি কপিঃ প্রথম-দষ্টঃ ॥

৩২

ণ ছিবই হত্থেণ কই কণ্ডূই-ভএণ পত্তল-ণিউঞ্জে ।
দর-লম্‌বিঅ-গোচ্ছ-কই-কচ্ছু-সচ্ছঅং বাণরী-হত্থং ॥

ন স্পৃশতি হস্তেন কপিঃ কণ্ডূতি-ভয়েন পত্রল-নিকুঞ্জে ।
দর-লম্বিত-গুচ্ছ-কপি-কচ্ছু-সদৃশং বানরী-হস্তম্‌ ॥

৩৩

সরসা বি সূসই চ্চিঅ জাণই দুক্‌খাইঁ মুদ্ধ-হিঅআ বি ।
রত্তা বি পণ্ডুর চ্চিঅ জাআ বরাঈ তুহ বিওএ ॥

সরসা অপি শুষ্যতি এব জানাতি দুঃখানি মুগ্ধ-হৃদয়া অপি ।
রক্তা অপি পাণ্ডুরা এব জাতা বরাকী তব বিয়োগে ॥

৩৪

আরুহই জুন্নঅং বি জং উঅহ বল্লরী তউসী ।
ণীলুপ্পল-পরিমল-বাসিঅস্‌স সরঅস্‌স সো দোসো ॥

আরোহতি জীর্ণকং কুব্‌জকং অপি যৎ পশ্যত বল্লরী ত্রপুসী ।
নীলোৎপল-পরিমল-বাসিতায়াঃ শরদঃ সঃ দোষঃ ॥

৩৫

উপ্পহ-পহাবিঅ-জণো পবিজিম্‌হিঅ-কলঅলো পঅহ-তূরো ।
অব্বো সো চ্চেঅ ছণো তেণ বিণা গাম-ডাহো ব্ব ॥

উৎপথ-প্রধাবিত-জনঃ প্রবিজ স্তিত-কলকলঃ প্রহত-তূর্যঃ ।
অব্বো (হংহো) সঃ এব ক্ষণঃ তেন বিনা গ্রাম-দাহঃ ইব ॥

৩৬

উল্লাবন্তেণ ণ হোই কস্‌স পাস-ট্ঠিএণ ঠড্‌ঢেণ ।
সঙ্কা মসাণ-পাঅব-লম্‌বিঅ-চোরেণ ব খলেণ ॥

উল্লাপয়মানেন ন ভবতি কস্য পার্শ্ব (পাশ)-স্থিতেন স্তব্ধেন ।
শঙ্কা শ্মশান-পাদপ-লম্বিত-চোরেণ ইব খলেন ॥

৩১

বানরগুলিরে কামড় দিয়েছে পাকা জামগাছে ভ্রমরগণ,
খোক্ খোক্ করি দূরে সরে যায়, জাম ছাড়িবারে চাহে না মন।
ভ্রমর তাড়াতে ঝাড়া দেয় গাছ, নখের আঁচড় মারিছে বড় ;
ভ্রমর ভাবিয়া জামেরে ডরায়—পরশ করে না ভয়েতে জড়।

৩২

পত্রবহুল বনের মাঝারে
বানরীর হাত দেখিতে পায় ;
লম্বিতগোছা কচুর মতন—
ভয়েতে বানর কাছে না যায়।

৩৩

সরস হ'য়েও শুকিয়ে চলেছে
মুগ্ধা—তথাপি দুঃখ পায় ;
রক্তা বধূটি পাণ্ডুর হোল !
হতভাগিনীর বিষম দায়।

৩৪

কণ্টকীলতা কুব্জগাছেরে
জড়িয়ে জড়িয়ে রচেছে সেতু ;
শরৎ-ঋতুর পদ্ম সুরভি
মত্ত বাতাস তাহার হেতু।

৩৫

উৎসবক্ষণে মাতোয়ারা লোক ছুটিছে এদিক ওদিক পানে,
তূর্যনিনাদ সহ কোলাহল পশিছে মোদের বধির কানে ;
এমন দিনেতে বিরহ তাহার স্মরণে আনিছে গ্রামের দাহ ;
আগুনে ফাগুনে মিতালি দেখিবে ভাবের সমতা যদি বা চাহ।

৩৬

খল থাকে পাশে নিচল নীরবে, বলে যায় কথা সুযোগ বুঝি ;
শ্মশানবৃক্ষে শব হয়ে ঝোলে প্রতারক চোর নয়ন বুজি।
সেও কথা কহে সুযোগ বুঝিয়া চমকাতে লোকে বিকট রবে,
সমান শঙ্কা প্রতারক আর দড়ি-ঝোলা ওই শ্মশান শবে।

৩৭

অসমত্ত-গুরুঅ-কজ্জে এণ্হিং পহিএ ঘরং ণিঅত্তন্তে।
ণব-পাউসো পিউচ্ছা হসই ব কুডঅট্ট-হাসেহিং॥

অসমাপ্ত-গুরুক-কার্যে ইদানীং পথিকে গৃহং (প্রতি) নিবর্তমানে।
নব-প্রাবৃট্ পিতৃষ্বসঃ হসতি ইব কুটজাট্ট-হাসৈঃ॥

৩৮

দট্ঠূণ উণ্ণামন্তে মেহে আমুক্ক-জীবিআসাএ।
পহিঅ-ঘরিণীঅ ডিম্ভো ওরুণ্ণ-মুহীঅ সচ্চবিও॥

দৃষ্ট্বা উন্নমতঃ মেঘান্ আমুক্ত-জীবিতাশয়া।
পথিক-গৃহিণ্যা ডিম্ভঃ অবরুদিত-মুখ্যা সত্যায়িতঃ॥

৩৯

অবিহব-লক্খণ-বলঅং ঠাণং ণেন্তো পুণো পুণো গলিঅং।
সহি-সত্থো চ্চিঅ মাণংসিণীঅ বলঅআরও জাও॥

অবৈধব্য-লক্ষণ-বলয়ং স্থানং নয়ন্ পুনঃ পুনঃ গলিতম্।
সখী-সার্থঃ এব মনস্বিন্যাঃ বলয়-কারকঃ জাতঃ॥

৪০

পহিঅ-বহূ বিবরন্তর-গলিঅ-জলোল্লে ঘরে অণোল্লং পি।
উদ্দেসং অবিরঅ-বাহ-সলিল-নিবহেণ উল্লেই॥

পথিক-বধূঃ বিবরান্তর-গলিত-জলার্দ্রে গৃহে অনার্দ্রং অপি।
উদ্দেশং অবিরত-বাষ্প-সলিল-নিবহেণ আর্দ্রয়তি॥

৪১

জীহাই কুণন্তি পিঅং হোন্তি চ হিঅঅম্মি ণিব্বুইং কাউং।
পীডিজ্জন্তা বি রসং জণন্তি উচ্ছূ কুলীণা অ॥

জ্জীহ্বায়াং (পক্ষে জীহ্বয়া) কুর্বন্তি প্রিয়ং ভবন্তি চ হৃদয়ে নির্বৃতিং কর্তুম।
পীড্যমানাঃ অপি রসং জনয়ন্তি ইক্ষবঃ কুলীনাঃ চ॥

৪২

দীসই ণ চূঅ-মউলং অত্তা ণ অ বাই মলঅ-গন্ধবহো।
পত্তং বসন্ত-মাসং সাহই উক্কণ্ঠিঅং চেঅং॥

দৃশ্যতে ন চূত-মুকুলং শ্বশ্রূ ন চ বাতি মলয়-গন্ধবহঃ।
প্রাপ্তং বসন্ত-মাসং শাস্তি (কথয়তি) উৎকণ্ঠিতং চেতঃ॥

৩৭

গুরুতর কাজ পশ্চাতে ফেলে
প্রবাসী ফিরিছে গৃহের পানে ;
বর্ষা আজিকে পিসিমাগো দেখ !
কুটজে হাসিছে—রসিক জানে।

৩৮

মেঘের উদয়—পথিকবধূর
জীবনের আশা হয়েছে ক্ষীণ ;
পুত্রেরে হেরি' সত্য বুঝিয়া
অশ্রু ঝরিছে রাত্রিদিন।

৩৯

এয়োতি-চিহ্ন স্বর্ণবলয়
খসিয়া পড়িছে বধূর আজ,
সখীরা পরায় বারে বারে তাহা
হয়েছে তাদের এই তো কাজ।

৪০

জীর্ণগৃহের বিবর বাহিয়া মেঘজলধারা পড়িছে ঝরি ;
সিক্ত মেঝেতে কাটায় রজনী—পথিকবনিতা দয়িত স্মরি।
অনার্দ্র যেবা অবকাশ আছে পড়িছে তাহাতে আঁখির নীর ;
ভিতরে বাহিরে বরষা আজিকে কেমনে রহিবে হৃদয় স্থির ?

৪১

উভয়েন্দ্রিয়ে প্রীতির কারণ
হৃদয়ে ঢালিয়া পরম সুখ ;
পীড়নেতে রস বিতরি কুলীন
ইক্ষুর মত জুড়ায় বুক।

৪২

আমের মুকুল দেখা দেয় নাই
মলয়পবন ছোঁয়নি মোরে ;
উদ্বেগ শুধু বলিছে আজিকে
বসন্ত আজ এসেছে দোরে।

৪৩

অম্ব-বণে ভমর-উলং ণ বিণা কজ্জেণ উস্সুঅং ভমই।
কত্তো জলণেণ বিণা ধূমস্স সিহাউ দীসন্তি ॥

আম্র-বনে ভ্রমরকুলং ন বিনা কার্যেণ উৎসুকং ভ্রমতি।
কুতঃ জ্বলনেন বিনা ধূমস্য শিখাঃ দৃশ্যন্তে ॥

৪৪

দইঅ-কর-গ্গহ-লুলিও ধম্মিল্লো সীহু-গন্ধিঅং বঅণং।
মঅণম্মি এত্তিঅং চিঅ পসাহণং হরই তরুণীণং ॥

দয়িত-কর-গ্রহ-লুলিতঃ ধম্মিল্লঃ সীধু-গন্ধিতং বদনম্।
মদনে এতাবৎ এব প্রসাধনং হরতি তরুণীনাম্ ॥

৪৫

গাম-তরুণীও হিঅঅং হরন্তি ছেআণঁ থণ-হরিল্লীও।
মঅণে কুসুম্ভ-রঞ্জিঅ-কঞ্চুই-আহরণ-মেত্তাও ॥

গ্রাম-তরুণ্যঃ হৃদয়ং হরন্তি ছেকানাং স্তন-ভরশীলাঃ।
মদনে কুসুম্ভ-রঞ্জিত কঞ্চুকিকাভরণ-মাত্রাঃ ॥

৪৬

আলোঅন্ত দিসাও সসন্ত জম্ভন্ত গন্ত রোঅন্ত।
মুচ্ছন্ত পডন্ত খলন্ত পহিঅ কিং তে পউত্থেণ ॥

আলোকয়ন্ দিশঃ শ্বসন্ জৃম্ভমাণঃ গায়ন্ (গচ্ছন্) রুদন্।
মূর্ছন্ পতন্ স্খলন্ পথিক কিং তে প্রবসিতেন (প্রোষিতেন)

৪৭

দট্ঠূণ তরুণ-সুরঅং বিবিহ-বিলাসেহিঁ করণ-সোহিল্লং।
দীও বি তগ্গঅ-মণো গঅং পি তেল্লং ণ লক্খেই ॥

দৃষ্ট্বা তরুণ-সুরতং বিবিধ-বিলাসৈঃ করণ-শোভিতম্।
দীপঃ অপি তদ্গত-মনাঃ গতং অপি তৈলং ন লক্ষয়তি ॥

৪৮

পুণরুত্ত-করপ্ফালণ-উহঅ-তডুল্লেহণ-বড্ঢণ-সআইং।
জূহাহিবস্স মাএ পুণো বি জই ণম্মআ সহই ॥

পুনরুক্ত-করাস্ফালন-উভয়-তটোল্লেখন-পীড়ন-শতানি।
যূথাধিপস্য মাতঃ পুনঃ অপি যদি নর্মদা সহতে ॥

৪৩

আম্রের বনে ভ্রমরের কুল উৎসুক নহে কারণহীন ;
মধুপানলোভ অলক্ষ্য হেতু—গুঞ্জন তাই সারাটি দিন।
আগুনের তাপ ভিতরে গুপ্ত ধূম আছে তার কার্যরূপে ;
কারণ-কার্যে বিপরীত ভাবি অরসিক ডোবে প্রমাদ-কূপে।

৪৪

পতি-করাঘাতে এলোমেলো খোপা
মদিরাবাসিত মুখটি আর ;
কাম-উৎসবে কামিনীকুলের
সেই তো শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

৪৫

মদনমেলায় তরুণী টানিবে
রসিকের মন—কি আছে আর !
কুসুমরঙের কাঁচুলিতে যার
আবরণহীণ স্তনের ভার।

৪৬

পথিক তোমার প্রবাস-বাসনা সাধ্য সীমায় বুঝি না, তবু
পথ দেখি তুমি শ্বসিছ নীরবে, আলস্যে হাই উঠিছে কভু।
যেতে যেতে তুমি কেঁদে সারা হলে, স্খলিত চরণ প্রতিটি বার
মূর্ছিত হয়ে বুঝি পড়ে যাও—যেওনা পথিক প্রবাসে আর।

৪৭

বিবিধ-বিলাসে পূর্ণ সুরত
দেখিয়া দীপের আলোক-শিখা
লক্ষ্য করে না নিঃশেষ তেল—
কামবন্ধনে জয়ের টীকা।

৪৮

বার বার ওই করের আঘাত,
উভয় পাশেতে খনন-কাজ ;
যুথপতি দেখ মত্ত দোহাতে—
নর্মদা বুঝি সহে না আজ।

৪৯

বোড-সুণও বিঅন্নো অত্তা মত্তা পঈ বি অণ্ণখো।
ফলিঅং ব মোডিঅং মহিসএণ কো তস্স সাহেউ ॥

দুষ্ট শুনকঃ বিপন্নঃ শ্বশ্রূঃ মত্তা পতিঃ অপি অন্যস্থঃ।
কার্পাসী অপি মোট্টিতা (ভগ্না) মহিষকেণ কঃ তস্য শাস্ত্র (কথয়তু) ॥

৫০

সকঅ-গ্‌গহ-রহসুত্তাণিআণণা পিঅই পিঅ-মুহ-বিইণ্ণং।
থোঅং থোঅং রোসোসহং ব উঅ মাণিণী মইরং ॥

সকচ-গ্রহ-রভসোত্তানিতাননা পিবতি প্রিয়-মুখ-বিতীর্ণাম্।
স্তোকং স্তোকং রোষৌষধমিব পশ্য মানিনী মদিরাম্ ॥

৫১

গিরি-সোত্তো ত্তি ভুঅংগং মহিসো জীহই লিহই সংতত্তো।
মহিসস্স কণ্‌হ-বত্থর-ঝরো ত্তি সপ্পো পিঅই লালং ॥

গিরি-স্রোতঃ ইতি ভুজঙ্গং মহিষঃ জীহ্বয়া লেঢ়ি সংতপ্তঃ।
মহিষস্য কৃষ্ণ-প্রস্তর-ঝরঃ ইতি সর্পঃ পিবতি লালাম্ ॥

৫২

পঞ্জর-সারিং অত্তা ণ ণেসি কিং এত্থ রই-হরাহিন্তো।
বীসম্ভ-জম্পিআইং এসা লোকাণঁ পঅডেই ॥

পঞ্জর-শারীং শ্বশ্রু ন নয়সি কিং অত্র রতি-গৃহাৎ।
বিস্রম্ভ-জল্পিতানি এষা লোকানাং প্রকটয়তি ॥

৫৩

এদ্দহ-মেত্তে গামে ণ পডই ভিক্‌খত্তি কীম মং ভণসি।
ধম্মিঅ করঞ্জ-ভঞ্জঅ জং জীঅসি তং পি দে বহুঅং ॥

এতাবন্-মাত্রে গ্রামে ন পততি ভিক্ষা ইতি কিমিতি মাং ভণসি।
ধার্মিক করঞ্জ-ভঞ্জক যৎ জীবসি তৎ অপি তে বহুকম্ ॥

৫৪

জান্তিঅ গুলং বিমগ্‌গসি ণ অ মে ইচ্ছাই বাহসে জন্তং।
অণরসিঅ কিং ণ আণসি ণ রসেণ বিণা গুলো হোই ॥

যান্ত্রিক গুড়ং বিমার্গয়সে ন চ মম ইচ্ছয়া বাহয়সি যন্ত্রম্।
অরসিক কিং ন জানাসি ন রসেন বিনা গুড়ঃ ভবতি ॥

৪৯

দুষ্ট কুকুর গিয়াছে মরিয়া,

উন্মাদরোগে শাশুড়ী ভোগে ;

মহিষ ভেঙ্গেছে কাপাসের খেত—

প্রবাসী জানিবে কাহার যোগে ?

৫০

চুলের মুঠিতে ধরিয়া তুলিছে

বনিতার মুখ রোষিত পতি,

মুখে মুখ দিয়া মানের ওষুধ

মদিরা সেবিছে মানিনী সতী।

৫১

নিদাঘতপ্ত মহিষ গণিছে সাপের দেহকে গিরির স্রোত ;

তৃষিতরসনা পান করে বুঝি বিষের ভাণ্ড—নাহিরে বোধ !

এদিকে সর্প গ্রীষ্মদগ্ধ মহিষের লালা করিছে পান ;

মনে মনে ভাবে—কালো শিলা থেকে ঝরিছে আজিকে করুণা-দান

৫২

শাশুড়ী তোমার কেমন বিচার !

রতিগৃহ থেকে সরাও পাখী।

আমাদের যত রহস্য কথা,

জেনেছে সবাই—আছে কি বাকী ?

৫৩

ভিক্ষুক সাধু ! কেন বৃথা বল

'ভিক্ষা মেলে না দেশেতে এর।'

করঞ্জশাখা ফেলেছো ভাঙ্গিয়া—

তবু বেঁচে আছো—এই তো ঢের।

৫৪

কলের চালক গুড় চাস্ তুই !

মনের মতন চলে না কল ;

অরসিক তুই—রস ছাড়া গুড়

কোথায় হয়েছে আমায় বল্।

৫৫

পত্ত-ণিঅম্ব-প্‌ফংসা ণ্‌হাণুত্তিণ্ণাএঁ সামলঙ্গীএ।
জল-বিন্দুএহিঁ চিহুরা রুঅন্তি বন্ধস্‌স চ ভএণ॥

প্রাপ্ত-নিতম্ব-স্পর্শাঃ স্নানোত্তীর্ণায়াঃ শ্যামলাঙ্গ্যাঃ।
জল-বিন্দুকৈঃ চিকুরাঃ রুদন্তি বন্ধস্য ইব ভয়েন॥

৫৬

গামঙ্গণ-ণিঅডিঅ-কণ্‌হ-বক্‌খ বড তুজ্ঝ দূরমণুলগ্‌গো।
তিত্তিল্ল-পডিক্‌খক-ভোইও বি গামো ণ উব্বিগ্‌গো॥

গ্রামাঙ্গণ-নিগড়িত-কৃষ্ণপক্ষ বট তব দূরং অনুলগ্নঃ।
দৌঃসাধিক-প্রতীক্ষক-ভোগিকঃ অপি গ্রামঃ ন উদ্বিগ্নঃ॥

৫৭

সুপ্পং ডড্‌ঢং চণআ ণ ভজ্জিআ সো জুআ অইক্কন্তো।
অত্তা বি ঘরে কুবিআ ভূআণঁ ব বাইও বংসো॥

শূর্পং দগ্ধং চণকাঃ ন ভৃষ্টাঃ সঃ যুবা অতিক্রান্তঃ।
শ্বশ্রূঃ অপি গৃহে কুপিতা ভূতানাং ইব বাদিতঃ বংশঃ॥

৫৮

পিসুণেন্তি কামিণীণং জল-লুক্ক-পিআবঊহণ-সুহেল্লিং।
কণ্টইঅ-কপোলুপ্‌ফুল্ল-ণিচ্চলচ্ছীইঁ বঅণাইং॥

পিশুনয়ন্তি কামিনীনাং জল-লুকায়িত-প্রিয়াবগূহন-সুখকেলিম্।
কণ্টকিত-কপোলোৎফুল্ল-নিশ্চলাক্ষীণি বদনানি॥

৫৯

অহিণব-পাউস-রসিএসু সোহই সামাইএসু দিঅহেসু।
রহস-পসারিঅ-গীবাণঁ ণচ্চিঅং মোর-বুন্দাণং॥

অভিনব-প্রাবৃড্‌-রসিতেষু শোভতে শ্যামায়িতেষু দিবসেষু।
রভস-প্রসারিত-গ্রীবাণাং নর্তিতং ময়ূর-বৃন্দানাম্।

৬০

মহিস-কৃখন্ধ-বিলগ্‌গং ঘোলই সিঙ্গাহঅং সিমিসিমন্তং।
আহঅ-বীণা-ঝংকার-সদ্দ-মুহলং মসঅ-বুন্দং॥

মহিষ-স্কন্ধ-বিলগ্নং ঘূর্ণতে শৃঙ্গাহতং সিমসিমায়মানম্।
আহত-বীণা-ঝংকার শব্‌দ-মুখরং মশকবৃন্দম্॥

৫৫

স্নান সেরে যবে উঠেছে রূপসী,
নিতম্বতটে চিকুর পড়ে।
কবরী বাঁধনে যদি বেঁধে দেয়
এই ভয়ে বুঝি সলিল ঝরে।

৫৬

বটগাছ ওই বাঁধিয়া রেখেছে কৃষ্ণপক্ষ-আঁধাররাশি ;
তাই তো দূরের গ্রামে দেখা যায় কামুকজনের কেবল হাসি।
তারা ভোগীজন সুযোগ বুঝিয়া অতি অসাধ্য সাধন করে ;
ভোজিক-রক্ষী চোর ধরিবারে বৃথাই কেবল ঢুঁড়িয়া মরে।

৫৭

কুলো গেল পুড়ে, ছাই হোল ওই
পুষ্ট ছোলার দানারা সব ;
যুবা চলে গেল, শাশুড়ী আগুন—
ভূতের সমুখে বাঁশীর রব।

৫৮

জলের নীচেতে ডুবিয়া ডুবিয়া কামিনী পেয়েছে নাহুর পাশ,
গুপ্তলীলার অভাবিত সুখ—যদিও তাহাতে মিটে না আশ।
তথাপি তাহার গণ্ডে পুলক, নিশ্চল চোখে নীরব হাসি,
অনায়াসে আনে মহাসুখময় গুপ্তলুপ্ত প্রমাণরাশি।

৫৯

নববরষার মেঘ ডাকে শোন
আঁধার ঘনায় দিবসে সই !
আনন্দভরে গ্রীবা প্রসারিয়া
মত্তময়ূর নাচিছে অই।

৬০

মহিষের কাঁধে কামড়ায় সুখে
শিংএর তাড়ায় রহে না আর ;
সিমসিম ক'রে মশকেরা ডাকে
বাজিছে যেন গো বীণার তার।

৬১

রেহন্তি কুমুদ-দল-নিচ্চল-ট্ঠিআ মত্ত-মহুঅর-ণিহাআ।
সসি-অর-ণীসেস-পণাসিঅস্‌স গণ্ঠিব্ব তিমিরস্‌স ॥

রাজন্তে কুমুদ-দল-নিশ্চল-স্থিতাঃ মত্ত-মধুকর-নিঘাতাঃ।
শশি-কর-নিঃশেষ-প্রণাশিতস্য গ্রন্থয়ঃ ইব তিমিরস্য ॥

৬২

উঅহ তরু-কোডরাও ণিক্কন্তং পুং-সুআণঁ রিঞ্ছোলিং।
সরিএ জরিও ব্ব দুমো পিত্তং ব্ব সলোহিঅং বমই ॥

পশ্যত তরু-কোটরাৎ নিষ্ক্রান্তাং পুং-শুকানাং পঙ্‌ক্তিম্‌।
শরদি জ্বরিতঃ ইব দ্রুমঃ পিত্তং ইব সলোহিতং বমতি ॥

৬৩

ধারা-ধুব্বন্ত-মুহা লম্বিঅ-বক্‌খা নিউঞ্চিঅ-গ্‌গীবা।
বই-বেঢ়ণেসু কাআ সূলহিণ্ণা ব্ব দীসন্তি ॥

ধারা-ধাব্যমান-মুখাঃ লম্বিত-পক্ষাঃ নিকুঞ্চিত-গ্রীবাঃ।
বৃতি-বেষ্টনেষু কাকাঃ শূলভিন্নাঃ ইব দৃশ্যন্তে ॥

৬৪

ণ বি তহ অণালবন্তী হিঅঅং দূমেই মাণিণী অহিঅং।
জহ দূর-বিঅম্ভিঅ-গরুঅ-রোস-মজ্ঝত্থ-ভণিএহিং ॥

ন অপি তথা অনালপন্তী হৃদয়ং দূনোতি মানিনী অধিকম্‌।
যথা দূর-বিজৃম্ভিত-গুরুক-রোষ-মধ্যস্থ-ভণিতৈঃ ॥

৬৫

গন্ধং অগ্‌ঘাঅন্তঅ পক্ক-কলম্বাণঁ বাহ-ভরিঅচ্ছ।
আসসু পহিঅ-জুআণঅ ঘরিণি-মুহং মা ণ পেচ্ছিহিসি ॥

গন্ধং আজিঘ্রন্‌ পক্ক-কদম্বানাং বাষ্প-ভৃতাক্ষ।
আশ্বসিহি পথিক-যুবন্‌ গৃহিণী-মুখং মা ন প্রেক্ষিষ্যসে ॥

৬৫

গজ্জ মহং চিঅ উপরিং সব্ব-খামেণ লোহ-হিঅঅস্‌স।
জলহর লম্বালইঅং মা রে মারেহিসি বরাইং ॥

গর্জ মম এব উপরি সর্ব্ব-স্থাম্না লোহ-হৃদয়স্য।
জলধর লম্বালকিকাং মা রে মারয়িষ্যসি বরাকীম্‌ ॥

৬১

আজ রজনীতে জোছনা আলোকে ভরিয়া গিয়াছে সকল দিক্,
কুমুদের দলে নিশ্চল দেখ মধুকর সব নির্নিমিখ।
কালো কালো ওই ছড়ান তাহারা শাদা ফুট্‌ফুটে জোৎস্না-মাঝে;
চন্দ্রকিরণে লুপ্তশরীর আঁধারের বুঝি গ্রন্থি রাজে!

৬২

কোটর হইতে নির্গত হোল
শুকপাখীদল—কণ্ঠে গীত।
জ্বরের প্রকোপে বমন করিছে
তরু বুঝি আজ রক্তপীত।

৬৩

বর্ষার জলে বেড়ার উপরে
কাক ভিজে বসি নয়ন বুজি;
গলা শরু তার, পাখা ঝুলে পড়ে
শূলেতে ভিন্ন হয়েছে বুঝি।

৬৪

মানিনীর মুখে কথা রহিবে না—
নীরবতা সে তো মানের বেশ।
উদাসীন বাণী বিঁধে শেলসম—
এ রোষের আছে কোথায় শেষ?

৬৫

বরষায় তব বাষ্প নয়নে!—
কদম্বঘ্রাণ উতলা করে?
আশ্বাস লভ মিলিবে সেখানে,
যেখানে বধূর নয়ন ঝরে

৬৬

লৌহহৃদয় প্রবাসী আমি যে
বজ্র হানিও আমার শিরে।
করুণাশরণ! একবেণী প্রিয়া
সেথা জলধর স্বনিও ধীরে।

৬৬

পঙ্ক-মইলেণ ছীরেক্ক-পাইণা দিণ্ণ-জাণু-বডণেণ।
আনন্দিজ্জই হলিও পুত্তেণ ব সালি-চ্ছেত্তেণ॥

পঙ্ক-মলিলেন ক্ষীরৈক-পায়িনা দত্ত-জানু-পতনেন।
আনন্দ্যতে হালিকঃ পুত্রেণ ইব শালি-ক্ষেত্রেণ॥

৬৮

কহঁ মে পরিণই-আলে খল-সঙ্গো হোহিই ত্তি চিন্তন্তো।
ওণঅ-মুহো সসূও রুবই ব সালী তুসারেণ॥

কথং মে পরিণতি-কালে খল-সঙ্গঃ ভবিষ্যতি ইতি চিন্তয়ন্।
অবনত-মুখঃ সশূক (সশোকঃ চ) রোদিতি ইব শালিঃ তুষারেণ

৬৯

সংঝা-রাওত্থইও দীসই গঅণম্মি পডিবআ-চন্দো।
রত্ত-দুউলন্তরিও থণ-ণহ-লেহো ব্ব ণব-বহুএ॥

সন্ধ্যা-রাগাবস্থাপিতঃ দৃশ্যতে গগনে প্রতিপচ্-চন্দ্রঃ।
রক্ত-দুকূলান্তরিতঃ স্তন-নখ-লেখঃ ইব নব-বধ্বাঃ॥

৭০

অই দিঅর কিং ণ পেচ্ছসি আআসং কিং মুহা পলোএসি।
জাআই বাহু-মূলম্মি অদ্ধ-অন্দাণং পরিবাডিং॥

অয়ি দেবর কিং ন প্রেক্ষসে আকাশং কিং মুধা প্রলোকয়সি
জায়ায়াঃ বাহু-মূলে অর্দ্ধ-চন্দ্রাণাং পরিপাটীম্॥

৭১

বাআই কিং ভণিজ্জউ কেত্তিঅ-মেত্তং ব লিক্‌খএ লেহে।
তুহ বিরহে জং দুক্‌খং তস্স তুমং চেঅ গহিঅখো॥

বাচা কিং ভণ্যতাং কিয়ন্মাত্রং বা লিখ্যতে লেখে।
তব বিরহে যৎ দুঃখং তস্য ত্বং এব গৃহীতার্থঃ॥

৭২

মঅণগ্গিণো ব্ব ধূমং মোহণ-পিচ্ছিং ব লোঅ-দিট্টীএ।
জোব্বণ-ধঅং ব মুদ্ধা বহই সুঅন্ধং চিউর-ভারং॥

মদনাগ্নেঃ ইব ধূমং মোহন-পিঞ্ছিকাং ইব লোক-দৃষ্ট্যাঃ।
যৌবন-ধ্বজং ইব মুগ্ধা বহতি সুগন্ধং চিকুর-ভারম্॥

৬৭

পঙ্ক-মলিন ক্ষীর-নীরপায়ী,
হামাগুড়ি-পাতা শিশুর প্রায়,
শালিখেতগুলি আনন্দ দেয়,
কৃষক সে পথে যখন যায়।

৬৮

পরিণামে মোর খলসংযোগে
কি দশা ঘটিবে স্মরিয়া দুখে,
শালিখেত ওই করিছে রোদন
নীহারিকা-ছলে আনত মুখে।

৬৯

নবীনা বধ্‌র অঞ্চলতলে
স্তনপীঠে-দোয়া নখের আঁকা,
সেইমতো দেখো প্রতিপদ্ চাঁদ
রক্তসাঁঝের বসনে ঢাকা।

৭০

কেন বা দেবর আকাশে চাহিয়া
আধখানা চাঁদ দেখিতে আশা ?
নখের আঘাতে জায়াবাহুমূলে
সারি সারি চাঁদ বেঁধেছে বাসা !

৭১

হৃদয়ের ব্যথা বচনে বলিব, জানি না এমন বচন রীতি ;
চিঠির পাতায় ভরিয়া তুলিব, আছে প্রকাশের ক্ষমতাভীতি।
তোমার বিরহে বেদনা তাহার পরিমাপ কর আপন মনে ;
সমরূপ দেখ সমান রসের সমপরিমাণ তাপের ক্ষণে।

৭২

কাম-বহ্নির ধূম যেন ওই ইন্দ্রজালের পিচ্ছ হেন,
যুবতি নারীর কৃষ্ণ চিকুর যৌবন-ধ্বজা ওড়ায় যেন।
মুগ্ধার ওই কাল কেশভার—নহে তো কেবল দেহের সাজ ;
নয়নমোহন সকলের তাহা, গন্ধে মাতাল করিছে আজ।

৭৩

রূঅং সিট্ঠং চিঅ সে অসেস-পুরিসে ণিঅত্তিঅচ্ছেণ।
বাহোল্লেণ ইমীএ অজম্পমাণেণ বি মুহেণ॥
রূপং শিষ্টং এব তস্য অশেষ-পুরুষে নিবর্তিতাক্ষেণ।
বাষ্পার্দ্রেণ অস্যাঃ অজল্পতা অপি মুখেন॥

৭৪

রুন্দারবিন্দ-মন্দির-মঅরন্দাণন্দিআলি-রিঞ্ছোলী।
ঝণঝণই কসণ-মণি-মেহল বব মহু-মাস-লচ্ছীএ॥
বৃহদরবিন্দ-মন্দির-মকরন্দানন্দিতালি-পঙ্ক্তিঃ।
ঝণঝণায়তে কৃষ্ণ-মণি-মেখলা ইব মধু-মাস-লক্ষ্ম্যাঃ॥

৭৫

কস্স করো বহু-পুণ্ণ-প্ফলেক্ক-তরুণো তুহং বিসম্মিহই।
থন-পরিণাহে মম্মহ-ণিহাণ-কলসে বব পারোহঃ॥
কস্য করঃ বহু-পুণ্য-ফলৈক-তরোঃ তব বিশ্রমিষ্যতি।
স্তন-পরিণাহে মন্মথ-নিধান-কলশে ইব প্ররোহঃ॥

৭৬

চোরা সভঅ-সতণ্হং পুণো পুণো পেসঅন্তি দিট্ঠীও।
অহি-রক্খিঅ-ণিহি-কলসে বব পোঢ়বইআ-থণুচ্ছঙ্গে॥
চোরাঃ সভয়-সতৃষ্ণং পুনঃ পুনঃ প্রেষয়ন্তি দৃষ্টীঃ।
অহি-রক্ষিত-নিধি-কলশে ইব প্রৌঢ়-পতিকা-স্তনোৎসঙ্গে॥

৭৭

উব্বহই ণব-তণঙ্কুর-রোমঞ্চ-পসাহিআইঁ অঙ্গাইং।
পাউস-লচ্ছীঅ পওহরেহিঁ পরিপেল্লিও বিঞ্ঝো॥
উদ্বহতি নব-তৃণাঙ্কুর-রোমাঞ্চ-প্রসাধিতানি অঙ্গানি।
প্রাবৃড্-লক্ষ্ম্যাঃ পয়োধরৈঃ পরিপ্রেরিতঃ বিন্ধ্যঃ॥

৭৮

আন বহলা বণালী মুহলা জল-রঙ্কুণো জলং সিসিরং।
অণ্ণ-নঈণঁ বি রেবাই তহ বি অণ্ণে গুণা কে বি॥
সত্যং বহলা বনালী মুখরাঃ জল-রঙ্কবঃ জলং শিশিরম্।
অন্য-নদীনাং অপি রেবায়াঃ তথা অপি অন্যে গুণাঃ কে অপি

৭৩

প্রিয় নিরূপম—বাখানিছে তাহা নায়িকার ওই নয়ন দুটি ;
অন্য পুরুষে পড়ে না নয়ন—তাহারি লাগিয়া রয়েছে ফুটি।
মনের গহনে যে প্রেম রয়েছে ব্যক্ত তাহা যে নয়ন জলে,
মুখে নাই কথা—অবচনীয়কে সাধ্য নাই যে বচনে বলে।

৭৪

বিশাল কমল, মধুতে মাতাল
ভ্রমর যেন গো কৃষ্ণমণি।
মাধবী-বালার কটিদেশ ঘিরে
তুলিছে আজিকে মেখলা ধ্বনি।

৭৫

পুণ্যফলেতে ফলবান তরু-
সদৃশ কোন্ বা পুরুষকর,
মদনের নিধিকলশস্বরূপ
পড়িবে তোমার স্তনের পর ?

৭৬

প্রৌঢ়-পতিকা নায়িকার বুকে
চোরের চাহনি ঘুরিছে বড় ;
অহিরক্ষিত নিধির কলশে
লোভের চাহনি ভয়েতে জড়।

৭৭

বিন্ধ্যপাহাড় তৃণে পুলকিত
আনন্দ তার ধরে না আজ ;
বরষারমণী পীনপয়োধরে
প্রেরণা দিয়েছে—তাই তো সাজ।

৭৮

অন্য নদীর বহু পাখী আছে,
বনরাজি আছে সিকতা ঘিরে ;
শীতল সলিল—তাও আছে জানি,
তবু রহস্য রেবার তীরে।

৭৯

এহ ইমীঅ ণিঅচ্ছহ পরিণঅ-মালূর-সচ্ছহে থণএ ।
তুঙ্গে সপ্পুরিস-মণোরহে ব্ব হিঅএ অমাঅন্তে ॥
আগচ্ছত অস্যাঃ নিরীক্ষধ্বং পরিণত-মালূর-সদৃশৌ স্তনৌ ।
তুঙ্গৌ সৎ-পুরুষ-মনোরথৌ ইব হৃদয়ে অমান্তৌ ॥

৮০

হত্থাহত্থিং অহমহমিআই বাসাগমম্মি মেহেহিং ।
অব্বো কিং পি রহস্সং ছণ্ণং পি ণহঙ্গণং গলই ॥
হস্তাহস্তি অহমহমিকয়া বর্ষাগমে মেঘৈঃ ।
আশ্চর্যং কিং অপি রহস্যং ছন্নং অপি নভোঽঙ্গনং গলতি ॥

৮১

কেত্তিঅ-মেত্তং হোহিই সোহগ্গং পিঅঅমস্স ভমিরস্স ।
মহিলা-মম্মণ-ছুহাউল-কডকখ-বিক্খেব-ঘেপ্পন্তং ॥
কিয়ন্মাত্রং ভবিষ্যতি সৌভাগ্যং প্রিয়তমস্য ভ্রমণ-শীলস্য ।
মহিলা-মদন-ক্ষুধাকুল-কটাক্ষ-বিক্ষেপ-গৃহ্যমাণম্ ॥

৮২

ণিঅ-ধণিঅং উবঊহস্থ কুক্কুড-সদ্দেন ঝত্তি পড়িবুদ্ধ ।
পর-বসই-বাস-সঙ্কির ণিঅএ-বি ঘরম্মি মা ভাস্থ ॥
নিজ গৃহিণীং (ধন্যাং) উপগূহস্ব কুক্কুট-শব্দেন ঝটিতি প্রতিবুদ্ধ
পর-বসতি-বাস-শঙ্কাশীল নিজকে অপি গৃহে মা ভৈষীঃ ॥

৮৩

খর-পবণ-রঅ-গলত্থিঅ-গিরিঊডাবডণ-ভিণ্ণ-দেহস্স ।
ধুক্কাধুক্কই জীঅং ব বিজ্জুআ কাল-মেহস্স ॥
খর-পবন-রয়-গলহস্তিত-গিরিকূটা-পতন-ভিন্ন-দেহস্য ।
ধুকধুকায়তে জীবঃ ইব বিদ্যুৎ কাল-মেঘস্য ॥

৮৪

মেহ-মহিসস্স ণজ্জই উঅরে সুর-চাব-কোডি-ভিণ্ণস্স ।
কন্দন্তস্স সবিঅণং অন্তং ব পলম্বএ বিজ্জূ ॥
মেঘ-মহিষস্য জ্ঞায়তে উদরে সুর-চাপ-কোটি-ভিন্নস্য ।
ক্রন্দতঃ সবেদনং অন্ত্রং ইব প্রলম্বতে বিদ্যুৎ ॥

৭৯

কামিনীর ওই বিল্বসদৃশ স্তনের যুগল দেখিবে তুমি
মহাপুরুষের মনোরথ যেন ছাড়িয়া গিয়াছে ধরার ভূমি।
কামিনীর স্তন ঊর্ধ্বমুখীন, বিস্তারে তারা আঁটে না কায় ;
বিশ্ববিসারী কল্পনা যেন সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে যায়।

৮০

'ঢেকে ফেল সই, ঢেকে ফেল' বলি মেঘে.. বালারা করেছে সাজ ;
আকাশবধূর রহস্য সব বেমালুম চাপা পড়েছে আজ।
গর্জনে হোল রহস্যভেদ গোপনীয় সব গলিত বুঝি ;
গগনাঙ্গন নাজেহাল হোল—উপায় তাহারা পায় না খুঁজি।

৮১

সুখের ভ্রমণে দুপাশে দেখিবে
কামিনীকুলের চাহনি বাঁকা ;
কামচেষ্টিতে কিবা আসে যায় ?—
তুমি যে তাহার হৃদয়ে আঁকা।

৮২

পরের ঘরেতে রাত্রি কাটানো
হয়েছে তোমার মজ্জাদোষ ;
কুক্কুটরবে এলোমেলো তুমি—
সত্য বলেছি করো না রোষ।

৮৩

ঝড়ের বাতাস ঘাড়ে হাত দিয়ে টানিয়া ফেলেছে মেঘের রাশী।
গিরিকূট থেকে পতনে চূর্ণ নিভে যায় তার মুখের হাসি।
বিদ্যুৎ তবু ধুক্ ধুক্ চলে, যেন মুমূর্ষু জীবের প্রাণ ;
উঁচু থেকে পড়া মানুষে মেঘেতে প্রাণ রাখিবারে সমান টান।

৮৪

ইন্দ্রধনুর কোটিতে ভিন্ন
মেঘের মহিষ কাঁদিছে ওই,
বিদ্যুৎ তার অন্ত্রের মত
ঝুলিয়া পড়েছে দেখো না সই !

৮৫

ণব-পল্লবং বিসণ্ণা পহিআ পেচ্ছন্তি চূঅ-রুক্‌খস্‌স।
কামস্‌স লোহিউপ্পঙ্ক-রাইঅং হত্থ-ভল্লং ব ॥

নব-পল্লবং বিষণ্ণাঃ পথিকাঃ প্রেক্ষন্তে চূত-বৃক্ষস্য
কামস্য লোহিত-সমূহ-রাজিতং হস্ত-ভল্লং ইব ॥

৮৬

মহিলাণং চিঅ দোসো জেণ পবাসম্মি গব্বিআ পুরিসা।
দো-তিণ্ণি জাব ণ মরন্তি তা ণ বিরহা সমপ্পন্তি ॥

মহিলানাং এব দোষঃ যেন প্রবাসে গর্বিতাঃ পুরুষাঃ।
দ্বে তিস্রঃ (দ্বি-ত্রাঃ) যাবৎ ন ম্রিয়ন্তে তাবৎ ন বিরহাঃ সমাপ্যন্তে ॥

৮৭

ৰালঅ দে বচ্চ লহুং মরই বরাঈ অলং বিলম্‌ৰেণ।
সা তুজ্ঝ দংসণেণ বি জীবেজ্জই ণত্থি সংদেহো ॥

ৰালক হে ব্রজ লঘু ম্রিয়তে বরাকী অলং বিলম্‌ৰেন।
সা তব দর্শনেন অপি জীবেৎ (জীবিষ্যতি) ন অস্তি সন্দেহঃ ॥

৮৮

তম্বির-পসরিঅ-হুঅবহ-জালালি-পলীবিএ বণাহোএ।
কিংসুঅ-বণন্তি কলিউণ মুদ্ধ-হরিণো ণ নিক্কমই ॥

তাম্রবর্ণ-প্রসৃত-হুতবহ-জ্বালাবলি-প্রদীপিতে বনাভোগে।
কিংশুক-বনং ইতি কৃত্বা মুগ্ধ-হরিণঃ ন নিষ্ক্রামতি ॥

৮৯

ণিহুঅণ-সিপ্পং তহ সারিআই উল্লাবিঅং ম্হ গুরু-পুরও।
জহ তং বেলং মাএ ণ আণিমো কত্থ বচ্চামো ॥

নিধুবন-শিল্পং তথা শারিকয়া উল্লপিতং অস্মাকং গুরু-পুরতঃ।
যথা তাং বেলাং মাতঃ ন জানীমঃ কুত্র ব্রজামঃ ॥

৯০

পচ্চগ্‌গ-প্‌ফুল্ল-দলুল্লসন্ত-মঅরন্দ-পাণ-লেহলও।
তং ণত্থি কুন্দ-কলিআই জং ণ ভমরো মহই কাউং ॥

প্রত্যগ্র-ফুল্ল-দলোল্লসন্‌-মকরন্দ-পান-লুব্ধঃ।
তৎ ন অস্তি কুন্দ-কলিকায়াঃ যৎ ন ভ্রমরঃ মহতি কর্তুম্‌ ॥

৮৫

বিরহী দেখিছে আম্রবৃক্ষে
নবপল্লব আজিকে ভায় ;
উদ্যতরোষ মদনদেবের
রক্তলোহিত বর্শা প্রায়।

৮৬

প্রবাসগরবে গর্বিত যারা
আচারে তাদের মনে তো হয় ;
বিরহকাতরা নারী না মরিলে
চলিবে তাদের এমনি জয়।

৮৭

শীঘ্র চলিবে কিশোর কুমার !
বিলম্বে হবে বিষম ফল,
সেই অভাগিনী মরিতে চলেছে—
দর্শনে পায় যদি বা বল !

৮৮

অগ্নিশিখায় ছেয়ে গেছে দিক
তাম্র হয়েছে বনের ঘর।
পলাশের শোভা গণিয়া তাহারে
মুগ্ধ হরিণ পায় না ডর।

৮৯

কামকলা যত গুরুজন কাছে
সারিকা এমন বলিয়া যায়।
লজ্জায় মরি জননী গো শোন !
মুখটি দেখানো হয়েছে দায়।

৯০

কুন্দকুসুমে যত নবদল কেবল দেখ না উঠেছে ফুটি ;
ওই দেখ ওই মধুর আশায় লুব্ধভ্রমর গেল গো জুটি।
পান-উৎসবে আপনা ভুলেছে, উল্লাসে দেহ দুলিছে তার ;
না করিতে পারে, হেন কাজ নাই—শুধায়ো না মোরে প্রশ্ন আর।

৯১

সো কো বি গুণাইসও ণ আণিমো মামি কুন্দ-লইআএ।
অচ্ছীহিং চ্চিঅ পাউং অহিলস্সই জেণ ভমরেহিং॥
সঃ কঃ অপি গুণাতিশয়ঃ ন জানীমঃ মাতুলানি কুন্দ-লতিকায়াঃ।
অক্ষিভ্যাং এব পাতুং অভিলষ্যতে যেন ভ্রমরৈঃ॥

৯২

এক্ক চ্চিঅ-রূঅ-গুণং গামণি-ধূআ সমুব্বহই।
অণিমিস-ণঅণো সঅলো জীএ দেবী-কও গামো॥
একা এব রূপ-গুণং গ্রামণী-দুহিতা সমুদ্বহতি।
অনিমেষ-নয়নঃ সকলঃ যয়া দেবী-কৃতঃ গ্রামঃ॥

৯৩

মণ্ণে আসাও পি ণ পাবিও পিঅঅমাহর-রসস্স।
তিঅসেহিঁ জেণ রঅণাঅরাহি অমঅং সমুদ্ধরিঅং॥
মন্যে আস্বাদঃ অপি ন প্রাপ্তঃ প্রিয়তমাধর-রসস্য।
ত্রিদশৈঃ যেন রত্নাকরাৎ অমৃতং সমুদ্ধৃতম্॥

৯৪

আঅণ্ণাঅড়ি্ঢঅ-ণিসিঅ-ভল্ল-মম্মহআই হরিণীএ।
অদ্দংসণো পিও হোহিই ত্তি বলিউং চিরং দিট্‌ঠো॥
আকর্ণাকৃষ্ট-নিশিত-ভল্ল-মর্মাহতয়া হরিণ্যা।
অদর্শনঃ প্রিয়ঃ ভবিষ্যতি ইতি বলিত্বা চিরং দৃষ্টঃ॥

৯৫

বিসম-ট্‌ঠিঅ-পিক্কেক্কম্ব-দংসণে তুজ্ঝ সত্তু-ঘরিণীএ।
কো কো ণ পত্থিও পহিআণং ডিম্ভে রুঅন্তম্মি॥
বিষম-স্থিত-পক্কৈকাম্রদর্শনে তব শত্রু-গৃহিণ্যা।
কঃ কঃ ন প্রার্থিতঃ পথিকানাং ডিম্ভে রুদতি॥

৯৬

মালারী ললিউল্লুলিঅ-বাহু-মূলেহিঁ তরুণ-হিঅআইং।
উল্লূরই সজ্জুল্লূরিআই কুসুমাইঁ দাবেন্তী॥
মালাকারী ললিতোল্লুলিত-বাহু-মূলাভ্যাং তরুণ-হৃদয়ানি॥
উল্লুনাতি সদ্যঃ অবলূনানি কুসুমানি দর্শয়ন্তী॥

৯১

কুন্দলতায় কত গুণ আছে
মামী গো আমার—জানি না মোটে।
মুখ দিয়ে নয়—চোখ দিয়ে শুধু
মধুপান-তরে ভ্রমর জোটে।

৯২

রূপ বলি তাকে—গ্রামণী দুহিতা
শ্রী-অঙ্গে যার জোয়ার ধরে ·
একা সেই বালা—গ্রামবাসী সবে
পলকবিহীন দেবতা করে।

৯৩

অধরের সুধা লভে নি দেবতা
এই পৃথিবীর প্রিয়ার মোর।
মন্থনশেষে অমৃত লভিয়া
বৃথাই তাহারা গরবে ভোর।

৯৪

ব্যাধ ছু ড়িয়াছে শাণিত বর্শা আঘাত হেনেছে মর্মস্থানে,
হরিণীর প্রাণ যায় যায়, তবু সান্ত্বনা পায় আপন প্রাণে।
এই অবকাশে প্রিয় সহচর বহু দূর পথে গিয়েছে চলে,
মরণের কালে গ্রীবাটি ঘুরায় শেষ দেখা তারে দেখিবে বলে।

৯৫

শত্রুবনিতা অনুরোধ করে
বহু পথিকেরে আমের তরে,
ক্রন্দনরত শিশুটির লাগি,—
পথিক পাড়ে না তোমারি ডরে।

৯৬

তাজা তাজা তোলা কুসুম দেখাতে নড়িয়াছে কিছু বাহুর মূল।
লুলিতবস্ত্রে নির্গত হোল মালিনীর ওই যুগল ফুল।
তরুণের প্রাণ দুলে ওঠে সুখে লুব্ধ নয়নে চাহিছে তারা।
কুসুমে কুসুম দেখায়ে আজিকে চিত্ত ক'রেছে বাঁধন হারা।

৯৭

মজ্ঝো পিও কুঅণ্ডো পল্লি-জুআণা সবত্তীও ।
জহ জহ বড্ঢন্তি থণা তহ তহ ঝিজ্জন্তি পঞ্চ বাহীএ ॥

মধ্যঃ প্রিয়ঃ কুটুম্বঃ পল্লী-যুবানঃ সপত্ন্যঃ ।
যথা যথা বর্ধেতে স্তনৌ তথা তথা ক্ষীয়ন্তে পঞ্চ ব্যাধ্যাঃ ॥

৯৮

মালারীএ বেল্লহল-ৰাহু-মূলাবলোঅণ-সঅণ্হো ।
অলিঅং পি ভমই কুসুমগ্ঘ-পুচ্ছিরো পংসুল-জুআণো ॥

মালাকার্যাঃ সুন্দর-ৰাহু-মূলাবলোকন-সতৃষ্ণঃ ।
অলীকং অপি ভ্রমতি কুসুমার্ঘ-পৃচ্ছাশীলঃ পাংসুল-যুবা ॥

৯৯

অকঅণ্ণুঅ ঘণ-বণ্ণং ঘণ-বণ্ণন্তরিঅ-তরণি-অর-ণিঅরং ।
জই রে রে বাণীরং রেবা-ণীরং পি গো ভরসি ॥

অকৃতজ্ঞক ঘন-বর্ণং ঘন-পর্ণান্তরিত-তরণি-কর-নিকরম্ ।
যদি রে রে বানীরং রেবা-নীরং অপি ন স্মরসি ॥

১০০

মন্দং পি ণ আণই হলিঅ-ণন্দণো ইহ হি ডড্ঢ-গামম্মি ।
গহ বই-সুআ বিবজ্জই অবেজ্জএ কস্স সাহামো ॥

মন্দং অপি ন জানাতি হলিক-নন্দনঃ ইহ হি দগ্ধ-গ্রামে ।
গৃহ-পতি-সুতা বিপদ্যতে অবৈদ্যকে কস্য শাস্মঃ ॥

১০১

রসিঅ-জণ-হিঅঅ-দইএ কই-বচ্ছল-পমুহ-সুকই-ণিম্মইএ ।
সত্ত-সঅম্মি সমত্তং সট্ঠং গাহা-সঅং এঅং ॥

রসিক-জন-হৃদয়-দয়িতে কবি-বৎসল-প্রমুখ-সুকবি-নির্মিতে ।
সপ্ত-শতকে সমাপ্তং ষষ্ঠং গাথা-শতকং এতৎ ॥

৯৭

ব্যাধপত্নীর বাড়িয়া উঠিছে
স্তনের যুগল, পেতেছে ক্ষয়—
কটিদেশ আর কুটুম্ব, পতি,
গ্রামযুবাদল, সতীনভয়।

৯৮

মালিনীর ওই বাহুমূল দেখে
লম্পট মনে জেগেছে কাম ;
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছল করি শুধু
শুধাইছে দেখ ফুলের দাম।

৯৯

ঠাসাপাতা দিয়ে ঠেকায় সূর্যে
যেই বেতসের কুঞ্জতল ;
বেইমান তুমি তারে ভুলিয়াছ,
ভুলিয়া গিয়াছ রেবার জল !

১০০

এই পোড়া গ্রামে বৈদ্য নাহি যে,
হলিককুমার বুদ্ধিহারা !
গৃহপতি-সুতা বধূটি তাহার
মরিবে আজিকে ওষুধ ছাড়া !

১০১

রসিকজন-হৃদয়লোভা
নৃপতি হাল প্রমুখ কবি,
সপ্তশতী গাথায় হেথা
ষষ্ঠে আঁকে হৃদয়ছবি।

সপ্তম শতক

১

একক্কম-পরিরকৃখণ-পহার-সঁমুহে কুরঙ্গ-মিহুণম্মি
বাহেণ মন্নু-বিঅলন্ত-বাহ-ধোঅং ধণুং মুক্কং ॥

একৈক-পরিরক্ষণ-প্রহার-সম্মুখে কুরঙ্গ-মিথুনে।
ব্যাধেন মন্যু-বিগলদ্-ৰাষ্প-ধৌতং ধনুঃ মুক্তম্ ॥

২

তা সুহঅ বিলম্ৰ খণং ভণামি কীঅ বি কএণ অলমহবা।
অবিআরিঅ-কজ্জারম্ভ-আরিণী মরউ ণ ভণিস্সং ॥

তৎ সুভগ বিলম্বস্ব ক্ষণং ভণামি কস্যাঃ অপি কৃতেন অলং অথবা
অবিচারিত-কার্যারম্ভ-কারিণী ম্রিয়তাং ন ভণিষ্যামি ॥

৩

ভোইণি-দিন্ন-পহেণঅ-চকৃখিঅ-দুস্সিকৃখিও হলিঅ-উত্তো।
এত্তাহে অন্ন-পহেণআণঁ ছী-বোল্লঅং দেই ॥

ভোগিনী-দত্ত-প্রহেণক-ভক্ষণ-দুঃশিক্ষিতঃ হলিক-পুত্রঃ।
ইদানীং অন্য-প্রহেণকানাং ছী-ইতি বচনং দদাতি ॥

৪

পচ্চূস-মঊহাবলি-পরিমলণ-সমুস্সন্ত-বত্তাণং।
কমলাণঁ রঅণি-বিরমে জিঅ-লোক-সিরী মহম্মহই ॥

প্রত্যূষ-ময়ূখাবলি-পরিমলন-সমুচ্ছ্বসৎ-পত্রাণাম্।
কমলানাং রজনি-বিরমে জিত (জীব)-লোক-শ্রীঃ মহমহায়তে ॥

৫

বাউব্বেলিঅ-সাউলি থএস্থ ফুড-দন্ত-মণ্ডলং জহণং।
চডুআরঅং পইং মা হু পুত্তি জণ-হাসিউং কুণস্থ ॥

বাতোদ্বেল্লিত-বস্ত্রে স্থগয় স্ফুট-দন্ত-মণ্ডলং জঘনম্।
চটুকারকং পতিং মা খলু পুত্রি জন-হাসিতং কুরু ॥

৬

বীসথ-হসিঅ-পরিসক্কিআণ পঢমং জলঞ্জলী দিণ্ণো।
পচ্ছা বহুঅ গহিও কুডম্ৰ-ভারো ণিমজ্জন্তো ॥

বিস্রৰ্ধ-হসিত-পরিক্রমাণাং প্রথমং জলাঞ্জলিঃ দত্তঃ।
পশ্চাৎ বধ্বা গৃহীতঃ কুটুম্ৰ-ভারঃ নিমজ্জন্ ॥

১

মৃগের মিথুন ব্যাকুল হয়েছে রক্ষা করিবে পরস্পরে,
প্রতিযোগিতায় করে ঠেলাঠেলি কে আগে মরিবে ব্যাধের শরে।
প্রেম রেখে যাবে প্রেমের আধার, কামনার এই শ্রেষ্ঠ ফল ;
এদিকে শিথিল ব্যাধের মুষ্টি—ধনুকে পড়িছে অশ্রুজল।

২

ভাগ্যের জোর তোমার আছে গো !
দাঁড়াও একটু, একটি কথা ;
থাক থাক কথা,—অবুঝ প্রেমিকা
মরে শেষ হোক—জুড়াক ব্যথা।

৩

নতুন কামিনী ভেজে উপহার—
মিষ্টে তুষ্ট হেলের ছেলে ;
পুরাতন প্রেমে ছি ছি ব'লে ওঠে,
অবোধ এমন কোথায় মেলে ?

৪

প্রভাতের আলো পরশ দিয়েছে
দল খুলে যায় পদ্মফুলে,
রজনীর শেষ ওই হয়ে যায়
চারিদিকে সখী মানুষ বুলে।

৫

বাতাসে তোমার উড়িছে বসন,
ঢাকো ঢাকো মেয়ে দাঁতের দাগ।
জঘনের ওই চিহ্ন দেখায়ে
দিও না পতিকে হাসির ভাগ।

৬

নিরালা কোণের লঘু পরিহাস
স্বাধীন ভ্রমণ যে ছিল তার,
সব ছেড়ে দিয়ে বধূ মেনে নেয়,
দুর্গত যত কুটুমভার।

৭

গম্মিহিসি তস্‌স পাসং সুন্দরি মা তুরঅ বড্‌ঢউ মিঅঙ্কো।
দুদ্ধে দুদ্ধং মিঅ চন্দিআই কো পেচ্ছই মুহং দে॥

গমিষ্যসি তস্য পার্শ্বং সুন্দরি মা ত্বরস্ব বর্ধতাং মৃগাঙ্কঃ
দুগ্ধে দুগ্ধং ইব চন্দ্রিকায়াং কঃ প্রেক্ষতে মুখং তে॥

৮

জই জূরই জূরউ ণাম মামি পর-লোঅ-বসণিও লোও।
তহ বি বলা গামণি-ণন্দণস্‌স বঅণে বলই দিট্‌ঠী॥

যদি খিদ্যতে খিদ্যতাং নাম মাতুলানি পর-লোক-ব্যসনিকঃ লোকঃ।
তথা অপি বলাৎ গ্রামণী-নন্দনস্য বদনে বলতে দৃষ্টিঃ॥

৯

গেহং ব বিত্ত-রহিঅং ণিজ্ঝর-কুহরং ব সলিল-সুণ্ণবিঅং।
গো-হণ-রহিঅং গোট্‌ঠং ব তীঅ বঅণং তুহ বিওএ॥

গৃহং ইব বিত্ত-রহিতং নির্ঝর-কুহরং ইব সলিল-শূন্যীকৃতম্।
গো-ধন-রহিতং গোষ্ঠং ইব তস্যাঃ বদনং তব বিয়োগে॥

১০

তুহ দংসণেণ জণিও ইমীঅ লজ্জাউলাই অণুরাও।
দুগ্‌গঅ-মণোরহো বিঅ হিঅঅ চ্চিঅ জাই পরিণামং॥

তব দর্শনেন জনিতঃ অস্যাঃ লজ্জালুকায়াঃ অনুরাগঃ।
দুর্গত-মনোরথঃ ইব হৃদয়ে এব যাতি পরিণামম্॥

১১

যং তণুআঅই সা তহ ক এণ কিং জেণ পুচ্ছসি হসন্তো।
অহ গিম্‌হে মহ পঅঙ্গী এব্বং ভণিউণ ওরুণ্ণা॥

যা তনয়তে (তন্বীভবতি) সা তব কৃতেন কিং যেন পৃচ্ছসি হসন্।
অথ গ্রীষ্মে মম প্রকৃতিঃ এবং ভণিত্বা অবরুদিতা॥

১২

বণ্ণ-ক্কম-রহিঅস্‌স বি এস গুণো ণবরি চিত্ত-কম্মস্‌স।
ণিমিসং পি জং ণ মুঞ্চই পিও জণো গাঢ়মুবঊঢ়ো॥

বর্ণ-ক্রম-রহিতস্য অপি এষঃ গুণঃ কেবলং চিত্র-কর্মণঃ।
নিমিষং অপি যৎ ন মুঞ্চতি প্রিয়ঃ জনঃ গাঢ়ং উপগূঢ়ঃ॥

৭

ত্বরা বা কিসের ? যেও তার পাশে

ছড়াক ধরায় চাঁদের আলো ;

দুধে দুধ দিলে বেমালুম মিশে—

জ্যোৎস্নায় মুখে মিশিবে ভালো।

৮

পরকাল বলি মরিছে যাহারা

মরুক তাহারা পরম সুখে ;

গ্রাম-পতিসুতে মজেছে হৃদয়—

নয়ন বুলিছে তাহারি মুখে।

৯

বিত্তবিহীন গৃহটি—যেমন

ঝরনার গুহা সলিলহীন।

গোধনরহিত শূন্য গোষ্ঠ—

সে নারী হয়েছে তেমনি দীন।

১০

তোমারে হেরিয়া প্রেম উপজিল

লজ্জাশীলার হৃদয় মাঝে ;

দরিদ্র মনে লালিত বাসনা—

বাসনাই শুধু, লাগে না কাজে।

১১

'দুনিয়ার যত নারী ক্ষীণ হয়,

সে বুঝি কেবল তোমার তরে ?'

চোখে জল নিয়ে বধূ আরো বলে,—

'আমার কৃশতা গ্রীষ্মজ্বরে।'

১২

নানা রং নাই—কেবল কালিতে আঁকিয়াছি ছবি শোন গো সই !

বিচিত্র নয়, তবু তার গুণ বাখানিয়া আজ তোমারে কই।

সে ছবি চাপিলে বুকের মাঝারে, ছাড়িতে চায় না ছবির ছাপ

মন ভ'রে উঠে মিলনের রসে—দূরে যায় সখী হৃদয়তাপ।

১৩

অবিহত্ত-সন্ধি-বন্ধং পঢ়ম-রসুব্ভেঅ-পাণ-লোহিল্লো।
উব্বেলিউং ণ আণই খণ্ডই কলিআ-মুহং ভমরো ॥
অবিভক্ত-সন্ধি-বন্ধং প্রথম-রসোদ্ভেদ-পান-লুব্ধঃ (লোভিষ্ঠঃ)।
উদ্বেল্লিতুং (উদ্বল্লয়িতুং) ন জানাতি খণ্ডয়তি কলিকা-মুখং ভ্রমরঃ ॥

১৪

দর-বেবিরোরু-জুঅলাসু মউলিঅচ্ছীসু লুলিঅ-চিহুরাসু।
পুরিসাইরীসু কামো পিআসু সজ্জাউহো বসই ॥
দর-বেপনশীলোরু-যুগলাসু মুকুলিতাক্ষিষু লুলিত-চিকুরাসু।
পুরুষায়িতশীলাসু কামঃ প্রিয়াসু সজ্জায়ুধঃ বসতি ॥

১৫

জং জং তে ণ সুহাঅই তং তং ণ করোমি জং মমাঅত্তং।
অহঅং চিঅ জং ণ সুহামি সুহঅ তং কিং মমাঅত্তং ॥
যৎ যৎ তে ন সুখয়তি তৎ তৎ ন করোমি যৎ মম আয়ত্তম্।
অহং এব যৎ ন সুখায়ে (সুখয়ে) তৎ কিং মম আয়ত্তম্ ॥

১৬

বাবার-বিসংবাঅং সঅলাবঅবার্ণ কুণই হঅ-লজ্জা।
সবণার্ণ উণো গুরু-সংণিহে বি ণ ণিরুম্ভই ণিওঅং ॥
ব্যাপার-বিসংবাদং সকলাবয়বলাং করোতি হত-লজ্জা।
শ্রবণয়োঃ পুনঃ গুরু-সন্নিধৌ অপি ন নিরুণদ্ধি নিয়োগম্ ॥

১৭

কিং ভণহ মং সহীও মা মর দীসিহই সো জিঅন্তী এ।
কজ্জলাও এসো সিণেহ-ম্গ্গো উণ ণ হোই ॥
কিং ভণথ মাং সখ্যঃ মা ম্রিয়স্ব দ্রক্ষ্যতে সঃ জীবন্ত্যা।
কার্যালাপঃ এষঃ স্নেহ-মার্গঃ পুনঃ ন ভবতি ॥

১৮

এক্কল্ল-মও দিট্ঠীঅ মইঅ তহ পুলইও সঅণ্হাএ।
পিঅ-জাঅস্স জহ ধণুং পডিঅং বাহস্স হত্থাও ॥
একাকি-মৃগঃ দৃষ্ট্যা মৃগ্যা তথা প্রলোকিতঃ সতৃষ্ণয়া।
প্রিয়-জানেঃ যথা ধনুঃ পতিতং ব্যাধস্য হস্তাৎ ॥

১৩

সন্ধির বাঁধ সরাতে জানে না,
ভ্রমর পাগল প্রথম রসে ;
ফোটাতে জানে না কলিকার মুখ,
শুধু দল কাটে নেশার বশে।

১৪

উরু কেঁপে যায়, চোখ বুজে আসে,
লুলিত চিকুর, অধরে হাস ;
প্রতীপ লীলায় মত্ত প্রিয়াতে
সজ্জিত ধনু কামের বাস।

১৫

সুখ নাহি পাও এমন কাজেতে
অরুচি আমার—সাধ্য তবু ;
আমি সুখী নই এমন কাজেতে
তোমার সাধ্য আছে কি প্রভু ?

১৬

সকল অঙ্গে বাদ সাধে মোর
মুখপোড়া ওই মনের লাজ ;
বাধা নাই কানে—গুরুজন আগে
সে শুধু সাধিছে আপন কাজ।

১৭

কি কহিছ সখী ! দেখিব আবার ?
মৃত্যুবরণ নহে গো বিধি ?
নয়নেতে দেখা কাজ বটে এক
দেখাতে মেলে না প্রেমের নিধি।

১৮

বাণের সমুখে দল-ছাড়া মৃগে
এমনি করিয়া মৃগীটি চায় ;
আপন প্রেয়সী স্মরিয়া ব্যাধের
হাত হতে ধনু খসিয়া যায়।

১৯

ণলিণীস্থ ভমসি পরিমলসি সত্তলং মালইং পি ণো মুঅসি।
তরলত্তণং তুহ অহো মহুঅর জই পাডলা হরই ॥
নলিনীষু ভ্রমসি পরিমৃদ্নাসি সপ্তলাং মালতীং অপি ন মুঞ্চসি।
তরলত্বং তব অহো মধুকর যদি পাটলা হরতি ॥

২০

দো-অঙ্গুলঅ-কবালঅ-পিণদ্ধ-সবিসেস-ণীল-কঞ্চুইআ।
দাবেই থণ-খল-বণ্ণিঅং ব তরুণী জুঅ-জণাণং ॥
দ্ব্যঙ্গুলক-কপাটক-পিনদ্ধ-সবিশেষ-নীল-কঞ্চুকিকা।
দর্শয়তি স্তন-স্থল-বর্ণিকাং ইব তরুণী যুব-জনেভ্যঃ ॥

২১

রক্খেই পুত্তঅং মত্থএণ ওচ্ছোঅঅং পডিচ্ছন্তী।
অংস্থহিঁ পহিঅ-ঘরিণী ওল্লিজ্জন্তং ণ লক্খেই ॥
রক্ষতি পুত্রকং মস্তকেন পটলপ্রান্তোদকং প্রতীচ্ছন্তী।
অশ্রুভিঃ পথিক-গৃহিণী আর্দ্রীভবন্তং ন লক্ষয়তি ॥

২২

সরএ সরম্মি পহিআ জলাইঁ কন্দোট্ট-স্থরহি-গন্ধাইং।
ধবলচ্ছাইঁ সঅণ্হা পিঅন্তি দইআণঁ ব মুহাইং ॥
শরদি সরসি পথিকাঃ জলানি কন্দোট (নীলোৎপল)-স্থরভি-গন্ধীনি।
ধবলাচ্ছানি সতৃষ্ণাঃ পিবন্তি দয়িতানাং ইব মুখানি ॥

২৩

অব্ভন্তর-সরসাও উপরিং পব্বাঅ-বদ্ধ-পঙ্কাও।
চঙ্কম্মন্তম্মি জণে সমুস্সসন্তি ব্ব রচ্ছাও ॥
অভ্যন্তর-সরসাঃ উপরি প্রবাত-বদ্ধ-পঙ্কাঃ।
চঙ্ক্রমমাণে জনে সমুচ্ছ্বসন্তি ইব রথ্যাঃ ॥

২৪

মুহ-পুণ্ডরীঅ-ছাআই সংঠিআ উঅহ রাঅ-হংসে ব্ব।
ছণ-পিট্ঠ-কুট্টণুচ্ছলিঅ-ধূলি-ধবলে থণে বহই ॥
মুখ-পুণ্ডরীক-চ্ছায়ায়াং সংস্থিতৌ পশ্যত রাজ-হংসৌ ইব।
ক্ষণ-পিষ্ট-কুট্টনোচ্ছলিত-ধূলি-ধবলৌ স্তনৌ বহতি ॥

১৯

ভ্রমিছ নলিনে, দলিছ নোমালি
মালতী ছাড়িতে চাহ না মণি !
ভ্রমর ! তোমার চনমনে ভাব
যদি হরে নেয় পাটলা ধনী ।

২০

জোড়া আঙ্গুলে পাশ মাপা যায়
এমন কাঁচুলি বুকেতে আঁটি,
স্তনের পরিধি দেখায়ে তরুণী
প্রমাণিছে তার জোয়ানি খাঁটি ।

২১

বরষার ধারা ছাদ থেকে পড়ে বাঁচায় জননী ছেলের দেহ ;
আপন মাথায় নেয় জলধারা, সে যে গো তাহার জননী-স্নেহ ।
সে নারী তখন, কাঁদিয়া ভাসায়—শিশু ভিজে যায় অশ্রুজলে,
প্রোষিতবনিতা ভাবিয়া না পায় সে জল বাঁধিবে কিসের বলে ।

২২

শরতের হ্রদে স্বচ্ছসলিল নীল উৎপল সুরভি নীরে ;
প্রবাসী পথিক পান করে জল, বিশ্রাম করে তাহার তীরে ।
আনন্দে তার রোমাঞ্চ জাগে,—সরোবর যেন প্রেয়সী বধূ,
নীল উৎপল নয়ন তাহার, জলেতে রয়েছে অধর মধু ।

২৩

উপরের ভাগ বায়ুতে শুষ্ক ভিতরে সরস গ্রামের পথ,
উচ্ছ্বাসে বুঝি জল গ'লে আসে চলে যবে তাতে দেহের রথ ;
রুখু ভুখু রূপ বাহিরে নারীর—সংসার তাপ করেছে সারা,
পরশ করিয়া দেখো তারে তুমি গুপ্ত রয়েছে রসের ধারা ।

২৪

দেখ সখা ওই কমিনীর স্তন চালের গুঁড়ির ধূলোতে মাখা ;
ওরা যেন শ্বেত হংসমিথুন রক্তকমল ছায়ায় আঁকা ।
মুখখানা তার রক্তকমল—সন্দেহ কিছু রেখো না মনে ।
উৎসব-দিনে কোটা চাল-গুঁড়ি আকাশে উড়িয়া পড়েছে স্তনে ।

২৫

তহ তেণ বি সা দিট্ঠা তীঅ বি তহ তস্স পেসিআ দিট্ঠী।
জহ দোণ্হ বি সমঅং চিঅ ণিব্বুত্ত-রআই জাআইং॥

তথা তেন অপি সা দৃষ্টা তয়া অপি তথা তস্মৈ প্রেষিতা দৃষ্টিঃ।
যথা দ্বয়োঃ (দ্বৌ) অপি সমং এব নির্বৃত্ত-রতানি (°রতৌ) জাতানি (জাতৌ)।

২৬

বাউলিআ-পরিসোসণ কুড়ঙ্গ-পত্তলণ স্থলহ-সংকেঅ।
সোহগ্গ-কণক-কস-বট্ট গিম্হ মা কহ বি ঝিজ্জিহিসি॥

বাপিকা (স্বল্পবাতিকা)-পরিশোষণ কুড়ঙ্গ-পত্রকরণ সুলভ-সংকেত।
সৌভাগ্য-কনক-কষ-পট্ট গ্রীষ্ম মা কথং অপি ক্ষয়িষ্যসি।

২৭

ড়ুস্সিক্খিঅ-রঅণ-পরিক্খএহিঁ ঘিট্টোসি পত্থরে তাবা।
জা তিল-মেত্তং বট্টসি মরগঅ কা তুজ্ঝ মুল্ল-কহা॥

দুঃশিক্ষিত-রত্ন-পরীক্ষকৈঃ ঘৃষ্টঃ অসি প্রস্তরে তাবৎ।
যাবৎ তিল-মাত্রং বর্তসে মরকত কা তব মূল্য-কথা॥

২৮

জহ চিন্তেই পরিঅণো আসঙ্কই জহ অ তস্স পডিবক্খো।
বালেণ বি গামণি-ণন্দণেণ তহ রক্খিআ পল্লী॥

যথা চিন্তয়তি পরিজনঃ আশঙ্কতে যথা চ তস্য প্রতিপক্ষঃ।
বালেন অপি গ্রামণী-নন্দনেন তথা রক্ষিতা পল্লী॥

২৯

অণ্ণেস্থ পহিঅ পুচ্ছসু বাহঅ-পুত্তেসু পুসিঅ-চম্মাইং।
অম্হং বাহ-জুআণো হরিণেসু ধণুং ণ ণামেই॥

অন্যেষু পথিক পৃচ্ছ ব্যাধক-পুত্রেষু পৃষত-চর্মাণি।
অস্মাকং ব্যাধ-যুবা হরিণেষু ধনুঃ ন নাময়তি॥

৩০

গঅ-বহু-বেহব্বঅরো পুত্তো মে এক্ক-কণ্ড-বিণিবাঈ।
তহ সোণ্হাই পুলইও জহ কণ্ড-করণ্ডঅং বহই॥

গজ-বধূ-বৈধব্যকরঃ পুত্রঃ মে এক-কাণ্ড-বিনিপাতী।
তথা স্নুষয়া প্রলোকিতঃ যথা কাণ্ড-কাণ্ডকং বহতি॥

২৫

এ দেখে তাহারে যেমন করিয়া—
ও দেখে তেমনি ইহার মুখ ;
নির্বৃত-রতি দম্পতি যেন
পেয়েছে দুজনে সমান সুখ।

২৬

জলাশয় শুষি' গ্রীষ্মের ঋতু,
সংকেতবাটী সুগম রেখে,
কচিপাতা দিয়ে কুঞ্জ সাজায়ে
মহাভাগ্যের লিখন লেখে।

২৭

জহুরি কাটিবে খাঁটি জহরত অন্য কেহই নয়,
কষ্টিপাথরে ঘষিতে ঘষিতে গেল তব পরিচয়।
তুমি মরকত কেবল ঘষায় হ'য়েছ তিলের প্রায় ;
সূর্যের দ্যুতি পাওয়া দূরে থাক্—মূল্যের সব যায়।

২৮

আত্মজনের আশাটি পূরিয়া
শত্রুর মনে জাগায়ে ভয়।
গ্রামণীপুত্র বালক যদিও—
করেছে আজিকে শত্রু জয়।

২৯

চিত্র-হরিণ-চর্মের কথা শুধায়ো
অন্য ব্যাধের ঘরে।
আমাদের এই ব্যাধের যুবক
ধনুক ধরে না হরিণ 'পরে।

৩০

বিধবা করিত হস্তিনীদলে
যূথপতি মেরে একটি শরে ;
সেই ছেলে মোর বধূর নয়নে
বিদ্ধ হইয়া ভয়েতে মরে।

৩১

বিঞ্ঝারুহণালাবং পল্লী মা কুণউ গামণী সসই।
পচ্চুজ্জিবিও জই কহ বি সুণই তা জীবিঅং মুঅই॥
বিন্ধ্যারোহণালাপং পল্লী মা করোতু গ্রামণীঃ শ্বসিতি।
প্রত্যুজ্জীবিতঃ যদি কথং অপি শৃণোতি তৎ জীবিতং মুঞ্চতি

৩২

অপ্পাহই মরন্তো পুত্তং পল্লীবঈ পঅত্তেণ।
মহ ণামেণ জহ তুমং ণ লজ্জসে তহ করেজ্জাসু॥
সংদিশতি ম্রিয়মাণঃ পুত্রং পল্লী-পতিঃ প্রযত্নেন।
মম নাম্না যথা ত্বং ন লজ্জসে তথা করিষ্যসি॥

৩৩

অণুমরণ-পত্থিআএ পচ্চাগঅ-জীবিএ পিঅঅমম্মি।
বেহব্ব-মণ্ডণং কুল-বহুঅ সোহগ্গঅং জাঅং॥
অনুমরণ-প্রস্থিতায়াঃ প্রত্যাগত-জীবিতে প্রিয়তমে।
বৈধব্য-মণ্ডনং কুল-বধ্বাঃ সৌভাগ্যকং জাতম্॥

৩৪

মহু-মচ্ছিআই দট্ঠং দট্ঠূণ মুহং পিঅস্স সূণোট্ঠং।
ঈসালুঈ পুলিন্দী রুক্খচ্ছাঅং গআ অণ্ণং॥
মধু-মক্ষিকয়া দষ্টং দৃষ্ট্বা মুখং প্রিয়স্য উচ্ছূনোষ্ঠম্।
ঈর্ষ্যালুঃ পুলিন্দী বৃক্ষ-ছায়াং গতা অন্যাম্॥

৩৫

ধণ্ণা বসন্তি ণীসঙ্ক-মোহণে বহল-পত্তল-বইম্মি॥
বাঅন্দোলণ-ওণাবিঅ-বেণু-গহণে গিরি-গ্গামে॥
ধন্যাঃ বসন্তি নিঃশঙ্ক-মোহনে বহল-পত্রল-বৃতৌ।
বাতান্দোলনাবনামিত-বেণু-গহনে গিরি-গ্রামে॥

৩৬

পপ্ফুল্ল-ঘণ-কলম্বা নিদ্ধোঅ-সিলা-অলা মুইঅ-মোরা।
পসরন্তোজ্ঝর-মুহলা ওসাহন্তে গিরি-গ্গামা॥
প্রোৎফুল্ল-ঘন-কদম্বাঃ নির্ধৌত-শিলা-তলাঃ মুদিত-ময়ূরাঃ
প্রসরন্-নির্ঝর-মুখরাঃ উৎসাহয়ন্তি গিরি-গ্রামাঃ॥

৩১

দস্যুর ভয়ে বিন্ধ্যপাহাড়ে লুকাইবে গিয়া পল্লীজন—
একথা বলো না পল্লীপতিকে,—আজো তার আছে সতেজ মন।
রোগশয্যায় শোনে যদি এই দারুণ বার্তা গ্রামের নেতা,
মরণ হইতে বাঁচিয়া আবার মরিবে,—বুঝিয়া চলিবে সেথা।

৩২

মরণের কালে পল্লীর পতি
উপদেশ দেয় ছেলের কানে ঃ
'আমার নামের মর্যাদা রেখো—
অপযশ হোলে বাজিবে প্রাণে।'

৩৩

সহমরণেতে সজ্জিতা বধূ—
পতি ফিরে পায় আবার প্রাণ ;
বিধবার সাজে কুলবধূসাজ
অনুকূল বিধি করিল দান।

৩৪

মৌমাছি দেয় শক্ত কামড়,
ঠোঁট ফুলে গোল শবর মুখ ;
ভিন্ গাছতলে শবরী দাঁড়ায়,—
মনে ভাবে মোর গিয়াছে সুখ।

৩৫

এই গ্রামে আছে লতাপাতাভরা শীতল কুঞ্জ বনের ধারে ,
বেণুবন যত বাতাসে তুলিছে—দিবসে আঁধার, চিনিবে কারে ?
পাহাড়িয়া গ্রাম এরে কয় সই—গোপন মিলনে শঙ্কা নাই।
ভাগ্যের জোর তাদের আছে গো, যাহারা পাইবে এমন ঠাঁই।

৩৬

ফুলে ফুলে ভরা কদম্ববন ধোয়া শিলাতল বরষাজলে ;
মুদিত ময়ূর নৃত্যপাগল, তাহারে বাঁধিবে কিসের বলে ?
ঝর ঝর করি ঝরণা ঝরিছে, গানের আওয়াজ লাগিছে ভালো,
পাহাড়িয়া গ্রাম উতলা করিছে—আকাশ আজিকে কালোয় কালো।

৩৭

তহ পরিমলিআ গোবেণ তেণ হত্থং পি জা ণ ওল্লেই।
স চ্চিঅ ধেণূ এণ্হিং পেচ্ছস্থ কুড়-দোহিণী জাআ॥

তথা পরিমলিতা গোপেন তেন হস্তং অপি যা ন আর্দ্রয়তি
সা এব ধেনুঃ ইদানীং প্রেক্ষধ্বং কুট-দোহিনী জাতা॥

৩৮

ধবলো জিঅই তুহ কএ ধবলস্স কএ জিঅন্তি গিট্ঠীও।
জিঅ তম্বে অম্হ বি জীবিএণ গোট্ঠং তুমাঅত্তং॥

ধবলঃ জীবতি তব কৃতে ধবলস্য কৃতে জীবন্তি গৃষ্টয়ঃ।
জীব গৌঃ অস্মাকং অপি জীবিতেন গোষ্ঠং ত্বদায়ত্তম্॥

৩৯

অগ্ঘাই ছিবই চুম্বই ঠেবই হিঅঅম্মি জণিঅ-রোমঞ্চো।
জাআ-কবোল-সরিসং পেচ্ছহ পহিও মহুঅ-উপ্ফং॥

আজিঘ্রতি স্পৃশতি চুম্বতি স্থাপয়তি হৃদয়ে জনিত-রোমাঞ্চঃ
জায়া-কপোল-সদৃশং প্রেক্ষধ্বং পথিকঃ মধুক-পুষ্পম্॥

৪০

উঅ ওল্লিজ্জই মোহং ভুঅংগ-কিত্তীঅ কডক-লগ্গাই।
ওজ্ঝর-ধারা-সদ্ধালুএণ সীসং বণ-গএণ॥

পশ্য আর্দ্রীক্রিয়তে মোঘং ভুজঙ্গ-কৃত্তৌ কটক-লগ্নায়াম্।
নির্ঝর-ধারা-শ্রদ্ধালুকেন শীর্ষং বন-গজেন॥

৪১

কমলং মুঅন্ত মহুঅর পিক্ক-কইত্থাণং গন্ধ-লোহেণ।
আলেক্খ-লড্ডুঅং পামরো ব্ব ছিবিঊণ জাণিহিসি॥

কমলং মুঞ্চন্ মধুকর পক্ক-কপিত্থানাং গন্ধ-লোভেন
আলেখ্য-লড্ডুকং পামরঃ ইব স্পৃষ্ট্বা জ্ঞাস্যসি॥

৪২

গিজ্জন্তে মঙ্গল-গাইআহিঁ বর-গোত্ত-দিণ্ণ-অণ্ণাএ।
সোউং ব ণিগ্গও উঅহ হোন্ত-বহুআই রোমঞ্চো॥

গীয়মানে মঙ্গল-গায়িকাভিঃ বর-গোত্র-দত্ত-কর্ণায়াঃ।
শ্রোতুং ইব নির্গতঃ পশ্যত ভবিষ্যদ্-বধূকায়াঃ রোমাঞ্চঃ॥

৩৭

বাঁট মলে মলে যে গাভীর দুধ মেলেনি
আঙ্গুল-ভিজানভোর,
সেই গাভী দেয় ঘটভরা দুধ
দোহনকলায় দুধের তোড়।

৩৮

তোমারি লাগিয়া বিচরণে বাঁচে ধবলকান্তি বৃষভবর ;
এক বৎসের জননীরা সব তাহারি লাগিয়া করিছে ঘর।
দুধেলা সুরভি! বাঁচো ওগো বাঁচো মোদের জীবনে লভিয়া বল
তোমার জীবন প্রেমেতে ধন্য—গোষ্ঠেরো বুঝি আশার স্থল।

৩৯

মহুয়ার ফুল ফুটেছে বনেতে প্রেয়সী-বধূর কপোলপারা ;
পথিকের দেহে রোমাঞ্চ জাগে, আনন্দে আজ বাঁধনহারা।
ঘ্রাণেতে পাগল—পরশ করিছে, চুম্বন করে বুকেতে রাখি ;
মধুকে ঢালিছে সকল সোহাগ আজি উড়ু উড়ু প্রাণের পাখী।

৪০

সাপের খোলস পাহাড়ের কোলে উজল যেন গো জলের পারা ;
গ্রীষ্মের তাপে দিশেহারা হাতী কঞ্চুকে বোঝে ঝর্ণাধারা।
তপ্তমাথায় বৃথা ধরে তাকে—পুড়ে যায় আজি সকল দেহ।
জলের অভাব কঞ্চুকে মিটে—এমন কথা কি শুনেছে কেহ?

৪১

কমল ছাড়িলি কদ্‌বেল লোভে—অন্ধ আবেগ ইহারি নাম ;
তোরে মধুকর গন্ধে টানিছে, পূরিবে না কোন মনস্কাম।
কপিত্থফল পরশ করিবি—সে যে হবে তোর কেবল ছোঁয়া,
বিচার-বিমূঢ় মূর্খেরে যথা বৃথা টেনে নেয় ছবির মোয়া।

৪২

বিবাহের আজ পুণ্যলগনে মঙ্গল উৎসব!
গায়িকার মুখে গানের কলিতে পতিকুল গৌরব—
শুনে রসে ভাসে ভাবী বধূ ওই ; রোমাঞ্চ সারা গায়,
অযুত কর্ণে গৌরবগান বুঝি শুনিবারে চায়।

৪৩

মণ্ণে আঅণ্ণন্তা আসণ্ণ-বিআহ-মঙ্গলুগ্‌গাইং।
তেহিঁ জুআণেহিঁ সমং হসন্তি মং বেঅস-কুড়ঙ্গা॥

মন্যে আকর্ণয়ন্তঃ আসন্ন-বিবাহ-মঙ্গলোদ্গীতম্।
তৈঃ যুবভিঃ সমং হসন্তি মাং বেতস-কুড়ঙ্গাঃ॥

৪৪

উঅগঅ-চউত্থি-মঙ্গল-হোন্ত-বিওঅ-সবিসেস-লগ্‌গেহিং।
তীঅ বরস্‌স অ সেঅংসুএহিঁ রুণ্ণং ব হত্থেহিং॥

উপগত-চতুর্থী-মঙ্গল-ভবিষ্যদ্‌-বিয়োগ-সবিশেষ-লগ্নাভ্যাম্।
তস্যাঃ বরস্য চ স্বেদাশ্রুভিঃ রুদিতং ইব হস্তাভ্যাম্॥

৪৫

ণ অ দিট্‌ঠিং ণেই মুহং ণ অ ছিবিউং দেই ণালবই কিংপি।
তহ বি হু কিং পি রহস্‌সং ণব-বহু-সঙ্গো পিও হোই॥

ন চ দৃষ্টিং নয়তি মুখং ন চ স্প্রষ্টুং দদাতি ন আলপতি কিং অপি।
তথা অপি খলু কিং অপি রহস্যং নব-বধূ-সঙ্গঃ প্রিয়ঃ ভবতি॥

৪৬

অলিঅ-পসুত্ত-বলন্তম্মি ণব-বরে ণব-বহূঅ বেবন্তো।
সংবেল্লিওরু-সংজমিঅ-বত্থ-গণ্ঠিং গও হত্থো॥

অলীক-প্রসুপ্ত-বলমানে নব-বরে নব-বধ্বাঃ বেপমানঃ।
সংবেষ্টিতোরু-সংযমিত-বস্ত্র-গ্রন্থিং গতঃ হস্তঃ॥

৪৭

পুচ্ছিজ্জন্তী ণ ভণই গহিআ পপ্‌ফুরই চুম্বিআ রুঅই।
তুণ্‌হিক্কা ণব-বহুআ কআবরাহেণ উবঊঢ়া॥

পৃচ্ছ্যমানা ন ভণতি গৃহীতা প্রস্ফুরতি চুম্বিতা রোদিতি।
তুষ্ণীকা নব-বধূঃ কৃতাপরাধেন উপগূঢ়া॥

৪৮

তত্তো চ্চিঅ হোন্তি কহা বিঅসন্তি তহিং তহিং সমপ্পন্তি।
কিং মণ্ণে মাউচ্ছা এক্ক-জুআণো ইমো গামো॥

ততঃ এব ভবন্তি কথাঃ বিকসন্তি তত্র তত্র সমাপ্যন্তে।
কিং মন্যে মাতৃষ্বসঃ এক-যুবকঃ অয়ং গ্রামঃ।

৪৩

আমার বিবাহ-মঙ্গলগীতি—ছড়ায় আজিকে বাঁশীর স্বর,
সে স্বর মূরছি পড়িছে যেথায় আমার মিলন-গোপনপুর।
আমার বিবাহ শুনিয়া হাসিছে গ্রামবাসী যত যুবার দল,
সেই সাথে হাসে নিকুঞ্জবন, যেথা আছে মোর লীলার স্থল।

৪৪

তিনটি দিনের মিলন অন্তে চারের দিনটি আগত আজ ;
মঙ্গলাচার আজিকে হইবে গৃহপ্রাঙ্গণে বিদায়সাজ।
মুখোমুখি হয়ে বরবধূ বসে—হাতের উপরে হাতের মালা ;
ঘাম ছলে বুঝি দুই হাত কাঁদে, চতুর্থী হয় বিষম জ্বালা।

৪৫

মুখ তোলে নাকো, পরশ করিব ? বহুদূরে আছে পরশমধু,
আলাপেতে সুখ কোথা তার সাথে ? লজ্জায় মরে নতুন বধূ।
তথাপি নতুন বধূর সঙ্গে প্রাণে বহে যায় সুখের ধারা ;
রহস্য বড়—কিছু নাহি পায়, প্রাণ নাচে তবু বাঁধনহারা।

৪৬

কপট নিদ্রা অভিনয় করি নব বর যবে ঘুরায় মুখ,
নব বধূহিয়া দুরু দুরু কাঁপে, বুঝিবা ঘুচিল শয়ন-সুখ।
উরুতে জড়ানো বসন তাহার,—ভয় নাই তাতে গ্রন্থি আছে ;
তথাপি তাহার ব্যাকুল হস্ত ছুটে চলে যায় শাড়ীর কাছে।

৪৭

প্রশ্ন করিলে কথাটি কহে না হাতে হাত দিলে কাঁপিয়া মরে ;
চুম্বনে বধূ কেবল কাঁপিছে—মরিছে আজিকে কিসের ডরে ?
নীরবে ঝরিছে কেবল অশ্রু—বুঝিল না কেহ মর্মব্যথা ;
কৃত অপরাধ স্বামী যে তাহার, তাই ফুরায়েছে সকল কথা।

৪৮

তাহারি কথায় কথা শুরু হয়
বিস্তারে নহে অন্যরূপা ;
আলাপের শেষ তাহারি কথায়—
এই গ্রামে সে কি একক যুবা ?

৪৯

জাইং বঅণাইং অম্হে বি জম্পিও তাই জম্পই জণো বি।
তাইং চিঅ তেণ পজম্পিআইং হিঅঅং স্থহাবেন্তি ॥

যানি বচনানি বয়ং জল্পামঃ তানি জল্পতি জনঃ অপি ।
তানি এব তেন প্রজল্পিতানি হৃদয়ং স্থখয়ন্তি ॥

৫০

সব্বাঅরেণ মগ্‌গহ পিঅং জণং জই স্থহেণ বো কজ্জং।
জং জস্‌স হিঅঅ-দইঅং তং ণ স্থহং জং তহিং ণত্থি ॥

সর্বাদরেণ মার্গয়ত প্রিয়ং জনং যদি স্থখেন বঃ কার্যম্‌।
যৎ যস্য হৃদয়-দয়িতং তং ন স্থখং যৎ তস্মিন্‌ ন অস্তি ॥

৫১

দীসন্তো দিট্‌ঠি-স্থহো চিন্তিজ্জন্তো মণ-বল্লহো অত্তা।
উল্লাবন্তো স্থই-স্থহো পিও জণো ণিচ্চ-রমণিজ্জো ॥

দৃশ্যমানঃ দৃষ্টি-স্থখঃ চিন্ত্যমানঃ মনো-বল্লভঃ শ্বশ্রু।
উল্লপ্যমানঃ শ্রুতি-স্থখঃ প্রিয়ঃ জনঃ নিত্য-রমণীয়ঃ ॥

৫২

ঠাণ-ব্‌ভট্‌ঠা পরিগলিঅ-পীণআ উন্নঈঅ পরিচত্তা।
অম্হে উণ ঠের-পওহর ব্ব উঅরে চ্চিঅ ণিসন্না ॥

স্থান-ভ্রষ্টাঃ পরিগলিত-পীনতাঃ উন্নত্যা পরিত্যক্তাঃ।
বয়ং পুনঃ স্থবিরা-পয়োধরা ইব উদরে এব নিষণ্ণাঃ।

৫৩

পচ্চূসাগঅ রঞ্জিত-দেহ পিআলোঅ লোঅণাণন্দ।
অন্নত্ত খবিঅ-সব্বরি ণহ-ভূসণ দিণবই ণমো দে ॥

প্রত্যুষাগত রঞ্জিত-দেহ প্রিয়ালোক লোচনানন্দ।
অন্যত্র-ক্ষপিত-শর্ব্বরীক নভো (নখ°)-ভূষণ দিন-পতে নমঃ তে ॥

৫৪

বিবরীঅ-স্থরঅ-লেহল পুচ্ছসি মহ কীস গব্‌ভ-সংভূইং।
ওঅত্তে কুম্ভ-মুহে জল-লব-কণিআ বি কিং ঠাই ॥

বিপরীত-স্থরত-লম্পট পৃচ্ছসি মম কিমিতি গর্ভ-সংভূতিম্‌।
অপবৃত্তে কুম্ভ-মুখে জল-লব-কণিকা অপি কিং তিষ্ঠতি ॥

৪৯

শব্দেতে গড়া বাক্যসমূহ,

সে বাক্য শুনি—মোরাও বলি ;

তার মুখে শোনা বচনসমূহে

কেন যেন যায় হৃদয় গলি !

৫০

সুখে যদি থাকে কোন অভিলাষ

প্রিয়জন খোঁজ সকল ভাবে—

মানুষের মনে নাই হেন সুখ

যে সুখের সেথা দেখা না পাবে।

৫১

শাশুড়ী বলি গো পিরীতির কথা সে কথাটি তুমি বুঝিবে জানি—

দর্শনে সুখ, চিন্তায় সুখ—মনোবল্লভ তাহারে মানি ;

তার কথা হলে কর্ণ জুড়ায়, আনন্দে ভরে সকল দেহ,

নিত্য-নূতন সুন্দব মোর—তার মত জন না দেখি কেহ।

৫২

স্থান থেকে চ্যুত, উন্নতিহীন,

কৃশ হয়ে যাওয়া, মুখটি নত ;

স্থবিরার স্তনসদৃশ আমরা

এখন কেবল উদর-গত।

৫৩

প্রভাতে আগত নয়নানন্দ সারা দেহে নিয়ে রঙের সাজ,

নখাঘাতে শোভা নিয়ে সারা দেহে কেন বা কুটিরে উদয় আজ ?

রজনীকুঞ্জ ছাড়ি এই গৃহে ! মনে ধরে নাই রজনীভোগ ?

নভোবিভূষণ সূর্যের মত ছাড়িয়া এসেছো সুখের লোক !

৫৪

প্রতীপ লীলায় লুব্ধ নাগর !

কেনগো শুধাও গর্ভকথা ?

কলস যদি বা অধোমুখ হয়

জলের কণিকা রহে কি তথা ?

৫৫

অচ্চাসন্ন-বিবাহে সমং যসোআই তরুণ-গোবীহিং।
বড্ঢন্তে মহুমহণে সংবন্ধা ণিণ্হুবিজ্জন্তি ॥

অত্যাসন্ন-বিবাহে সমং যশোদয়া তরুণ-গোপীভিঃ।
বর্ধমানে মধুমথনে সম্বন্ধাঃ নিহ্নূয়ন্তে ॥

৫৬

জং জং আলিহই মণো আসা-বট্টীহিঁ হিঅঅ-ফলঅম্মি।
তং তং বালো ব্ব বিহী ণিহুঅং হসিঊণ পন্হুসই ॥

যৎ যৎ আলিখতি মনঃ আশা-বর্ত্তিকাভিঃ হৃদয়-ফলকে।
তৎ তৎ বালঃ ইব বিধিঃ নিভৃতং হসিত্বা প্রোঞ্ছতি (প্রমুষতি) ॥

৫৭

অণুহূত্তো কর-ফংসো সঅল-অলা-পুণ্ণ পুণ্ণ-দিঅহম্মি।
বীআ-সঙ্গ-কিসঙ্গঅ এণ্হিং তুহ বন্দিমো চলণে ॥

অনুভূতঃ কর-স্পর্শঃ সকল-কলা-পূর্ণ পূর্ণ-দিবসে।
দ্বিতীয়া-সঙ্গ-কৃশাঙ্গক ইদানীং তব বন্দামহে চরণৌ ॥

দূরন্তরিএ বি পিএ কহ বি ণিঅত্তাইঁ মজ্ঝ ণঅণাইঁ।
হিঅঅং উণ তেণ সমং অজ্জ বি অণিবারিঅং ভমই ॥

দূরান্তরিতে অপি প্রিয়ে কথং অপি নিবর্তিতে মম নয়নে।
হৃদয়ং পুনঃ তেন সমং অদ্য অপি অনিবারিতং ভ্রমতি ॥

৫৯

তস্স কহা-কণ্টইএ সদ্দাঅণ্ণণ-সমোসরিঅ-কোবে।
সমুহালোঅণ-কম্পিরি উবঊঢ়া কিং পবজ্জিহিসি ॥

তস্য কথা-কণ্টকিতে শব্দাকর্ণন-সমপস্থত-কোপে।
সম্মুখালোকন-কম্পনশীলে উপগূঢ়া কিং প্রপৎস্যসে ॥

৬০

ভর-ণমিঅ-ণীল-সাহগ্গ-খলিঅ-চলণদ্ধ-বিহুঅ-বকৃখ-উডা।
তরু-সিহরেসু বিহংগা কহ কহ বি লহন্তি সংঠাণং ॥

ভর-নমিত-নীল-শাখাগ্র-স্খলিত-চরণার্ধ-বিধুত-পক্ষ-পুটাঃ।
তরু-শিখরেষু বিহংগাঃ কথং কথং অপি লভন্তে সংস্থানম্ ॥

৫৫

বয়স বাড়িছে বুড়রা কহিছে

কানুর এবার বিবাহ হোক্।

তরুণী গোপীরা গোপন করিছে

যশোদার সাথে তাদের যোগ।

৫৬

হৃদয়ের পটে আশার তুলিতে মন যাহা আঁকে আপনভাবে,
সযতনে তারে লালন করিয়া বুঝিবা ভাবিছে তাহাই পাবে ;
হাসিয়া হাসিয়া বিধাতাপুরুষ মুছে ফেলে দেয় ছবির মেলা
যত্নের ধন বালক বোঝে না—তাহার কেবল ভাঙ্গার খেলা।

৫৭

বিবাহের সেই পুণ্য দিবসে সকল কলায় পূর্ণ তিনি
ছিলেন আমার পূর্ণিমা চাঁদ—করের পরশ কিরণ জিনি।
আজি দ্বিতীয়ার সঙ্গ লভিয়া কৃশ হয়ে গেছে অঙ্গবিভা
দ্বিতীয়ার চাঁদ কলাটি হারায়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে, বলিব কিবা ?

৫৮

প্রিয়তম মোর দূরে চলে যায়

নয়ন আমার বৃথাই টানি,

আমার হৃদয় তাহারি সঙ্গে

ভ্রমণ করিছে—সে কথা জানি।

৫৯

তাহার কথায় কথাটি উঠিলে রোমাঞ্চ তোর সকল গায়,
চরণের ধ্বনি শ্রবণ করিলে সকল বেদনা হারায়ে যায়।
সম্মুখে যবে দাঁড়ায় আসিয়া কম্পিত তনু—হৃদয় ভোর,
বাহুপাশে যবে ধরা দিবে প্রিয়—কি দশা ঘটিবে তখন তোর ?

৬০

তরুর শিখরে ক্ষুদ্র শাখায়

বার বার যায় চরণ স্খলি',

তবু বিহঙ্গ পাখা ঝটপটি

তাহারে আঁকড়ে—কাহারে বলি !

৬১

অহর-মহু-পাণ-ধারিল্লিআই জং চ রমিও সি সবিসেসং।
অসই অলজ্জিরি ৰহু-সিক্খিরি ত্তি মা ণাহ মণ্ণহিসি॥

অধর-মধু-পান-লালসয়া যৎ চ রমিতঃ অসি সবিশেষম্।
অসতী অলজ্জাশীলা ৰহু-শিক্ষাশীলা ইতি মা নাথ মংস্থাঃ॥

৬২

খাণেণ অ পাণেণ অ তহ গহিও মণ্ডলো অডঅণাএ।
জহজারং অহিণন্দই ভুক্কই ঘর-সামিএ এন্তে॥

খাদনেন চ পানেন চ তথা গৃহীতঃ মণ্ডলঃ অসত্যা।
যথা জারং অভিনন্দতি ভষতি গৃহ-স্বামিনি এতি॥

৬৩

কণ্ডুন্তেণ অকণ্ডং পল্লী-মজ্ঝম্মি বিঅড-কোঅণ্ডং।
পই-মরণাহিঁ বি অহিঅং বাহেণ রুআবিআ অত্তা॥

কণ্ডূয়তা অকাণ্ডে পল্লী-মধ্যে বিকট-কোদণ্ডম্।
পতিমরণাৎ অপি আধিকং ব্যাধেন রোদিতা শ্বশ্রূঃ (মাতা)॥

৬৪

অম্হে উজ্জুঅ-সীলা পিও বি পিঅ-সহি বিআর-পরিওসো।
ণ হু অণ্ণা কা বি গঈ বাহোহা কহ পুসিজ্জন্তু॥

বরং ঋজুক-শীলাঃ প্রিয়ঃ অপি প্রিয়-সখি বিকার-পরিতোষঃ।
ন খলু অন্যা কা অপি গতিঃ বাষ্পৌঘাঃ কথং প্রোঞ্ছ্যন্তাম্॥

৬৫

ধবলো সি জই বি সুন্দর তহ বি মজ্ঝ রঞ্জিঅং হিঅঅং।
রাঅ-ভরিএ বি হিঅএ সুহঅ ণিহিত্তো ণ রত্তো সি॥

ধবলঃ অসি যদি অপি সুন্দর তথা অপি মম রঞ্জিতং হৃদয়ম্।
রাগ-ভরিতে অপি হৃদয়ে সুভগ নিহিতঃ ন রক্তঃ অসি॥

৬৬

চঞ্চু-পুড়াহঅ-বিঅলিঅ-সহআর-রসেণ সিত্ত-দেহস্স।
কীরস্স মগ্গ-লগ্গং গন্ধন্ধং ভমই ভমর-উলং॥

চঞ্চু-পুটাহত-বিগলিত-সহকার-রসেন সিক্ত-দেহস্য।
কীরস্য মার্গ-লগ্নং গন্ধান্ধং ভ্রমতি ভ্রমর-কুলম্॥

৬১

অধরের ওই অমৃতলালসে
নানাভাবে আজ রমেছি আমি ;
বেহায়া নই গো, অসতীও নই—
শোন মোর কথা হৃদয়স্বামী।

৬২

পানাহার দানে এমন তুষেছে
গৃহকুক্কুরে অসতী নারী,
জার এলে করে গাত্রলেহন—
গৃহের মালিকে ভুকিবে ভারী।

৬৩

ভারী ওজনের ধনুক চাঁচিয়া ব্যাধসুত তাকে হাল্কা করে ;
পল্লীর পথে কাণ্ড দেখিয়া জননী তাহার মরমে মরে।
এই সে ধনুক বহিত বৃদ্ধ গৃহপতি ব্যাধ—জনক তার,
স্বামী হারাবার বেদনা হইতে এ যে শতগুণ দুখের ভার।

৬৪

আমরা জানি না ছলা কলা সই ঋজু স্বভাবের সরলা বালা ;
বিভ্রমপ্রিয় স্বামীটির মোর যত রঙ্গিণী গলার মালা।
উপায় কি আছে বিষম বিপদে—খুলিয়া তোমরা বল না সই !
নয়নের জল মানে না বাঁধন, মরমের কথা তোমারে কই।

৬৫

শ্বেত-মর্মর বরণ তোমার
রাঙায়ে তুলেছ হৃদয় তবু,
রাগে রঞ্জিত হৃদয়ে রেখেছি
তথাপি রক্ত নহ তো প্রভু !

৬৬

চঞ্চুপুটের আঘাতে হয়েছে বিগলিত রসধারা,
সেই আম-রসে রঞ্জিত তনু ছুটেছে পাগলপারা
কীর পক্ষীরা—তাদের পিছনে ছুটিছে ভ্রমর দল
গন্ধে পাগল, আম্র গলাবে নাই যে তাদের বল।

৬৭

এত্থ ণিমজ্জই অত্তা এত্থ অহং এত্থ পরিঅণো সঅলো ।
পন্থিঅ রত্তি-অন্ধঅ মা মহ সঅণে ণিমজ্জিহিসি ॥
অত্র নিমজ্জতি শ্বশ্রূঃ অত্র অহং অত্র পরিজনঃ সকলঃ ।
পথিক রাত্র্যন্ধক মা মম শয়নে নিমজ্জ্যসি ॥

পরিওস-সুন্দরাইং সুরএসু লহন্তি জাই সোক্খাইং ।
তাইং চ্চিঅ উণ বিরহে খাউগ্‌গিণ্ণাই কীরন্তি ॥
পরিতোষ-সুন্দরাণি সুরতেষু লভন্তে যানি সৌখ্যানি ।
তানি এব পুনঃ বিরহে খাদিতোদ্গীর্ণানি কুর্বন্তি ॥

৬৯

মগ্‌গং চিঅ অলহন্তো হারো পীণুন্নআণঁ থণআণং ।
উব্বিগ্‌গো ভমই উরে জমুণা-ণই-ফেণ-পুঞ্জো ব্ব ॥
মার্গং এব অলভমানঃ হারঃ পীনোন্নতয়োঃ স্তনয়োঃ ।
উদ্বিগ্নঃ ভ্রমতি উরসি যমুনা-নদী-ফেন-পুঞ্জঃ ইব ॥

৭০

এক্কেণ বি বড-ৰীঅঙ্কুরেণ সঅল-বণ-রাই মজ্ঝম্মি ।
তহ্ তেণ কও অপ্পা জহ্ সেস-দুমা তলে তস্‌স ॥
একেন অপি বট-ৰীজাঙ্কুরেণ সকল-বন-রাজি-মধ্যে ।
তথা তেন কৃতঃ আত্মা যথা শেষ-দ্রুমাঃ তলে তস্য ॥

৭১

জে জে গুণিণো জে জে অ চাইণো জে বিডড্‌ঢ-বিণ্ণাণা ।
দারিদ্দ রে বিঅক্খণ তাণ তুমং সাণুরাও সি ॥
যে যে গুণিনঃ যে যে চ ত্যাগিনঃ যে বিদগ্ধ-বিজ্ঞানাঃ ।
দারিদ্র্য রে বিচক্ষণ তেষাং ত্বং সানুরাগং অসি ॥

৭২

জই কোত্তিও সি সুন্দর সঅল-তিহী-চন্দ-দংসণ-সুহাণং ।
তা মসিণং মোইজ্জন্ত-কঞ্চুঅং পেক্খসু মুহং সে ॥
যদি কৌতুকিকঃ অসি সুন্দর সকল-তিথি-চন্দ্র-দর্শন-সুখানাম্ ।
তৎ মসৃণং মুচ্যমান-কঞ্চুকং প্রেক্ষস্ব মুখং তস্যাঃ ।

৬৭

এইখানে শোয় শাশুড়ী আমার, আমি—ওই হোথা, পথিক শোন!
পরিজন আছে এইখানে শুয়ে—ভয় নাই হেথা কোন।
ভয় যে আমার, রাতকানা তুমি গড়াও বুঝি বা আমার শেজে,
তাই তো বলিছি এত কথাগুলি, কপাল আমার বুঝিবে কে যে!

৬৮

যত সুখরাশি ভোগের নিশাতে
মিলেছে তাদের মিলন হাটে।
সে সুখের ভোগ বিচ্ছেদদিনে
নারীরা মনেতে জাবর কাটে।

৬৯

পীন পয়োধরে মুক্তার মালা
ধরে না তো তার—চলিতে চলে;
আকুলি বিকুলি যেন গো করিছে
শাদা ফেনাগুলি যমুনাজলে।

৭০

একটিমাত্র বট-অঙ্কুর
এমন বেড়েছে গহন বনে,
সব গাছগুলো পায়ের তলায়—
তুলনা চলিবে কাহার সনে?

৭১

দারিদ্র্য! তব গুণে নাহি সীমা,
অনুরাগ দেখি তাহার প্রতি;
যেই জন দাতা, অথবা গুণী যে,
বিজ্ঞানে যেবা সঁপেছে মতি।

৭২

সকল তিথির চাঁদ দেখিবারে আশা যদি থাকে তোমার মনে,
সুন্দরী যবে আবরণ খোলে ঘুরাবে নয়ন সেই সে ক্ষণে।
বসন-মুক্ত প্রতিটি অঙ্গে চন্দ্রকলার উজল শোভা;
বিবসনা নারী পূর্ণিমাচাঁদ, উদয় লভিবে নয়ন লোভা।

৭৩

সম-বিসম-ণিব্বিসেসা সমন্তও মন্দ-মন্দ-সংচারা।
অইরা হোহিন্তি পহা মণোরহাণং পি তুল্লঙ্ঘা॥

সম-বিষম-নির্বিশেষাঃ সমন্ততঃ মন্দ-মন্দ-সঞ্চারাঃ।
অচিরাৎ ভবিষ্যন্তি পন্থানঃ মনোরথানাং অপি দুর্লঙ্ঘ্যাঃ॥

৭৪

অই-দীহরাইঁ বহুএ সীসে দীসন্তি বংস-বত্তাইং।
ভণিএ ভণামি অত্তা তুম্হাণং বি পণ্ডুরা পুট্‌ঠী॥

অতি-দীর্ঘাণি বধ্বাঃ শীর্ষে দৃশ্যন্তে বংশ-পত্রাণি।
ভণিতে ভণামি শ্বশ্রু যুষ্মাকং অপি পাণ্ডুরং পৃষ্ঠম্॥

৭৫

অত্থক্ক-রূসণং খণ-পসিজ্জণং অলিঅ-বঅণ-ণিব্‌বন্ধো।
উম্মচ্ছর-সংতাবো পুত্তঅ পদবী সিণেহস্‌স॥

আকস্মিক-রোষণং ক্ষণ-প্রসাদনং অলীক-বচন-নির্বন্ধঃ।
উন্মৎসর-সন্তাপঃ পুত্রক পদবী স্নেহস্য॥

৭৬

পিজ্জই কণ্ণঞ্জলিহিং জণ-রব-মিলিঅং বি তুজ্ঝ সংলাবং।
দুদ্ধং জল-সংমিলিঅং সা বালা রাঅ-হংসি ব্ব॥

পিবতি কর্ণাঞ্জলিভিঃ জন-রব-মিলিতং অপি তব সংলাপম্।
দুগ্ধং জল-সংমিলিতং সা বালা রাজ-হংসী ইব॥

৭৭

অই উজ্জুএ ণ লজ্জসি পুচ্ছিজ্জন্তী পিঅস্‌স চরিআইং।
সব্বঙ্গ-সুরহিণো মরুবঅস্‌স কিং কুসুম-রিদ্ধীহিং॥

অয়ি ঋজুকে ন লজ্জসে পৃচ্ছন্তী প্রিয়স্য চরিতানি।
সর্বাঙ্গ-সুরভেঃ মরুবকস্য কিং কুসুমর্দ্ধিভিঃ॥

৭৮

মুদ্ধে অপত্তিঅন্তী পবাল-অঙ্কুরঅ-বণ্ণ-লোহিঅএ।
ণিদ্ধোঅ-ধাউ-রাএ কীস সহত্থে পুণো ধুবসি॥

মুগ্ধে অপ্রতিয়ন্তী প্রবালাঙ্কুরক-বর্ণ-লোহিতৌ।
নির্ধৌত-ধাতুরাগৌ কিমিতি স্বহস্তৌ পুনঃ ধাবয়সি॥

৭৩

উঁচুনীচু পথ একাকার হয়ে
সলিলসমাধি লভেছে এথা ;
গমনাগমন রুদ্ধ এবার,
মনোরথও বুঝি চলে না সেথা !

৭৪

'বাঁশপাতা মাথে' এই অভিযোগে
আমারে শাশুড়ী কবিছ চিট্।
উল্টে আমি তো বলিব তোমাকে
'ধূলি-পাণ্ডুর তোমার পিঠ।'

৭৫

হঠাৎ রাগেতে মন পুড়ে যায়, তখুনি তাহাতে শীতল জল ;
মিথ্যা বুনিয়া এলোমেলো কথা—এরাই সকলে প্রেমের ফল।
হিংসার বিষে জর্জর প্রেম, নহে তো প্রেমের পথটি সোজা ;
আঁকাবাঁকা পথে গমন তাহার—বুঝিতে চাহিলে সহজ বোঝা।

৭৬

রাজহংসীর চরিতের রীতি সে বালা দেখায় চমৎকার।
জল ফেলে দিয়ে দুধটুকু নিবে—ধন্য মানি গো স্বভাব তার।
জনতার কথা তোমার কথার মিশ্রণে যে বা হাজার রব।
শ্রুতি-অঞ্জলি পাতিয়া পাতিয়া গ্রহণ করিছে তোমারি সব।

৭৭

সকল গুণের আধার প্রিয়ের
বিশেষ গুণটি জানিবে কেন ?
আমূল-সুরভি পিণ্ডীতকের
কুসুম কেমন—প্রশ্ন যেন !

৭৮

প্রবাল-লোহিত হাতের আভায় বিশ্বাস নাই তোমার মনে ;
মনে মনে মোরা তারিফ করেছি—দেখেছি তোমারে যেই বা ক্ষণে।
লাল রং ভয়ে হাত ধোয়া তোর বাতিক দেখিয়া হাসিয়া মরি ;
এ রং ওঠে না হাত ধুলে সই ! বিধাতা দিয়েছে দু'হাত ভরি।

৭৯

উঅ সিন্ধব-পব্বঅ-সচ্ছহাই ধুঅ-তুল-পুঞ্জ-সরিসাইং।
সোহন্তি সুঅণু মুক্কোঅআই সরএ সিঅব্‌ভাইং॥

পশ্য সৈন্ধব-পর্বত-সদৃক্ষাণি ধুত-তুল পুঞ্জ-সদৃশানি।
শোভন্তে সুতনু মুক্তোদকানি শরদি সিতাভ্রাণি॥

৮০

আউচ্ছন্তি সিরেহিঁ বিবলিএহিঁ উঅ খডিএহিঁ ণিজ্জন্তা।
ণিপ্পচ্ছিম-বলিঅ-পলোইএহিঁ মহিসা কুডঙ্গাইং॥

আপৃচ্ছন্তি শিরোভিঃ বিবলিতৈঃ পশ্য খড্‌গিকৈঃ নীয়মানাঃ।
নিঃপশ্চিম-বলিত-প্রলোকিতৈঃ মহিষাঃ কুড়ঙ্গানি॥

৮১

পুসউ মুহং তা পুত্তিঅ বাহোঅরণং বিসেস-রমণিজ্জং।
মা এঅং চিঅ মুহ-মণ্ডণং ত্তি সো কাহিই পুণো বি॥

প্রোঞ্ছ মুখং তাবৎ পুত্রিকে বাষ্পাবতরণং বিশেষ-রমণীয়ম্
মা ইদং এব মুখ-মণ্ডনং ইতি সঃ করিষ্যতি পুনঃ অপি॥

৮২

মজ্ঝে পঅণুঅ-পঙ্কং অবহো-বাসেসু সাণ-চিক্খিল্লং।
গামস্স সীস-সীমন্তঅং ব রচ্ছা-মুহং জাঅং॥

মধ্যে প্রতনুক-পঙ্কং উভয়- পার্শ্বয়োঃ শ্যান-কর্দমম্।
গ্রামস্য শীর্ষ-সীমন্তকং ইব রথ্যা-মুখং জাতম্॥

৮৩

অবরণ্‌হাগঅ-জামাউঅস্স বিউণেই মোহণুক্কণ্‌ঠং।
বহুআই ঘর-পলোহর-মজ্জণ-পিসুণো বলঅ-সদ্দো॥

অপরাহ্ণাগত-জামাতুঃ দ্বিগুণয়তি মোহনোৎকণ্ঠাম্।
বধ্বাঃ গৃহ-পশ্চাদ্ভাগ-মজ্জন-পিশুনঃ বলয়-শব্দঃ॥

৮৪

জুজ্ঝ-চবেডামোডিঅ-জজ্জর-কণ্ণস্স জুণ্ণ-মল্লস্স।
কচ্ছা-বন্ধো চ্চিঅ ভীরু-মল্ল-হিঅঅং সমুক্খণই॥

যুদ্ধ-চপেটামোটিত-জর্জর-কর্ণস্য জীর্ণ-মল্লস্য।
কক্ষাবন্ধঃ এব ভীরু-মল্ল-হৃদয়ং সমুৎখনতি॥

৭৯

লবণ-পাহাড় জিনি' লাবণ্য ধূনিততুলার পুঞ্জপ্রায়,
শরৎ-আকাশে জলহারা মেঘ, তাহারি মতন শুভ্রকায়।
সে যে গো সুজন,—বাহিরে ভিতরে সকল দিকেতে এমনি সাজ ;
সকলের তরে হৃদয় ঢালিয়া রিক্ত-স্বচ্ছ প্রতিমা আজ।

৮০

মহিষের দল কুঞ্জ ছাড়িছে, পিছনে ঘাতক খড়্গ কাঁধে।
অঙ্গ ঘুরায়ে পিছনে তাকায় মস্তক দোলে শৃঙ্গসাথে।
এই দেখা বুঝি শেষ দেখা হোল—পেছনে দেখি যে ঘাতক দল ;
বধ্যভূমিতে রক্তের সাথে নিঃশেষ হবে সকল বল।

৮১

মুখখানা মোছ লক্ষ্মী মেয়েটি ! অশ্রু গড়ায় কপোলভাগে ;
রমণীয় সাজ দেখিলে সবার, আবার দেখার ইচ্ছা জাগে।
এ দেখার সাধ পুত্রে আমার বার বার যদি এমনি হয় !
তাই বলি মাগো মুছে ফেল চোখ—আমার কেবল জাগিছে ভয়।

৮২

ওই যে রয়েছে রথ্যার মুখ—দুইদিকে তার পঙ্ক রেখা ;
মাঝখানে আছে সুকনো বাতর, সম্মুখে তারে যায় যে দেখা।
গ্রামপথে ওই কালো ও ধবলে মিলিত রূপের দৃশ্য রাজে ;
যত্নে রচিত সিঁথিটি যেন গো কালোকেশে-ভরা মাথার মাঝে।

৮৩

জামাতা এসেছে বিকালে আজিকে গৃহের পিছনে কাঁকন বাজে ;
কত কথা বলে বধূর বলয় সন্ধ্যার স্নানে আজিকে সাঁঝে।
বিরহ আজিকে লভিবে বিরাম—মনের মুকুরে ভাসিছে সব।
দ্বিগুণিত হয়ে তৃষ্ণা বাড়ায় আজিকার সাঁঝে কাঁকন রব।

৮৪

মল্ল আজিকে হয়েছে বৃদ্ধ সন্দেহ নাই ইথে,—
প্রতি-যোদ্ধার ক্ষিপ্র চাপড়ে ঝিঁঝি শোনে চারিভিতে ;
তথাপি বৃদ্ধ মালকোঁচা করে—লড়িবে আর এক হাত—
ভীরু নায়কের গোপন বাসনা হোল বুঝি কুপোকাত !

৮৫

আণত্তং তেণ তুমং পইণো পহএণ পডহ-সদ্দেণ।
মল্লি ণ লজ্জসি ণচ্চসি দোহগ্গে পাঅডিজ্জন্তে॥
আজ্ঞপ্তং তেন ত্বাং পত্যুঃ প্রহতেন পটহ-শব্দেন।
মল্লি ন লজ্জসে নৃত্যসি দৌর্ভাগ্যে প্রকটীক্রিয়মাণে॥

৮৬

মা বচ্চহ বীসম্ভং ইমাণঁ বহু-চাডু-কম্ম-ণিউণাণং।
ণিব্বত্তিঅ-কজ্জ-পরম্মুহাণঁ স্থণআণঁ ব খলাণং॥
মা ব্রজত বিস্রম্ভং এষাং বহু-চাটুকর্ম-নিপুণানাম্।
নির্বর্তিত-কার্য-পরাঙ্মুখানাং শুনকানাং ইব খলানাম্॥

৮৭

অণ্ণ-গ্গাম-পউত্থা কড্ঢন্তী মণ্ডলাণঁ রিঙ্খোলিং।
অখণ্ডিঅ-সোগ্গা বরিস-সঅং জিঅউ মে স্থণিআ॥
অন্য-গ্রাম-প্রোষিতা কর্ষয়ন্তী মণ্ডলানাং পঙ্‌ক্তিম্।
অখণ্ডিত-সৌভাগ্যা বর্ষ-শতং জীবতু মে শুনী॥

৮৮

সত্যং সাহস্থ দেঅর তহ তহ চাডুআরএণ স্থণএণ।
ণিব্বত্তিঅ-কজ্জ-পরম্মুহত্তণং সিক্খিঅং কত্তো॥
সত্যং শাধি দেবর তথা তথা চাটুকারকেণ শুনকেন।
নির্বর্তিত-কার্য-পরাঙ্মুখত্বং শিক্ষিতং কস্মাৎ॥

৮৯

ণিপ্পণ্ণ-সস্স-রিদ্ধী সচ্ছন্দং গাই পামরো সরএ।
দলিঅ-ণব-সালি তণ্ডুল-ধবল-মিঅঙ্কাস্থ রাঈস্থ॥
নিষ্পন্ন-শস্য-ঋদ্ধিঃ স্বচ্ছন্দং গায়তি পামরঃ শরদি।
দলিত-নব-শালি-তণ্ডুল-ধবল-মৃগাঙ্কাসু রাত্রিষু॥

৯০

অলিহিজ্জই পঙ্ক-অলে হলালি-চলণেণ কলম-গোবীএ।
কেআর-সোঅ-রুম্ভণ-তংস-টিঠ্অ-কোমলো চলণো॥
আলিখ্যতে পঙ্ক-তলে হলালি-চলনেন কলম-গোপ্যাঃ।
কেদার-স্রোতো-রোধন-তির্যক্-স্থিত-কোমলঃ চরণঃ॥

৮৫

ওই তো বাজিছে পাড়ার ঢোলক জানাতে তোমার পতির লাজ ;
আজ হারিয়াছে মল্লযুদ্ধে, ভাগ্যের শিরে পড়িল বাজ।
তথাপি নাচিছ ! বেশরম তুমি—বুঝেছি বুঝেছি গোপন কথা।
হৃদয় বুঝি বা চলিয়া গিয়াছে বিজয়ী বীরটি রয়েছে যথা।

৮৬

কুকুরের মত বহু চাটুকারী
কাজ পেলে সুখী, ফুরালে সুখ
বিপরীতমুখী, খলেরে বুঝিও—
এমন জনের দেখো না মুখ।

৮৭

আমার কুকুরী নিয়ে গেছে টানি যত কুকুরের দল—
এই গ্রাম থেকে অন্য গ্রামেতে—হেথা ফুরায়েছে ছল।
শত বরষের জীবন লভুক মহাভাগ্যের সাথে ;
দেবতার বর লভিয়াছি আমি আজিকার এই প্রাতে।

৮৮

সত্য কথাটি বল তো দেবর ! আদরে মিশায়ে ভক্তিযোগ,
লেজটি নাড়ায়ে, অঙ্গ দোলায়ে কুকুর সাধে যে আপন ভোগ—
কলা-কৌশল শিখেছে কুকুর কাহার আচারে দীক্ষা লভি ?
বল না দেবর ! বাখানিয়া মোরে, আমার কাছেতে হেঁ[illegible] সবি।

৮৯

আজি রজনীতে শরৎ-আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে জোছনাধারা,
শালিতণ্ডুলদলিতশুভ্র তেমনি সফেদ বরণপারা।
হালিক লভেছে শরৎ-ঋতুতে শস্যের রূপে লক্ষ্মীরানী ;
গানে গানে আজ মুখর রজনী—হৃদয়ের সুখ গানেতে জানি।

৯০

কলমধানের কোমল চরণ পড়েছিল এই ক্ষেতের মাঝে ;
কলম-গোপীর তস্কর যেবা—চরণচিহ্ন তাহারো রাজে।
এই খেত সে যে বড় স্যাঁতসেঁতে, আলবালে জল রুধেছে বুঝি—
আজি কৃষাণের হলকর্ষণে সকল চিহ্ন যায় গো মুছি।

৯১

দিঅহে দিঅহে শূসই সংকেঅঅ-ভঙ্গ-বড্‌ঢিআসঙ্কা।
আবণ্ডুরোণঅ-মুহী কলমেণ সমং কলম-গোবী ॥

দিবসে দিবসে শুষ্যতি সংকেতক-ভঙ্গ-বর্ধিতাশঙ্কা।
আপাণ্ডুরাবনত-মুখী কলমেন সমং কলম-গোপী ॥

৯২

ণব-কম্মিএণ হঅ-পামরেণ দট্‌ঠূণ পাউ-হারীও।
মোত্তব্বে জোত্তঅ-পগ্‌গহম্মি অবহাসিণী মুক্কা ॥

নব-কর্মিণা হত-পামরেণ দৃষ্ট্বা ভক্ত-হারিকাঃ।
মোক্তব্যে যোক্ত্র-প্রগ্রহে অবহাসিনী মুক্তা ॥

৯৩

দট্‌ঠূণ হরিঅ-দীহং গোসে ণই-জ্‌রএ হলিও।
অসঈ-রহস্‌স-মগ্‌গং তুসার-ধবলে তিল-চ্ছেত্তে ॥

দৃষ্ট্বা হরিত-দীর্ঘং প্রাতঃ ন অতিখিদ্যতে হলিকঃ।
অসতী-রহস্য-মার্গং তুষার-ধবলে তিল-ক্ষেত্রে ॥

৯৪

সংকোল্লিও ব্ব ণিজ্জই খণ্ডং খণ্ডং কও ব্ব পীও ব্ব।
বাসাগমম্মি মগ্‌গো ঘর-হুও-সু(মু)হেণ পহিএণ ॥ হালস্‌স

সংকোচিতঃ ইব নীয়তে খণ্ডং খণ্ডং কৃতঃ ইব পীতঃ ইব।
বর্ষাগমে মার্গঃ গৃহ-ভবিষ্যৎ-সুখেন (মুখেন) পথিকেন ॥ হালস্য

৯৫

ধণ্ণা বহিরা অন্ধা তে চ্চিঅ জীঅন্তি মাণুসে লোএ।
ণ সুণন্তি পিসুণ-বঅণং খলাণঁ ঋদ্ধিং ণ পেক্‌খন্তি ॥

ধন্যাঃ বধিরাঃ অন্ধাঃ তে এব জীবন্তি মানুষে লোকে।
ন শৃন্বন্তি পিশুন-বচনং খলানাং ঋদ্ধিং ন প্রেক্ষন্তে ॥

৯৬

এণ্‌হিং বারেই জণো তইআ মুইল্লও ব্ব গও।
জাহে বিসং ব জাঅং সব্বঙ্গ-পহোলিরং পেম্ম ॥ সিরিসুন্দরস্‌স।

ইদানীং বারয়তি জনঃ তদা মূকঃ ইব গতঃ।
যদা বিষং ইব জাতং সর্বাঙ্গ-প্রভবৎ প্রেম ॥ শ্রীসুন্দরস্য।

৯১

কলমপালিকা কলমেরই মত দিনে দিনে ক্ষীণ—নয়ন ঝরে ,
পাণ্ডুর হোল সকল অঙ্গ, আনত নয়ন মাটির পরে।
সঙ্কেত করি আসে নি হেথায় প্রিয়তম তার—পুড়িছে দেহ ;
অন্তরে তাপ শুষ্ক করিছে—বাহির হইতে বুঝে না কেহ।

৯২

ভাতহাতে আসে খাদ্য-বাহিকা—
পামরের মনে বাঁধিছে বাসা ;
কাঁধের জোয়াল মুক্ত করিতে,
মুক্ত করিছে ষাঁড়ের নাসা।

৯৩

তিলখেত প্রাতে তুষারে ধবল
তাহারি মধ্যে হলুদরেখা ;
বিস্মিত নয় হলিকবৃদ্ধ
অসতীর রীতি দেখিয়া শেখা।

৯৪

বরষা আজিকে ভরসা এনেছে প্রবাসী স্বামীর জেগেছে মন,
সম্মুখে এযে দীর্ঘ পন্থা !—দূরে সরে যায় মিলন ক্ষণ।
'দীর্ঘ পথেরে টুকরো করিব, অথবা গুটাব আপনবলে,
নিঃশেষে পান ক'রে ফুরাইব'—এই ভাবি আজ পথিক চলে।

৯৫

ধন্য অন্ধ অথবা বধির, যারা বঞ্চিত নিজেরে মানে,
তারা বেঁচে আছে এই তো সুখের, আমি বেঁচে মরি সবাই জানে।
কাণ আছে শুনি খলের বচন, চোখ আছে তাই দেখিতে হয়
খলের ঋদ্ধি, প্রাণে মনে বুঝি অন্ধ বধিরে আজিকে জয়।

৯৬

এখন বারণ করিছে সবাই—সেইক্ষণে ছিল সবাই মূক,
মুখ ফুটে কেহ কহেনি তো কথা, সেই অনুতাপে পুড়িছে বুক।
সকল অঙ্গ জর জর হোল, লেগে ধীরে ধীরে প্রেমের ঢেউ,
বিষম বিষেতে তনু মন গেল—নিষেধের বাণী কহেনি কেউ।

৯৭

কইঁ তং পি তুই ণ ণাঅং জহ সা আসন্দিআণঁ বহুআণং।
কাউণ উচ্চবচিঅং তুহ দংসণ-লেহলা পডিআ॥ সেহণাঅস্স।

কথং তৎ অপি ত্বয়া ন জ্ঞাতং যথা সা আসন্দিকানাং বহূনাম্।
কৃত্বা উচ্চাবচিকাং তব দর্শন-লালসা পতিতা॥ মেঘনাদস্য

৯৮

চোরাণঁ কামুআণঁ অ পামর-পহিআণঁ কুক্কুডো বঅই।
রে রমহ বহহ বাহঅহ এত্থ তণুআঅএ রঅণী॥

চোরাণাং কামুকানাং চ পামর-পথিকানাং কুক্কুটঃ বদতি।
রে রমত বহত বাহয়ত অত্র তনুকায়তে রজনী॥

৯৯

অণ্ণোণ্ণ-কডকৃখন্তর-পেসিঅ-মেলীণ-দিট্ঠী-পসরাণং।
দো চ্চিঅ মণ্ণে কঅ-ভণ্ডণাই সমঅং পহসিআইং॥

অন্যোন্য-কটাক্ষান্তর-প্রেষিত-মিলিত-দৃষ্টি-প্রসরৌ।
দ্বৌ এব মন্যে কৃত-কলহৌ সমকং প্রহসিতৌ॥

১০০

সঞ্ঝা-গহিঅ-জলঞ্জলি-পডিমা-সংকন্ত-গোরি-মুহ-কমলং।
অলিঅং চিঅ ফুরিওট্ঠং বিঅলিঅ-মন্তং হরং ণমহ॥

সন্ধ্যা-গৃহীত-জলাঞ্জলি-প্রতিমা-সংক্রান্ত-গৌরী-মুখ-কমলম্।
অলীকং এব স্ফুরিতোষ্ঠং বিগলিতমন্ত্রং হরং নমত॥

১০১

ইঅ সিরি-হাল বিরইএ পাউঅ-কব্বম্মি সত্তসএ।
সত্তম-সঅং সমত্তং গাহাণঁ সহাব-রমণিজ্জং॥

ইতিশ্রী-হাল-বিরচিতে প্রাকৃত-কাব্যে সপ্ত-শতে।
সপ্তম-শতং সমাপ্তং গাথানাং স্বভাব-রমণীয়ম্॥

৯৭

বিশ্বাস করো, তোমাকে দিতেছি উপহার এক—কথাটি সাঁচা ;
তোমার পথের অদূরে সে বালা বেঁধেছিল এক উচ্চ মাচা।
অলক্ষ্যে থেকে দূরদর্শন—বাসনা পূরাবে—উপায় খাসা,
মঞ্চের সাথে ভেঙ্গে শেষ হোল সেই বালিকার সকল আশা।

৯৮

রাত্রির শেষে কুক্কুটরব নানা কথা কহে বুঝিয়া মন,
কামুক যে জন শেষ খেলা খেল, চোর বহে নাও সকল ধন।
কৃষক যে জন সজ্জিত হও, এই তো তোমার চাষের বেলা,
রজনীর শেষ, দেরী করিও না—এই বেলা খেল সকল খেলা।

৯৯

মান অভিমানে কেটেছে রজনী,
প্রভাতে সকল গিয়েছে চুকে ;
দুই জোড়া চোখ মিলে তাই হাসে—
আর কি বুঝিবে তাদের মুখে ?

১০০

সন্ধ্যার কালে অঞ্জলিজলে বিম্বিত হোল গৌরীমুখ,
সে যেন রক্ত-কোমলকমল—হরের চিত্তে জাগায় সুখ ;
মন্ত্র ভুলিয়া শঙ্কর আজি শুধু ঠোঁট নাড়ে—উপজে কাম ;
নমো নমো নমঃ শিবের চরণে—মদনদহন ভুলিল নাম।

১০১

সাঙ্গ হোল সপ্তশতী
শাতশো গাথা এখানে শেষ।
স্বভাবসুধা ঝরিছে হেথা
স্বভাবোক্তি ইহার বেশ।

শব্দ-নিরুক্তি

* সংখ্যাগুলি গাথা-সপ্তশতীর শ্লোক-নির্দেশক

॥ প্রথম শতক ॥

১ বিঅ < সং ইব। ণমহ < সং নমত মহাপ্রাণীভূত 'থ'এর শ্বাসাবশেষ 'হ্'। ২ পাউঅ < সং প্রাকৃত, অপর প্রাকৃত শব্দটি হচ্ছে পাইঅ। পঢ়িউং < সং পঠিতুং ঘোষীভবন। তস্তি 'চিন্তা' অর্থে দেশী। √কুণ < সং √কৃ। কহং < কথং। ৩ সত্ত < সং সপ্ত, সমীভবন। মজ্ঝআরম্মি < সং *মধ্যকারস্মিন্। গাহাণং < সং গাথানাং—ণোণঃ সর্বত্র। অনুস্বারযুক্ত দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়ে যায়। ৪ উঅ—পশ্য বা বিলোকয় অর্থে দেশী শব্দ। ভিসিনী < সং বিসিনী—মহাপ্রাণীভবন। রেহই—সং √রেভ-শব্দ করা এই ধাতুর রূপ নয়, উপযোগিতা নেই বলে। 'রাজতে' ছায়া সংস্কৃত প্রাচীনরা দিয়েছেন—ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ স্মরণ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এর মূল হচ্ছে রেখয়তি √রেখ নামধাতু—রেখা ইব আচরতি। ব্ব < সং ইব আদি স্বর লোপে ক্ষতিপূরণে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব। ৫ চিঅ সং এব অর্থে প্রাকৃতের অব্যয় শব্দ। মউলেন্তি সং মুকুল > প্রা মউল বিষমীভবন তারপর নামধাতু করা হোল। ৬ সং দোহদিকা > প্রা ণোহলিঅ। সং দোহদ মূলে দৌহৃদ < দ্বৌহৃদয় গর্ভস্থ সন্তান এবং ভাবী জননী সং দোহদ অর্থ গর্ভিণী-মনোর- . ৭ √লড অর্থ স্নেহকরা ভালবাসা। তার থেকে অর্থ পরিবর্তনে সুন্দর। এইজন্য প্রাকৃত আভিধানিক বলেন লডহ সুন্দর অর্থে দেশী শব্দ। ৮ অত্তা—শাশুড়ী অর্থে তেলুগু শব্দ। আভিধানিক বলেন মাতা বা শ্বশ্রূ অর্থে দেশী শব্দ। ১০ তংস < সং ত্র্যস্র নাসিক্যীভবন। বালুঙ্কি—দেশী শব্দ—অর্থ কাঁকড়ী। কাঁকুড় শশাজাতীয় ফল। পেম্ম < প্রেম ব্যঞ্জনদ্বিত্ব। ১১ পুট্ঠি < সং পৃষ্ঠ। ১২ শ্লাঘনীয়ং < সং সলাহণিজ্জং স্বরভক্তি। ১৩ ছিত্ত স্পৃষ্ট অর্থে দেশী শব্দ। ১৪ জূরস্থ < জরস্ব? √জূর > √ঝুর মধ্যযুগের অবহট্ট

সং=সংস্কৃত। হিং=হিন্দী বাং=বাংলা পাং=পালি।
ই. য়ু=ইন্দোয়ুরোপীয়। উং=উড়িয়া। গ্রীং=গ্রীক। ব্রং=ব্রজবুলি

ব্রজবুলিতে প্রচলিত—খিন্ন হওয়া কাঁদা। ১৫ ণবর কেবল অর্থে দেশী শব্দ। ১৬ ছিব হেমচন্দ্র বলেন √স্পৃশ স্থলে ছিব আদেশ হয়। মনে হয় ধাতুটি অনার্যমূল—পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় আজও চলে এক ছিব জল—মানে একটু জলের স্পর্শ। ১৭ পউত্থ প্রোষিত অর্থে দেশী শব্দ। ১৮ ধোইএন < ধোপিতেন। ২০ 'দে' সম্মুখীকরণার্থ অব্যয় (হেমচন্দ্র বলেন)। ২১ √বচ্চ মূলে সং ধাতু √ব্রজ বা √বচ—দুটোরই অর্থপরিবর্তনে বাঁচা। বোলাবিঅ < গমিত। তুলনীয় বোলীণ, বোলিঅ কিন্তু বোল কোলাহল অর্থে দেশী শব্দ। হল্ল বোল্ল। 'হলহল'ও কোলাহল অর্থে, এর অপর অর্থ কৌতূহল—দেশী শব্দ। ২২ নিভাল ললাট অর্থে দেশী শব্দ। সংস্কৃতের ভাল কি নিভাল থেকে ? 'good' অর্থে ভাল ভদ্র > ভল্ল > ভাল। তুপ্প লিপ্ত অর্থে দেশী শব্দ। √ভৃ ধাতু √স্মৃ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন নয়—স্মৃতিতে বহন করি এমন পল্লবিত বক্র অর্থেই ভরিমো সং √ভৃ ভরণে। ২৩ গোস দেশী শব্দ প্রভাত অর্থে। ২৪ গরু < সং গুরু বিষমীভবন। ২৬ সুন্নইঅ < শূন্যকৃত ঋ=ই। ২৭ দোণ্থ অচল, প্রাকৃত হবে দোণ্হ। মাণইল্ল < মান+ইত—ইল্ল। ২৮ মহ—হেমচন্দ্র বলেন √কাঙ্ক্ষ অর্থে মহ। ২৯ বজ্ঝ < বধ্য তালব্যীভবন এবং সমীভবন। ৩১ পহর সংস্কৃত ছায়া প্রহর বা প্রহার সুতরাং এটি শ্লিষ্ট প্রয়োগ। ৩২ "এই" অর্থে অব্যয় অহ। এণি্হং হবে, এণ্থিং নয়—ইদানীম্। ৩৩ পুট্‌ঠি < পৃষ্ঠ ঋ=উ। ৩৪ ছাহি < সং ছায়া > প্রা° ছাআ, ছায়া > ছাহা, ছাহিয়া ছাহী। ৩৬ সঅজ্জিআ প্রতিবেশিনী বা সহবাসিনী অর্থে দেশী শব্দ। ৩৭ তালুর বা তাল্‌র ফেনা বা জলের আবর্ত অর্থে দেশী শব্দ। বুড্ড √ব্রুড্ (সংবরণে) > বুড্ড বোড়া। ডোবা—অনার্য মূল ধাতুটির বিপর্যয়সিদ্ধরূপ। ৩৮ জুরই < সং জরতি। ৪১ দিজ্জই √দা > দি ইজ্জ কর্মবাচ্যে। ৪২ পুরিস < সং পুরুষ বিষমীভবন। ৪৪ সরিসম্মি সদৃশ > সরিস+স্মিন্ > ম্হি > ম্মি। ৪৫ সচ্ছহ দেশী শব্দ, অর্থ সচ্ছায়—সমান ছায়া যাহাতে অর্থাৎ সদৃশ। ৪৬ কল্লং < কল্যম্। ৪৭ সহির এবং সহিণ্হু < সং সহিষ্ণু। ৪৮ দইঅ < দয়িত। ৪৯ লুক্‌ক দেশী শব্দ সং লীন অর্থে। ৫১ অহব, অহবা < সং অথবা। তংতী চিন্তা অর্থে দেশী শব্দ। ৫২ বিসুমরি < বিস্মৃত। ৫৪ পইণো *পতিনঃ পত্যুঃ—মুনিনঃ সাদৃশ্যে রূপ। পুংছিআইং অথবা পুসিআইং < সং প্রোঞ্ছিতানি। করমরী বা করিমরী বন্দিনী অর্থে দেশী শব্দ। ৫৯ সোণ্হা ছায়া সংস্কৃতে স্ন যা স্বরভক্তি ও মধ্যস্বরলোপ। ৬০ রুণ্ণা

রুদিতা অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ। ৬১ *সুখাপয়ন্তি সুহাবেন্তি। ৬২ সিপিপ= শুক্তি। ৬২ হালাহলো ব্রহ্মসর্পে মেদিনী। ছেপ্প দেশী শব্দ—অর্থ পুচ্ছ। ৬৫ পেউস—পীযুষ নব প্রসূতা মহিষীর ১ম থেকে ৭ম দিনের দুধ। ৬৭ চিক্‌খল্ল, চিক্খিল্ল, কর্দমময় চিক্‌খল বৌদ্ধ সং, চিহলা হিন্দী। ৬৯ ওসারিএ < অপসারিতে অব > ও সঙ্কোচ। ৭০ গিম্‌হে < গ্রীষ্মে বিপর্যয়। ৭১ জেত্তিয়, জেণ্‌তিয়। তীরয়তি—তীরঅই > তীরই। ৭৪ সুরসুরন্ত—নামধাতু। ৭৫ সিরিকণ্ঠ < শ্রীকণ্ঠ স্বরভক্তি। রিঙ্খোলী—শ্রেণী বা পংক্তি অর্থে দেশী শব্দ। ৭৭ ণডিজ্জই কাঁপা অর্থে ণড়া দেশী—কর্মবাচ্যে ইজ্জ। ৭৮ পহোলির—প্রঘূর্ণিত + আল (শীল)। ৭৯ হল্লফল—দেশী শব্দ হড়বড়ী বা ঔৎসুক্য। ৮০ কিলিঞ্চিঅ—কিলিঞ্চ খড়কে অর্থে দেশী শব্দ। ৮১ জম্পিএণ < জল্পিতেন নাসিক্যীভবন। এবমেব > এমেঅ মধ্যাক্ষর লোপ। ৮৩ পোট্ট উদর অর্থে দেশী শব্দ। ৮3 কণ্‌হ < কৃষ্ণ কণ্‌হ তদ্ভব কিন্তু কসন অর্ধতৎসম। ৮৬ এক্কক—এক > এঅ স্বাভাবিক। দ্বিত্ব ঘটল। বীএণ < দ্বিতীয়েন। ৯১ √ছাদ অর্থে √ণুম্ হেমচন্দ্র বলেন। ৯৩ মামি—দেশী শব্দ মামী, তার সম্বোধন। সিবিণ < স্বপ্ন স্ববভক্তি। তণ্‌হা < তৃষ্ণা বিপর্যয়। ৯৪ বডট্‌ঠাণ < বটস্থান ঘোষীভবন এবং মূর্ধন্যীভবন। ৯৭ গরুআই < গুরুকানি বিষমীভবন। ৯৮ রমিউণ—সং রন্ত্বা—*রমিত্বা—উণ দ্বারা অসমাপিকা।

॥ দ্বিতীয় শতক ॥

১ ধরিও <* ধরিতঃ সং ধৃতঃ। ২ পীলুঅ পীলুক দেশীশব্দ অর্থ শাবক দ্রাবিড়মূল শব্দ। পিল্লৈ তামিল। দিগ্ন ই,য়ু° রূপছিল * দোদনোস এবং দোদতোস। প্রথমটির পরিণতি প্রাকৃতে * দিদ্‌ণঃ > দিগ্নো, দ্বিতীয়টির পরিণতি সংস্কৃতে দত্তঃ। ৩ সণিঅ < সং শনৈস্ ৪ ণিপচ্ছিমাইং < সং নিষ্পশ্চিমানি অর্থাৎ যার পেছনে আর নেই, মানে হোল অন্তিম। অটিঠআইং < অস্থীনি স্বতো মূর্ধন্যীভবন। ৫ 'ও'—ভাব প্রকাশক ধ্বনি, চিরকাল আছে সং অহো, হো। 'ও' প্রাকৃত অব্যয় শব্দ। মডহ ক্ষুদ্র অর্থে দেশী শব্দ। ঠাণ < স্থান স্বতো মূর্ধন্যীভবন। ৬ গোসে প্রভাত অর্থে দেশী শব্দ। ১০ পিউচ্ছা —সং পিতৃষ্বসা > পিউ স্সসা > পিউচ্ছা। এর অপর রূপ বাংলায় পিউসা, পিসা, পিসে লিঙ্গব্যত্যয়ে পুরুষ বোঝায় সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গে করতে হয় পিসী।

অনুরূপ শব্দ মাতৃস্বসা থেকে মেসো স্ত্রীলিঙ্গে মাসী। ১২ পেসিঅচ্ছং < প্রেষিতাক্ষং ১৩ সিণেহ < স্নেহ-স্বরভক্তি। ১৪ পাস, পস্‌স < পার্শ্ব সমীভূত যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে দীর্ঘস্বর থাকে না-পস্‌স ; আর যদি দীর্ঘ স্বর রাখতে হয় তবে একটি ব্যঞ্জন লোপে সরলীভবন হয় পাস। অনুরূপ প্রয়োগ অশোকের গির্নার লিপিতে এবং পালিগ্রন্থে আছে। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সরলীভবনের উদাহরণ এটা নয়। সলাহণ স্বরভক্তি < স° শ্লাঘন। ১৫ ছল্লী বা° ছাল চর্ম অর্থে দেশী শব্দ। ১৭ মইল্ল-'মলিন' থেকে নয়, দেশী শব্দ মইল্ল > হিং মইলা বা° ময়লা। ১৮ পক্কল সমর্থ অর্থে দেশী শব্দ। ১৯ রুম্প দেশী শব্দ প্রাচীন তেলুগু রম্পমু। আধুনিক তেলুগু রম্প-রম্পে চামড়া-কাটার ছুরি, তা থেকে চামড়া অর্থ (অর্থপরিবর্তন)। ২০ রিঞ্ছোলী দেশীশব্দ অর্থ পংক্তি। ২২ রণ্ণং < অরণ্যং আদিস্বর লোপ। ২৫ বিণিঅংসণ < বিনিবসন, অর্থ—নিবাস নাসিক্যীভবন। ২৬ তুজ্ঝ < তুভ্যম্ তুলনীয় ব্রজবুলি মহ্যম্ > মুঝ। বেস, বেস্‌স < স° দ্বেষ্যঃ। পেম্ম < প্রেম দ্বিত্ব-ভবন। ২৭ লজ্জালু ইনী<স° লজ্জালু+ইনী স্ত্রী প্রত্যয়। হেমচন্দ্র বলেন দেশী শব্দ। অলাহি 'অপসর' অর্থে হেমচন্দ্র বিধান দেন অলাহি নিবারণে—প্রাকৃত ব্যকরণ ৮।২।১৮৯। তেলুগু শব্দ আছে ওল্ল অর্থ অনভিপ্রেত বা প্রত্যাখ্যাত। ৩০ 'সূর' তৎসম শব্দ। সূর্যের তদ্ভব রূপ নয়। ঘর < স° গৃহ—একজাতীয় বিপর্যয় সিদ্ধ। ৩২ ফরিস, ফংস দুটোর মূল স° স্পর্শ। প্রথমটিতে স্বরভক্তি, দ্বিতীয়টিতে নাসিক্যীভবন। ৩৩ অপ্‌পা অত্তা < আত্মা। বাহ < বাহু—অন্ত্যস্বর লোপ। ৩৪ দড্‌ঢ—স° দগ্ধ > দদ্ধ স্বাভাবিক, দড্ঢ মূর্ধন্যীভবন, দড্ড—অল্পপ্রাণীভবন। ৩৮ √হিণ্ড+শতৃস্ত্রী হিণ্ডন্তী √হিণ্ড মনে হয়, অনার্য মূল শব্দ। ৪০ পডিচ্ছ এ < প্রতীক্ষতে (ক্ষ=চ্ছ) ৪২ পরিবড্ঢিআণং < পরিবর্ধিতানাং ৪৫ পুপ্‌ফ < পুষ্প। হসিজ্জই—√হস্ ইজ্জ কর্মবাচ্যে ১ম পুরুষ ১ বচন কর্মবাচ্যে পরস্মৈপদ প্রাকৃতের সরলীকরণ। ৪৬ উম্মূলেন্তি < উন্মূলয়ন্তি—সমীভবন এবং সংকোচ অয় > এ। ণঅণদ্ধ < নয়নার্ধ। ৪৭ দীহ—স° দীর্ঘ > দীহর, দীহ দুইই হয়, দীহ সংকোচসিদ্ধ। কিসিআও < কৃশিকাঃ। ৪৮ ঘুম্মির < ঘূর্ণিত ত্র্যস্ত ত্রি+অস্ত—ত্রিকোণপ্রাপ্ত বা তেরছা। ৫০ জোব্বণ < যৌবন। বট্ট—টীকাকার অভিপ্রেত পৃষ্ঠ থেকে নয়। বৃত্ত > বট্ট স্বাভাবিক। পৃষ্ঠ হয় প্রাকৃতে পিট্‌ঠ, পুট্‌ঠ, পুট্‌ঠি। ৫১ দীসই স° দৃশ্যতে > দিসসই-দীসই কর্মবাচ্যে সরলী করণে পরস্মৈপদ। কোন্‌থহম্মি < * কৌস্তুভস্মিন্। ৫২ লোহিল্ল-দেশী

আভিধানিক বলেন ; লোভিল্ল > লোহিল্ল-সংস্কৃত লোভ দেশী ইল্ল প্রত্যয়। ছিজ্জিহিসি = ছিদ্ < √ছিংদ কর্মবাচ্য। ৫৩ স্ফাটিত > ফালিঅ কর্মবাচ্যে শত্রন্ত। ৫৫-বিরাম-স্থিতি > বিরামট্ঠিই ৫৬ বেসাণং < বেশ্যানাং বেসসাণং -এ হ্রস্ব কিন্তু বেসাণং এ দীর্ঘ। ৫৯-ঈর্ষ্যালুকঃ > ঈসালুও। স্থহাও < স্বভাবঃ। ৬০ অচ্ছোডিঅ-আকৃষ্ট অর্থে দেশী, হেমচন্দ্র বলেন "অসৌ অকেৃথাভঃ ৮।৪।১৮৮। এর পাঠান্তর আছে অকেৃথালিঅ-সেটি আরও ভাল পাঠ। ৬১ পাবালিআ < পআবালিআ < প্রপাপালিকা জলসত্রের জলদাত্রী। ৬৪ বক্কং < বক্রং অপর প্রাকৃত রূপ বংকং। ৬৫ ফলহী—কার্পাস অর্থে দেশী শব্দ। ৬৬ উল্লূরণ গঙ্গাধরের টীকায় আছে উল্লুরণং ছেদনম্-উল্লুরই ধাতু তুড্ (স° ক্রুট্) অর্থে হেমচন্দ্র বলেন ৮।৪।১১৬ সূত্র।—দেশীশব্দ। ৬৮ মনঃ হর প্রাকৃতে মণহর। ৬৯ গেহ <গৃহ কিন্তু গেহ প্রাকৃতশব্দটি সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে। ৭০ পলোট্‌ঠ-প্র √লুঠ্—উল্টী পাল্টী খাওয়া, বিপর্যস্ত হওয়া। ৭১ চক্‌খন্তো—আস্বাদ অর্থে √চক্‌খ দেশী। খোক্‌খএই খোক্ খোক শব্দ করে নামধাতু। ৭২ মৃত > মট মড় হয় এখানে মুঅ। সৈরিভ (অর্থ মহিষ) > সেরিহ। ডুণ্ডুঅ—পুরাতন ঘণ্টা অর্থে দেশী শব্দ। √বহ + উণ অসমাপিকা। ৭৩ পেহুণ পিচ্ছ বা পৃচ্ছ অর্থে দেশী শব্দ। ৭৫ কুডঙ্গ < কূটাঙ্গ। দর্পিত > * দরিপিঅ >* দরিইঅ > দরিঅ। ৭৬ 'ফুৎ'-শব্দে ফুক্কা নামধাতু শত্রন্ত। ৭৭ কদম্ব > কডম্ব > কলম্ব। ৭৯ হত্থাহত্থীঅ—ব্যতিহার বা Reciprocity। ৮১ বোল্লুং √ বোল্ল + অসমাপিকা উং ধাতুটি দেশীমূল। ৮৩ ফিট্টই—ভ্রংশে ফিড ফিট্ট ফুড ফুট্ট চুক্ক ভুল্লা ৮।৪।১৭৭ সূত্র হেমচন্দ্র। ধাতুটি দেশী-মূল। ৮৫ দীর্ঘ > দিগঘ দীহ + (উষ্ণ > উণ্হ) = দীহুণ্হ সন্ধি লক্ষণীয়। বাষ্প > বপ্ফ > বাহ। ৮৬ মহদ্রদানাং > মহদ্ধদাণং। ৮৮ ণেউর <নূপুর-বিষমীভবন ! ৮৯ স্থকুমার > সউমার > সোমার। স্নাতা > ণ্হাআ-আদিতে যুক্তব্যঞ্জনের বিরল দৃষ্টান্ত। ৯১ চিড়ডিংপি-চিড়ডীংঅপি অক্ষর মালা অর্থে চিরড়ী দেশী শব্দ। সোণার < স্বর্ণকার। ৯৩ বিষম + অবতার > বিসম ওআর = বিসমোআর। ৯৪ অব মালিকা > ও মালিআ + ং ওমালি অং। ৯৫ চ্যুত থেকে চুক্ক নয় ; ওই অর্থে চুক্ক দেশী শব্দ বা° চুকে যাওয়া হি° চুকা হুয়া। ৯৭ স্থবির > ঠইর > ঠের। ১০০ বদর > * ব অর > বোর — হি° বইর পূর্ববঙ্গে বরই।

॥ তৃতীয় শতক ॥

১ অচ্ছউ—<*অচ্ছতু ; মনে হয় √অস্ বা √আস সং ধাতুথেকে নয় লোক-প্রচলিত √অচ্ছ-ছিল। ণেহ—এবং সিণেহ দুটোই চলে < সং স্নেহ। ২ পহাবির < প্রধাবিতৃ। কইআবি < কদাপি। সং কদা >* কআ কইআ—'ই' কার শ্রুতিধ্বনি। ৩ অহব, অহবা < অথবা প্রথমটিতে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বীভবন। ৪ আদংস < সং আদর্শ নাসিক্যীভবন। ৫ ওণস্ত < অবনমস্ত শত্রস্ত। অবগলিত > ওগলিঅ। ৬ অবধি > ওহি ; ত্রীণি > তিণ্ণি ; ৭। খণ্ডিজ্জই √খণ্ড নামধাতু ইজ্জ কর্মবাচ্যে। ৮ চিত্তলিও < চিত্রলিতঃ ৯ দ্বিতীয় > বিঈঅ > বিঅ। ১১ ডোর < দোর ; মাহপ্পং < মাহাত্ম্যম্। ১২ অণহোন্ত < অভবন্ত 'ণ' স্বাভাবিক নিয়মে আসেনি—অহোন্ত স্বাভাবিক ছিল। ১৪ অতিচিন্তয়ন্ত > অইচিন্তন্ত। ১৭ বাউল্লঅ—পুতুল অর্থে দেশী শব্দ। ১৮ বধুকায়াঃ > বহুআই। ২০ বই < বৃতি। ২৬ খুডক্কিআ অর্থ 'রোষযুক্তা'—দেশীশব্দ। ২৮ ফুট্টউ < স্ফুটতু। ২৯ ডাহে < দাহে স্বতঃ মূর্ধন্যীভবন। নির্বৃতি > ণিব্বুদি। ৩০ ঝড়িঅ-পত্তো > বাং ঝড়াপাতা। শীর্ণ বা শিথিল অর্থে দেশীশব্দ "ঝড়িঅ"। ৩১ বর্ষা > বস্সা > বাসা। ৩৫ সমকং > সমঅং। ৩৭ বেজ্জ < বৈদ্য। ৩৮ বইল্ল—বৃষভ বা বলীবর্দ অর্থে দেশীশব্দ। ৪০ ছেপাহিন্তো ছেপ্প লাঙ্গুল অর্থে দেশীশব্দ। ৪১ রুন্দাসু—বৃহৎ অর্থে দেশীশব্দ। ৪২ জম্পিঅ < জল্পিত নাসিক্যীভবন। ৪৩ ছজ্জই √রাজধাতু অর্থে ছজ্জ দেশীধাতুর বিধান আছে হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে সূত্র ৮।৪।১০০ বাং সাজে। মৌনং > মোণং। ৪৬ স্রোত > সোত্ত বাং সোত। ৫১ বিণ্ণাণং < বিজ্ঞানম্। ৫২ দীর্ঘ > দিগ্ঘ—দীঘ > দীহ। বোলীণা < ব্যতিক্রান্তা ছায়া সংস্কৃত। আসলে √বোল √বুল দেশীধাতু সঞ্চার, অতিক্রম, ডোবা-নানা অর্থে প্রযুক্ত হোত। ৫৪ প্রলোকিতঃ >* পলোইও বিপর্যস্ত 'ও'—উকারে পরিণত সুতরাং পুলইও। ৫৫ মেত্তং < মাত্রম্। ৫৬ উৎক্ষিপ্ত > উক্খিত্ত ; স্তন > থণ+উক্খিত্ত=থণুক্খিত্ত প্রাকৃতসন্ধি। ৫৭ বৃতি > বই। ৫৮ তীরই—√শক্ ধাতুর অর্থে হেমচন্দ্র দিয়েছেন √তীর ধাতু ৮।৪।৮৬। ৫৯ রজ্জুত্তিণ্ণং—প্রাকৃতসন্ধি ৬০ লাবণ্ণ-উড—লাবণ্যকূট সমস্তপদে 'ক' স্বরমধ্যস্থিতব্যঞ্জন-ধ্বনিবৎ পরিবর্তিত। ৬১ পেল্লণ < প্রেরণ পেল্লই প্রেরয়তি হেমচন্দ্র ৪।১৪৩। ৬২ ওসূসই < অব √শুষ্ ধাতু। ৬৪ দীপবর্তি > দীববত্তি। ৬৫ ঘেপ্পে >

বেসে ৬৬ আত্মা > অপ্পা সুতরাং মাহাত্ম্য > মাহপ্প। ৬৮ সংঠাই <*সংস্থাতি, সংতিষ্ঠতে থেকে নয়। ৬৯ সাউলী বস্ত্রাঞ্চল অর্থে দেশীশব্দ। স্পর্শ < ফংস নাসিক্যীভবন। ৭০ পিজ্জই-ইজ্জকর্মবাচ্য। ৭৩ অব্বো—দুঃখ এবং হর্ষে হেমচন্দ্র ৮।২।২০৪ সূত্র। তন্তি চিন্তা অর্থে দেশীশব্দ। ৭৫ কিসিঅং <কৃশিকাং। ৭৬ গণ্ঠি < গ্রন্থি মূর্ধন্যীভবন। উরস্ > প্রা° উর। অপসরতি > অবসরদি > ওসরই। ৮০ পতিতস্য > পডিঅস্স স্বতঃ মূর্ধন্যীভবন। ৮৩ নিস্থান > নিত্থাণ। ৮৪ অস্তময়ন > অত্থমণ। ৮৫ পোট্ট অর্থ দুটি হয়, পুটলি এবং পেট। এখানে সেই পেট বা উদর অর্থে দেশী শব্দ। বিহ্বল > বিহল। ৮৬ ঘেপ্পই √গ্রহ > গহ > ঘে। মার্জার > মঞ্জর—নাসিক্যীভবন। কঞ্জি—< কাঞ্জিক। কাঁজি পান্তাভাতের জল। ৮৮ দুঃসহ > দুস্সহ—দূসহ। সুহেল্লী < সুখকেলি < সুহএলি সংকোচে সুহেল্লি। ৮৯ তুপ্প—লিপ্ত অর্থে দেশী। বিউণ। দ্বিগুণ। ৯০ √জ্ঞা—জান + অসমাপিকা উণ জাণিউণ। ৯১ চন্দিল < চন্দ্রিল। ডিম্ভ তৎসমশব্দ অনার্য মূল। ৯৪ অবড < অবট= কূপ। ৯৬ অস্ফুটার্থং > অফুডত্থং ৯৯ পইণো পতির মুনি শব্দ সাদৃশ্যে রূপ সুতরাং *পতিনঃ > পইণো। অবগলিত > ওঅলিঅ > ওঅলি।

॥ চতুর্থ শতক ॥

১ ছেঞ্ছই বা ছিঞ্ছই অসতী বা কুলটা অর্থে দেশী শব্দ (ছিনালী)। অণ্ণাহরণ < কর্ণাভরণ স্বরমধ্যস্থ না হোলেও 'ক' লুপ্ত। অশ্রু > অংসু নাসিক্যীভবন। ৮ সচ্ছহ > সচ্ছায় 'য়' লোপে মহাপ্রাণীভবন। আভিধানিক মতে 'দেশী' শব্দ ঠিক মনে হয় না। ৯ অত্র > এত্থ, তারপর আদি স্বরলোপে ত্থ। ১০ স° মুক্ত্বা > মোত্তূণ-উণদ্বারা অসমাপিকা। ১২ হরিস < হর্ষ স্বরভক্তি ভিসণেমি—প্রাচীন টীকাকার বলেন ভিসণেমি বিচ্ছুরণে। ধাতুটি অজ্ঞাতমূল। ১৩ পডোহর পশ্চাদ্‌গৃহ অর্থে দেশীশব্দ। অঙ্কোল্ল বৃক্ষবিশেষ—পড়োহর-ঙ্কোল্ল সন্ধি। ১৪ থইসসং √স্থগ। ঢক্কিসসং √ঢক্ক দেশীধাতু অর্থ ঢাকা। ১৫ দর্শয় অর্থে দাব। ১৬ লবণ > লোণ, ১৭ ঔষধ > ওসহ নিট্ঠাই <* নিস্থাতি। ২০ প্রতিকর্তুং > পডিকাদুং > পডিকাউং। ২২ লুম্বীও স্তবক অর্থে দেশীশব্দ। ২৩ √লক্‌খ+ইজ্জ কর্মবাচ্যে 'ই' ক্রিয়াবিভক্তি। ২৪ খুত্ত নিমগ্ন অর্থে দেশী শব্দ। পইম্মি—*পতিস্মিন্ সর্বনাম সাদৃশ্যে রূপ। স্মিন্ > ম্হি > ম্মি। ২৫ সৌখ্যং > সোক্‌খং। ২৭ ঈর্ষ্যাং > ঈসং—

অনুস্বার পূর্বে স্বরের হ্রস্বীভবন। ২৯ পুপ্‌ফুআ করীষ বা ঘুঁটে অর্থে দেশী শব্দ। জীর্ণ > জুন্ন স্বরপরিবর্তন। ৩০ সিপ্পির পলাল বা পোয়াল অর্থে দেশীশব্দ। ওল্ল অথবা উল্ল দেশী শব্দ আর্দ্র অর্থে। উড়িয়া 'ওদা'-অর্থ ভিজা। মসৃণ > মসিণ। ৩১ নখ > ণকৃখ দ্বিত্ব। খুডিঅ খণ্ডিত। ধাতুটি √খুট্ট দেশীমুল বা° খোঁটা বা খুঁটা। ৩২ জেক্কার জয়জয়কার—বাংলা জোকার, অর্থপরিবর্তনে উলুধ্বনি। ধ্বনির দিক্ থেকে জোৎকার > জোক্কার—জেক্কার। ৩৩ বিজ্ঝবিঅ < বিধ্যাপিত (উপশান্ত নির্বাপিত)। ৩৫ সঅজ্ঝিঅ প্রতিবেশী অর্থে দেশী শব্দ। ৩৮ ঘূর্ণিতৃ > ঘোলির। ৪০ পোরাণ < পুরাণ। ৪৩ তামরস তৎসম শব্দ রূপে স্বীকৃত ; কিন্তু শব্দটি দ্রাবিড়মূল। তামিল তামড় অর্থ পদ্মফুল। ৪৫ অমুণিঅ অজ্ঞাত < অমণিত ? √মন্ ধাতু ? ৪৬ ওসহিঅ < আবসথিক। সলাহ < শ্লাঘ। ৪৮ সিক্‌খাবঅ < শিক্ষাপক। ৫১ হসিউণ √হস্+উণ অসমাপিকা। নিবসন > নিঅংসণ নাসিক্যীভবন। ৫২ কাণ্ড+ঋজুকা = কণ্ডুজ্জুআ ৫৩ অপহস্থিত > অবহত্থিঅ। ৫৪ তুহিক > তুণ্‌হিক্ক বিপর্যয়, শেষে কএরদ্বিত্ব। ৫৭ হাস+উন্মিশ্রং > হাস+উম্মিস্‌সং = হাসুম্মিস্‌সং। ৫৮ স্বেদ > সেঅ+ওল্ল (আর্দ্র) = সেওল্ল ৫৯ বেণ্ট অথবা বিণ্ট < বৃন্ত। ৬০ বৃন্তভারাবনতয়া > বেণ্ট ভারোণআই। ৬৫ অধস্তাৎ *অধিস্তাৎ >* অহিট্‌ঠা > হিট্‌ঠা হেট্‌ঠ+ম্মি ৭মী। ৬৬ অমনিতচন্দ্র (অজ্ঞাতচন্দ্র) > অমুণিঅচন্দ। ৬৭ পক্ষ্ম > পম্‌হ বিপর্যয়। ৬৯ ফল্গু > (বা° ফাগ) ফগ্‌গু+ক্ষণ>ছণ, = ফগ্‌গুচ্ছণ। ৭০ দুহিতা < ধূআ বিপর্যস্ত 'হ' দ্বারা 'দ' এর মহাপ্রাণীকরণ ৭৩ হুত্ত—অভিমুখ বা সম্মুখ অর্থে দেশী শব্দ। ৭৮ জল্পসি > জপ্পসি এখানে সমীভবন, নাসিক্যধ্বনি হোল না। ৭৯ স্বপ্তুং > সোত্তুং 'ব' এর জন্য ও ধ্বনি। ৮৩ ছুহা < ক্ষুধা। মিলাণ < ম্লান স্বরভক্তি। বরিস < বর্ষ স্বরভক্তি। ৮৬ অথক্ক বা অথেক্‌ক —অকস্মাৎ অর্থে দেশীশব্দ আথ্‌কা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। হিত্থ লজ্জিত বা ত্রস্ত অর্থে দেশীশব্দ। ৮৭ বিচ্ছড্ড < বিচ্ছর্দ। ৯২ বোডহী তরুণী অর্থে দেশী শব্দ। ৯৭ সিবিণ < স্বপ্ন।

॥ পঞ্চম শতক ॥

১ খলু > কৃখু > খু > হু। ২ রুন্দ—বিশাল অর্থে দেশী শব্দ। দাঢ়া < দংষ্ট্রা। ভোণ্ডী—শূকরী অর্থে দেশী ? ৫ বিকৃষ্ট > বিঅট্‌ঠ বিকর্ষিত

সুমার্জিত। ১০ বর্তন্তী > বট্টন্তী। ১২ তৃতীয়ঃ > তইও *তুম্মে > তুম্হে। ১৪ খেদ অর্থে √বিসূর অকর্মক ধাতু। ১৬ ব্যাহৃতা > বহিত্তা। ১৮ লভন্তে > লহন্তি আত্মনেপদীর সরলীকরণে পরস্মৈপদ। ১৯ বদর > বঅর > বোর। ২২ গুচ্ছকা > গোছআ। ২৪ বিক্ষিপতি > বিচ্ছিবই। বক্র > বঙ্ক—নাসিক্যীভবন। ২৬ কুলুঞ্চিউণ—ম্লান করা অর্থে √কুলুঞ্চ+অসমাপিকা উণ। ৩০ ঝটিতি > ঝত্তি। ৩৪ বর্ষা > বস্সা > বাসা। ৩৫ হোরা—ঘণ্টা অর্থে গ্রীক শব্দ সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে গৃহীত গ্রী° 'ωρα'। *ক্রষ্টেতি > কট্টেই, কর্ষতি থেকে নয়। ৩৬ প্রযত্ন > পঅত্ত—'য' লোপ এবং প্রগত সমীভবন। ৪১ বিজ্ঝসে বিজ্ঝা < বিধ্যসি বিদ্ধা তালব্যীভবন। ৪৪ মর্দয়সি > মল্লয়সি > মলেসি সঙ্কোচ। ৪৭ ভ্রমসি > ভমসি—গর্বির > গব্বির। ৫১ হিঅ-আহিন্তো হিন্তযোগে অপাদান। ৫৩ বড্ঢন্তি < বর্ধন্তে আত্মনেপদ পরস্মৈপদে সরলীকৃত এবং সমীভবনাদি। ৫৪ পঙ্ক-কৃখুত্ত <পঙ্কক্ষিপ্ত—আভিধানিক বলেন নিমগ্ন অর্থে খুত্ত দেশী শব্দ। ৫৭ কারিম—কৃত্রিম অর্থে দেশী শব্দ। ৫৮ সণিঅং < শনৈঃ। ৫৯ ঢক্কন্তি √ঢক্ক অনার্যমূল সকর্মক। ৬০ তম্বা—ধেনু অর্থে দেশী শব্দ। বৃষভ > বসহ। শৃঙ্গ > সিঙ্গ। ৬১ লেহল এবং লেহড—লম্পট অর্থে দেশী শব্দ। অন্য অর্থ লুব্ধ। বরেন্দ্রী উপভাষায় লেল্হা *৬২ প্রস্নৌতি > পণ্হঅই। পণ্হুইরি—প্রস্রবণশীলা। *পুণ্যেভিঃ > পুণ্ণেহিং। ৬৩ মস্থণং > মসিণং। ৬৪ বিক্রমাদিত্য > বিক্কমাইচ্চ তালব্যীভবন। ৬৪ বলামোড়ি—বলাৎকার অর্থে দেশী। ৬৫ চুক্কাসি—চুক্ক ভ্রষ্ট হিং চুকা হুয়া—মিটে গেছে, খসে গেছে। ৬৭ আবণ্ণাই আবণ্ণাইং < আপর্ণানি অথবা আপন্নানি। শালি[illegible] > সালিআহণ > সালাহণ। ৬৮ নিপতিতা > নিবডিআ। ৬৯ শীর্ষং > সিস্সং বা সীসং। ৭০ কৃষ্ণ > কণ্হ > কান তদ্ভব। কৃষ্ণ > কসণ অর্ধতৎসম। ৭১ বিহ্বল > বিহল। পক্ষৈঃ > বক্খেহিং। পদ্ম > পদুম > পোম্ম। ৭২ আকুলত্বং > আউলত্তণং। পইণো < *পতিনঃ মুনিনঃ সাদৃশ্যে। ৭৩ আর্দ্র > ওল্ল অথবা উল্ল। ৭৪ বেশিন্যঃ > বেসিণিও। ৭৫ অহো অব্বো—সূচনা, দুঃখ, সম্ভাষণ, অপরাধ, বিস্ময়, আনন্দ, আদর, ভয়, খেদ, বিষাদ, পশ্চাত্তাপ প্রভৃতি অর্থে অব্যয় শব্দ। ৭৭ উপাধ্যায়ঃ > উবজ্ঝাও। স্নেহ > ণেহ। ৭৯ *সংস্থাতি > সংঠাই। ৮০ বিমুক্তমর্যাদং > বিমুক্কমজ্জাঅং। ৮১ চুলচুলন্তেহিং চুলচুলায়মানৈঃ অনার্যমূল ধ্বন্যাত্মকশব্দ। ৮৪ বলিত্বা (√বল) > বলিউণ অসমাপিকা। ৮৫ ক্ষীয়ন্তে > খিজ্জন্তি। ৮৭ স্বপ্ন > সিবিণ স্বরভক্তি এবং

সমীভবন। ৮৮ দ্বেষ্যত্ব > বেসত্তণ। ৯০ অরঘট্ট-ঘটিকা > রহট্ট-ঘডিঅ আদিস্বর লোপ এবং ঘোষীভবন। ৯২ অরণ্য > রণ্ণ আদিস্বর লোপ এবং সমীভবন। ৯৩ শ্বশ্রূ > সস্সূ >সাস্সূ। ৯৫ লোভশীলালি > লোহল্লালি। ৯৭ মহমহই—গন্ধে ম ম করে সং মহমহায়তে—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। গৃহাৎ > ঘরা। অঙ্কোট > অঙ্কোল্ল। ৯৮ কৃতার্থা > কঅত্থা। ৯৯ কুব্‌জ > খুজ্জ। ১০০ আপৃচ্ছন > আউচ্ছণ। *নিগড়াপিতেন > ণিঅলাবিএণ।

॥ ষষ্ঠ শতক ॥

১ বিচ্ছুহমাণেণ √ছুহ √ছো সং ক্ষিপ্‌। ২ মৃতা >মুআ। ৩ দ্বিগুণাবেষ্টিত > বিউণা বেট্‌ঠিঅ। ৪ মারয়সি > মারেসি। সঙ্কোচে অয় > এ। ৫ √শ্রু +ত্বা = √সো+উণ। ৬ ঈর্ষ্যা > ইস্‌সা > ঈসা। ছিজ্জামো—ক্ষীয়ামহে য=জ্জ, ক্ষ=ছ। ৭ √তুস+কর্মবাচ্যে ইজ্জ। ৮ √সঙ্ক+ইজ্জ কর্মবাচ্যে ১০ তুভ্যম্‌ > তুজ্ঝ। প্রেম > পেম্ম দ্বিত্বভবন 'এ' হ্রস্বীভূত তুলনীয় একং। ১১ আম-হাঁঅর্থে অব্যয় শব্দ, সম্মতিসূচক ধ্বন্যাত্মকশব্দ বা onomatopœia। সোহিরী সং √শুভ > প্রাং √সোহ+অস্তি অর্থে ল বা র+ঈ স্ত্রী প্রত্যয়। ১৩ সং খেদিতব্যানি *লৌকিক খিজ্জিতব্যানি > খিজ্জিঅব্বাইং। অশ্রু > অংসু নাসিক্যীভবন। ১৪ কৃত্বা > কাউণ। ১৫ পৃথিবী > পুহবী ১৬ √রুদ্‌ > রুঅ এবং রুব। ১৮ বাষ্প > বাহ+ওঘ > ওহ্‌=বাহোহ। ১৯ ঘৃত >ঘিঅ বা ঘঅ। অতি+আদরেণ> অই আঅরেণ। অলসাঅই—নামধাতু। ২১ মনস্বিনী > মাণংসিণী। ২২ সং √কৃ > প্রাº কুণ—কৃ ধাতুর ন বিকরণ। ন বিকরণ বৈদিক ভাষাতেও ছিল—কৃণোতি। ২৪ ত্যক্তা > চত্তা —তালব্যীভবন। ২৬ মইল্ল দেশী > হিং মইলা বাং ময়লা। ঢক্ক—দেশী শব্দ। ২৭ করমরী বা করিমরী—অপহৃতা স্ত্রী বা বাঁদী অর্থে দেশী শব্দ। মসৃণ > মসিণ। জল্পিতং > জম্পিঅং—নাসিক্যীভবন। ২৮ স্থূল > থোর। পইণঃ < *পতিনঃ—মুনি শব্দ সাদৃশ্যে। তুপ্প ঘৃতলিপ্ত অর্থে দেশী। ২৯ পার্শ্ব > পস্‌স > পাস। ৩০ দিশা-চক্র > দিসা-অক্ক। ৩১ খোকৃথা—ধ্বন্যাত্মক শব্দ—দেশী। ৩২ কচ্ছু—দেশী শব্দ বাং কচু। ৩৪ কুব্জ>খুজ্জ—মহাপ্রাণী ভবন। শরৎ > সরদ > সরঅ স্বরান্ত। ৩৫ অব্বো—বিস্ময় সূচক অব্যয়। ৩৬ স্তব্ধেন > ঠড্‌ঢণ—অহেতুক মূর্ধন্যীভবন। শ্মশান > মসাণ। ৩৭ প্রাবৃষ্‌ > পাউস। ৩৮ ডিম্ভঃ = শিশু। ৩৯ অবিধবা > অবিহবা। ৪০ আর্দ্র >ওল্ল

উল্ল। ৪১ ইক্ষু > উচ্ছু। ৪২ মুকুল > মউল, বউল। ৪৩ আম্র > অম্ব। শিখাঃ > সিহাউ-'উ' অপভ্রংশ লক্ষণ। ৪৭ তৈলং > তেল্লং "এ"—হ্রস্ব উচ্চারণ। ৪৮ বর্ধন > বড্ঢণ অর্থসংশ্লেষে পীড়ন। ৪৯ বৃদ্ধ > বুড্ঢ > বোড অর্থপরিবর্তনে দুষ্ট। ৫১ স্রোতস্ > সোত্ত। ৫৪ গুডং > গুলং অরসিক স্থলে অনরসিক 'অ' এর অনাদেশ ব্যঞ্জনপূর্বেও হয়েছে। ৫৫ স্পর্শ > ফরিস বা ফংস। স্নান > ণ্হাণ আদির যুক্তব্যঞ্জন নিয়মের ব্যতিক্রম। ৫৬ তিত্তিল্ল—দ্বারপাল বা প্রতীহারী অর্থে দেশীশব্দ। ৫৮ সুখকেলি > সুহ এলি > সুহেল্লি মধ্যস্বর লোপ। ৬০ √ ঘূর্ণ > √ঘোল। সিমি সিমন্তং নামধাতু শত্রন্ত। ৬৩ বৃতি > বই। ৬৫ কদম্ব > কডম্ব > কলম্ব। ৬৭ ক্ষীরেক > ছীরেক্ক। √আনন্দ নামধাতু+ইজ্জ কর্মবাচ্যে। ৭২ অগি্গণঃ সং অগ্নেঃ—মুনিশব্দ সাদৃশ্যে অগি্গণঃ। ৭৪ রুন্দ বৃহৎ? ৭৬ প্রৌঢ় > পোঢ়। ৮০ বর্ষা > বস্সা > বাসা। ৮৪ ণজ্জই— √জ্ঞা > ণা+(ই) জ্জ কর্মবাচ্যে। ৮৫ রাশি অর্থে উপ্পঙ্গ দেশীশব্দ। ৮৮ তম্বির তাম্রবর্ণ? ৯২ দেবীকৃতঃ > দেবীকও। ৯৩ রঅণাঅরাহি অথবা রঅণাঅরাহিন্ত। ৯৫ পক্ক > পিক্ক। ৯৭ ক্ষীয়ন্তে > ঝিজ্জন্তি, ছিজ্জন্তির 'ছ' ঘোষীভূত?

॥ সপ্তম শতক ॥

১ কএণ < কৃতেন। ম্রিয়তাম্ *মরতু > মরউ। ৩ ভক্ষণ অর্থে চক্খণ দেশী শব্দ। বাং চাখা। ছী বোল্লঅং—ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ছি' আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ভাবপ্রকাশের ধ্বনি বিশেষ। ৪ প্রত্যূষ > পচ্চূস তালব্যীভবন। মহম্মহই ম ম করা বাংলা—হিন্দী মহক্ তুলনীয়। ৫ সাউলি —বস্ত্রাঞ্চল (দেশী) কুণসু—সং √কৃ করোতি বৈদিকে ন বিকরণ যোগে কৃণোতি ঋ > উ কৃণ > কুণ। ৬ পশ্চাৎ > পচ্ছা > বাং পাছ। পরিসক্কিঅ < পরিষক্কিত=পরিক্রমণ। ৭ পার্শ্ব > পস্স অথবা পাস তুং অশোকলিপি গির্নার কাসতি < *কর্ষ্যতি। মিঅ ইব > পাং মিব > মিঅ (হেমচন্দ্র)। ৮ ব্যসনিকঃ > বসণিও। ৯ গৃহ > গেহ ঋ স্বরের 'এ' পরিণতি। ১০ দর্শনেন > দংসণেণ নাসিক্যীভবন। চ্চিঅ < চিঅ নিশ্চয়ার্থক অব্যয় সং এব। ১১ কৃতেন > কএণ। পৃচ্ছ > পুচ্ছ ঋ=উ। গ্রীষ্ম > গিম্হ বিপর্যয়। ১২ ণবরি কেবল অর্থে দেশী শব্দ। ১৩ অবিভক্ত > অইহত্ত। রস+উব্ভেঅ প্রাকৃত সন্ধিনিয়মে অন্ত্যস্বর লোপ। লোহিল্ল

—লোভ+ইল্ল। ১৪ বেপনশীল অর্থে বেবির। মুকুলিতাক্ষিযু > মউলিঅচ্ছিস্থ—বিষমীভবন, স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনলোপ এবং ক্ষ এর চ্ছ পরিণতি। ১৫ অহকং > অহঅং। ১৬ নিরুধ্যতি > ণিরুজ্ঝই। ১৭ দীসিহই কর্মবাচ্যে। সংস্কৃতছায়া দ্রক্ষ্যতে। ১৮ এক্কল্ল—এক > এক্ক+অল্ল বাং একলা হিং অকেলা। ১৯ পরিমলসি দেশী √মলা বাং কানমলা। ২০ কপাটক > কবালঅ। √দর্শয় > √দাব। ২১ ওচ্ছোঅঅ < *অবচ্ছদক—এখানে বিস্তৃত মেঘ। আর্দ্র অর্থে ওল্ল-উল্ল—উদক+ল? ওল্লিজ্জস্ত ওল্ল+ইজ্জ কর্মবাচ্যে। ২২ শরদ্ > সরদ > সরদ+এ ৭মী। *সরস্মিন্ > সরম্মি। ২৩ প্রবাত > পব্বাঅ—দ্বিত্বভাব। ২৪ পিট্ঠ-কুট্টণ বাং পেটা-কোটা। ২৫ দোণ্হ—দ্বৌ হিং দোনো বঙ্গালী উপভাষা দোনো। ২৬ ছোট জলাশয় অর্থে বাউলিআ—দেশী শব্দ। পত্তলণ—পত্রদান √লা দানে। কর্ষ > কস—√ক্ষি > ঝিজ্? ৩০ এক কাণ্ড > এক্ককণ্ড। ৩১ প্রত্যুজ্জীবিতঃ > পচ্চুজ্জিবিও। ৩২ অপ্পাহই সং √দিশ্ ধাতুর 'অপ্পাহ' আদেশ বলেন হেমচন্দ্র ৮।৪।১৮০। মম > মহ মহাপ্রাণীভবন। ৩৪ শূনোষ্ঠং > সূণোট্ঠং। ৩৫ *বৃতিস্মিন্ > বইম্মি। অবনমিত > ওণবিঅ। ৩৭ ইদানীং > *এদাণীং > *এআণীং > এণ্হিং। ৩৮ সং তম্বা—গৌঃ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ? ৩৯ আ—√ঘ্রা=আঘ্রাতি—আজিঘ্রতি অভ্যস্তরূপ। *স্থাপতি > ঠাবই > ঠেবই। মধুকপুষ্পম্ > মহুঅ উপফং। ৪০ ওজ্ঝর—অব √ঝর নিজ্ঝর সাদৃশ্যে। ৪১ পক্ক > পিক্ক। ৪২ ভবন্ত > হোন্ত। ৪৪ স্বেদাশ্রুভিঃ > সেঅংসুএহিং। ৪৮ মাতৃস্বসা > মাউচ্ছা—মাসী বাং মাউসা, মাইসা, মেসো—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ যোগে মাসী। ৫২ পরিত্যক্তা > পরিচ্চত্তা পরিচত্তা। অস্মে > অম্হে। স্থবির > ঠইর > ঠের স্বরসংকোচ। ৫৪ লেহল, লহড √লভ > লহ+এল =লোভী হিং লেল্হা। অপবৃত্তে > অববৃত্তে > ওঅত্তে। ৫৬ আশাবর্তিভিঃ > আসাবট্টিহিং। ৫৭ অনুভূতঃ > অণুহুত্তো 'ত'লোপনয় তকারদ্বিত্ব। দ্বিতীয়া > বীআ। ৫৮ মহ্যং > মজ্ঝ দ্রং মঝু ষষ্ঠ্যর্থে সম্প্রদান-সম্বন্ধের একীকরণ। ৫৯ *সমপসরিত > সমবসরিঅ > সমোসরিঅ। ৬১ ধারিল্লি-আই—√ধার+ইল্লিআ < ইল্লিকা ধারণ-লালসা। ৬২ খাদন > খাঅণ সংকোচ খাণ। অন্ডঅণা—কুলটা অর্থে দেশী শব্দ। ভুক্কই √ভুক্ক হেমচন্দ্র "ভষের্ভুক্কঃ" ৮।৪।১৮৬। বাং কুকুর ভোখা। ৬৪ বাষ্পৌঘাঃ > বাপেফাঘা >

বাহোহা। ৬৫ নিহিতঃ > ণিহিত্তো। ৬৭ *পস্থিক > পস্থিঅ। ৬৮ খাদিত উদ্গীর্ণানি > খাইঅ উগ্‌গিণ্ণাইঁ > খাউগ্‌গিণ্ণাইঁ মধ্যস্বর লোপ। ৬৯ উরস্ > উর+এ। স্তনকানাং > থণআণং। ৭১ বিদগ্ধ > বিডড্‌ঢ অহেতুক মূর্ধন্যীভবন। ৭২ কৌতুকিক > কোত্তিঅ দ্বিত্ব, বর্ণনাশ। মোইজ্জন্ত > √মুচ্‌-মোচ্ > মো+ইজ্জ শত্রন্ত। ৭৩ অচিরাৎ > অইরা। *পথা (পস্থানঃ) > পহা ৭৪ দীর্ঘ > দীরঘ স্বরভক্তি দীহর বিপর্যয়। ৭৫ অকস্মাৎ অর্থে অত্থক্ক দেশীশব্দ > আথ্‌কা বঙ্গালী উপভাষা। রাঢ়অঞ্চলে হঠাৎ, আচম্‌কা। উন্মৎসর > উম্মচ্ছর—ত > চ অহেতুক তালব্যীভবন, সমীভবন ইত্যাদি। ৭৬ পিজ্জই পীয়তে নয়, পিবতি অর্থে সুতরাং কর্তৃবাচ্যেই পিজ্জ আদেশ হেমচন্দ্র ৮।৪।১০। ৭৭ ঋজুকে > উজ্জুএ দ্বিত্বভবন। ৭৮ কস্য > কসস>কীস অর্থ কিম্ বা কিসে। ৭৯ সিতাভ্রাণি > সিঅব্‌ভাইং। ৮০ আপৃচ্ছন্তি > আউচ্ছন্তি। খট্টিক > খট্টিঅ > খডিঅ দেশী অর্থ শৌনিক বা° খাঁড়া, খাঁড়ী ইত্যাদি। ৮১ পুসউ > বা° পোছ, পুছে-ফেল স° প্রোঞ্ছ। ৮২ উভয় > অবহো স্বরপরিবর্তন। ৮৩ জামাউস্‌স সদৃশ্যে স্‌স জামাতৃ > জামাউ। দ্বিগুণয়তি > বিউণেই। পলোহর পলোঘর পরোহড়—ঘরের পেছন অর্থে দেশী শব্দ। ৮৪ মোটিত > মোডিঅ বা মোড়া কক্ষা > কচ্ছা বা° কাছ। ৮৬ √ব্রজ > বচ্চ বা° বাঁচা ৮৭ বর্ষ > বরিস স্বরভক্তি। ৮৯ গায়তি * গাতি > গাই। ৯০ রোধনত্র্যস্রস্থিত > রুন্তণ-তংস-টি্ঠঅ। ৯২ পাউ ভাত অর্থে দেশী শব্দ। ৯৩ দীর্ঘ > দীহর > দীহ অন্ত্যাক্ষর লোপ। গোস দেশী শব্দ, অর্থ প্রভাত। ন অতি > ণই। ৯৪ কোল্লিও < কোলিও < ক্রোড়িত সুতরাং সঙ্কোচিত। ৯৬ মূঅল্ল মূঅল দেশী শব্দ মূক বা বধির অর্থে। পলোহির—প্রলোভিত > পলোহিড় পলোহির ৯৭ জ্ঞাতং > ণাঅং ৯৯ মিলিত > মিলিঅ মিলীণ মেলীণ। ভণ্ডণ—কলহ অর্থে দেশী শব্দ। ১০০ অলীকম্ > অলিঅং হ্রস্বত্ব আদি শ্বাসাঘাতের জন্য।

প্রমাণপঞ্জী :

১ পাইঅ-সদ্দমহণ্ণবো—হরগোবিন্দ দাস ত্রিকমচন্দ্র শেঠ।

২ Some Telugu Words in Gatha Saptasati—A Paper for XXVI International Congress of Orientalists—New Delhi, 1964—Article by Thirumala Ramchandra.

৩ Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages—R. L. Turner.

৪ O. D. B. L.—Suniti Kumar Chatterjee.

৫ প্রাকৃত ব্যাকরণ—হেমচন্দ্র।

৬ প্রাকৃতপ্রকাশ—বররুচি।

৭ Sanskrit-English Dictionary—Monier Williams.

গাথা-সঙ্কেত

কবি-পরিচয়

মহিলা কবির নাম তারকা-চিহ্নিত

কবি	গাথা
দুর্গস্বামী	১।১১, ১।১২
দামোদর	২।৬
দেবরাজ	২।৩৮, ৩।১৯
দেব	২।৫৮
দুর্বিদগ্ধ	৩।৬১, ৩।৬২
দ্ব্যর্থেন্দ্র	৩।৯৬, ৩।৯৭
দুর্ধর	৪।৮৬
দেবদেব	৫।১৮
ধনঞ্জয়	৪।২৮
নিষ্পট	১।৪৬
নিষ্কলঙ্ক	২।৫১
নরবাহন	২।৭১
নিরুপম	৩।৩২
নীল	৩।৬৯
নরসিংহ	৪।১৪
নন্দন	৪।৫৫
নাথহস্তী	৪।৭৩
নন্দিবৃদ্ধ	৪।৯২
পর্বতকুমার	৩।৭১
পুণ্যভোজ	৩।৬
পাবচ্ছীল	২।৯১, ২।৯৫
পুণ্ডরীক	২।৬৯
পোট্টিস	১।৮৯, ২।৭৩, ৩।৯৩, ৫।৩
*পৃথিবী	১।৮৬
প্রবরসেন	১।৬৪, ৩।১, ৩।৮, ৩।১৬

কবি	গাথা
পালিত	১।৬৩, ২।৭৬, ৩।১৭, ৩।৪৮, ৩।৫৬, ৪।৭, ৪।৯৩, ৪।৯৪, ৫।১৭
পবনরাজ	১।৪৫
প্রণাল	৪।৮০
প্রবারক	১।৭
প্রণাম	১।২৮
পরাক্রম	৩।৬৬
পণ্ডিণ	৪।১৩
প্রসন্ন	৪।৩০
প্রবররাজ	৪।৪০
বোদিস	১।৪
বঙ্গবিকার	১।২২
বস্তুকারী	১।২৪
বেসর	১।৫২
ব্রহ্মরাজ	১।৬২
বদ্ধাবহী	১।৭০
বসন্তক	১।৭৩
বিনয়ায়িত	১।৭৭
বজ্রক	১।৯৩
বিধিবিগ্রহ	২।১২
ব্রহ্মগতি	২।৩২
বিক্রমরাজ	২।৩৪
বৈরশক্তি	২।৪১
বৃদ্ধরক্ষ	২।৪২, ২।৪৩
বালাদিত্য	২।৪৪, ২।৪৫
বিজয়গতি	২।৪৬